# শারহু মাআনিল আছার

## তাহাবী শরীফ

### দ্বিতীয় খণ্ড

شرح معاني الآثار

ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত তাহাবী (র)

www.pathagar.com

# শারহু মাআনিল আছার

## (তাহাবী শরীফ)

### দ্বিতীয় খণ্ড

*ইমাম আবু জাফর আহ্মাদ আত-তাহাবী (র)*

*(জন্ম ঃ ২৩৯ হিজরী/৮৫৩ খৃ. ; মৃত্যু ঃ ৩২১ হিজরী/৯৩৩ খৃ.)*

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল হক

মাওলানা মোঃ শামসুল আলম খান

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনী

আঃ প্রঃ ৩৯৯

১ম প্রকাশ

| | |
|---|---|
| মুহাররম | ১৪২৯ |
| মাঘ | ১৪১৪ |
| জানুয়ারী | ২০০৮ |

বিনিময় ঃ ৩৮০·০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

شرح معانى الاثار -এর বাংলা অনুবাদ

**SHARHU MAANIL ATHAR (TAHAWI SHARIF)** 2nd volume. Translated into Bengali by Muhammad Musa. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 380·00 only.

www.pathagar.com

# সূচীপত্র

## অধ্যায় ঃ কিতাবুস সালাত (নামায)

### [ অবশিষ্টাংশ ]

অনুচ্ছেদ


২১. রুকূতে তাতবীক করা ৭

২২. রুকূ ও সিজদায় সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সময় অবস্থান করতে হবে এবং যার কমে তা আদায় হবে না ১৪

২৩. রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় যা বলা কর্তব্য ১৭

২৪. "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর ইমামের "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলার অবকাশ আছে কি না? ২৭

২৫. ফজর ও অন্যান্য নামাযে দোয়া কুনূত পাঠের বিবরণ ৩৪

২৬. সিজদায় যেতে আগে দুই হাত (মাটিতে) রাখবে না দুই হাঁটু? ৬১

২৭. সিজদায় দুই হাত রাখার স্থান ৬৭

২৮. নামাযে বসার নিয়ম, তা কিরূপ? ৬৯

২৯. নামাযের তাশাহ্হুদ সম্পর্কে ৭৭

৩০. কিভাবে নামাযের সালাম ফিরাতে হবে? ৯০

৩১. নামাযের সালাম ফিরানো ফরয না সুন্নাত? ১০৩

৩২. বেতের নামায ১১১

৩৩. ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের কিরাআত ১৫৩

৩৪. আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত ১৬২

৩৫. ইমাম দুইজন মুসল্লীসহ নামায পড়লে তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাবেন? ১৭৭

৩৬. ভয়কালীন নামায (সালাতুল খাওফ) কিরূপ? ১৮২

৩৭. যুদ্ধক্ষেত্রে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হলে যুদ্ধরত সৈনিক নামায পড়বে কিনা? ২০৫





৩৮. ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা) কিরূপ এবং তাতে নামায আছে কিনা ২০৭

৩৯. সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ) এবং তার বৈশিষ্ট্য ২১৯

৪০. কুসূফের নামাযের কিরাআতের বর্ণনা ২৩৩


www.pathagar.com

৪১. রাত ও দিনের বেলার নফল নামায পড়ার নিয়ম ২৩৬

৪২. জুমুআর নামাযের পর নফল নামায পড়ার বিবরণ ২৪০

৪৩. কোন ব্যক্তি বসা অবস্থায় নামায পড়া শুরু করলে তার জন্য দাঁড়িয়ে রুকূ করা জায়েয কিনা ২৪৩

৪৪. মসজিদে নফল নামায পড়া ২৪৬

৪৫. বেতের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া ২৪৮

৪৬. রাতের নফল নামাযের কিরাআতের বৈশিষ্ট্য ২৫৭

৪৭. একই রাক্‌আতে একাধিক সূরা পড়ার বর্ণনা ২৫৯

৪৮. রমযান মাসের নৈশ ইবাদত নিজ আবাসে করা উত্তম না ইমামের সাথে করা অধিক ফযীলাতপূর্ণ? ২৬৭

৪৯. মুফাস্‌সাল সূরাসমূহে সিজদা আছে কিনা? ২৭৩

৫০. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে লোকজনকে নামাযরত পায় ২৯৪

৫১. যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবাদানকালে মসজিদে প্রবেশ করে তার (দুই রাক্‌আত) নামায পড়া বৈধ কিনা? ২৯৮

৫২. ফজর নামাযের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশকারী সুন্নাত নামায পড়বে কিনা? ৩১২

৫৩. একখণ্ড কাপড় পরে নামায পড়া ৩২৩

৫৪. উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া ৩৩৭

৫৫. ইমামের ঈদের নামায ছুটে গেলে সে পরদিন তা পড়বে কিনা? ৩৪২

৫৬. কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া ৩৪৫

৫৭. যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে ৩৫৪

৫৮. কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়ার পর সূর্য উদিত হলে ৩৬৩

৫৯. রুগ্ন ব্যক্তির পিছনে (ইমামতিতে) সুস্থ ব্যক্তির নামায পড়া ৩৬৯



৬০. নফল (নামায) আদায়কারীর পিছনে (ইমামতিতে) ফরয আদায়কারীর নামায ৩৭৯

৬১. নামাযের জন্য কিরাআত নির্দিষ্ট করা ৩৮৬

৬২. মুসাফিরের নামায ৩৯১

৬৩. সফরে যানবাহনের উপর বেতের নামায পড়া যাবে কিনা? ৪১৮

www.pathagar.com

৬৪. যে ব্যক্তি তার নামায নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে এবং বুঝতে পারছে না যে, তিন রাক্‌আত পড়েছে না চার রাক্‌আত? ৪২৩
৬৫. নামাযের সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পূর্বে না পরে? ৪৩৭
৬৬. ভুল হওয়ার কারণে নামাযের মধ্যে কথা বলা ৪৪৭
৬৭. নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা প্রসঙ্গে ৪৬৫
৬৮. নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত, তা তার নামাযকে নষ্ট করে কিনা? ৪৭৪
৬৯. কোন ব্যক্তি ভুলে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে অথবা নামায পড়তে ভুলে গেলে সে তা কিভাবে কাযা করবে? ৪৮৭
৭০. মৃত পশুর চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয় কিনা ? ৪৯৩
৭১. উরু সতরের (আবরণীয় অঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত কিনা? ৫০৩
৭২. নফল নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা (কিরাআত পড়া) উত্তম না কি বেশি রুকূ-সিজদা করা উত্তম ? ৫০৮

www.pathagar.com

## কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

| | অনুচ্ছেদ | হাদীস নং | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| মাওলানা মুহাম্মদ মূসা<br>বি কম, (অনার্স), এম কম, এম. এম | ২১-৪৮ | ৮৯১-১৩৮৮ | ৭-২৭২ |
| মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল হক<br>বি. এ (অনার্স), এম. এ, এম. এম, এম. এফ | ৪৯-৬৬ | ১৩৮৯-১৭৩৯ | ২৭৩-৪৬৪ |
| মাওলানা মোঃ শামসুল আলম খান<br>এম. এ, এম. এম | ৬৭-৭২ | ১৭৪০-১৮২৯ | ৪৬৫-৫১০ |

www.pathagar.com

٨٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وحَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَمِسُّوْا فَقَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ ٠

৮৯৩। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, তোমরা হাঁটু শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরো। কারণ হাঁটু ধরাই তোমাদের জন্য সুন্নাত (রীতিবদ্ধ) করা হয়েছে।

٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ ثَنَا سَالِمُ الْبَرَّادُ قَالَ وكَانَ عِنْدِىْ اَوْثَقُ مِنْ نَفْسِىْ قَالَ قَالَ لَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىُّ اَلاَ اُرِيكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَفَضَّلَتْ اَصَابِعُهُ عَلٰى سَاقَيْهِ ٠

৮৯৪। ইবনে মারযূক (র)... সালেম আল-বাররাদ (র) যার সম্পর্কে আতা (র) বলেন, "আমার মতে তিনি আমার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য", তিনি বলেন, আবু মাসউদ আল-বাদরী (রা) আমাদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ নামায পড়ে দেখাবো না? তিনি (সালেম) এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনার পর বলেন, অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) রুকূ করেন এবং নিজের দুই হাতের পাতা দুই হাঁটুর উপর রাখেন এবং হাতের আংগুলগুলো হাঁটুর গিরার উপর প্রসারিত করেন।

٨٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِيْمَا يَظُنُّ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا ٠

৮৯৫। ইবনে মারযূক (র)... আব্বাস ইবনে সাহল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সা'দ এবং (ইবনে মারযূকের বর্ণনা অনুযায়ী) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আপনাদের তুলনায় অধিক ওয়াকিফহাল। তিনি যখন রুকূ করতেন, তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন, মনে হতো তিনি যেন তা শক্তভাবে ধরে রেখেছেন।

www.pathagar.com

٨٩٥(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ .

৮৯৫(১)। আবু বাকরা (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আবু কাতাদা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দশজন সাহাবীর এক মজলিসে আমি আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-কে বলতে শুনেছি... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, সাহাবীগণ বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন।

٨٩٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ·

৮৯৬। সালেহ্ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর হাঁটুর উপর রাখতেন।

٨٩٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ يُحَدِّثُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التَّفَرُّجَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ.

৮৯৭। রবী' আল-জীযী... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামাযের মধ্যে কষ্ট ও অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা হাঁটুর সাহায্য গ্রহণ করো।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ প্রথমোক্ত হাদীসসমূহের বিপরীত। উপরন্তু এই শেষোক্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বোক্ত হাদীস তদ্রূপ নয়। তাই আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা যার সাহায্যে উভয়বিধ হাদীসের যে কোনটি মানসূখ (রহিত) প্রমাণিত হতে পারে। অতএব অনুসন্ধানের পর আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

٨٩٨- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ

www.pathagar.com

فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيْ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا فَأُمِرْنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .

৮৯৮। আবু বাকরা (র)... আবু ইয়া'ফূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসআব ইবনে সা'দ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি আমার দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, হে বৎস! আমরাও তদ্রূপ করতাম। অতঃপর আমাদের নির্দেশ দেয়া হয় যে, আমরা যেন হাতের তালু দিয়ে হাঁটু আকড়ে ধরি।

٨٩٨(١)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৮৯৮(১)। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আবু ইয়া'ফূর (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٨٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ الرُّكُوْعَ طَبَّقْتُ فَنَهَانِىْ عَنْهُ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ حَتّٰى نُهِيَ عَنْهُ .

৮৯৯। আবু বাকরা (র)... মুসআব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ (রা)-র সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। আমি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তাতবীক করলাম। তিনি আমাকে তা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমরাও তাতবীক করতাম, কিন্তু পরে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অতএব আমাদের উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাতবীক রহিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাতবীক করা হতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুতে হাত রাখতে থাকেন।

এরপর আমরা কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এর সঠিক হুকুম জানার চেষ্টা করবো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তাতবীকে উভয় হাত পরস্পর মিলিত রাখতে হয় কিন্তু হাঁটুর উপর হাত রাখলে তা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

এরপর আমরা জানতে চাইবো যে, নামাযের মধ্যে এই দুই অবস্থার হুকুম কি? আমরা দেখি যে, নামাযে রুকূ ও সিজদা উভয় ক্ষেত্রে প্রশস্ততা বিধান করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অংগ-প্রত্যংগ পরস্পর থেকে ফাঁক করে রাখার মাধ্যমে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। যেমন নামাযে দাঁড়িয়ে পদদ্বয়কে আরাম দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে, অবশ্য তাতবীক সংক্রান্ত হাদীসও তার সূত্রে বর্ণিত।

www.pathagar.com

অতএব আমরা দেখছি যে, কোন কোন অংগ অপর কোন অংগের সাথে মিলানোর তুলনায় পরস্পর থেকে ফাঁক রাখাই উত্তম। মতবিরোধ শুধু রুকূর বেলায় যে, তাতবীক করতে হবে কি না। বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের দাবি অনুযায়ী বিতর্কিত বিষয়ের প্রত্যাবর্তন স্থল সর্বসম্মত বিষয় হওয়া উচিৎ। অন্যান্য অংগের বেলায় সকলের মতেই এক অংগ অপর অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই উত্তম। অতএব রুকূর বেলায়ও অংগের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাই উত্তম হওয়া উচিৎ। যেমন সিজদার মধ্যে প্রশস্ততা বিধান সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ التَّيْمِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ٠

৯০০। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

٩٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا بُرْقَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى يُرٰى مِنْ خَلْفِهِ وَضَحُ اِبْطَيْهِ ٠

৯০১। আবু উমাইয়্যা (র)... মহানবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন বগলের মাঝখানে এতোটা ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর পিছন থেকে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

٩٠١(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنَحْوِهِ ٠

৯০১(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... মায়মূনা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ اَوْ حَتّٰى اُرِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ٠

www.pathagar.com

৯০২। ইবনে আবী দাউদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত অবস্থায় বগলের মাঝখানে এতোটা ফাঁকা রাখতেন যে, তার বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

٩٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيىَ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْهَيْثَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ كَشْحَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ ٠

৯০৩। আবু উমাইয়্যা (র)... আবুল হায়ছাম (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিজদারত অবস্থায় তাঁর পাঁজরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।

٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيىَ الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ رَاَيْتُ الْبَرَاءَ اِذَا سَجَدَ خَوّٰى وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ٠

৯০৪। আবু উমাইয়্যা (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তার পেট জমীন থেকে উঁচু করে রাখতেন, অনুরূপভাবে নিতম্বও উঁচু করে রাখতেন এবং তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি"।

٩٠٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ وَبَيْنَ جَنْبَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ٠

৯০৫। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই বাহু ও পাঁজরের মাঝখানে এতোটা ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

٩٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ الْكَعْبِىِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَنَظَرْتُ اِلٰى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ يَعْنِىْ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ٠

www.pathagar.com

৯০৬। ইউনুস (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি যখন সিজদায় ছিলেন তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতার দিকে লক্ষ্য করেছি।

٩٠٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ كَشْحَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ ٠

৯০৭। নাস্‌র ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিজদারত অবস্থায় তাঁর পাঁজরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।

٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَعَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَرُ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَاوِىْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِىْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ اِذَ اسَجَدَ ٠

৯০৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে দাঊদ (র)... আল-হাসান (র) বলেন, আমার নিকট মহানবী ﷺ-এর সাহাবী আহ্‌মার (রা) হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত অবস্থায় তাঁর বগল এতোটা ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হতো।

٩٠٨(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَاَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৯০৮(১)। ইবনে মারযূক (র)... আহ্‌মার (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। অতএব আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, নামাযে দেহের অংগ-প্রত্যংগ পরস্পর মিলিয়ে রাখার পরিবর্তে ফাঁক করে রাখাই সুন্নাত হওয়া উচিৎ।

সার্বিক আলোচনার পর একথা প্রমাণিত হলো যে, রুকূর মধ্যে তাতবীক মানসূখ হয়েছে ইবনে মাসঊদ (রা)-র হাদীসে যার উল্লেখ আছে এবং এর পরিবর্তে হাঁটুর উপর হাত রাখা সুন্নাত। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রমুখের বক্তব্যও তাই।

## ٢٢- بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ الَّذِىْ لاَيَجْزِئُ اَقَلَّ مِنْهُ

## ২২-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সময় অবস্থান করতে হবে এবং যার কমে তা আদায় হবে না।

٩٠٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

www.pathagar.com

أَنَّهُ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا قَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ .

৯০৯। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার রুকূতে তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল-আযীম" (আমার মহান প্রতিপালক অতীব পবিত্র) বললে তার রুকূ পূর্ণ হয়, আর এটা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ। আবার সে যখন তার সিজদায় তিনবার "সুবহানা রব্বিয়ার-আ'লা" (আমার মহান প্রভু অতীব পবিত্র) বলে তখন তার সিজদা পূর্ণ হয়, আর তা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

٩٠٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

৯০৯(১)। আবু বাকরা (র)... ইবনে আবী যেব (র)-এর সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, উক্ত পরিমাণের কমে রুকূ ও সিজদা আদায় হবে না। তারা উপরোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে পেশ করেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ প্রসংগে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, রুকূর পরিমাণ হলো ঃ রুকূতে গিয়ে রুকূকারীর পিঠ সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যাওয়া এবং সিজদার পরিমাণ হলো ঃ সিজদায় গিয়ে সিজদাকারীর স্থির হওয়া, বিরাম বোধ করা, রুকূ-সিজদায় এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত করা অত্যাবশ্যক। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

٩١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلٰوتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ اِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ

www.pathagar.com

رَاكِعًا ثُمَّ قُمْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا انْقَصْتَ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا تَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِكَ .

৯১০। ইবনে আবী দাউদ (র)... আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তাঁর চাচা রিফাআ ইবনে রাফে' (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। মহানবী ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (নামায পড়া) দেখলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াও তখন তাকবীর বলো (নামায শুরু করো), অতঃপর কুরআন পড়ো যদি তোমার সাথে কুরআন (মুখস্ত) থাকে। যদি তোমার সাথে কুরআন না থাকে তবে "আলহামদু লিল্লাহ্", "আল্লাহু আকবার" এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পড়ো, অতঃপর রুকূ করো এবং স্থির হও, অতঃপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতঃপর সিজদায় যাও এবং তাতে স্বস্তি লাভ করো, অতঃপর উঠে আরামে বসো (অতঃপর একই নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করো) । তুমি এভাবে নামায পড়লে তোমার নামায পূর্ণ হলো। তুমি যদি এর থেকে কম করো তবে তোমার নামায অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হলো।

٩١٠(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

৯১০(১)। ফাহ্দ (র)... রিফাআ ইবনে রাফে' (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩١٠(٢)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৯১০(২)। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

উপরের দু'টি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত করেন যে, কি পরিমাণ সময় নামাযের মধ্যে অবশ্যই অতিবাহিত করতে হবে এবং তাছাড়া নামায পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ হবে না। অতএব আমরা জানতে পারলাম যে, প্রথমোক্ত হাদীসে ফযীলাত লাভের নিম্নতম পর্যায় উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যদিও এ হাদীস সনদের দিক থেকে শেষোক্ত হাদীসদ্বয়ের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ প্রথমোক্ত হাদীসের সনদসূত্র কর্তিত। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রমুখের বক্তব্য তাই।

www.pathagar.com

## ٢٣- بَابُ مَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَالَ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

### ২৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় যা বলা কর্তব্য।

٩١١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ رَاكِعٌ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

৯১১। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূর মধ্যে নিম্নোক্ত তাসবীহ্ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া আনতা রব্বী খাশাআ লাকা সাম্‌ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌খী ওয়া আযমী ওয়া আসাবী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"। (অর্থ) ঃ "হে আল্লাহ! আমি একান্তভাবে তোমার জন্যই রুকূ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার আনুগত্য করি, তুমিই আমার প্রভু। আমার শ্রবণেন্দ্রিয়, আমার দর্শনেন্দ্রিয়, আমার মস্তিক, আমার হাড়গোড় এবং আমার শিরা-উপশিরা সবই তোমার ভয়ে ভীত। এ সবই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।" তিনি সিজদায় গিয়ে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া আনতা রব্বী। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন"। (অর্থ) "হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি সিজদা করলাম, তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করলাম, তুমিই আমার প্রতিপালক। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সিজদা করলো যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে চোখ ও কান স্থাপন করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো মহান"।

٩١١(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالُوْا اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ عَنِ الْمَاجِشُوْنَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

৯১১(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আল-আ'রাজ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৯১২। আবু উমাইয়্যা (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূতে গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি একান্তভাবে তোমার জন্যই রুকূ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তুমিই আমার প্রভু। আমার শ্রবণেন্দ্রিয়, আমার দর্শনেন্দ্রিয়, আমার মস্তিষ্ক ও আমার হাড়গোড় সবই তোমার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। যে জীবনীশক্তি বলে আমার পা সুদৃঢ় আছে তা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত"।

٩١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ .

৯১৩। আহ্মাদ ইবনে আবী দাউদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমাকে রুকূ ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে"। অতএব তোমরা রুকূর মধ্যে প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করো এবং সিজদার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দোয়া করার চেষ্টা করো। কারণ সিজদার মধ্যে তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

٩١٣(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

৯১৩(১)। আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান আল-কূফী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (জানালার) পর্দা সরালেন, লোকজন তখন আবু বাক্‌র (রা)-র পিছনে (নামাযের উদ্দেশ্যে) সারিবদ্ধ ছিলো। ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْثُرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْ لِى اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ .

৯১৪। আবু বাকরা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ তাঁর রুকূতে অধিক সংখ্যায় বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা ফাগফির লী ইন্নাকা আনতাত-তাওয়্যাব।" (অর্থ) ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তোমার নিটক (যাবতীয় অপরাধ থেকে) তওবা করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি তওবা (অনুতাপ) কবুলকারী।"

٩١٤(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرُوْا بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৯১৪(১)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... মানসূর (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩١٤(٢)- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكُنَاسِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৯১৪(২)। আলী ইবনে শাইবা (রা)...মানসূর (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩١٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

www.pathagar.com

৯১৫। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজদায় বলতেন ঃ "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ।" (অর্থ) ঃ "অতীব মহিমান্বিত ও পাক-পবিত্র (আল্লাহ), ফেরেশতাকুল ও রূহ (জিবরাঈল)-এর প্রতিপালক" (মুসলিম)।

٩١٥(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ ·

৯১৫(১)। ইবনে মারযূক (র)... কাতাদা (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩١٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ اَتَى جَارِيَتَهُ فَالْتَمَسْتُهُ بِيَدِيْ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ·

৯১৬। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (বিছানায়) খুঁজে পেলাম না। আমি মনে করলাম, তিনি হয়তো তাঁর বাঁদীর নিকট গিয়েছেন। আমি নিজের হাত দিয়ে (অন্ধকারে হাতড়িয়ে) তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ের তলায় ঠেকে গেলো। তখন তিনি সিজদারত অবস্থায় বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি-রিদাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া আউযু বি-আফ্বিকা মিন ইকাবিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্সী সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।" (অর্থ) ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার সন্তোষ সহকারে তোমার অসন্তোষ থেকে। আমি তোমার উদারতা ও ক্ষমা সহকারে তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার উসীলায় তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা করেছো, তোমার সেরূপ যথাযোগ্য প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই" (মুসলিম)।

٩١٦(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ·

৯১৬(১)। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٩١٦(٢)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ٠

৯১৬(২)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ ٠

৯১৭। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিজদায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী যাম্‌বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু।" (অর্থ) ঃ "হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার সমস্ত গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড়ো গুনাহ, পূর্বের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য গুনাহ ও গোপন গুনাহ" (মুসলিম)।

٩١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

৯১৮। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সিজদারত অবস্থায়ই বান্দা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা এ সময় খুব বেশী করে দোয়া করো (মুসলিম)।

**বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষপাতী। তাদের মতে কোন ব্যক্তি রুকূ-সিজদায় তার পছন্দমত যে কোন দোয়া পড়তে পারে। এতে আপত্তির কিছু নেই। তাদের মতে রুকূ-সিজদার জন্য কোন বিশেষ দোয়া নির্দিষ্ট নেই। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে উপরোক্ত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন।

www.pathagar.com

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই ব্যাপারে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, নামাযী ব্যক্তি তার রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" ব্যতীত অন্য কিছু পড়বে না, সে এই দোয়াই যতবার ইচ্ছা পড়বে এবং অন্তত তিনবারের কম বলবে না। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

٩١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ ٠

৯১৯। আবদুর রহমান ইবনুল জারূদ (র)... উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ "সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৭৪), তখন মহানবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তা তোমাদের রুকূতে পাঠ করো। আবার যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ "তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরা আল-আ'লা ঃ ১), তখন মহানবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তা তোমাদের সিজদায় পাঠ করো।

٩١٩(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ٠

৯১৯(১)। আহ্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... মূসা ইবনে আইউব (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩١٩(٢)- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ٠

৯১৯(২)। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত আছে, তা উকবা (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পূর্বেকার হুকুম। আয়াত দু'টি নাযিল হওয়ার পর মহানবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের যে নির্দেশ দেন তার দ্বারা পূর্বোক্ত নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। অনন্তর উকবা (রা)-র হাদীস থেকে আরও জানা যায়, মহানবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের রুকূ-সিজদায় যা বলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনিও তাঁর রুকূ-সিজদায় তাই বলতেন।

٩٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

৯২০। ইবনে মারযূক (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বলছিলেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا سُحَيْمٌ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثًا وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا .

৯২১। ফাহ্দ ইবনে সুলায়মান (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূতে তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রতিপালক অতীব পবিত্র) এবং সিজদায় তিনবার বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" (আমার মহান প্রতিপালক অতীব পবিত্র)।

উপরোক্ত হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়, রুকূ ও সিজদায় কেবল উল্লেখিত তাসবীহদ্বয় পাঠ করতে হবে।

### তৃতীয় মত ও তার জবাব

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, রুকূতে অবশ্যই মহামহিমান্বিত প্রভুর মহানত্ব ও মর্যাদা প্রকাশক বাক্য পাঠ করতে হবে, তার সাথে অন্য কিছু যোগ করা যাবে না। কিন্তু সিজদায় অধিক পরিমাণে দোয়া পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ। তারা তাদের মতের সমর্থনে অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে উল্লিখিত আলী (রা)-র হাদীস (নং ৯১১) ও ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস (নং ৯১৩) দলীল হিসাবে পেশ করেন।

www.pathagar.com

তাদের উপরোক্ত দলীলের জওয়াবে বলা যায়, তারাও তো প্রকারান্তরে "তোমরা রুকূতে প্রভুর মহত্ব ঘোষণা করো এবং সিজদায় অধিক পরিমাণে দোয়া পড়ার চেষ্টা করো" এই নির্দেশ সম্বলিত হাদীস (নং ৯১৩)-কে প্রথমোক্ত হাদীস (নং ৯১১)-এর নাসিখ সাব্যস্ত করেছেন।

অতএব তাদের পেশকৃত দলীলের প্রেক্ষিতে একথা বলা যেতে পারে যে, "তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মহানবী ﷺ রুকূতে "মহানত্ব প্রকাশক বাক্য" পাঠের নির্দেশ দিয়ে থাকবেন।

আর সিজদার মধ্যে অধিক পরিমাণে পছন্দসই দোয়া পড়ার নির্দেশও হয়ত তিনি নিম্নোক্ত আয়াত "তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" নাযিল হওয়ার পূর্বে দিয়ে থাকবেন। অতঃপর তাঁর উপর উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলে তিনি লোকদেরকে সিজদার মধ্যে দোয়া পড়তে নিষেধ করেন এবং উকবা (রা)-র হাদীস মোতাবেক নির্দিষ্ট তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দেন এবং তার সাথে আরো কিছু যোগ করতে বারণ করেন।

অতএব সিজদার ক্ষেত্রে শেষোক্ত নির্দেশ (উকবার হাদীস) পূর্বোক্ত নির্দেশ (৯১১, ৯১৩ ও ১৯৪ নং হাদীস)-এর নাসিখ (রহিতকারী) সাব্যস্ত হলো। অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াত "তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (ওয়াকিয়া ঃ ৭৪) নাযিল হলে মহানবী ﷺ লোকদেরকে রুকূতে নির্দিষ্ট তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দেন। রুকূর ক্ষেত্রেও এই শেষোক্ত হুকুম (৯১১ নং হাদীস) প্রথমোক্ত হুকুম (৯১১, ৯১৩ ও ৯১৪ নং হাদীস)-এর নাসিখ সাব্যস্ত হলো।

এখানে কেউ হয়তো আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে, আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র নামাযের ঘটনা মহানবী ﷺ-এর ইনতিকালের নিকটবর্তী সময়কার। কেননা আব্বাস (রা)-র হাদীসে (নং ৯১৪) উল্লেখ আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ জানালার পর্দা সরালেন, লোকেরা তখন আবু বাক্র (রা)-র পিছনে (নামাযের উদ্দেশ্যে) সারিবদ্ধ ছিল"।

এর জওয়াবে বলা যায়, এ হাদীসে কি উল্লেখ আছে যে, এই সেই নামায যার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন অথবা এটা সেই রোগ যার ফলে তিনি ইনতিকাল করেন? অত্র হাদীসে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এ হাদীসের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হতে পারে ঃ (এক) হাঁ, এটা সেই নামায যার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন অথবা (দুই) এটা অন্য কোন সময়কার রোগের ঘটনা যাতে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এটা যদি সেই নামায হয়ে থাকে যার পরে মহানবী ﷺ ইনতিকাল করেন, তবে বলা যায়, "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" আয়াত এই নামাযের পরে এবং ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর উপর নাযিল হয়। আর যদি উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই নামায অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তা অপেক্ষাকৃত উত্তম ও অগ্রাধিকারযোগ্য। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের সঠিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে এই আলোচনা পেশ করা হলো।

www.pathagar.com

কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকেও বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা লক্ষ্য করি যে, নামাযের মধ্যে কয়েক জায়গায় যিকির করা হয়। যেমন নামাযে প্রবেশের তাকবীর (তাহরীমা), রুকূর তাকবীর, সিজদার তাকবীর এবং বৈঠকশেষে উঠার তাকবীর। ইবাদতকারীগণ এই তাকবীরসমূহকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং তারা জানেন যে, এগুলো ছাড়া অন্য কিছু বলার অবকাশ তাদের দেয়া হয়নি।

উল্লেখিত যিকিরের মধ্যে বৈঠকের তাশাহ্‌হুদও অন্তর্ভুক্ত। ইবাদতকারীগণ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়াকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং এর পরিবর্তে এখানে অন্য কিছু পড়ার অবকাশ তাদের জন্য রাখা হয়নি। কোন ব্যক্তি তাশাহ্‌হুদের পরিবর্তে যদি "আল্লাহু আকবার", "আল্লাহু আ'যাম" অথবা "আল্লাহু আজাল্ল" ইত্যাদি পাঠ করে তবে সে গুনাহগার হবে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে ও সাহাবীগণের বক্তব্যে উল্লেখিত তাশাহ্‌হুদের বিপরীত শব্দসম্বলিত তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে তবে সে ক্ষেত্রেও সে গুনাহগার হবে।

অবশ্য শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদের পরে নামাযীর পছন্দমত দোয়া পড়ার অনুমতি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দান করেছেন। যেমন ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে (নং ৯২২) উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ বলেন ঃ "অতঃপর যে দোয়া তার পছন্দ হয় তা গ্রহণ করবে (পড়বে)"।

অতএব প্রতিটি যিকির স্বস্ব স্থানে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে ঐসব স্থানে ভিন্ন কোন যিকির করার অনুমতি নাই, তা পাঠকের নিকট যতোই আকর্ষণীয় এবং অর্থগত দিক থেকে যতোই সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক না কেন।

অতএব রুকূ ও সিজদার ক্ষেত্রে তারা একমত হন যে, উভয় স্থানে নির্দিষ্ট যিকির রয়েছে। কিন্তু তাতে যে কোন যিকির পড়া যেতে পারে-এরূপ কথার উপর তারা একমত হননি। এ বিষয়ের উপর চিন্তা করে বলা যায়, (রুকূ-সিজদার) এই যিকিরের হুকুমও তাকবীর, তাশাহ্‌হুদ ও অন্যান্য যিকিরের হুকুমের অনুরূপ হওয়া উচিৎ। ইমামের যিকির "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও মোক্তাদীদের যিকির "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"-ও সুনির্দিষ্ট দোয়া। এই দোয়া ব্যতীত অন্য কোন দোয়া এখানে পড়া জায়েয নয়, যেমন নামাযের অন্যান্য যিকিরের স্থানগুলোতে স্বতন্ত্র কোন তাসবীহ পড়া জায়েয নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দোয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে।

যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম রুকূ-সিজদায় সুনির্দিষ্ট দোয়া পাঠের পক্ষপাতী এবং উকবা ইবনে আমের (রা)-র হাদীস (নং ৯১৯) অনুযায়ী আমল করার কথা বলেন, উপরোক্ত আলোচনায় তাদের মতই যথার্থ প্রমাণিত হলো। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমতও তাই।

এখানে কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে যে, শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদের পরে নামাযীর পছন্দসই দোয়া কোথায় পড়বে? ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস উল্লেখপূর্বক তার প্রশ্নের জবাব দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

٩٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسْنَا فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَلَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ عَلٰى مَا ذَكَرَ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ثُمَّ لْيَخْتَرْ اَحَدُكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَطْيَبَ الْكَلَامِ اَوْ مَا اَحَبَّ مِنَ الْكَلَامِ ٠

৯২২। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়াকালীন বৈঠকরত অবস্থায় বলতাম, আল্লাহ্র প্রতি সালাম, তার বান্দাদের উপরও, জিবরীল ও মীকাঈলের উপরও সালাম, অমুক অমুকের উপরও সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ শান্তিদাতা। অতএব তোমরা এভাবে বলো না, বরং বলো... আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে... যা ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে অন্যত্র উল্লেখিত আছে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) "অতঃপর তোমাদের কারো যে দোয়া পছন্দ হয় সে তা পড়ার জন্য বেছে নিতে পারে।

٩٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنَّا نُسَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ اُوْتِىَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَامِعَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَدْتُّمْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهِ رَبَّهُ .

৯২৩। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রতি দুই রাক্আতের মাঝখানে (বৈঠকে) কি বলবো তা জানতাম না। আমরা শুধু আমাদের প্রতিপালকের গুণগান (তাসবীহ), মহানত্ব (তাকবীর) ও প্রশংসা (হাম্দ) করাই জানতাম। আর মুহাম্মাদ ﷺ -কে বাক্যের অবতারণাকারী এবং সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাংগ বক্তব্য পেশকারীর বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে অথবা বলেন, চূড়ান্ত বক্তব্য পেশকারী বানানো হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা যখন দুই রাক্আতের মাঝখানে বসো তখন বলো, ...অতঃপর তাশাহ্হুদের উল্লেখ করেন। অতঃপর তোমাদের যে কেউ তার পছন্দমত দোয়া বেছে নিবে এবং তার প্রতিপালকের নিকট সেই দোয়ার মাধ্যমে আবেদন করবে।

www.pathagar.com

٩٢٣(١)- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

৯২৩(১)। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক এই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (ﷺ) বলেন ঃ "অতঃপর সে নিজ ইচ্ছামত কথা (দোয়া) বেছে নিবে"।

অতএব এখানে নামাযীকে (তার শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও দুরূদ পাঠের পর) তার পছন্দমত দোয়া বেছে নিয়ে তা পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা এছাড়া আর সর্বত্র নির্দিষ্ট যিকির ছাড়া অন্য কিছু পড়া যায় না। অর্থাৎ তাকবীর, তাশাহ্হুদ, সালাম ইত্যাদি স্বস্থানে উচ্চারণ করতে হবে, তা বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নাই। অতএব কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির দাবি অনুযায়ী রুকূ ও সিজদায় সুনির্দিষ্ট যিকির করতে হবে, এছাড়া বিকল্প কোন বাক্য গ্রহণ করা যাবে না।

## ٢٤-بَابُ الْاِمَامِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَّقُوْلَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَمْ لَا ؟

## ২৪-অনুচ্ছেদ ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর ইমামের "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলার অবকাশ আছে কি না?

٩٢٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَاَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

৯২৪। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো, তিনি যখন রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ করো, তিনি যখন সিজদা করেন, তখন তোমরাও সিজদা করো এবং

www.pathagar.com

তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন) বলেন তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" (হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কথা শুনবেন। কারণ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে বলেছেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"।

٩٢٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ·

৯২৪(১)। আবু বাকরা (র)... কাতাদা (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٢٤(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ·

৯২৪(২)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। ব্যতিক্রম হলো, রাবী এই সনদসূত্রে 'আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন' থেকে হাদীসের শেষাংশ উল্লেখ করেননি।

٩٢٤(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ·

৯২৪(৩)। আবু বাক্র (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٢٤(٤)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯২৪(৪)। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ

www.pathagar.com

حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৯২৫। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলো। কারণ যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে একত্রে উচ্চারিত হবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

**বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত**

একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম ও মোক্তাদীগণকে কি বলতে হবে এ হাদীস থেকে তা জানা যায়। ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তোমরা তখন "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবেন, মোক্তাদীগণ নয়। মোক্তাদীগণ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলবে, ইমাম তা বলবেন না। যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই প্রসংগে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলবেন এবং মোক্তাদীগণ বিশেষত "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলবে। তারা আরও বলেন, ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন তখন তোমরা "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলো—মহানবী ﷺ -এর এই বাণীর মধ্যে মোক্তাদীগণের "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলা এবং ইমামের তা না বলার সপক্ষে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। যদি তাই হতো তবে একাকী নামায আদায়কারীর জন্য রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" জায়েয হতো না। আমরা এ বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্যমত লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি একাকী নামায পড়লে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার সাথে সাথে "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"ও বলবে।

অতএব উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে যেভাবে একাকী নামায আদায়কারীর "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলা নাকচ হয়নি অথচ সে মোক্তাদী নয়, তদ্রূপ ইমামের "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলাও নাকচ হয় না। তারা নিজেদের মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন।

٩٢٦- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا

www.pathagar.com

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

৯২৬। রবী' আল-মুআযযিন (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করে এই দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ মিলআস-সামাই ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইম বা'দু।" (হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা—আসমান পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ এবং অতঃপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ (প্রশংসা)।

٩٢٦(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৯২৬(১)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٢٦(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ هُوَ ابْنُ حَسَنٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৯২৬(২)। আবু বাকরা (র)... ইবনে আবু আওফা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٢٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَيْفٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلاَعِيِّ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ . وَزَادَ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৯২৭। মালেক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাইফ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) কর্তৃক এই সনদসূত্রে মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আরো আছে ঃ "হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা (তোমার প্রশংসায়) বলে তুমি তা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। তুমি যা

দিবে তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালীকেই তার সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না"।

٩٢٨-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَهُوَ الْمُنَبِّهِىُّ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْجُدُوْدُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ جَدُّ فُلاَنٍ فِى الْاِبِلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِى الْخَيْلِ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّىْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ・

৯২৮। ইবনে আবী দাউদ (র)... আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ-এর নিকট ধন-সম্পদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ বললো, অমুক ব্যক্তির নিকট যথেষ্ট উষ্ট্রসম্পদ আছে। আবার কেউ বললো, অমুকের নিকট যথেষ্ট অশ্বসম্পদ আছে। মহানবী ﷺ কোন প্রতিউত্তর করলেন না। অতঃপর যখন তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করলেন তখন বললেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আসমান পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ এবং অতঃপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ (প্রশংসা)। তুমি যা দিবে তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই, তুমি যা প্রতিরোধ করবে তা দেয়ারও কেউ নেই এবং কোন সম্পদশালীকেই তার সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না"।

উপরোক্ত হাদীসে একথার কোন উল্লেখ নাই যে, তিনি তা ইমামতি করাকালীন বলেছেন। তাতে এরূপ কোন সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এটা প্রমাণিত হয় যে, একাকী নামায আদায়কারীকে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার সাথে সাথে "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ"ও বলতে হবে।

অতএব আমরা তথ্যানুসন্ধান করে দেখবো, মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে এমন কিছু বর্ণিত আছে কিনা যা থেকে ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান জানা যেতে পারে। অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির মত তাকেও "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্"-এর সাথে রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলতে হবে কি না। আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

٩٢٩- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ・

৯২৯। ইউনুস (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে কিরাআত পাঠ শেষ করার পর আল্লাহু আকবার বলতেন (রুকূতে যেতেন), অতঃপর বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ আল্লাহুম্মা আনজি আল-ওয়ালীদ ইবনাল- ওয়ালীদ...।" অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেন।

কিন্তু এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত বাক্য দোয়া কুনূতের সাথে (তার অংশ হিসাবে) পড়ে থাকবেন। অতঃপর তিনি যখন (ফজরের নামাযে) দোয়া কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করেন তখন উক্ত কথাও পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা এখন ভিন্ন হাদীস তালাশ করে দেখবো যে, তাতে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় কিনা। অনুসন্ধানের পর আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

٩٣٠- فَاذَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَنَا اَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৯৩০। রবী আল-মুআযযিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার নামাযই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার সাথে সাথে "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলতেন।

٩٣١- وَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ اَخْبَرَنِىْ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৯৩১। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ লাগলো। অতএব তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন তখন বলেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"।

٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ ذٰلِكَ .

www.pathagar.com

৯৩২। আবু বাকরা (র)... সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ থেকে দাঁড়াতেন তখন পূর্বোক্ত (হাদীসে উল্লেখিত) কথা বলতেন।

উপরোক্ত হাদীসে একথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, ইমামকে একাকী নামায আদায়কারীর মত "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্"-এর সাথে "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"-ও বলতে হবে। কেননা আয়েশা (রা)-র হাদীসে তো পরিষ্কার উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে জামাআতে নামায পড়াকালীন তা বলেছেন। আর আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসে আছে ঃ "তোমাদের মধ্যে আমার নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ"। অতঃপর তিনি উপরোক্ত তাসবীহ্ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আমি যা কিছু বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর নামাযে অনুরূপ বলতেন। ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের বক্তব্যও তাই। অর্থাৎ তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের বিবরণে একইরূপ উল্লেখ করেছেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যখন বর্ণিত আছে যে, তিনি ইমাম হয়ে নামায পড়ার সময় রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনপূর্বক "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলতেন, তখন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের অনুসরণপূর্বক ইমামকেও "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার সাথে সাথে "রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ"ও বলতে হবে। এ অনুচ্ছেদে উধৃত হাদীসসমূহের সার্বিক পর্যালোচনার পর উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেলো।

বিষয়টি কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকেও পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের ঐক্যমত লক্ষ্য করছি যে, একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে উভয় বাক্যই বলতে হয়। আমরা এখন অনুসন্ধান করে দেখবো, এখানে ইমামের ক্ষেত্রে বিধান একাকী নামায আদাকারীর বিধানের অনুরূপ কিনা। আমরা একটি বিষয়ে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করছি যে, ইমামকে একাকী নামায আদায়কারীর মতই তাকবীর (তাহ্‌রীমা), কিরাআত, কিয়াম (দাঁড়ানো), বৈঠক, তাশাহ্‌হুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে, নামাযের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে একইরূপ বিধান প্রযোজ্য হয়। উপরন্তু যেসব কারণে নামায ফাসিদ (নষ্ট) হয়ে যায়, যেসব কারণে সাহু সিজদা অপরিহার্য হয় ইত্যাদির বেলায়ও উভয়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ইমামের সাথে নামায আদায়কারী মোক্তাদীর ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে।

অতএব বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ঐক্যমত অনুযায়ী যখন প্রমাণিত হলো, একাকী নামায আদায়কারীকে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"ও বলতে হবে, তখন এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইমামকেও "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"ও বলতে হবে।

কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার সাহায্যেও এই অনুচ্ছেদে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হলো এবং আমরা উপরোক্ত মতই গ্রহণ করেছি (অর্থাৎ ইমামকে "সামিআল্লাহু...হাম্‌দ" বলতে হবে)। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রমুখের বক্তব্যও তাই। আর ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন (ইমামকে "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলতে হবে না)।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যই তাঁর মাযহাবের অনুসারীগণ অনুসরণ করেন (অনু.)।

www.pathagar.com

## ٢٥-بَابُ الْقُنُوْتِ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

### ২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও অন্যান্য নামাযে দোয়া কুনূত পাঠের বিবরণ।

٩٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৯৩৩। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা... সাঈদ ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে কিরাআত পাঠ শেষ করার পর আল্লাহু আকবার বলতেন (রুকূতে যাওয়ার প্রাক্কালে), অতঃপর রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাবার সময় বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায়ই আরও বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি মুক্তি দান করো ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে, সালামা ইবনে হিশামকে, আইয়্যাশ ইবনে আবী রবীআকে এবং মুমিনদের মধ্যে অসহায় ও দুর্বল লোকদেরকে। হে আল্লাহ! তোমার আযাব তীব্রতর করো মুদার গোত্রের উপর এবং এটাকে তাদের প্রতি ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের অনুরূপ করো। হে আল্লাহ! তুমি অভিসম্পাত করো লিহ্য়ান, রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যা গোত্রসমূহের উপর। কারণ তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে।"

٩٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৯৩৪। আবু বাকরা... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এশার নামায পড়তেন তখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন করার পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে মুক্তি দান কর।"... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

www.pathagar.com

٩٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَاُرِيَنَّكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دَعَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَعَنَ الْكَافِرِيْنَ .

৯৩৫। আবু বাকরা... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা দানপূর্বক বলছি অথবা অনুরূপ বাক্য বলেছেন। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলতেন, অতঃপর মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফেরদের প্রতি অভিসম্পাত করতেন।

٩٣٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ .

৯৩৬। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত। তিনি এশার নামাযের শেষ রাক্আতের রুকূ থেকে উঠে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে মুক্তি দান করো।" ...অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত (৯৩৫ নং) হাদীসের অনুরূপ।

٩٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا .

৯৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাইমূন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোরে উপনীত হলেন, কিন্তু দোয়া কুনূত পড়লেন না। আমি বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি দেখোনি যে, তারা (এখন মদীনায়) উপনীত হয়েছে?

٩٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ

www.pathagar.com

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ لِاَحَدٍ اَوْ يَدْعُوْ عَلٰى اَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَرُبَّمَا قَالَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ . وَزَادَ قَالَ يَجْهَرُ بِهٖ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَّفُلَانًا اَحْيَاءً مِّنَ الْعَرَبِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ .

৯৩৮। আহ্‌মাদ ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো জন্য দোয়া করতে অথবা কাউকে অভিসম্পাত করতে চাইতেন তখন রুকূ করার পর কুনূত পড়তেন। প্রায়ই তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলার পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আল-ওয়ালীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও"... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি এ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-র কথা ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন দোয়া কুনূত পড়লেন না... হাদীসের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে দোয়া কুনূত পড়তেন।" তিনি কোন কোন নামাযে এভাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি অমুক ও অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করো," অর্থাৎ আরবের কতিপয় গোত্রের উপর। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তিনি (আল্লাহ্) তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নাই। কারণ তারা যালেম" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)।

٩٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَّفُلَانًا عَلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ .

৯৩৯। আবু বাকরা (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের নামাযের শেষ রাক্‌আতের রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন করার সময় বলতে শুনেছেন ঃ "রব্বানা ওয়ালাকাল-হাম্‌দ", অতঃপর বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্! মোনাফিকদের মধ্যে অমুক অমুককে অভিসম্পাত করো।" তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা

www.pathagar.com

তাদের শাস্তি দিবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)।

٩٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ فِىْ اَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ وَزَادَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ قَالَ فَمَا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ عَلٰى اَحَدٍ .

৯৪০। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাক্আতের রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠানোর পর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! মুক্তি দান কর..." হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লেখিত আবু হুরায়রা (রা)-র (৯৩৩ নং) হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই...।" রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কারো প্রতি অভিসম্পাত করেননি।

٩٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

৯৪১। ইবনে মারযূক (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন।

٩٤٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

৯৪২। ফাহ্দ (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়তেন।

www.pathagar.com

٩٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ نُصَيْرٍ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا .

৯৪৩। ইবনে আবী দাউদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে তিরিশ দিন দোয়া কুনূত পড়েছেন।

٩٤٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ قَالَ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمَ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِىْ لِحْيَانَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا .

৯৪৪। ফাহ্দ (র)... খুফাফ ইবনে ঈমাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ করলেন, অতঃপর রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ "গিফার গোত্রের লোকদের আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্ শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন। আর উসাইয়্যা গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে। হে আল্লাহ! অভিসম্পাত বর্ষণ করো লিহ্য়ান গোত্রের প্রতি। হে আল্লাহ! অভিসম্পাত বর্ষণ করো রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের প্রতি, আল্লাহু আকবার।" অতঃপর তিনি সিজদায় লুটে পড়েন।

٩٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَثِيْرِىُّ الْمَدَنِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِىِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمُدْلِجِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِىِّ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ لَمَّا خَرَّ سَاجِدًا قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَزَادَ فَقَالَ خُفَافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَتُ الْكَفَرَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ .

৯৪৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র)... খুফাফ ইবনে ঈমাআ (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অত্র সূত্রে তিনি একথা উল্লেখ করেননি ঃ "তিনি ﷺ যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন তখন আল্লাহু আকবার

বললেন।" তবে আরো যোগ হয়েছে ঃ "খুফাফ (রা) বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার মাধ্যমে কুফরীর প্রতি অভিসম্পাত করা হলো।"

٩٤٥(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৯৪৫(১)। ফাহ্‌দ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ اَقَنَتَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ فَقُلْتُ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا .

৯৪৬। ইবনে আবু দাঊদ (র)... মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, মহানবী ﷺ কি ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো অথবা আমি তাকে বললাম, রুকূর পূর্বে না পরে? তিনি বলেন, রুকূ থেকে উঠার পরপরই।

٩٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقْتُهُ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقْتُهُ .

৯৪৭। ইবনে আবী দাঊদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ -এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি ফজরের নামাযে সচরাচর দোয়া কুনূত পড়েছেন, যতক্ষণ না আমি তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি (তিনি ইন্তেকাল করেছেন)। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথেও নামায পড়েছি। তিনিও অনবরত ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়েছেন, যতক্ষণ না আমি তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি (তিনি ইন্তেকাল করেছেন)।

٩٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ الْوَحَّاظِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ وَرِعْلَ وَلِحْيَانَ .

৯৪৮। ইবনে আবী দাঊদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ একমাস ব্যাপী (নামাযে) কুনূত পড়েন। তিনি উসায়্যা, যাকওয়ান, রি'ল ও লিহ্য়ান প্রভৃতি গোত্রকে অভিসম্পাত করেছেন।

٩٤٩- حَدَّثَنَا ابُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ انَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ الْقُنُوْتُ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

৯৪৯। আবু উমাইয়্যা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাক্আতের পরে এক মাস যাবত কুনূত পড়েন। আসেম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কুনূত কখন পড়তে হয়? তিনি বলেন, রুকূর পূর্বে।

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لاَ بَلْ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قُلْتُ انَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ انَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى اُنَاسٍ قَتَلُوْا نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ .

৯৫০। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র)... আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা রুকূর পূর্বে না পরে পড়তে হবে? তিনি বলেন, না, বরং রুকূর পূর্বে পড়তে হবে। আমি পুনরায় বললাম, লোকেরা বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূর পরে দোয়া কুনূত পড়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাসব্যাপী দোয়া কুনূত পড়েন এবং যেসব লোক তার সাহাবীগণের মধ্য থেকে একদল কারী (কুরআনের শিক্ষক) সাহাবীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করেছিল তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

٩٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شَاذُ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .

৯৫১। ইবনে আবী দাঊদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পাঠ করা হতো।

٩٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ

www.pathagar.com

قُدَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ مَخْلَدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ .

৯৫২। আহ্‌মাদ ইবনে আবী দাউদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস যাবত কুনূত পড়ে রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

٩٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوْسِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنْ قُنُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاجْعَلْ قُلُوْبَهُمْ عَلٰى قُلُوْبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ .

৯৫৩। ইবনে মারযূক (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনূতের মধ্যে একথাও থাকতো : "তাদের অন্তরগুলোকে কাফিরদের স্ত্রীলোকদের অন্তরের অনুরূপ করে দাও।"

٩٥٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا فَقَالَ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا .

৯৫৪। ফাহ্‌দ (র)... আর-রবী' ইবনে আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস কুনূত পড়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাযে সর্বদা কুনূত পড়েছেন।

٩٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَقَنَتَ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَ .

৯৫৫। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... মারওয়ান আল-আসফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করলাম, উমার (রা) কি কুনূত পড়েছেন? তিনি বলেন, উমার (রা)-র তুলনায় যিনি উত্তম তিনিও ﷺ কুনূত পড়েছেন।

٩٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ يَوْمًا .

www.pathagar.com

৯৫৬। ইবনে আবী দাউদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ দিন কুনূত পড়েছেন।

٩٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُوْرِ الْبَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوْسِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يُكَبِّرُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِى الثَّانِيَةِ فَقَرَاَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَدَعَا .

৯৫৭। আল-হাসান ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি ফজরের নামাযে তাকবীর (তাহ্রীমা) বললেন, অতঃপর কিরাআত পাঠ শেষ করে তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন, অতঃপর (রুকূ থেকে) তাঁর মাথা তুলে সিজদায় গেলেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাক্আতের জন্য দাঁড়ালেন এবং কিরাআত পাঠ করলেন, তা শেষ হলে তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন, অতঃপর তাঁর মাথা তুলে দোয়া (কুনূত) পাঠ করলেন।

٩٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ .

৯৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মহানবী ﷺ তিরিশটি সকাল (ফজরের নামাযে) রি'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রত্রয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে।

٩٥٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى حَىٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

৯৫৯। ফাহ্দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস যাবত রুকূর পরে দোয়া কুনূত পাঠ করেন। তিনি আরবের কতিপয় গোত্রের প্রতি অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তা বর্জন করেন।

### বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে, ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ বাধ্যতামূলক। অতঃপর

www.pathagar.com

তারা আবার দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল বলেন, রুকূর পরে কুনূত পড়তে হবে এবং অপর দল বলেন, রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তে হবে। তাদের মধ্যে ইবনে আবী লায়লা ও মালেক ইবনে আনাস (র)-এর মতে ফজরের নামাযে (দ্বিতীয়) রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তে হবে। যেমন—

٩٦٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ الَّذِىْ اَخَذْتُهُ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِى الْقُنُوْتَ فِى الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

৯৬০। ইউনুস (র)... ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নিজের জন্য ফজরের নামাযে বিশেষভাবে রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ নির্দিষ্ট করে নিয়েছি।

যেসব আলেমর মতে রুকূর পরে কুনূত পড়া উচিৎ তাদের দলীল হচ্ছে আবু হুরায়রা, ইবনে উমার ও আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌র (রা) প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত হাদীস (নং ৯৩৩, ৯৩৯ ও ৯৪০)। আর যাদের মতে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়া উচিৎ তাদের দলীল হচ্ছে আনাস (রা)-র হাদীস যা সুফিয়ান সাওরী (র) আসেমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا وَاِنَّمَا الْقُنُوْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস রুকূর পরে কুনূত পড়েছেন, অন্যথায় তা রুকূর পূর্বেই পড়তে হয়" (নং ৯৪৯)।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম (হানাফীগণ) এই বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ফজরের নামাযে মূলতই কোন কুনূত নাই—রুকূর পূর্বেও নয়, পরেও নয়। তারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন, কুনূত সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হুবহু এভাবেই বর্ণিত আছে। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে এসব হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করবো।

(এক) যেসব রাবীর সূত্রে কুনূত সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-ও তাদের একজন। তার সূত্রে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র তিরিশ দিন কুনূত পড়েছেন (নং ৯৪৩)। এই বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, তার মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনূত পাঠ একটি প্রমাণিত ব্যাপার এবং এ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। অতঃপর আমরা তার সূত্রে নিম্নোক্ত বিষয় জানতে পারি।

٩٦١- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ شَهْرًا لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ .

www.pathagar.com

৯৬১। ফাহ্‌দ ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ কেবলমাত্র একমাস কুনূত পড়েছেন, এর পূর্বেও তিনি কুনূত পড়েননি এবং পরেও পড়েননি।

٩٦٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ .

৯৬২। ইবনে আবী দাঊদ (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস যাবত কুনূত পড়ে উসায়্যা ও যাকওয়ান গোত্রকে অভিসম্পাত করতে থাকেন। যখন তিনি তাদের উপর বিজয়ী হলেন তখন থেকে তিনি কুনূত পাঠ বর্জন করেন। (আলকামা বলেন), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এখানে সাহাবী ইবনে মাসঊদ (রা) খবর দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় আরব গোত্রকে অভিসম্পাত করে দোয়া কুনূত পাঠ শুরু করেছিলেন, পরে তিনি তা বর্জন করেন। ফলে কুনূত পাঠ মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। এজন্য ইবনে মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর আর কখনো কুনূত পাঠ করেননি।

(দুই) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে কুনূত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী অপর সাহাবী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। তিনি কুনূত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনার পর লোকদের খবর দেন যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াতঃ "তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম" নাযিল করে কুনূত পাঠ মানসূখ করে দেন (নং ৯৩৯)। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতেও কুনূত পাঠ মানসূখ হয়েছে। তাই তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে কখনো কুনূত পাঠ করেননি এবং যে কেউ তা পড়তো তিনি তার বিরুদ্ধে আপত্তি করতেন। যেমন—

٩٦٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ فَقُلْتُ الْكِبَرُ يَمْنَعُكَ فَقَالَ مَا اَحْفَظُهُ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ .

৯৬৩। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়লাম, কিন্তু তিনি কুনূত পড়লেন না। আমি বললাম, অহংকার ও আত্মাভিমান কি আপনাকে কুনূত পড়তে বাধা দিয়েছে? তিনি বলেন, আমার প্রবীণদের কারো নিকট থেকে আমার নিকট কুনূত পৌঁছেনি।

www.pathagar.com

٩٦٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ وَمُؤَمَّلٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ مَا شَهِدْتُ وَمَا رَاَيْتُ هٰكَذَا فِىْ حَدِيْثِ وَهْبٍ وَفِىْ حَدِيْثِ مُؤَمَّلٍ وَلاَ رَاَيْتُ اَحَدًا يَفْعَلُهُ .

৯৬৪। আবু বাকরা (র)... আবুশ শা'ছাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, "আমি কাউকে পড়তে দেখিনি এবং পড়তে শুনিনি।" ওয়াহ্বের হাদীসে এভাবেই উল্লেখ আছে। আর মুআম্মালের হাদীসে এভাবে উল্লেখ আছে ঃ "আমি কাউকে কুনূত পড়তে দেখিনি।"

٩٦٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ وَمَا الْقُنُوْتُ فَقَالَ اِذَا فَرَغَ الْاِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَامَ يَدْعُوْ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا يَفْعَلُهُ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكُمْ مَعَاشِرَ اَهْلِ الْعِرَاقِ تَفْعَلُوْنَهُ .

৯৬৫। আবু বাকরা (র)... আল-আশআছ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবুশ-শা'ছাআ) বলেন, ইবনে উমার (রা)-র নিকট কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কিসের কুনূত? আল-আশআছের পিতা বলেন, ইমাম শেষ রাকআতের কিরাআত পাঠ সমাপ্ত করে দাঁড়ানো অবস্থায়ই যে দোয়া কুনূত পড়েন। তিনি বলেন, আমি কাউকে তা পড়তে দেখিনি। হে ইরাকবাসীগণ! আমি মনে করি, হয়তো তোমরাও তা না পড়ে থাকবে।

٩٦٥(١)- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوْتِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ مَا رَاَيْتُ وَلاَ عَلِمْتُ .

৯৬৫(১)। আবু বাকরা (র)... তাতীম ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-র নিকট কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো ...অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন, "আমি (কাউকে কুনূত পড়তে) দেখিওনি এবং শুনিওনি।"

অতএব এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেষ রাক্আতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর কুনূত পড়তে দেখেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা

www.pathagar.com

যালেম" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূত পাঠ বর্জন করেন।

অনন্তর আবু মিজলায (র) তাকে প্রশ্নের আকারে বলেন, অহংকার ও আত্মাভিমান কি আপনাকে কুনূত পড়তে বাধা দিয়েছে? ইবনে উমার (রা) এর জওয়াবে বলেন, আমার সংগীগণের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের কারো নিকট থেকে আমি তা জানতে পারিনি (নং ৯৬৩)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষত কুনূত পাঠ বর্জন করলে পর সাহাবীগণও তা আর কখনও পড়েননি।

আবুশ-শা'ছাআ (র) ইবনে উমার (রা)-কে কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উল্টো তিনি প্রশ্ন করেন, তা কিসের কুনূত? তিনি তাকে অবহিত করেন যে, ইমাম ফজর নামাযের শেষ রাকআতের কিরাআত পাঠ সমাপ্ত করে দাঁড়ানো অবস্থায়ই যে কুনূত পড়েন। তিনি বলেন, আমি কাউকে তা পড়তে দেখিনি (নং ৯৬৫)। তার এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনূতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিল রুকূর পড়ে পঠিত কুনূত। আর রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ করার যে বর্ণনা এসেছে এ সম্পর্কে তার বক্তব্য এই যে, তিনি কাউকে তা পড়তে দেখেননি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও নয়, তার সাহাবীগণের কাউকেও নয়। এজন্য তিনি এই কুনূত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতএব ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে রুকূর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনূত পাঠ মানসূখ প্রমাণিত হয় এবং রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠের ব্যাপারটি মূলতই নাকচ হয়ে যায়। অর্থাৎ রুকূর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কুনূত পড়েননি এবং তাঁর সৎপথপ্রাপ্ত খলীফাগণও পড়েননি।

(তিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে কুনূত পাঠ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী আরেকজন রাবী হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা)। তিনিও তার হাদীসে (নং ৯৪০) অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় আরব গোত্রকে কুনূত পাঠের মাধ্যমে অভিসম্পাত করতে থাকেন। অবশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলপূর্বক এই কুনূত মানসূখ করেন ঃ "তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম।" অতএব এ হাদীসের মাধ্যমেও ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য প্রমাণিত হয়।

(চার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে কুনূত পাঠ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী অপর সাহাবী হলেন খুফাফ ইবনে ঈমাআ (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনপূর্বক বলেন ঃ "আল্লাহ্ তাআলা আসলাম গোত্রের লোকদের শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। আর উসায়্যা গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। হে আল্লাহ! অভিশপ্ত করুন লিহ্য়ান গোত্রকে..." এবং তিনি এদের সাথে আর যাদের নাম উল্লেখ করেছেন (নং ৯৪৪)।

www.pathagar.com

এ হাদীসে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐসব লোকের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকেন। আর ইবনে উমার (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্র (রা) নিজ নিজ হাদীসে খবর দিচ্ছেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূত পাঠ বর্জন করেছেন। অতএব তাদের হাদীসদ্বয়ে কুনূত পাঠ মানসূখ হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর খুফাফ (রা)-র অপর সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও কুনূত মানসূখ হওয়ার প্রতি ইংগিত রয়েছে। ইবনে উমার (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্র (রা)-র হাদীসদ্বয় খুফাফ (রা)-র হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম ও যথার্থ, যদ্যপি খুফাফ (রা)-র হাদীসেও কুনূত পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে।

(পাঁচ) অপর একজন রাবী হচ্ছেন আল-বারাআ (রা)। তার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করতেন (নং ৯৪১), কিন্তু তিনি তার কুনূতের ধরন সম্পর্কে কোন খবর দেননি। তাই এটা সেই কুনূতও হতে পারে, যা ইবনে উমার (রা), আবদুর রহমান (রা) ও অন্যদের হাদীসে বর্ণিত আছে এবং তা সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়ার পর মানসূখ হয়ে যায়। উপরন্তু এ হাদীসে মাগরিব ও ফজর উভয় ওয়াক্তের কথা উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই ওয়াক্তে কুনূত পাঠ করতেন। মাগরিবের নামাযের কুনূত মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ও আমাদের বিরোধী পক্ষের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর কারো পক্ষে মাগরিবের নামাযে কুনূত পাঠ বৈধ নয়। তাই আমরা এ থেকে দলীল পেশ করতে পারি যে, ফজর নামাযের কুনূতের অবস্থাও ঠিক তাই।

(ছয়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আনাস ইবনে মালেক (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমর ইবনে উবাইদ (র) আল-হাসানের মাধ্যমে আনাস (রা)-র নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় ফজরের নামাযে রুকূর পরে দোয়া কুনূত পড়েছেন (নং ৯৪৭)। এ হাদীসে ফজরের নামাযে কুনূত পাঠের কথা উল্লেখ আছে এবং তা রহিতও হয়নি।

কিন্তু একাধিক সূত্রে আনাস (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং আইউব আস-সুখতিয়ানী (র) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ, পড়েছেন। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূর পূর্বে না পরে? তিনি বলেন, রুকূ থেকে উঠার পরপরই (নং ৯৪৬)।

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র)-ও আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ তিরিশ দিন ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করে রি'ল, যাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রকে অভিসম্পাত করেন (নং ৯৫৮)। কাতাদা (র)-ও আনাস (রা)-র সূত্রে প্রায় একইরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন (নং ৯৫৯)। আর হুমাইদ (র) তার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র বিশ দিন কুনূত পাঠ করেছেন (নং ৯৫৬)।

www.pathagar.com

অতএব আমর ইবনে উবাইদ (র) আল-হাসান আল-বসরী (র)-এর সূত্রে আনাস (রা)-র যে হাদীস (নং ৯৪৭) বর্ণনা করেছেন, উপরোক্ত রাবীগণের বর্ণনা তার বিপরীত। আর আসেম (র) আনাস (রা)-র সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে রুকূর পরে কুনূত পাঠ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একমাস রুকূর পরে কুনূত পড়েছেন, অন্যথায় তা রুকূতে যাওয়ার পূর্বেই পড়তে হয়। অতএব এই রিওয়ায়াতও আমর ইবনে উবাইদের রিওয়াতের বিপরীত।

এই অবস্থায় উভয় পক্ষের কারো জন্য আনাস (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করা সংগত হবে না। কারণ এক পক্ষ নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তার কোন হাদীস পেশ করলে অপর পক্ষ একই রাবীর বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস তাদের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারেন।

এখন তার "কুনূত রুকূর পূর্বে" বক্তব্যের পর্যালোচনা করে দেখা যাক। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে বর্ণনা করেননি। হয় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন সাহাবীর নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছেন অথবা নিজের অভিমত হিসাবে বলেছেন। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরাপর সাহাবীরও এর বিপরীত ব্যক্তিগত মত থাকতে পারে। তাহলে আনাস (রা)-এর ব্যক্তিগত মত তাদের মতের তুলনায় অগ্রগণ্য হতে পারে না। হাঁ, তার বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার অনুকূলে কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে স্বতন্ত্র কথা।

কেউ হয়ত এখানে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখপূর্বক আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে, আবু জাফর আর-রাযী আনাস (রা)-র পুত্র আর-রবী'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার পিতার নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস কুনূত পড়েছেন। তিনি (এর জওয়াবে) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত হামেশা ফজরের নামাযে কুনূত পড়েছেন (নং ৯৫৪)।

এর জওয়াবে বলা যায়, হতে পারে এটা সেই কুনূত যা আমর ইবনে উবাইদ (র) হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যদি তাই হয় তবে এর জওয়াব তাই যা একটু আগে আবু উবাইদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বেলায় দেয়া হয়েছে। এও হতে পারে যে, এখানে যে কুনূতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আসেম ইবনে কুলাইবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত রুকূর পূর্বের কুনূতই। তাহলে এর জওয়াব এই যে, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত থেকে রুকূর পূর্বে মহানবী ﷺ-এর কুনূত পাঠ প্রমাণিত হয় না। আর রুকূর পরে কুনূত পাঠ আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত দ্বারাই রহিত প্রমাণিত হয়েছে।

(সাত) মহানবী ﷺ -এর নিকট থেকে ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে আবু হুরায়রা (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত। তার হাদীসে উল্লেখিত কুনূতে মহানবী ﷺ একদল লোককে দোয়া করেছেন এবং অপর দলকে বদদোয়া করেছেন (নং ৯৩৩)। তার হাদীসে (নং ৯৩৮) আরও উল্লেখ আছে যে, "লাইসা লাকা মিনাল-আমরি শাইউন..." আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূত পাঠ বর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে কেউ হয়ত আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে, তা কি করে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরেও আবু হুরায়রা (রা) যে ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন তা প্রমাণিত বিষয়। যেমন-

٩٦٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৬৬। ইউনুস (র)... আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করতেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু হুরায়রা (রা)-র মতে বদদোয়া মানসূখ হয়েছে, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় আরব গোত্রকে অভিসম্পাত করতেন, কিন্তু মূলত কুনূত পাঠ মানসূখ হয়নি।

এর জওয়াবে বলা যায়, ইউনুস (র)... ইবনে শিহাবের সূত্রে এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে আবু হুরায়রা (রা)-র দীর্ঘ হাদীস (নং ৯৩৩) উল্লেখ আছে। শেষে এ কথাও বর্ণিত আছে, আমাদের নিকট এই হাদীসও পৌঁছেছে যে, "লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন..." আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী ﷺ কুনূত পাঠ বর্জন করেন (নং ৯৩৮)। এই শেষোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই শেষোক্ত কথা ইমাম যুহরীর নিজস্ব বক্তব্য, তা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আবু সালামা অথবা আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট থেকে বর্ণিত নয়।

অতএব নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) হয়ত কুনূত মানসূখ হয়েছে মনে করেননি বা বুঝতে পারেননি। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেরূপ আমল জানতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত তদ্রূপ আমলই করেছেন। কারণ এর বিপরীত দলীল তার নিকট সাব্যস্ত হয়নি। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবী বাকর (রা) জানতেন যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যক্রম মানসূখ হয়ে গেছে। তাই তারা উভয়ে বিরত থাকেন এবং কুনূত বর্জন করেন।

কুনূত মানসূখ হওয়ার অনুকূলে অপর একটি দলীল এই যে, খুফাফ ইবনে ঈমাআ (রা)-র হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন করার পর বলেন ঃ "গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করুন...।" হাদীসের শেষে আছে, 'অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় লুটে পড়েন'। অতএব তাঁর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুনূতে দুই ধরনের বক্তব্য ছিল—দোয়া ও বদদোয়া। সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি বদদোয়া বর্জন করেন এবং দোয়া সম্বলিত বাক্য পড়তে থাকেন, যার মাধ্যমে তিনি মক্কা মুআজ্জামায় মুশরিকদের হাতে বন্দী কতিপয় মুসলিম ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন। তারা কোন রকমে পলায়ন করে মদীনায় চলে এলে তিনি এই কুনূতও বর্জন করেন।

www.pathagar.com

যেমন অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে আমরা ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর (র) কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীস (নং ৯৩৭) উল্লেখ করেছি। তাতে আবু হুরায়রা (রা) কুনূতের কথা উল্লেখপূর্বক বলেন, "একদিন তিনি ভোরে উপনীত হলেন, কিন্তু তাদের জন্য এশার নামাযে দোয়া করেননি। আমি (ভোরবেলা) তাঁর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি ﷺ বলেন : তুমি কি জানো না যে, তারা আমার নিকট পৌঁছে গেছে?"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাযে এই কুনূত পাঠ করতেন, যেমন তিনি ফজরের নামাযে তা পাঠ করতেন। আলেমগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, এশার নামাযের কুনূত মানসূখ হয়েছে এবং তদস্থলে অন্য কোন কুনূত প্রবর্তন করা হয়নি (এই নামাযে কোন প্রকারের কুনূত পাঠ জায়েয নয়)। অনুরূপভাবে ফজর নামাযের কুনূতও মানসূখ হয়েছে।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত কুনূত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার পর আমাদের সামনে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন হাদীস থেকেই ফজরের নামাযে কুনূত পাঠের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় না। অতএব আমরা এই নামাযে কুনূত পাঠের নির্দেশ দেই না, বরং তা বর্জনের নির্দেশ দেই। এর সাথে আরো যোগ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী ফজরের নামাযে কুনূত পাঠের ব্যাপারে চরম আপত্তি করেছেন। যেমন-

٩٦٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّخَلْفَ عُمَرَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ قَرِيْبًا مِّنْ خَمْسِ سِنِيْنَ اَفَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ اَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ .

৯৬৭। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবু মালেক আল-আশজাঈ সা'দ ইবনে তারিক (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছেন এবং আবু বাক্র, উমার, উসমান ও আলী (রা)-এর পিছনেও এখানে এই কূফায় প্রায় পাঁচ বছর ধরে। তাঁরা কি ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন? তিনি বলেন, হে বৎস! এটা তো মুহ্দাস (বিদআত)!

٩٦٨- فَاِذَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَقَنَتَ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ فِيْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ

www.pathagar.com

اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

৯৬৮। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান আল-আনসারী (র)... উবায়দ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি এই নামাযে (দ্বিতীয় রাক্‌আতের) রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেন এবং এই কুনূতের মধ্যে বলেন, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈনুকা ওয়া নাস্‌তাগফিরুকা ওয়া নুসনী আলাইকাল-খাইরা কুল্লুহু ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মান-ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা। ইন্না আযাবাকা বিল-কুফ্‌ফারি মুলহিক" (তাবারানী)।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তোমার প্রতি সমস্ত ভালো গুণ আরোপ করি, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তোমাকে অস্বীকার করি না, যে তোমার অবাধ্যাচরণ করে তাকে ত্যাগ ও বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার উদ্দেশ্যেই নামায পড়ি ও সিজদা করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই ও ত্বরা করি। আমরা তোমার রহমাতের প্রত্যাশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদের উপরই পতিত হবে।"

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র) উপরোক্ত কুনূত গ্রহণ করেছেন। অবশ্য হানাফীগণ বেতের নামাযে উপরোক্ত কুনূতের সাথে ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক গৃহীত নিম্নোক্ত কুনূতও যোগ করা উত্তম মনে করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

"হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করো, যাদের তুমি হেদায়াত করেছ তাদের সাথে, আমাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করো যাদের তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছ তাদের সাথে, আমার পৃষ্ঠপোষকতা করো যাদের তুমি পৃষ্ঠপোষকতা করেছ তাদের সাথে, আমাকে প্রাচুর্য দান করো যা তুমি আমাকে দান করেছ তাতে, আমাকে তোমার নির্ধারিত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই নির্দেশ দান করো এবং তোমার উপর নির্দেশ দান করা চলে না। যাকে তুমি বন্ধু বানিয়েছ সে অপমানিত হয় না এবং যে তোমার শত্রু সে সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় এবং তুমি সবার উপরে ও উচ্চে" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারিমী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান (রা)-কে এই কুনূত শিক্ষা দেন (অনুবাদক)।

٩٦٩- وَاِذَا صَالِحٌ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُعْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ

www.pathagar.com

ذرٌّ بْن عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى الْخُزَاعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ عُمَرَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ الاَّ اَنَّهُ قَالَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ .

৯৬৯। সালেহ (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) উমার (রা)-র পিছনে নামায পড়েন। তিনিও তাকে দোয়া কুনূত পড়তে দেখেন, কিন্তু কতিপয় শব্দ এভাবে বলেন, "ওয়া নুসনী আলাইকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখশা আযাবাকাল জিদ্দ"।

٩٧٠- وَاذَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِىْ صَلوٰةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ بِالسُّوْرَتَيْنِ .

৯৭০। ইবনে মারযূক (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) ফজরের নামাযে রুকূর পূর্বে দু'টি সূরা পড়ার পর দোয়া কুনূত পড়তেন।

٩٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلوٰةِ الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَاَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ .

৯৭১। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) ফজরের নামাযে দু'টি সূরার সাথে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা", "আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু" ইত্যাদি পড়তেন।

٩٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلوٰةَ الصُّبْحِ فَقَرَاَ بِالْاَحْزَابِ فَسَمِعْتُ قُنُوْتَهُ وَاَنَا فِىْ اٰخِرِ الصُّفُوْفِ .

৯৭২। আবু বাকরা (র)... আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-আহযাব থেকে পাঠ করলেন, আমি তাকে কুনূত পাঠ করতে শুনলাম, আমি সর্বশেষ কাতারে ছিলাম।

٩٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلوٰةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ

www.pathagar.com

ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ .

৯৭৩। আবূ বাকরা (র)... তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-র সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে কিরাআত পাঠ শেষ করে তাকবীর বলেন, অতঃপর কুনূত পড়েন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে যান।

٩٧٣(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৯৭৩(১)। আবূ বাকরা (র)... মুখারিক (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٧٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ بِالْقُنُوْتِ فَقَالَ اَمَا اَنَّهُ قَدْ قَنَتَ مَعَ اَبِيْهِ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ .

৯৭৪। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) তার নিকট কুনূত সম্পর্কে ইবনে উমার (রা)-র কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) তার পিতার সাথে কুনূত পড়েছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, উমার (রা) সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। তার সূত্রে এর বিপরীত বর্ণনাও আছে। যেমন-

٩٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৭৫। ইবনে মারযূক (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করতেন না।

٩٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالاَ صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ .

৯৭৬। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আল-আসওয়াদ ও আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা উমার (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়লাম, কিন্তু তিনি কুনূত পড়েননি।

٩٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ

www.pathagar.com

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ اَنَّهُمْ قَالُوْا كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ .

৯৭৭। ইবনে আবী দাউদ (র)... আলকামা, আল-আসওয়াদ ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা উমার (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়তাম, কিন্তু তিনি কুনূত পড়তেন না।

٩٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ بِاسْنَادِهِ هٰذَا اَنَّهُمْ قَالُوْا كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ عُمَرَ نَحْفَظُ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدَهُ وَلاَ نَحْفَظُ قِيَامَ سَاعَةٍ يَعْنُوْنَ الْقُنُوْتَ .

৯৭৮। ইবনে আবী দাউদ (র)... আবু শিহাব (র) তার এই সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেন, আমরা উমার (রা)-র পিছনে নামায পড়তাম। তার রুকূ-সিজদা পর্যন্ত আমাদের স্মরণ আছে। আমরা ভুলে গিয়ে থাকলে কি তার কুনূতু ভুলে গিয়েছি।

٩٧٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالاَ صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ .

৯৭৯। ফাহ্দ (র)... আল-আসওয়াদ ও আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা উমার (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি কিন্তু তিনি ফজরের নামাযে কখনও কুনূত পড়েননি।

٩٧٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ نَحْوَهُ .

৯৭৯(১)। আবু বাকরা (র)... আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে এই সনদসূত্র উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এসব হাদীসের বক্তব্য তার সূত্রে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত। সুতরাং মনে হয় তিনি কখনও কুনূত পড়তেন, আবার কখনও পড়তেন না। তাই আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো আমাদের এই অনুমান ঠিক কি না।

٩٨٠- فَاِذَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ .

৯৮০। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... যায়েদ ইবনে ওয়াহ্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

উমার (রা) কখনও কুনূত পড়তেন আবার কখনও পড়তেন না।

অতএব উপরোক্ত হাদীসে যায়েদ (র) আমাদের অবহিত করেন যে, উমার ফারূক (রা) কখনও কুনূত পড়তেন এবং কখনও পড়তেন না। তাই আমরা এখন জানতে চেষ্টা করবো যে, তিনি কখন কুনূত পড়তেন এবং কখন পড়তেন না।

٩٨١- فَاذَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ اَبِىْ شِهَابٍ الْخَيَّاطِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ اِذَا حَارَبَ قَنَتَ وَاِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ .

৯৮১। ইবনে আবী ইমরান (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) যুদ্ধ চলাকালে কুনূত পাঠ করতেন এবং যুদ্ধাবস্থা না থাকলে কুনূত পড়তেন না।

অতএব আল-আসওয়াদ (র) খবর দেন যে, উমার (রা) যুদ্ধ চলাকালে কুনূত পড়ে শত্রুবাহিনীকে অভিসম্পাত করতেন এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বাসঘাতক কতিপয় আরব গোত্রকে কুনূত পাঠের মাধ্যমে অভিসম্পাত করেছেন যতক্ষণ না মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তিনি (আল্লাহ) তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)। আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌র (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কাউকে অভিসম্পাত করেননি।

মোটকথা আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌র (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) ও তাদের সমমনা লোকদের মতে, নামাযের মধ্যে কারো প্রতি অভিসম্পাত করার বিষয়টি উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে এবং উমার ফারূক (রা)-র মতে তা যুদ্ধ চলাকালে কুনূত রহিতকারী নয়, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় রহিতকারী। যারা ফজরের নামাযে হরহামেশা কুনূত পড়ার পক্ষপাতী, উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা তাদের মত বাতিল প্রমাণিত হয়। এ অনুচ্ছেদে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত কুনূত সম্পর্কিত হাদীসের উপরোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

আলী ইবনে আবী তালিব (রা)-ও কুনূত পাঠ করতেন বলে বর্ণিত আছে। যেমন-

٩٨٢- وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَرُوِىَ عَنْهُ فِىْ ذٰلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

৯৮২। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামাযে রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

www.pathagar.com

٩٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ وَاَبُوْ مُوْسٰى يَقْنُتَانِ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَفِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَنَتَ بِنَا عَلِىٌّ وَاَبُوْ مُوْسٰى .

৯৮৩। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আলী (রা) ও আবূ মূসা (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন। আর শো'বার বর্ণনায় আছে, আমাদের সাথে নিয়ে আলী (রা) ও আবূ মূসা (রা) কুনূত পড়েছেন।

٩٨٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ اَلصُّبْحَ فَقَنَتَ .

৯৮৪। আবূ বাকরা (র)... উবাইদ ইবনে হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে মা'কিলকে বলতে শুনেছি, আমি আলী (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়লাম, তিনি কুনূত পাঠ করেছেন।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আলী (রা) হয়ত ফজরের নামাযে নিয়মিতভাবে কুনূত পাঠ করতেন অথবা এও হতে পারে যে, তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ে তা পড়ে থাকবেন। যেমন উমার (রা) পড়তেন (যুদ্ধ চলাকালে)। অতএব আমরা এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

٩٨٥- فَاذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ وَاَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيْهَا عَلِىٌّ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لاَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا .

৯৮৫। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। আলী (রা)-ই প্রথম ফজরের নামাযে কুনূত পড়েন। লোকেরা মনে করতো যে, তিনি যুদ্ধরত থাকার কারণে এই কুনূত পড়েছেন।

٩٨٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ عَلِىٌّ يَقْنُتُ فِيْهَا هٰهُنَا لاَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا فَكَانَ يَدْعُوْ عَلٰى اَعْدَائِهِ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .

৯৮৬। ফাহ্দ (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) এখানে (কূফায়) নামাযে কুনূত পড়তেন, কারণ তিনি যুদ্ধরত ছিলেন। তাই তিনি ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পাঠ করে শত্রুর প্রতি অভিসম্পাত করতেন।

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুনূত পাঠের ব্যাপারে আলী (রা)-র মাযহাব উমার (রা)-র মাযহাবের অনুরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আলী (রা) বিশেষত ফজরের নামাযেই শুধু কুনূত পড়তেন না, তিনি মাগরিবের নামাযেও কুনূত পড়েছেন, যেমন ইবরাহীমের হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

৯৮৭- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ وَدَعَا .

৯৮৭। আবু বাকরা (র)... হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মা'কিলকে বলতে শুনেছি, আমি আলী (রা)-র পিছনে মাগরিবের নামায পড়েছি এবং তিনি তাতে কুনূত পড়েছেন এবং দোয়া করেছেন।

মাগরিবের নামাযে কুনূত না পড়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদি যুদ্ধাবস্থা বিরাজ না করে। আর আলী (রা) যে মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়েছেন তা যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকার কারণে (যুদ্ধাবস্থা ছাড়া তিনি কুনূত পড়তেন না)। ফজরের নামাযে তার কুনূত পাঠের ব্যাপারটিও তদ্রূপ।

ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রেও কুনূত পাঠ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন-

৯৮৮- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ .

৯৮৮। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবু রাজাআ (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তার সাথে ফজরের নামায পড়েছি এবং তিনি রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন।

৯৮৮(১)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَوْفُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى .

৯৮৮(১)। আবু বাকরা (র)... আওফ (র) থেকে এই সূত্রেও ইবনে আব্বাস (রা)-র উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এটা (ফজর) হলো মধ্যবর্তী নামায।

www.pathagar.com

এখানেও ইবনে আব্বাস (রা) হয়ত আলী (রা)-র অনুরূপ পরিস্থিতিতে কুনূত পাঠ করে থাকবেন। আমরা অনুসন্ধান করে জানতে চেষ্টা করলাম, তার নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে কি না। অতএব আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

٩٨٩- فَاذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ لاَ يَقْنُتَانِ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৮৯। আবু বাকরা (র)... সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। তারা উভয়ে ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا مُجَاهِدُ اَوْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ .

৯৯০। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ অথবা সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

٩٩١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ دَارِهِ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَلاَ بَعْدَهُ .

৯৯১। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইমরান ইবনুল হারিছ আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র বাড়িতে তার পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি রুকূর পূর্বেও কুনূত পড়েননি এবং পরেও পড়েননি।

٩٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ .

৯৯২। আবু বাকরা (র)... ইমরান ইবনুল হারিছ আস-সুলামী (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র পিছনে ফজরের নামায পড়েছি। কিন্তু তিনি কুনূত পড়েননি।

www.pathagar.com

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র কুনূত পাঠ সম্পর্কে তার নিকট থেকে আবু রাজাআ বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি বসরা শহরে বসবাস করতেন। কারণ তিনি আলী (রা)-র পক্ষ থেকে বসরার প্রশাসক ছিলেন। আর সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) তার বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আবু রাজাআর পরে ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে মক্কায় নামায পড়েছেন। অতএব তার মাযহাবও উমার ও আলী (রা)-এর মাযহাবের অনুরূপ প্রতীয়মান হয়।

অতএব ফজরের নামাযে সাহাবীদের কুনূত পাঠ সম্পর্কে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তা সাময়িক কারণে তারা পড়েছিলেন, সেই কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ সময় তারা ফজর ও অন্যান্য নামাযে কুনূত পড়তেন। সামযিক কারণ দূরীভূত হলে তারা কুনূত পাঠও বর্জন করেন। অনন্তর আমাদের নিকট রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদল সাহাবী কখনও কুনূত পাঠ করতেন না। যেমন-

٩٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৯৩। আবু বাকরা (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

٩٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لاَ يَقْنُتُ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلاَّ الْوِتْرَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ .

৯৯৪। আবু বাকরা (র)... আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আল-আসওয়াদ) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) বেতের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযেই কুনূত পড়তেন না। তিনি (শেষ রাক্‌আতের) রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

٩٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

৯৯৫। ইবনে মারযূক (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করতেন না।

٩٩٥(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ بِاِسْنَادِهِ .

www.pathagar.com

৯৯৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... এই সনদসূত্রে আল-মাসঊদী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٩٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

৯৯৬। ফাহ্দ (র)... আলকামা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াতে আমি আবুদ-দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তার নিকট কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি কুনূত সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

٩٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ .

৯৯৭। ইউনুস ও ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন নামাযেই কুনূত পড়তেন না।

٩٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيْ بِنَا الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَلاَ يَقْنُتُ .

৯৯৮। ইবনে আবী দাঊদ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবাইর (রা) মক্কায় আমাদেরকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়তেন। কিন্তু তিনি কুনূত পড়তেন না।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) কখনও (ফজর নামাযে) কুনূত পড়তেন না। অথচ মুসলমানগণ উমার ফারূক (রা)-র পূর্ণ খিলাফতকাল বা তার অধিকাংশ সময় ধরে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ইবনে মাসঊদ (রা) কুনূত পড়তেন না। আর সাহাবী আবুদ-দারদা (রা) তো কুনূতের প্রসংগটিই প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাহাবী ইবনুয-যুবাইর (রা)-ও কুনূত পড়তেন না। অথচ তিনি স্বয়ং সেই সময় যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি যখন (মক্কায়) লোকদের নামাযে ইমামতি করেন তখন খিলাফতের পদে তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উল্লেখিত সাহাবীগণের কার্যক্রম উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কার্যক্রমের বিপরীত। কারণ শেষোক্ত সাহাবীগণ যুদ্ধ চলাকালে কুনূত পাঠ করতেন, যদিও সাধারণ অবস্থায় কুনূত পাঠ রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

www.pathagar.com

অতএব এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণে কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে উভয় মতের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ্ মত নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি যে, কতিপয় সাহাবী ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়েছেন। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার নামাযে কুনূত পড়তেন (নং ৯৩৬)। এতে বুঝা যায়, আবু হুরায়রা (রা)-ও এশার নামাযে কুনূত পড়তেন। এখানে এশা বলতে মাগরিবের নামাযও হতে পারে অথবা এশার নামাযও হতে পারে। সাহাবীদের কেউই যুহর অথবা আসরের নামাযে কুনূত পড়েননি, যুদ্ধ চলাকালীন জরুরী অবস্থায়ও নয়, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নয়।

উপরোক্ত দুই নামাযে যুদ্ধাবস্থায় এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যখন কুনূত পাঠ করা হয় না এবং ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযেও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কুনূত পাঠ করা হয় না, তখন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধাবস্থায়ও এসব ওয়াক্তের নামাযে কুনূত না পড়াই উচিৎ। আমরা দেখেছি যে, সর্বাধিক সংখ্যক ফকীহ্র মতে বেতের নামাযে সব সময় কুনূত পড়তে হবে এবং তাদের কতকের মতে বিশেষভাবে রমযান মাসের মধ্য (পঞ্চদশ) রাতে কুনূত পড়তে হবে। তবে সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী বেতের নামাযে যে কুনূত পড়া হয় তা যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে নয়, স্বাভাবিক নিয়মেই পড়া হয়।

বেতের ব্যতীত অন্যান্য নামায শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কুনূতের উপর নির্ভরশীল নয়। তাই যে জিনিসের সাথে নামায শুদ্ধ হওয়া ব্যাপারটির কোন সম্পর্ক নাই, তা নামাযের মধ্যে পাঠ করা ওয়াজিব হতে পারে না।

অতএব আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধকালীন অথবা স্বাভাবিক পরিস্থিতি যে কোন অবস্থায় ফজরের নামাযে কুনূত পড়া উচিৎ নয়। কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির দাবিও তাই। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রমুখের অভিমতও তাই।

## ٢٦-بَابُ مَا يَبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ

## ২৬-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় যেতে আগে দুই হাত (মাটিতে) রাখবে না দুই হাঁটু?

٩٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ قَالَ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ.

৯৯৯। আলী ইবনে আবদুর রহমান আল-কূফী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন (মাটিতে) দুই হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখতেন। তিনি বলতেন, মহানবী ﷺ এরূপ করতেন।

www.pathagar.com

٩٩٩(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৯৯(১)। ইবনে আবী দাঊদ (র)... আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে মহানবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلٰكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ .

১০০০। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সিজদায় যায় তখন সে যেন উট যেভাবে পতিত হয় সেভাবে পতিত না হয়, বরং সে প্রথমে তার হস্তদ্বয় রাখবে, অতঃপর হাঁটুদ্বয়।

**বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত**

একদল আলেম বলেন, এতো অসম্ভব ও অবাস্তব কথা। কারণ মহানবী ﷺ বলেছেন ঃ "উট যেভাবে বসে পড়ে সেভাবে যেন না বসে।" আর একথা স্পষ্ট যে, উট প্রথমে দুই হাত (সামনের পদদ্বয়) মাটিতে রাখে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ "বরং সে প্রথমে দুই হাত রাখবে, অতঃপর দুই হাঁটু।" অতএব এখানে মূলত তিনি ﷺ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, উট যেভাবে পতিত হয় সিজদায় যাওয়ার সময় সেভাবে পতিত হবে। অথচ তার প্রথম বক্তব্যে তিনি উটের অনুরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

অপর একদল আলেম উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য বলেন, এটা ভুল অথবা ওজরবশত কৃত কাজ নয়, বরং আরবদের বাকরীতিতে এভাবেই বলা হয়। কারণ উটের হাঁটুদ্বয় হস্তদ্বয়ে (সম্মুখের পদদ্বয়ে) থাকে, যেমন অন্যসব চতুষ্পদ জন্তুর হাঁটুদ্বয় হস্তদ্বয়ে (সামনের পদদ্বয়ে) আছে (এতে ভর করেই তা উঠে ও বসে)। কিন্তু আদম-সন্তানের ব্যাপারটি তদ্রূপ নয় (কারণ তার হাঁটুদ্বয় পদদ্বয়ে থাকে)। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচলিত বাকরীতি অনুযায়ী বলেছেন যে, উট যেভাবে প্রথমে দুই হাঁটু রাখে ঐভাবে তোমাদের কেউ যেন সিজদা করতে গিয়ে প্রথমে নিজের হাঁটুদ্বয় মাটিতে না রাখে অর্থাৎ হাঁটুতে ভর দিয়ে সিজদায় না যায়, বরং প্রথমে উভয় হাত মাটিতে রাখবে। সুতরাং এভাবে বসায় উটের বিপরীত হবে।

www.pathagar.com

অতএব একদল লোক উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী আমল করার অনুকূলে মত প্রকাশ করে বলেন, সিজদার সময় মাটিতে প্রথমে দুই হাত রাখবে অতঃপর দুই হাঁটু রাখবে।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম (হানাফীগণ) তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, সিজদার সময় বরং মাটিতে হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখবে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে পেশ করেন।

١٠٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ بَدَاَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

১০০১। ইবনে আবী দাউদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ যখন সিজদায় যেতেন তখন প্রথমে উভয় হাঁটুর (মাটিতে) রাখতেন হস্তদ্বয় রাখার পূর্বে।

١٠٠٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ .

১০০২। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যায় তখন সে যেন (মাটিতে) হস্তদ্বয় রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় স্থাপন করে এবং উটের মত পতিত না হয়।

অতএব উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য আবূ হুরায়রা (রা)-র আল-আ'রাজ কর্তৃক বর্ণিত (১০০০ নং) হাদীসের বিপরীত। এ হাদীসে চতুষ্পদ জন্তুর মত না বসার অর্থ হচ্ছে, চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে প্রথমে দুই হাত (সামনের দুই পা) মাটিতে স্থাপন করে সেভাবে সিজদায় যেতে উভয় হাত প্রথমে স্থাপন করবে না।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَبِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ بَدَاَ بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

১০০৩। আহ্মাদ ইবনে আবু ইমরান (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই হাত (মাটিতে) রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন।

www.pathagar.com

١٠٠٣(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَائِلاً كَذَا قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ مِنْ حِفْظِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَقَدْ غَلَطَ وَالصَّوَابُ شَقِيْقٌ وَهُوَ اَبُوْ لَيْثٍ .

১০০৩(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আসেম ইবনে কুলাইব (র) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে ওয়াইল (রা)-র উল্লেখ নাই। ইবনে আবু দাউদ (র) তার স্মৃতি থেকে অনুরূপ বলেছেন অর্থাৎ সুফিয়ান সাওরীর নাম বলেছেন। অথচ তিনি ভুল করেছেন, সঠিক ব্যক্তি হলেন শাঁকীক (র), তিনি হলেন লাইসের পিতা।

١٠٠٣(٢)- كَذٰلِكَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ لَيْثٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَشَقِيْقٌ اَبُوْ لَيْثٍ هٰذَا فَلاَ يُعْرَفُ .

১০০৩(২)। যেমন ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে বর্ণিত। সনদে উল্লেখিত শাকীক আবু লাইছ-এর পরিচয় অজ্ঞাত।

অতএব প্রথমে দুই হাঁটু না দুই হাত মাটিতে স্থাপন করতে হবে এই বিষয়ে যখন মহানবী ﷺ-এর হাদীসে উভয়টিই উল্লেখ আছে তখন আমরা বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করলাম। তাতে জানতে পারলাম যে, ওয়াইল (রা)-র হাদীস সম্পর্কে কোন মতভেদ করা হয়নি, বরং মতভেদ করা হয়েছে আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসের ক্ষেত্রে।

١٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُمِرَ الْعَبْدُ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اٰرَابٍ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ اَيُّهَا لَمْ يَقَعْ فَقَدِ انْتَقَصَ .

১০০৪। আবু বাকরা (র)... আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা'দ) বলেন, বান্দাকে তার সাতটি অংগ দ্বারা সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা। এগুলোর কোন একটি সিজদায় পতিত না হলে সে ত্রুটিপূর্ণ সিজদা করলো।

١٠٠٤(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ عَلٰى سَبْعَةِ اٰرَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১০০৪(১)। ইবনে মারযূক (র)... আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বান্দা যখন সিজদা করে তখন সাতটি অংগ দ্বারা সিজদা করবে... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

১০০৫। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা ও ফাহ্দ (র)... আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে সাতটি অংগও সিজদা করে—তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, হাঁটুদ্বয় ও পদদ্বয়।

١٠٠٥(١)- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১০০৫(১)। ইবনে মারযূক (র)... ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (র)... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ .

১০০৬। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ সাতটি হাড়ের (অঙ্গের) সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٠٠٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০০৬(১)। ইবনে আবী দাঊদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) মহানবী ﷺ -এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অতএব এসব অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে হবে। এখন আমরা লক্ষ্য করে দেখবো যে, সিজদার জন্য উঠতে-বসতে এই অঙ্গগুলোর অবস্থা কি হয়। তাহলে মতভেদপূর্ণ অবস্থাকে মতভেদমুক্ত অবস্থার উপর অনুমান করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে। আমরা দেখি যে,

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি সিজদা করাকালে প্রথমে হয় দুই হাঁটু অথবা দুই হাতের তালু জমীনে স্থাপন করে, এ দু'টির পর তার মাথা জমিনে স্থাপন করে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, সে যখন সিজদা থেকে উঠে তখন প্রথমে তার মাথা উত্তোলন করে। অতএব মাথা সবশেষে রাখা হয় এবং সর্বাগ্রে উত্তোলন করা হয়, অতঃপর দুই হাত, অতঃপর দুই হাঁটু। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, সিজদায় সবশেষে মাথা রাখা হয় এবং সর্বাগ্রে মাথা উত্তোলন করা হয়। মাথা উঠানোর পরপরই সে তার দুই হাত, অতঃপর হাঁটুদ্বয় উত্তোলন করে। বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করলে বলা যায়, সিজদায় হাঁটুদ্বয় রাখার আগে হস্তদ্বয় রাখা হয়, তাই সিজদা থেকে উঠার সময় (মাথার অনুরূপ) হাঁটুদ্বয়ের আগে হস্তদ্বয় উঠানো উচিৎ। এই বিশ্লেষণের দ্বারা ওয়াইল (রা)-র হাদীসে বর্ণিত কার্যক্রমই বুদ্ধিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই তা প্রমাণিত এবং এ হাদীসই আমরা গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতও তাই এবং উমার ফারুক (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

١٠٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ فَقَالاَ حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِىْ صَلاَتِهِ اَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوْعِهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيْرُ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

১০০৭। ফাহ্দ ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র ছাত্র আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা উমার (রা)-র নামায (পড়ার পদ্ধতি) আত্মস্থ করেছি। তিনি রুকূ করার পর হাঁটুদ্বয়ের সাহায্যে সিজদায় পতিত হন, যেভাবে উট (সামনের হাঁটুদ্বয় ভাঁজ করে মাটিতে) পতিত হয়। তিনি হস্তদ্বয় (মাটিতে) রাখার আগে হাঁটুদ্বয় রাখেন।

١٠٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَرْطَاةَ اَخْبَرَهُمْ قَالَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ حَفِظَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رُكْبَتَيْهِ كَانَتَا تَقَعَانِ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

১০০৮। আবু বাকরা (র)... ইবরাহীম আন-নাখঈ (র) বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কার্যক্রম স্মরণ রেখেছেন। তার দুই হাঁটু (সিজদাকালে) দুই হাতের পূর্বে মাটিতে পতিত হতো।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَاُ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اِذَا سَجَدَ فَقَالَ اَوْ يَضَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ اَحْمَقُ اَوْ مَجْنُوْنٌ .

www.pathagar.com

১০০৯। ইবনে মারযূক (র)... মুগীরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ (র)-র নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় (সিজদা করাকালে মাটিতে) স্থাপন করে। তিনি বলেন, নির্বোধ অথবা পাগলেই তা করতে পারে।

## ٢٧-بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِى السُّجُوْدِ اَيْنَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ

### ২৭-অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দুই হাত রাখার স্থান।

١٠١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

১০১০। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আব্বাস ইবনে সাহ্ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমায়েদ (রা), আবু উসাইদ (রা) ও সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) একত্র হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আমি আপনাদের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় তাঁর নাক ও কপাল উত্তমভাবে (মাটিতে) স্থাপন করতেন, দুই হাত তাঁর দুই উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন এবং দুই হাতের তালু তাঁর কাঁধ বরাবর (মাটিতে) রাখতেন।

**বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেন এবং বলেন, সিজদারত অবস্থায় নামাযীর দুই হাতের তালু তার কাঁধ বরাবর রাখা উচিৎ। আরেক দল আলেম ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, সিজদারত অবস্থায় নামাযী তার দুই হাতের তালু তার দুই কান বরাবর (মাটিতে) রাখবে। এই শেষোক্ত মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে–

١٠١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حِيَالَ اُذُنَيْهِ .

১০১১। আবু বাকরা (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর (স্থাপিত) থাকতো।

١٠١١(١)- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ ،

১০১১(১)। ফাহ্‌দ ইবনে সুলায়মান (র)... আসেম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا اَعْقِلُ صَلٰوةَ اَبِىْ فَحَدَّثَنِىْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

১০১২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল জব্বার ইবনে ওয়াইল (র) বলেন, আমি নাবালেগ হওয়ায় আমার পিতার নামায উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে পারিনি। তার পরে ওয়াইল ইবনে আলকামা (র) আমার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি ﷺ সিজদার সময় তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর দুই হাতের (তালুর) মধ্যখানে রাখতেন।

١٠١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَاَلْتُهُ اَيْنَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ جَبْهَتَهُ اِذَا صَلّٰى قَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

১০১৩। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে (সিজদায়) তাঁর কপাল কোথায় রাখতেন? তিনি বলেন, তাঁর দুই হাতের (তালুর) মধ্যখানে।

তাকবীর তাহরীমায় হাত কতো উপরে উত্তোলন করতে হবে এই ব্যাপারে যেরূপ মতভেদ আছে, সিজদায় কপাল কোথায় রাখতে হবে সেই ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ আছে। যারা তাকবীর তাহরীমায় কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন করার কথা বলেছেন তারা সিজদায়ও হাত কাঁধ বরাবর রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। আর যারা তাকবীর তাহরীমায় কান বরাবর হাত উত্তোলন করার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা সিজদায়ও কান বরাবর হাত (মাটিতে) রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাকবীর তাহরীমায় যে কান বরাবর হাত উত্তোলন করাই সঠিক তা এই কিতাবের শুরুতে প্রমাণ করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, সিজদায়ও কান বরাবর হাত রাখাই সঠিক। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতও তাই।

www.pathagar.com

## ٢٨-بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى الصَّلٰوةِ كَيْفَ هُوَ

### ২৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে বসার নিয়ম, তা কিরূপ?

١٠١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَثَنٰى رِجْلَهُ اَلْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى وَرِكِهِ الْيُسْرٰى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلٰى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَرَانِىْ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِىْ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১০১৪। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) তাকে নামাযে বসার কায়দাটা নিজে বসে এভাবে দেখিয়েছেন যে, তিনি ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখলেন, বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম উরুতে বসলেন, দুই পায়ের পাতার উপর বসেননি। অতঃপর তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে এভাবে বসা শিখিয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এভাবে বসতেন।

١٠١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا وَهْبٌ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَوْىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُهُ يَوْمَئِذٍ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتُثَنِّى الْيُسْرٰى فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَىْ لاَ تَحْمِلاَنِىْ .

১০১৫। ইউনুস (র)... আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (র) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি নামাযে হাঁটু ভাজ করে বসতেন। আমি তখন যেহেতু উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম, তাই আমিও অনুরূপ বসলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে এভাবে বসতে নিষেধ করেন এবং বলেন, নামাযে বসার সুন্নাত তরীকা এই যে, তুমি তোমার ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে এবং বাম পা ভাঁজ করে বসবে। আমি তাকে বললাম, আপনি যে এভাবে বসেছেন। তিনি বলেন, আমার পদদ্বয় আমার ভার সহ্য করতে পারে না (তাই এভাবে বসেছি)।

www.pathagar.com

## পর্যালোচনা

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, নামাযের বৈঠকসমূহে যে কোন ব্যক্তি তার ডান পায়ের পাতা খাড়া করে এবং বাম পা ভাঁজ করে জমিনের উপর বসবে (অর্থাৎ পায়ের পাতার উপর বসবে না)। তারা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বর্ণিত বসা সম্পর্কিত হাদীস এবং আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, নামাযে এভাবে বসা সুন্নাত। তারা আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (বক্তব্য বা কার্যক্রম) ছাড়া সুন্নাত প্রমাণিত হয় না।

অপর একদল আলেম উপরোক্ত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত করে বলেন, উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তদনুরূপই শেষ বৈঠকে বসা উচিৎ। কিন্তু প্রথম বৈঠকে বাম পা ভাঁজ করে তার উপর বসা উচিৎ। তারা প্রথমোক্ত দলের মতের জবাব দিতে গিয়ে এই দলীল বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য "নামাযে এভাবে বসা সুন্নাত" দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তা মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কারণ হতে পারে তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে অথবা মহানবী ﷺ -এর কোন সাহাবীর বক্তব্যের ভিত্তিতে একথা বলেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ একথাও বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ بَعْدِيْ .

"তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করবে।"

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কে নারীর আঙ্গুলের দিয়াত প্রসংগে রবী'আ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হে ভাইপো! এটা সুন্নাত অনুযায়ী (অর্থাৎ তার একথাও ইবনে উমারের উপরোক্ত কথার অনুরূপ)। অথচ তার একথার উৎস কেবল যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)। সাঈদ (র) যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-র উপরোক্ত বক্তব্যকে সুন্নাত আখ্যায়িত করেছেন। হয়ত ইবনে উমার (রা)-ও এভাবে নিজের কথাকে সুন্নাত বলে থাকবেন এবং তার নিকট এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর কোন প্রমাণিত আমল ছিলো না।

আরও একটি প্রমাণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) আবদুর রহমান ইবনুল কাসেমকে নামাযের বৈঠকের নিয়ম দেখিয়েছেন যা তার হাদীসে উল্লেখিত আছে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (র) কর্তৃক বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবদুল্লাহ (র) তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আপনি তো দুই হাঁটু ভাজ করে বসেন। তিনি উত্তরে বলেন, আমার পদদ্বয় আমার দেহের ভার ধারণ করতে অপারগ (তাই এভাবে বসি)। তার কথার তাৎপর্য হলো, "আমার পদদ্বয় আমার ভার বহনে সক্ষম হলে আমি এক পায়ের উপর বসতাম এবং অপর পা খাড়া করে রাখতাম।" কারণ তার উভয় পায়ের উল্লেখ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না

www.pathagar.com

যে, তিনি তার এক পায়ের উপর তার দেহের ভার রাখতেন, অপর পায়ের উপর নয়। বরং উভয় পায়ের উল্লেখ দ্বারা এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, তিনি সক্ষম হলে তার দুই পা-ই ব্যবহার করতেন এভাবে যে, এক পা খাড়া করে রেখে অপর পায়ের উপর বসতেন। এ হাদীসের বক্তব্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর হাদীসের বিপরীত। অবশ্য আবু হুমাইদ আস-সাইদী (র) থেকে এই বিষয় সম্পর্কে মহানবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন–

١٠١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا لِمَ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ اَكْثَرَ نَالَهُ تَبِعَةً وَلاَ اَقْدَامَنَا لَهُ صُحْبَةً فَقَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ اَنَّهُ كَانَ فِى الْجَلْسَةِ الْاُوْلٰى يَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ التَّسْلِيْمِ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ .

১০১৬। আবু বাকরা (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ (রা)-কে মহানবী ﷺ -এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু কাতাদা (রা)। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আমি আপনাদের সকলের তুলনায় অধিক অবগত আছি। তারা বললেন, তা কি করে হতে পারে? আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক অনুসরণকারী নন এবং আমাদের তুলনায় অধিক কাল তাঁর সাহচর্যও লাভ করতে পারেননি। তিনি বলেন, হাঁ, তা অবশ্য ঠিক (অথবা তা কেন নয়?)। তারা বললেন, তাহলে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। অতএব তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম বৈঠকে তাঁর বাম পা ভাঁজ করে তার উপর বসতেন এবং শেষ বৈঠকে উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বাম উরু দ্বারা জমিতে ভর করে বসতেন। সাহাবীগণ সকলে বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন।

١٠١٦(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ح قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ

www.pathagar.com

بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ .

১০১৬(১)। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু হুমাইদ (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) এ কথা উল্লেখ করেননি ঃ "সাহাবাগণ সকলে বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন"।

١٠١٦(٢)- حَدَّثَنِىْ اَبُو الْحُسَيْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِىُّ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১০১৬(২)। আবুল হুসায়ন আল-ইসফাহানী (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা আদ-দুয়ালী (র) থেকে এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ উপরোক্ত হাদীস নিজেদের সমর্থনে পেশ করেছেন। কিন্তু অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম (হানাফীগণ) উপরোক্ত দুই মতের বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, নামাযের সব বৈঠকে একইরূপ অর্থাৎ প্রথম বৈঠকের অনুরূপ, যেভাবে দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ বর্ণনা করেছেন, ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রেখে এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর (পাছা রেখে) বসবে। এই মত পোষণকারীগণ নিজেদের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

١٠١٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَاَحْفَظَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ عَقَدَ اَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلْقَةً بِالْاِبْهَامِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ بِالْاُخْرٰى .

১০১৭। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লাম। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায স্মরণ রাখবো। তিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য বসে তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন, অতঃপর তার উপর বসলেন। তিনি তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। তিনি (ডান হাতের) আংগুলগুলো

www.pathagar.com

একত্র করে বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমার সাহায্যে বৃত্ত তৈরি করলেন এবং অপর (তর্জনী) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দোয়া করতে থাকেন।

١٠١٧(١)- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১০১৭(১)। ফাহ্‌দ ইবনে সুলায়মান (র)... আসেম (র) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এই হাদীস থেকে শেষোক্ত মত পোষণকারীদের (হানাফীদের) সমর্থন পাওয়া যায়। ওয়াইল (রা)-র বক্তব্যে আরও আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্র করে ইশারা করলেন। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শেষ বৈঠকে এটা করা হয়েছে। ফলে এই হাদীস ও আবু হুমাইদ (রা)-র হাদীসের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বিরোধ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা উভয় হাদীসের সনদ ও রিওয়ায়াতসূত্রের যথার্থতা যাচাইয়ের প্রতি মনোনিবেশ করবো।

١٠١٧(٢)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ جُلُوْسًا فَذَكَرَ حَدِيْثَ اَبِىْ عَاصِمٍ سَوَاءً .

১০১৭(২)। ফাহ্‌দ ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে উসমান (র)... এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দশজন সাহাবীর একত্র বসা অবস্থায় তাদের সাক্ষাত পেলেন। ...হুবহু আবু আসেম বর্ণিত (১০১৬ নং) হাদীসের অনুরূপ।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমাদের উপরোক্ত বর্ণনায় আবু হুমাইদ (রা)-র হাদীসের ত্রুটি প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনে আমর এক ব্যক্তির সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন (কিন্তু সেই ব্যক্তি কে তা অজ্ঞাত)। মুহাদ্দিসগণ এই ধরনের (অজ্ঞাত রাবীর) হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন না। (আমাদের) প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে আল-আত্তাফ ইবনে খালিদের দুর্বল রাবী হওয়ার কথা উল্লেখ করতে পারেন। তাহলে তাদেরকে বলা যেতে পারে যে, আমাদের প্রতিপক্ষও আবদুল হামীদকে আত্তাফের তুলনায়ও অধিক দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া তারা আত্তাফের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীসই পরিত্যাগ করেন না। বরং তারা মনে করেন যে, আত্তাফের আগের বর্ণিত সব হাদীস সহীহ্ এবং পরবর্তী পর্যায়ের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সংশয় আছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন তার গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী হাদীসগুলো আবু সালেহ যে আত্তাফের সূত্রে লাভ করেছেন তা স্বপ্রমাণিত। এই বিষয়টি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন তার কিতাবে সত্যায়িত করেছেন। উপরন্তু মুহাম্মাদ ইবনে

www.pathagar.com

আমর ইবনে আতার বয়স সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি এই বয়সে একজন রাবীর কথা ভুলে যেতে পারেন না। অন্যদিকে আবদুল হামীদ ব্যতীত অপর কোন সূত্রে প্রমাণিত হয়নি যে, মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) আবু হুমাইদ (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন। আর আমাদের প্রতিপক্ষের মতে আবদুল হামীদ অত্যধিক দুর্বল রাবী। আর যে সকল রাবী আবু হুমাইদ (রা)-র হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন তাতে তাশাহ্হুদ পাঠের বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাই।

١٠١٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَحَدُ بَنِيْ مَالِكٍ عَنْ عَيَّاشٍ اَوْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِى الْمَجْلِسِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَاَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَكَيْفَ فَقَالَ اتَّبَعْتُ ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا فَاَرِنَا قَالَ فَقَامَ يُصَلِّيْ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فَبَدَاَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اَيْضًا ثُمَّ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَاْسَهُ وَلَا مُصَوِّبِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْاُخْرٰى وَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ اَيْضًا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০১৮। নাসর ইবনে আম্মার আল-বাগদাদী (র)... আয়্যাশ অথবা আব্বাস ইবনে সাহ্ল আস-সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতার সাথে মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মজলিসে আবু হুরায়রা, আবু উসাইদ ও আবু হুমাইদ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তারা নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু হুমাইদ

www.pathagar.com

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সম্পর্কে আমি আপনাদের তুলনায় অধিক ভালো জানি। তারা বললেন, তা কিভাবে? (তিনি বলেন), বিষয়টি আয়ত্ত করার জন্য আমি অনবরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করতে থেকেছি। তারা বলেন, তাহলে আমাদের দেখান। রাবী বলেন, তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত সাহাবীগণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে শুরু করলেন এবং তার দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করলেন, অতঃপর (কিরাআত পাঠশেষে) রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বললেন এবং পুনরায় কাঁধ পর্যন্ত হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন, অতঃপর রুকূতে (গিয়ে) হস্তদ্বয় দ্বারা হাঁটুদ্বয় (জোড়ার উপর) ধরলেন এবং মাথা না উঁচু করে রাখলেন, আর না নীচু করে। অতঃপর মাথা তুলে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বললেন এবং হস্তদ্বয় (কাঁধ বরাবর) উত্তোলন করলেন, অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদায় গেলেন এবং হস্তদ্বয়, হাঁটুদ্বয় ও পদদ্বয়ের পাতার উপর ভর করে সিজদায় থাকলেন। অতঃপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে) উঠলেন এবং এক পা বিছিয়ে ও অপর পায়ের পাতা খাড়া রেখে বসলেন। অতঃপর তাকবীর বলে পুনরায় সিজদায় গেলেন এবং তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠে সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। তিনি প্রথম রাক্‌আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক্‌আত সমাপ্ত করলেন এবং পূর্বানুরূপ তাকবীর বললেন। দুই রাক্‌আত শেষ করে তিনি (তাশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য) বসলেন, অতঃপর তৃতীয় রাক্‌আতের জন্য যখন উঠার প্রস্তুতি নিলেন তখন তাকবীর বলে দাঁড়ালেন, অতঃপর অবশিষ্ট দুই রাক্‌আত সমাপ্ত করলেন, অতঃপর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে ডান দিকে সালাম ফিরালেন, পুনরায় আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে বাম দিকে সালাম ফিরালেন।

١٠١٨(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هٰكَذَا اَوْ نَحْوَهُ وَحَدِيْثُ عِيْسٰى اَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ اَيْضًا فِى الْجُلُوْسِ فِى التَّشَهُّدِ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يُشِيْرُ فِى الدُّعَاءِ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ .

১০১৮(১)। নাস্‌র ইবনে আম্মার (র)... ঈসা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই সূত্রেও বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখবে এবং দোয়ার সময় (তাশাহ্‌হুদে) এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে।

١٠١٨(٢)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَّاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ

www.pathagar.com

بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا الْعُقُوْدَ عَلٰى مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهٖ فِى الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذٰلِكَ .

১০১৮(২)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আব্বাস ইবনে সাহ্ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ ও সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্রথম বৈঠক সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপ উল্লেখ করেন যেরূপ আবদুল হামীদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, এ ছাড়া আর কিছু উল্লেখ করেননি।

١٠١٩- حَدَّثَنِىْ اَبُو الْحُسَيْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاسٍ قَالَ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَدَوِىُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىُّ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا مِنْ اَيْنَ قَالَ رَقَبْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ حَتّٰى حَفِظْتُ صَلٰوتَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ وَلَا مُفْتَرِشٍ ذِرَاعَيْهِ فَاِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى عَلٰى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ .

১০১৯। আবুল হুসাইন আল-ইসফাহানী (র)... আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে আমি আপনাদের তুলনায় অধিক অবগত। তারা বলেন, তা কেমন করে? তিনি বলেন, আমি তাঁর নামায পর্যবেক্ষণ করতে থাকি এবং এক পর্যায়ে তা আয়ত্ত করে ফেলি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর (তাহ্রীমা) বলতেন এবং উভয় হাত মুখমণ্ডল বরাবর উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকূতে যেতে তাকবীর বলতেন তখনও তদ্রূপ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে উঠতেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন এবং পূর্ববৎ হাত উত্তোলন করতেন এবং 'রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ'ও বলতেন। তিনি সিজদারত অবস্থায় দুই উরুর মাঝখানে ফাঁক রাখতেন, পেট উরুর সাথে লাগাতেন না এবং উভয় বাহুও মাটিতে বিছিয়ে দিতেন না। তিনি যখন তাশাহ্হুদ পাঠের জন্য বসতেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা আঙ্গুলে ভর করে দাঁড় করিয়ে রাখতেন এবং তাশাহ্হুদ পড়তেন।

www.pathagar.com

আবু হুমাইদ (রা)-র হাদীসের তাৎপর্য তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ এই হাদীসে তাশাহ্হুদের বৈঠকের বর্ণনা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা)-র হাদীসের অনুরূপ। আর মুহাম্মাদ ইবনে আমর যা বর্ণনা করেছেন তা প্রসিদ্ধ নয় এবং আমাদের মতে আবু হুমাইদ (রা)-র সাথে মুত্তাসিলও (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। কারণ তার হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) আবু হুমাইদ ও আবু কাতাদা (রা)-র মজলিসে উপস্থিত হন। অথচ আবু কাতাদা (রা) উক্ত ঘটনার বহু পূর্বে ইনতিকাল করেন। তিনি আলী (রা)-র সাথে (কোন এক যুদ্ধে) নিহত হন এবং আলী (রা) তার জানাযার নামায পড়ান। অতএব মুহাম্মাদ ইবনে আমর ও আবু কাতাদা (রা) একই যুগের লোক নন।

তাই আবু হুমাইদ (রা)-র মুত্তাসিল হাদীস যখন ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা)-র হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং বুদ্ধি ও যুক্তি তার সমর্থন করে তখন তার বিপরীত আমল করা জায়েয নয়। অতএব সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী প্রথম বৈঠকে এবং প্রতি রাক্‌আতের দুই সিজদার মাঝখানে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতে হবে। অবশ্য দ্বিতীয় বৈঠক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ আছে। তার দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থা হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ বৈঠক হয় সুন্নাত অথবা ফরয। যদি তা সুন্নাত হয় তবে তার বিধান প্রথম বৈঠকের বিধানের অনুরূপ। আর যদি তা ফরয হয় তবে তার বিধান দুই সিজদার মাঝখানে বসার বিধানের অনুরূপ। যাই হোক এর দ্বারা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (র)-র হাদীসের বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত হলো। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতও তাই। ইবরাহীম নাখঈ (র)-ও অনুরূপ বলেছেন। যেমন—

١٠٢٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ يَفْرِشَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَيْهَا .

১০২০। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের বৈঠকে নামাযীর বাম পা জমিনে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা মুসতাহাব।

## ٢٩-بَابُ التَّشَهُّدِ فِى الصَّلٰوةِ كَيْفَ هُوَ

## ২৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের তাশাহ্হুদ সম্পর্কে।

١٠٢١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ

www.pathagar.com

عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

১০২১। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় লোকজনকে তাশাহ্হুদ শিখাতে শুনেছেন। তিনি বলেন, তোমরা বলো ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহিয্‌-যাকিয়াতু লিল্লাহি... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। "সমস্ত সম্মান আল্লাহ্র জন্য, সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রহমত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

١٠٢١(١)- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيْثِ عَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০২১(১)। আবু বাকরা (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَشَهَّدُ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ فَيَقُوْلُ شَهِدْتُ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

১০২২। আবু বাকরা (র)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাফে' (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, উমার (রা) কিভাবে তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি বলেন, উমার (রা) বলতেন ঃ "বিসমিল্লাহ, সমস্ত সম্মান আল্লাহ্র জন্য, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ্র জন্য এবং সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক"। অতঃপর তিনি তাশাহ্হুদ পড়তেন এবং বলতেন, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল"।

١٠٢٢(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

www.pathagar.com

قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১০২২(১)। নাস্‌র ইবনে মারযূক (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়ে সে যেন বলে... অতঃপর তিনি উমার (রা)-র তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٠٢٢(٢)- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَتُشِيْرُ بِيَدِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০২২(২)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আল-কাসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন এবং তার হাত দ্বারা ইশারা করতেন... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

**পর্যালোচনা**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, নামাযে এভাবেই তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে। কেননা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে লোকজনকে উক্ত তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের কেউ তার এই তাশাহ্‌হুদ প্রত্যাখ্যান করেননি।

অপর একদল আলেম এই বিষয়ে ভিন্নমত গ্রহণ করেন। তারা বলেন, আপনাদের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের নিকট যদি উমার (রা)-র শিখানো তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক হতো তবে এই বিষয়ে তারা তার সাথে মতভেদ করতেন না। অথচ এই বিষয়ে তারা তার সাথে মতভেদ করেছেন এবং তার বিপরীত আমল করেছেন। তার কারণ, তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে তাশাহ্‌হুদ বর্ণনা করেছেন। উমার (রা)-র সাথে ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে তাশাহ্‌হুদ বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالُوْا ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ

www.pathagar.com

عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১০২৩। আবু বাকরা (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন বলতাম, আস্‌সালামু আলাল্লাহ্‌, আস্‌সালামু আলা জিবরাঈল আস্‌সালামু আলা মীকাঈল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন ঃ তোমরা আস্‌সালামু আলাল্লাহি বলো না, কারণ আল্লাহ্ তাআলাই শান্তিদাতা। বরং তোমরা বলো ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি... ওয়া রাসূলুহ্। অর্থাৎ "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্য বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

١٠٢٣(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১০২৩(১)। হুসাইন ইবনে নাস্‌র (র)... হাম্মাদ (র) থেকে এই সনদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٢٣(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

১০২৩(২)। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٢٣(٣)- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

১০২৩(৩)। নাস্‌র ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٢٣(٤)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحِلُّ بْنُ مُحْرِزٍ الضَّبِّىُّ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مُحِلُّ بْنُ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا شَقِيْقٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ حُسَيْنٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالُوْا وَكَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ اَحَدُكُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

www.pathagar.com

১০২৩(৪)। আবূ বাক্‌রা (র)... শাকীক (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হুসাইন (র)-এর হাদীসে আরো আছে, তারা বলেন, তারা এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখতেন যেভাবে তোমাদের কেউ কুরআনের সূরা শিক্ষা করে।

١٠٢٣(٥)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَخَذْتُ التَّشَهُّدَ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَّنِيْهَا كَلِمَةً كَلِمَةً ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ الَّذِىْ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ وَائِلٍ وَزَادَ قَالَ فَكَانُوْا يُخْفُوْنَ التَّشَهُّدَ وَلاَ يُظْهِرُوْنَهُ .

১০২৩(৫)। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে তাশাহ্‌হুদ গ্রহণ করেছি এবং শব্দে শব্দে তা আয়ত্ত করেছি। অতঃপর এই সূত্রেও আবু ওয়াইল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ তাশাহ্‌হুদ উদ্ধৃত হয়েছে। এই সনদে আরো আছে, তিনি বলেন, লোকজন নীরবে তাশাহ্‌হুদ পড়তো, সশব্দে নয়।

١٠٢٣(٦)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ الضَّبِّىُّ قَالَ ثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَمَنْصُوْرٍ وَسُلَيْمَانَ وَمُحِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَبَرَكَاتُهُ ،

১০২৩(৬)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে হাম্মাদ, মানসূর, সুলায়মান ও মুহিল্ল (র) কর্তৃক আবু ওয়াইল (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে এই সূত্রে "ওয়া বারাকাতুহু" শব্দের উল্লেখ নাই।

١٠٢٣(٧)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اسْرَائِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ اَوْ قَالَ وَجَوَامِعَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقُلْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০২৩(৭)। আবু বাক্‌রা (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা জানতাম না যে, আমরা দুই রাক্‌আতের মাঝখানে (প্রথম বৈঠকে) কি বলবো, শুধু আমাদের মহামহিম প্রভুর তাসবীহ, তাকবীর ও হাম্‌দ বলতাম। আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রয়োজনীয় বাক্যের সূচনা, সমাপ্তি ও

www.pathagar.com

সামগ্রিক বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন দুই রাক্‌আত পর বসবে তখন সে যেন বলে ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٢٣ (٨)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০২৩(৮) হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের ভাষণ (তাশাহ্‌হুদ) শিক্ষা দিয়েছেন ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও উমার ফারূক (রা)-র তাশাহ্‌হুদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন–

١٠٢٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَاَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

১০২৪। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সালাওয়াতুত তায়্যিবাতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

١٠٢٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُئِلَ عَطَاءٌ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُهُنَّ النَّاسَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قُلْتُ فَلَمْ يَخْتَلِفُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لاَ .

www.pathagar.com

১০২৫। আবু বাক্রা (রা)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আতা (র)-কে তাশাহ্হুদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আমি শুনছিলাম। তিনি বলেন, আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেন, আমি অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মিম্বারের উপর থেকে লোকজনকে উক্ত তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতে শুনেছি। আমি অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইবনুয যুবাইর (রা)-কে যেরূপ বলতে শুনেছি তদ্রূপ। আমি বললাম, ইবনুয যুবাইর ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মধ্যে মতপার্থক্য হয়নি? তিনি বলেন, না।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তার সঙ্গে মতভেদ করেছেন। যেমন ঃ

١٠٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَابِى الْمَكِّىُّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ ضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَقَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلٰوةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا قَالَ فَتَلَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِثْلَ مَا فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১০২৬। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বাবা আল-মাক্কী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পাশে নামায পড়লাম। তিনি তার নামায শেষ করে নিজ হাতে আমার উরুতে আঘাত করে বলেন, আমি কি তোমাকে 'নামাযের' আত্তাহিয়্যাতু' শিক্ষা দিবো না, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন? রাবী বলেন, তিনি নবী ﷺ থেকে ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উক্ত তাশাহ্হুদের অনুরূপ বাক্য পাঠ করেন।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَيَحْىَ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبَغْدَادِىُّ بِطَبَرِيَّةَ قَالَا ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ يَحْىٰ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ . اِلَّا اَنَّ يَحْىٰ زَادَ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُّ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ وَزِدْتُّ فِيْهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ .

১০২৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... নবী ﷺ থেকে ইবনে উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদ এই যে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি আস-সালাওয়াতুত তায়্যিবাতু। আসসালামু

www.pathagar.com

আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" অবশ্য ইয়াহ্ইয়া (র)-র হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তাতে যোগ করেছি "ওয়া বারাকাতুহু।" আমি তাতে আরো যোগ করেছি, "ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু।"

١٠٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ اَطُوْفُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يُعَلِّمُنِى التَّشَهُّدَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزِدْتُّ فِيْهَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১০২৮। ইবনে আবু দাউদ (র)... মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলাম। এই অবস্থায় তিনি আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতুত তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহ।" ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তাতে যোগ করেছি, "ওয়া বারাকাতুহু"। "আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তাতে যোগ করেছি, "ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু।" "ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

١٠٢٨(١)- وَهٰكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ اَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ وَزِدْتُّ فِيْهَا مَا يَدُلُّ اَنَّهُ اَخَذَ ذٰلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ خِلاَفُ ابْنِ عُمَرَ اِمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا اَبُوْ بَكْرٍ .

১০২৮(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী এই সনদে নবী ﷺ-এর নামোল্লেখ করেন নাই, তবে এখানে ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য "ওয়া যিদ্তু ফীহা" (এতে আমি যোগ করেছি) উল্লেখ করেছেন। তা প্রমাণ করে যে, তিনি এই তাশাহ্হুদ উমার (রা) ব্যতীত অপর কারো থেকে গ্রহণ করেছেন, তিনি হয় নবী ﷺ অথবা আবু বাক্র (রা)।

www.pathagar.com

١٠٢٨(٢)- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا تُعَلِّمُوْنَ الصِّبْيَانَ الْكِتَابَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سَوَاءً .

১০২৮(২)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) মিম্বারের উপর থেকে আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তোমরা শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও। অতঃপর রাবী ইবনে মাসউদ (রা)-র তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অতএব আমরা ইবনে উমার (রা) থেকে যে তাশাহ্‌হুদ রিওয়ায়াত করেছি তা নাফে‘ ও সালেম (র) কর্তৃক তার সূত্রে বর্ণিত তাশাহ্‌হুদের বিপরীত। আর ঐ তাশাহ্‌হুদ এই শেষোক্ত তাশাহ্‌হুদ থেকে উত্তম। কেননা তিনি ঐ তাশাহ্‌হুদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাক্‌র (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তা মুজাহিদ (র)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এটা সম্ভব হতে পারে না যে, ইবনে উমার (রা) নবী ﷺ কর্তৃক শিখান তাশাহ্‌হুদ বর্জন করে অপরের শিখানো তাশাহ্‌হুদ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-ও তাশাহ্‌হুদের ব্যাপারে উমার (রা)-র সাথে মতভেদ করেছেন। যেমন তার থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٢٨(٣)- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ الْبُرْدِيُّ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ الأَنْمَاطِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سَوَاءً .

১০২৮(৩) ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা করতাম, যেমন আমরা কুরআনের সূরা শিক্ষা করতাম। অতঃপর রাবী হুবহু ইবনে মাসউদ (রা)-র তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-ও এ বিষয়ে তার সাথে দ্বিমত করেছেন। এ বিষয়ে তার থেকে নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

١٠٢٨(٤)- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ

www.pathagar.com

ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سَوَاءً الاَّ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ .

১০২৮(৪)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্হুদ শিখাতেন যেভাবে তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন। বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ... অতঃপর রাবী হুবহু ইবনে মাসউদ (র)-র তাশাহ্হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেছেন, "আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু ওয়া আসআলুল্লাহাল জান্নাতা ওয়া আউযু বিল্লাহি মিনান-নার।"

আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-ও এ বিষয়ে তার সাথে দ্বিমত করেছেন। অতএব তার থেকেও নবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا فَقَالَ اِذَا كَانَ فِى الْعَقْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ اَوْ قَالَ سَلاَمٌ شَكَّ سَعِيْدٌ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১০২৯। আবু বাক্রা ও ইবনে মারযূক (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী (র) বলেন, আমি আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। অতএব তিনি আমাদেরকে আমাদের নামায শিখালেন এবং আমাদের অনুসৃত নিয়ম-নীতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন দ্বিতীয় বৈঠকে বসবে তখন সে যেন বলে, "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি। আসসালামু (বা সালামুন) আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

١٠٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَلاَّبٍ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا كَانَ

www.pathagar.com

عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১০৩০। ইবনে মারযূক (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী (র) বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। অতএব তিনি আমাদেরকে আমাদের অনুসরণযোগ্য নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিলেন এবং আমাদের নামায শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ বৈঠকে বসে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

তাশাহ্হুদ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-ও উমার (রা)-র সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে তার থেকে নবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُمَيْدٍ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا مُسْلِمِ الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ اِنَّ تَشَهُّدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ كَانَ يَتَشَهَّدُ بِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَاهْدِنِىْ .

১০৩১। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ আবু কুররা (র)... আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তাশাহ্হুদ পড়তেন সেই তাশাহ্হুদ হলো ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি খাইরিল আসমাআ। আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আরসালাহু বিলহাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযীরা। ওয়া আন্নাস-সাআতা আতিয়াতুল লা রাইবা ফীহা। আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াহ্দিনী।"

উল্লেখিত সাহাবীগণ নবী ﷺ থেকে এসব তাশাহ্হুদ বর্ণনা করেছেন যা আমরা এখানে একের পর এক উল্লেখ করেছি। এসব তাশাহ্হুদও উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদের

www.pathagar.com

বিপরীত। মুতাওয়াতির সূত্রে যখন মহানবী ﷺ-এর এসব তাশাহ্হুদ বর্ণিত হয়েছে এবং কোন হাদীসই তার বিপরীত নয়, তখন এর সাথে মতভেদ করা যায় না এবং এই তাশাহ্হুদ বাদ দিয়ে অন্য কোন তাশাহ্হুদ গ্রহণ করাও যায় না, তার সাথে আরো কিছু যোগও করা সংগত নয়।

অবশ্য ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীসে 'আল-মুবারাকাতু' শব্দটিও আছে। এসম্পর্কে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, তা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য। কেননা তাতে একটি অতিরিক্ত শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'অতিরিক্ত' 'ঘাটতি বা কম' থেকে উত্তম।

অবশিষ্ট আলেমগণ বলেছেন, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা ও ইবনে উমার (রা)-র হাদীস অগ্রগণ্য, যা মুজাহিদ ও ইবনে বাবা রিওয়ায়াত করেছেন, এসব হাদীসের সনদসূত্র সহীহ এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কারণ (ইবনে আব্বাসের হাদীসের রাবী) আবুয যুবাইর (র) ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসের রাবী আ'মাশ, মানসূর ও মুগীরা (র) এবং আবু মূসা (রা)-র হাদীসের রাবী কাতাদা (র) এবং ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের রাবী আবু বিশর (র)- এর সমকক্ষ বা তুলনীয় নন।

বিষয়টি যদি তাদের বিপরীত হয় তবে সেক্ষেত্রে আয়মান ইবনে নাবিল-লাইস সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনাসহ আবু যুবাইর (রা)-এর হাদীসই (১০২৮) গ্রহণ করা উচিৎ। কারণ তার বর্ণিত তাশাহ্হুদেও 'বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি' অতিরিক্ত শব্দ উক্ত আছে। অনুরূপভাবে আবু আসলাম (র) কর্তৃক অতিরিক্ত শব্দসহ বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র হাদীসও গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য হওয়া উচিৎ। কারণ তাতেও 'বিসমিল্লাহ ...' যুক্ত আছে, যা ইবনে মাসউদ (র)-র হাদীসে নাই।

অতএব এই অতিরিক্ত শব্দ যখন গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা লাইস (র)-র সমকক্ষ কেউ তা বর্ণনা করেনি, তখন ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে ইবনে আবুয যুবাইর (র) আতা (র)-র চেয়ে অতিরিক্ত যা বর্ণনা করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র)-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীস মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আবুয যুবাইর (র) সাঈদ ইবনে জুবাইর-তাউস-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এ হাদীস মরফূরূপে বর্ণনা করেছেন। যদি এসব হাদীস প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও সনদের বিচারে যথার্থও হয় তবুও ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসই অগ্রগণ্য থাকবে। কারণ সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত যে, ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে বর্ণিত তাশাহ্হুদের পরিবর্তে কারো নিজ ইচ্ছামত অন্য তাশাহ্হুদ পড়া সংগত নয়।

অতএব যখন প্রমাণিত হলো যে, তাশাহ্হুদ হলো একটি বিশেষ যিকির এবং ইবনে মাসউদ (রা) যে তাশাহ্হুদ রিওয়ায়াত করেছেন তার সাথে অপরাপর সাহাবীর বর্ণনার মিল রয়েছে, যারা নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন রাবীর তাশাহ্হুদে যা অতিরিক্ত বর্ণিত আছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাশাহ্হুদের অংশ নয়। অতএব যে তাশাহ্হুদ সম্পর্কে তারা একমত হয়েছেন সেটি পাঠ করা বিতর্কিত তাশাহ্হুদ পাঠ করার তুলনায় অধিক উত্তম।

www.pathagar.com

আরেকটি দলীল এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তার অনুসারীদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাক্যসম্বলিত তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য জোর তাকিদ দিতেন। অপর কেউ অনুরূপ জোর তাকিদ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নাই। অতএব আমরা অন্যদের তাশাহ্হুদের পরিবর্তে ইবনে মাসউদ (রা)-র তাশাহ্হুদ পড়াই উত্তম ও পছন্দনীয় মনে করি। আমরা আবদুল্লাহ (রা)-র জোর তাকিদ সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছি সেই সম্পর্কিত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِى التَّشَهُّدِ .

১০৩২। আবু বাক্‌রা (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তাশাহ্হুদ পড়ার ব্যাপারে আমাদের জোর তাকিদ দিতেন।

١٠٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يَحْىٰ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلاً يَقُوْلُ فِى التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَاكُلُ .

১০৩৩। আবু বাক্‌রা (র)... মুসায়্যাব ইবনে রাফে' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে তাশাহ্হুদে বলতে শুনলেন, 'বিসমিল্লাহি আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি'। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, তুমি কি আহার গ্রহণ শুরু করেছো!

١٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الرَّبِيْعَ بْنَ خَيْثَمٍ لَقِىَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ انَّهُ قَدْ بَدَاَ لِىْ اَنْ اَزِيْدَ فِى التَّشَهُّدِ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ نَنْتَهِىْ اِلٰى مَا عَلِّمْنَاهُ .

১০৩৪। আবু বাক্‌রা (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আর-রবী' ইবনে খায়ছাম (র) আলকামা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমার ইচ্ছা হয় তাশাহ্হুদে (ওয়া বারাকাতুহু-এর পর) 'ওয়া মাগফিরাতুহু' যোগ করি। আলকামা (র) তাকে বলেন, আমরা এ সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছি তাকেই যথেষ্ট মনে করি।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اسْحَاقَ قَالَ اَتَيْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الْاَحْوَصِ قَدْ زَادَ فِىْ خُطْبَةِ الصَّلٰوةِ وَالْمُبَارَكَاتُ قَالَ فَاتِهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ الْاَسْوَدَ يَنْهَاكَ وَيَقُوْلُ لَكَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ

تَعَلَّمَهُنَّ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَدَّهُنَّ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ تَشَهُّدَ عَبْدِ اللّٰهِ .

১০৩৫। ফাহ্দ (র)... ইসহাক (র) বলেন, আমি আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আবুল আসওয়াদ (র) তার নামাযের খোতবায় (তাশাহ্হুদে) 'ওয়াল-মুবারাকাতু' শব্দ যোগ করেন। তিনি বলেন, তুমি তার নিকট গিয়ে তাকে বলো, আল-আসওয়াদ তোমাকে তা বলতে নিষেধ করেছেন এবং তোমাকে বলেছেন, নিশ্চয় আলকামা ইবনে কায়েস আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিখেছেন যেমন কেউ কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা করে। আবদুল্লাহ (রা) হাতের আঙ্গুলে গণনা করে মুখস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ (রা)-র তাশাহ্হুদ উল্লেখ করেন।

অতএব আবদুল্লাহ (রা)-র কড়াকড়ি করার এবং বিশেষজ্ঞ আলেমগণের একমত হওয়ার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ভিন্ন অন্য কোন যিকির করা যাবে না, তার ভিত্তিতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদ পড়াকে আমরা উত্তম বলি। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতও তাই।

## ٣٠-بَابُ السَّلَامِ فِى الصَّلَاةِ كَيْفَ هُوَ

## ৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে নামাযের সালাম ফিরাতে হবে?

١٠٣٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الزُّهْرِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৩৬। রবী' আল-জীযী (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একবার সালাম ফিরাতেন।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, নামাযী তার নামাযশেষে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তার সামনের দিকে সালাম ফিরাবে। তারা উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বরং সে তার ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাবে এবং প্রতিবার সালাম ফিরাতে বলবে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তারা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের দলীলের জবাবে বলেন, সা'দ (রা)-র এই হাদীস কেবল দারাওয়ারদী এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুসআব (র) প্রমুখ থেকে রিওয়ায়াতকারীগণ এ হাদীস বর্ণনায় তার সাথে মতভেদ করেছেন।

www.pathagar.com

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ يَّسَارِه اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مِنْ هٰهُنَا وَمِنْ هٰهُنَا .

১০৩৭। আহ্মাদ ইবনে দাউদ ইবনে মূসা (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" (বলে) এবং উভয় দিক থেকে তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

١٠٣٧(١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِه مِثْلَهُ .

১০৩৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... মুসআব ইবনে সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) যার স্মরণশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা অতুলনীয়। তিনি মুসআব (র) থেকে দারাওয়ারদীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র)-র বর্ণনাও ইবনুল মুবারকের সাথে অভিন্ন। তার অগ্রগণ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু মুসআব (র) ভিন্ন অন্য রাবীর নিকট থেকে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (র)-ও মুহাম্মাদ ইবনে আমর ও ইবনুল মুবারকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, দারাওয়ারদীর বর্ণনার অনুরূপ নয়।

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه حَتّٰى اُرٰى بَيَاضُ خَدِّه وَعَنْ يَّسَارِه حَتّٰى اُرٰى بَيَاضُ خَدِّه .

১০৩৮। ইউনুস (র)... সা'দ (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর ডানে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং বামেও, এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

অতএব এই তিনটি রিওয়ায়াত দ্বারা দারাওয়ারদীর রিওয়ায়াত নাকচ হয়ে গেলো এবং স্বয়ং সা'দ (রা)-র দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মহানবী ﷺ দুইবার সালাম ফিরাতেন। মহানবী ﷺ-এর একাধিক সাহাবীর রিওয়ায়াতও এর সমর্থক।

www.pathagar.com

١٠٣٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلٰوةً ذَكَّرَنَا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَسِيْنَاهَا اَوْ تَرَكْنَاهَا عَلٰى عَمَدٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ .

১০৩৯। ফাহ্‌দ (র)... আবু মূসা (রা) বলেন, জামাল যুদ্ধের দিন আলী (রা) আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়লেন যা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায স্মরণ করিয়ে দিলো, যা হয় আমরা ভুলে গিয়েছিলাম অথবা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলাম। তিনি প্রতি উঠা-বসায় তাকবীর বলেছেন এবং তার ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٠٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪০। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

١٠٤٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ .

১০৪০(১)। আবু উমাইয়্যা (র)... আবদুল্লাহ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٤٠(٢)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُو الْاَحْوَصِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ .

১০৪০(২)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল মুমিন আল-মারওয়াযী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)- রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

١٠٤٠(٣)- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৪০(৩)। রবী' আল-জীযী (র)... আবদুল্লাহ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٤١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُسَلِّمُوْنَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪১। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে তাঁদের ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

١٠٤١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ اَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ .

১০৪১(১)। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আবদুল্লাহ (রা)... রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى اَمِيرٌ بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ اَيْنَ عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِى حَدِيْثِهِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১০৪২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একজন আমীর (শাসক) মক্কায় নামায পড়লেন। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরান। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সে কোথায় তা শিখেছে? হাকাম (র) তার হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা করতেন।

www.pathagar.com

١٠٤٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১০৪২(১)। আবু উমাইয়্যা (র)... ইয়াহ্ইয়া (র) তার সনদ পরম্পরায় উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٠٤٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِيْ صَلاَتِهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১০৪৩। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর নামাযে তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْىَ الْمَازِنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪৪। আলী ইবনে শাইবা (র)... ওয়াসে' ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি প্রতি উঠা-বসার সময় তাকবীর বলতেন এবং 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ', 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে তাঁর ডানে বাঁয়ে সালাম ফিরাতেন।

١٠٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلوٰةِ تَسْلِيْمَتَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১০৪৫। ইবনে আবূ দাঊদ (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে তাঁর ডানে ও বাঁয়ে দুইবার সালাম ফিরাতেন।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ

اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ سَلَّمْنَا بِاَيْدِيْنَا قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُسَلِّمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اَمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

১০৪৬। আবূ বাক্‌রা (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমাদের সামনের দিকে হাতের ইশারায় সালাম ফিরাতাম এবং বলতাম, আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। নবী ﷺ বলেন ঃ জনগণের কি হলো যে, তারা তাদের হাতের ইশারায় তাদের সামনের দিকে সালাম ফিরায়, যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। নামাযে তোমাদের কারো জন্য কি এতোটুকু যথেষ্ট নয় যে, তার হাত তার উরুর উপর রাখবে, আঙ্গুল দ্বারা (তাশাহ্‌হুদে) ইশারা করবে এবং আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরাবে?

١٠٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ ثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَتَيْنِ .

১০৪৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দুইবার সালাম ফিরাতেন।

١٠٤٧(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُو الرَّبِيْعِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৪৭(১)। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আল-বারাআ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجْرًا اَبَا عَنْبَسَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

১০৪৮। ইবনে মারযূক (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানে ও বাঁয়ে সালাম ফিরালেন।

www.pathagar.com

١٠٤٨(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৪৮(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ حَرِيْزٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِىَّ بْنَ عَمِيْرَةَ الْحَضْرَمِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَّسَارِهِ وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ .

১০৪৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আদী ইবনে উমায়রা আল-হাদরামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তাঁর ডানে ঘুরাতেন, এমনকি তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেতো, অতঃপর তাঁর বাঁয়ে সালাম ফিরাতেন এবং তাঁর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ঘুরাতেন, এমনকি তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।

١٠٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ ثَنَا قُرَّةُ قَالَ ثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىُّ لِقَوْمِهِ أَلاَ أُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الصَّلٰوةَ وَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০৫০। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে গানাম (র) বলেন, আবু মালেক আল-আশআরী (রা) তার সম্প্রদায়কে বললেন, আমি কি তোমাদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পড়বো না? অতএব তিনি নামায পড়লেন এবং তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, অতঃপর বলেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায।

١٠٥١- حَدَّثَنَا أَبُوْ أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَبَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ .

www.pathagar.com

১০৫১। আবু উমাইয়্যা (র)... তলক ইবনে আলী (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামায পড়তাম তখন তিনি সালাম ফিরালে আমরা তাঁর ডান ও বাম গালের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

١٠٥٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ اَوْ اَوْسِ بْنِ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ اَقَمْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِصْفَ شَهْرٍ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১০৫২। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আওস ইবনে আওস অথবা আওস ইবনে উওয়াইস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অর্ধমাস অবস্থান করলাম। আমি তাঁকে নামায পড়তে দেখেছি এবং তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٠٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصُّوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ .

১০৫৩। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল মুমিন আস-সূফী (র)... আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) বলেন, আবু উমায়্যা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন, অতঃপর আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এই অনুচ্ছেদে আমরা নবী ﷺ-এর নামাযের সালাম সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি, সেগুলো ছাড়া কোন সহীহ হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নাই। যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তারা দারাওয়ারদীর হাদীসের ভিত্তিতেই তা করেন, যার অসারতা আমরা এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রমাণ করে এসেছি। অবশ্য একদল লোক নিম্নোক্ত হাদীসও দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

١٠٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَا ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً .

১০৫৪। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মাত্র সালাম ফিরাতেন।

উপরোক্ত হাদীস পেশকারীদের জবাবে বলা যায়, এটি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি মওকূফ হাদীস। হাদীসের হাফেজগণ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(র) যদিও ছিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী কিন্তু তার থেকে আমর ইবনে আবু সালামার রিওয়ায়াত যথেষ্ট দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন অনুরূপ বলেছেন এবং আমাদের একাধিক সাথী তার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আলী ইবনে আবদুর রহমান তো এতোখানি বলেছেন যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াতে প্রচুর ভুলত্রুটি আছে।

এরপরও যদি কেউ বলেন, আয়েশা (রা)-র এই রিওয়ায়াত প্রমাণিত, তাহলে নবী ﷺ-এর কোন সাহাবীর মাধ্যমে এ হাদীসের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায়? তাকে বলা হবে, আবু বাক্র ও উমার (রা)-র হাদীস দ্বারা, যা আমরা পূর্বে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে এসেছি। অনন্তর আরো হাদীস ঃ

١٠٥٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَنْفَتِلُ سَاعَتَئِذٍ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ .

১০৫৫। হুসাইন ইবনে নাসর (র).... মাসরূক (র) বলেন, আবু বাক্র (রা) তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর দ্রুত উঠে যেতেন, যেমন কেউ গরম পাথরের উপর থেকে উঠে যায়।

١٠٥٤(١)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ

১০৫৫ (১)। আবু বাক্রা (র)... হাম্মাদ (র) এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ .

১০৫৬। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু রাযীন (র) বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পিছনে নামায পড়লাম। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন।

١٠٥٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ عَلِيٌّ قَالَ نَعَمْ .

১০৫৭। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আবু রযীন (র) বলেন, আলী (রা) তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আলী (রা)? তিনি বলেন, হাঁ।

www.pathagar.com

١٠٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ فَسَلَّمَا تَسْلِيْمَتَيْنِ .

১০৫৮। ইবনে মারযূক (র)... আবু রযীন (র) বলেন, আমি আলী (রা) ও আবদুল্লাহ (রা)-র পিছনে নামায পড়েছি। তারা উভয়ে দুইবার সালাম ফিরিয়েছেন।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه .

১০৫৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ডানে ও বামে নামাযের সালাম ফিরাতেন।

١٠٦٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ عَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ فَكِلاَهُمَا يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ يَّسَارِه اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৬০। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-র পিছনে নামায পড়েছেন। তারা উভয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে তাদের ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٠٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه .

১০৬১। আবু বাক্‌রা (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযে তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَمِيْرًا صَلّٰى بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَتَرٰى مِنْ اَيْنَ عَلِقَهَا .

১০৬২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন আমীর (শাসক) মক্কায় নামায পড়লেন এবং দুইবার সালাম ফিরালেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তুমি কি জানো সে এটা কোথা থেকে শিখেছে?

www.pathagar.com

ইমাম তাহাবী (র) বলেন, আমি ইবনে আবু দাঊদ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) বলেছেন, এটি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ كَانَ عَمَّارٌ اَمِيْرًا عَلَيْنَا سَنَةً لاَ يُصَلِّىْ صَلوٰةً اِلاَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৬৩। ইবনে মারযূক (র)... হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) বলেন, আম্মার (রা) এক বছর যাবত আমাদের এখানকার প্রশাসক ছিলেন। তিনি নামায পড়লেই তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلوٰةِ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

১০৬৪। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি সাহল ইবনে সা'দ আস-সাইদী (রা)-কে দেখেন যে, তিনি নামাযশেষে তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসকল সাহাবী অর্থাৎ আবু বাক্র, উমার, আলী, ইবনে মাসঊদ ও আম্মার (রা) এবং তাদের সাথে আরো যাদের উল্লেখ করেছি তারা সকলে তাদের ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন। তাদের যুগ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমসাময়িক হওয়ায় তারা সরাসরি তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কার্যাবলী অবলোকন করে তা স্মরণ রেখেছেন। তাই কারো পক্ষে তাদের উপরোক্ত কার্যক্রম কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। অতএব তাদের সাথে মতভেদ করা কারো জন্যই জায়েয নয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন হাদীস রিওয়ায়াত না করা অবস্থায়ও। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (নামাযের সালাম সম্পর্কে) যা কিছু রিওয়ায়াত করা হয়েছে তার সবগুলোই তাদের কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ।

হয়তো কেউ আবু ওয়াইল (র)-আলী (রা) সূত্রে আমরা যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি যে, 'তিনি নামাযে তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন' এবং এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে যা রিওয়ায়াত করেছি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এবং নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের সমর্থনে পেশ করতে পারেন ঃ

www.pathagar.com

١٠٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَبِمَا حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ وَائِلٍ اَتحْفَظُ التَّكْبِيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَالتَّسْلِيْمُ قَالَ وَاحِدَةٌ .

১০৬৫। ইবনে মারযূক ও আবু বাক্‌রা (র)... আমর ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি আবু ওয়াইল (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তাকবীর স্মরণ রেখেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সালামও? তিনি বলেন, সালাম একবার।

গ্রন্থকার বলেন, তাহলে এটা কি করে সংগত হতে পারে যে, তিনি একবার সালাম ফিরানোর কথা স্মরণ রেখেছেন, অথচ তিনি আলী (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে দুইবার সালাম ফিরাতে দেখেছেন! প্রশ্ন জাগে, তাহলে তিনি এই দুইজন সাহাবী ব্যতীত কার কাছ থেকে একবার সালাম ফিরানো স্মরণ রেখেছেন? অথচ তিনি এই দুই সাহাবীর অনুসরণ করতেন। আবু ওয়াইলের উপরোক্ত হাদীস সহীহ বা প্রমাণিত হলে তা তার সূত্রে বর্ণিত 'দুইবার সালাম ফিরানো' সম্পর্কিত হাদীস বাতিল হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর জবাবে বলা যায়, আমরা তার সূত্রে 'দুইবার সালাম ফিরানো' সম্পর্কিত যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা সহীহ, তার সনদসূত্র ও মূল পাঠে কোন কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়নি। আর এই দুই সালাম হলো সেই নামাযের যাতে রুকূ ও সিজদা আছে। আর আমর ইবনে মুররার হাদীসে উক্ত 'একবার সালাম' দ্বারা আবু ওয়াইল (র) শুধু তাকবীরযুক্ত (জানাযার) নামাযের সালাম উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা কূফাবাসী এক জামাআত, ইবরাহীম নাখঈ (র)-ও যাদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জানাযার নামাযে হালকাভাবে একবার সালাম ফিরাতেন এবং তাদের অন্য সকল প্রকার নামাযে দুইবার সালাম ফিরাতেন।

এখানে আমাদের মতে আবু ওয়াইল (র)-এর হাদীসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই। এরূপ ব্যাখ্যা করাই উত্তম। তাহলে সালাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে আর বৈপরীত্য বা বিরোধ থাকে না। এরপরও কেউ বলতে পারেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (র) তাদের নামাযে একবার সালাম বলতেন এবং নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করতে পারেনঃ

١٠٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً حِيَالَ وُجُوْهِهِمَا .

১০৬৬। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আশআছ ও হাসান বসরী (র) উভয়ে নামাযে তাদের সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন।

١٠٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً .

www.pathagar.com

১০৬৭। ইবনে মারযূক (র)... হাসান বসরী ও মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) একবার সালাম ফিরাতেন।

١٠٦٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِثْلَهُ .

১০৬৮। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও একবার সালাম ফিরাতেন।

তাকে বলা হবে, আপনি সত্য বলেছেন। তাদের সম্পর্কে অনুরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু তাদের পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর বিপরীত, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং অবিচ্ছিন্ন সূত্রে তা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্তর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার ও ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের বিপরীত বর্ণিত আছে। তাদের তুলনায় এরা দু'জন হলেন প্রবীণ তাবিঈ। যেমন–

١٠٦٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

১০৬৯। ইউনুস (র)... যাহ্রা ইবনে মা'বাদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

١٠٧٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

১০৭০। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আল-হাকাম (র) বলেন, আমি ইবনে আবু লায়লা (র)-এর সাথে নামায পড়তাম। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

এরা দু'জন হলেন প্রবীণ তাবিঈ এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন। তাদের সাথে এ অনুচ্ছেদে উক্ত তাদের বিপরীত বর্ণনাকারীদের তুলনা চলে না। অতএব তাদের দু'জন থেকে আমরা যা রিওয়ায়াত করেছি তা উপরোক্তদের তুলনায় অগ্রগণ্য। কারণ তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণে তা করেছেন। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের দু'জনের কার্যক্রম তার সাথেও সংগতিপূর্ণ। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এরও এটাই অভিমত।

www.pathagar.com

## ٣١-بَابُ السَّلَامِ فِى الصَّلٰوةِ هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوْضِهَا اَوْ مِنْ سُنَنِهَا

### ৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সালাম ফিরানো ফরয না সুন্নাত?

١٠٧١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَاِحْرَامُهَا التَّكْبِيْرُ وَاِحْلَالُهَا التَّسْلِيْمُ .

১০৭১। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের চাবি হলো 'পবিত্রতা', তার ইহরাম (হারামকারী) হলো 'তাকবীর' (তাহ্রীমা) এবং তার হালালকারী হলো 'সালাম'।

উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে তার নামায শেষ করলে তার ঐ নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তার ইহ্লাল (হালালকারী) হলো সালাম।"

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং দু'টি বিষয়ে তারা পরস্পর পৃথক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের একদল বলেছেন, কেউ তাশাহ্হুদ পড়ার সমপরিমাণ সময় বসলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেলো, যদিও সে সালাম ফিরায়নি। তাদের অপর দল বলেছেন, কেউ তার নামাযের শেষ সিজদা থেকে মাথা তোলার সাথে সাথে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেলো, যদিও সে তাশাহ্হুদ না পড়ে এবং সালাম না ফিরায়।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে শেষোক্ত দুই দলের দলীল এই যে, নবী ﷺ থেকে তাঁর যে বক্তব্য "তার হালালকারী হলো সালাম" উদ্ধৃত হয়েছে তা আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। অথচ আলী (রা)-র অনুরূপ যে মত বর্ণিত আছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ মহানবী ﷺ-এর হাদীসের যে তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন তা তার বিপরীত। অতএব নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত ঃ

١٠٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ اٰخِرِ سَجْدَةٍ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .

১০৭২। আবু বাক্রা (র)... আলী (রা) বলেন, নামাযী সর্বশেষ সিজদা থেকে তার মাথা তোলার সাথে সাথে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেলো।

এই হলেন আলী (রা) যিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ "নামাযের হালালকারী হলো সালাম"। আলী (রা)-র মতে উক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, সালাম ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না। তার মতে, নামায তো সালাম ফিরানোর পূর্বেই (সিজদা দ্বারা)

www.pathagar.com

পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব তার মতে, 'নামাযের হালালকারী হলো সালাম'-এর তাৎপর্য এই যে, সালাম ফিরানোর মাধ্যমেই নামাযের সমাপ্তি করা উচিৎ, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। ঘটনাক্রমে সালাম ফিরানোর পূর্বে এই পূর্ণতার পরে কারো উযু ছুটে গেলে পুনরায় নামায পড়া তার জন্য ওয়াজিব নয়।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, 'নামাযের হারামকারী হলো তাকবীর' অর্থাৎ তাকবীর না বলে নামাযের মধ্যে যেমন প্রবেশ করা যায় না তদ্রূপ তিনি যে বলেছেন, 'তার হালালকারী হলো সালাম' অর্থাৎ সালাম ফিরানো ব্যতীত নামায থেকে বের হওয়াও যায় না।

এর জবাবে বলা যায়, কোন কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে হলে যেভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করতে হয় এবং বের হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিত পন্থায় বের হওয়া যায় এবং ভিন্ন পন্থাও বের হওয়া যায়। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, ইদ্দাত পালনকালে সংশ্লিষ্ট মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও কোন ব্যক্তি ঐ অবস্থায় বিবাহ করলে তা বিবাহ হিসাবের গণ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট পুরুষলোকটিও সংশ্লিষ্ট নারীর উপর কোনরূপ কর্তৃত্বও লাভ করবে না। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে যার উল্লেখ করলে পুস্তকের কলেবর অধিক বৃদ্ধি পাবে।

বিবাহবন্ধন থেকে বের হওয়ার জন্য তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পরিচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ যে তুহরে (হায়েযমুক্ত অবস্থায়) নারীর সাথে সঙ্গম হয়নি সেই তুহরে তালাক দিতে হবে। এখন কোন ব্যক্তি যদি নির্দেশ বহির্ভূত পন্থায় তালাক দেয় অর্থাৎ একই তুহরে তিন তালাক দেয় বা হায়েয চলাকালে তালাক দেয় তবে এই অননুমোদিত পন্থায় দেয়া তালাকের দ্বারাও সহীহ্ বিবাহাধীন নারীও বিবাহবন্ধনের বাইরে চলে যায়, যদিও তালাকদাতা গুনাহগার হয়।

যে উপায়ে নারীর লজ্জাস্থান ব্যবহারের অধিকারী হওয়া যায় তা কি এবং যে উপায়ে উক্ত অধিকার নিঃশেষ হয়ে যায় তা-ই বা কি তা উপারোক্ত আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত ও স্পষ্ট হলো।

অতএব যে পন্থায় বিবাহের দুর্গে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে কেউ যদি সেই পন্থায় তাতে প্রবেশ করতে চায় তবে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু কেউ যদি অননুমোদিত পন্থায় বিবাহের দুর্গ থেকে বের হতে চায় তবে সেই পন্থায় সে বের হয়ে যেতে পারে। তাহলে দেখা যায় কেউ কোন কিছুতে অননুমোদিত পন্থায় প্রবেশ করতে চাইলে সে তাতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সে ইচ্ছা করলে অনুমোদিত পন্থায় অথবা অননুমোদিত পন্থায় তা থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযে প্রবেশ ও তা থেকে প্রস্থানের পন্থাও (বিবাহের) অনুরূপ হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ যে পন্থায় নামাযে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে কেবল সেই পন্থায়ই তাতে প্রবেশ করা অপরিহার্য। আর যে পন্থায় তা থেকে বের হতে বলা হয়েছে, নামাযী ইচ্ছা করলে সেই পন্থায়ও বের হতে পারে অথবা ভিন্নতর পন্থায়ও বের হতে পারে।

www.pathagar.com

যারা বলেছেন, নামাযী তার শেষ সিজদা থেকে নিজ মাথা তোলার সাথে সাথে তার নামায পূর্ণ বা সমাপ্ত হয়ে গেলো তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ اٰخِرِ السُّجُوْدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ اِذَا هُوَ اَحْدَثَ .

১০৭৩। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কেউ শেষ সিজদা থেকে নিজ মাথা উঠানোর পর তার উযু ছুটে গেলেও তার নামায পূর্ণ হয়েছে।

١٠٧٣(١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ اللُّؤْلُؤِىُّ قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১০৭৩(১) ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যারা উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন তাদের জবাবে বলা যায়, উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ আছে। কতক রাবী হুবহু ঐভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কতক রাবী ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন–

١٠٧٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِىِّ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ فَقَعَدَ فَاَحْدَثَ هُوَ اَوْ اَحَدٌ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ مَعَهُ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ الْاِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَلَا يَعُوْدُ فِيْهَا .

১০৭৪। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইমাম নামায শেষ করে শেষ বৈঠকে বসার পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে তার অথবা তার সাথে নামায আদায়কারী কারো উযু ছুটে গেলও তার নামায পূর্ণ হয়েছে এবং তাকে তা পুনর্বার পড়তে হবে না।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এটাই হলো সংশ্লিষ্ট হাদীসের সঠিক তাৎপর্য, যা পূর্বোক্ত হাদীসের তাৎপর্যের বিপরীত। এছাড়াও হাদীসটি ভিন্ন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

www.pathagar.com

١٠٧٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ فَلَقِيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيْتَهُمَا جَمِيْعًا فَقَالَ كِلَيْهِمَا حَدَّثَنِىْ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّىْ رَاْسَهُ مِنْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ وَقَضٰى تَشَهُّدَهُ ثُمَّ اَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ فَلاَ يَعُوْدُ لَهَا .

১০৭৫। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নামাযী যখন তার নামাযের শেষ সিজদা থেকে নিজ মাথা উঠালো এবং তাশাহ্হুদ পড়লো, অতঃপর তার উযু ছুটে গেলো, তথাপি তার নামায পূর্ণ হলো এবং তাকে তা পুনর্বার পড়তে হবে না।

আর যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, নামাযী তাশাহ্হুদ পড়ার সম-পরিমাণ সময় না বসা পর্যন্ত নামায পূর্ণ হয় না, তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

١٠٧٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَاَبُوْ غَسَّانٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَخَذَ بِيَدِهِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهِ وَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِى التَّشَهُّدِ وَقَالَ فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ .

১০৭৬। ফাহ্দ (র)... আল-কাসেম ইবনে মুখাইমিরা (র) বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) তার হাত ধরলেন, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরলেন এবং তাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিলেন। ... অতঃপর রাবী তাশাহ্হুদের উল্লেখ করেন যেরূপ আমরা "তাশাহ্হুদ অনুচ্ছেদে" আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে উল্লেখ করে এসেছি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ তুমি যখন এটা করলে (তাশাহ্হুদ পড়লে) অথবা এটা পূর্ণ করলে, তোমার নামায সমাপ্ত হলো। এখন তুমি উঠতে চাইলে উঠে যেতে পারো এবং বসে থাকতে চাইলে বসে থাকতেও পারো।

www.pathagar.com

١٠٧٦(١)- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১০৭৬(১)। হাসান ইবনে নাসর (র)... হাসান ইবনুল হুর (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنِ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ وَقَالَ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِتَشَهُّدٍ .

১০৭৭। ইবরাহীম ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ... রাবী অতঃপর তাশাহ্হুদের উল্লেখ করলেন এবং তিনি ﷺ বলেন ঃ "তাশাহ্হুদ ব্যতীত নামায হয় না।"

অতএব তৃতীয় মত পোষণকারীগণ আমাদের উদ্ধৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরোক্ত হাদীস নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন এবং এতদসঙ্গে আবদুল্লাহ (রা)-র বক্তব্যও পেশ করেন।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ التَّشَهُّدُ اِنْقِضَاءُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمُ اِذْنٌ بِاِنْقِضَائِهَا .

১০৭৮। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাশাহ্হুদ হলো নামাযের সমাপ্তি এবং সালাম হলো সেই সমাপ্তির ঘোষণা।

উপরন্তু তৃতীয় মত পোষণকারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো একটি হাদীস পেশ করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, সালাম ত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয় না। তা হলো ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمْ يُسَلِّمْ فَلَمَّا اُخْبِرَ بِصَنِيْعَتِهِ فَثَنَّى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায পাঁচ রাক্‌আত পড়লেন এবং সালাম ফিরাননি। তাঁর এই কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি সেই পায়ে ঘুরে এসে দুইটি সিজদা করেন (এক রাক্‌আত পড়েন)।" নিম্নোক্ত সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٠٧٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذَالِكَ .

১০৭৯। রবী' আল-মুআযযিন (র)... এই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অতএব উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পূর্বে মূল নামাযের সাথে অতিরিক্ত এক রাক্আত পড়েছেন এবং এটাকে নামায নষ্টকারী গণ্য করেননি। যদি তিনি একে নামায নষ্টকারী গণ্য করতেন তবে নিশ্চয় পুনর্বার ঐ নামায পড়তেন। তিনি যখন পুনর্বার নামায পড়েননি এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে আরো এক রাক্আত পড়েছেন, তখন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'সালাম ফিরানো' নামাযের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তুমি কি লক্ষ্য করো না, তিনি যদি চতুর্থ রাক্আতের শেষ সিজদা করার পূর্বে এই পঞ্চম রাক্আত পড়তেন তবে এই অবস্থায় ঐ পঞ্চম রাক্আত গোটা চার রাক্আত নামাযকেই নষ্ট করে দিতো। কেননা সেই অবস্থায় চার রাক্আতের মধ্যে এমন এক রাক্আত অন্তর্ভুক্ত হতো যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব নামাযের সিজদার ন্যায় যদি সালাম ফিরানোও ফরয হতো তবে তার হুকুমও সিজদার হুকুমের অনুরূপ হতো। কিন্তু তা তদ্রূপ নয়। তাই সালাম ফিরানো নামাযের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَيَدَعُ الشَّكَّ فَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ فَقَدْ اَتَمَّهَا وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِمَانِ الشَّيْطَانِ وَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَ مَا زَادَ وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়লো, তার জানা নাই যে, সে তিন রাক্আত পড়েছে না চার রাক্আত, তখন সে যেন তার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এবং সন্দেহ ত্যাগ করে। তাতে তার নামায কম হলেও তা পূর্ণ হয়ে যাবে (আরো এক রাক্আত পড়ার দ্বারা)। আর এই সিজদা দু'টি হবে শয়তানের প্রতি ধূলি নিক্ষেপস্বরূপ। আর যদি তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তবে ঐ অতিরিক্ত রাক্আত ও দু'টি (সাহু) সিজদা হবে তার জন্য নফলস্বরূপ।"

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চম রাক্আত ও সাহু সিজদাকে নফল ঘোষণা করেছেন এবং এই অতিরিক্ত নামাযের কারণে তার পূর্বের চার রাকআতকে নষ্ট (ফাসিদ) সাব্যস্ত করেননি, অথচ নামাযী (উক্ত অবস্থায়) চার রাক্আতের অধিক পড়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, সালাম ব্যতীতই নামায পূর্ণ বা সমাপ্ত হয় এবং সালাম ফিরানো নামাযের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অতএব এই অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসসমূহের সঠিক তাৎপর্যের আলোকে সেইসব আলেমের মত অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে যায় যারা বলেন, তাশাহ্হুদের সমপরিমাণ সময় বসলেই নামায

www.pathagar.com

পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত মহানবী ﷺ-এর হাদীসের ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র হাদীসে যে মতভেদ করা হয়েছে তাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীস সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

এখন যুক্তি ও বুদ্ধিবিবেচনার আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যেসব আলেম বলেন, নামাযী তার নামাযের শেষ রাক্‌আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা তোলার সাথে সাথে তার নামায পূর্ণ হয়ে যায়, কারণ শেষ বৈঠকে যে তাশাহ্‌হুদ পড়া হয় তা হলো একটি যিকির বা দোয়া, অতঃপর সালাম ফিরালেই নামায শেষ। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম বৈঠকেও এই তাশাহ্‌হুদ পড়া হয় যিকির ও দোয়াস্বরূপ। সকলেই একমত যে, প্রথম বৈঠক এবং তাতে যা কিছু পড়া হয় তা নামাযের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তার সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মতভেদ কেবল দ্বিতীয় বৈঠকে। আমরা লক্ষ্য করি যে, শেষ বৈঠকও প্রথম বৈঠকের অনুরূপ এবং তাতে প্রথম বৈঠকের অনুরূপই আমল করা হয়। অতএব শেষ বৈঠক এবং তাতে যা কিছু পড়া হয় তা সবই প্রথম বৈঠকের অনুরূপ সুন্নাত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, নামাযের প্রতিটি কিয়াম, রুকূ ও সিজদা প্রভৃতি প্রতিটি রুকনের হুকুম একই (ফরয)। যুক্তির দাবি অনুযায়ী নামাযের দু'টি বৈঠকও একই পর্যায়ভুক্ত (সুন্নাত) হওয়া উচিত। উভয় পক্ষের মতে প্রথম বৈঠক সুন্নাত। অতএব যুক্তির বিচারে দ্বিতীয় বৈঠকও তদ্রূপ হওয়া উচিৎ।

যাদের মতে শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়ার সম-পরিমাণ সময় বসা ফরয তারা উপরোক্ত যুক্তির জবাবে বলেন, আমরা দেখেছি যে, কেউ ভুলবশত প্রথম বৈঠক না করে উঠে গেলে তাকে বাকি নামায পড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং পুনরায় দাঁড়ানো থেকে বসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় বৈঠক না করে ভুলবশত দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসে যাওয়ার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয় যে, তা ফরয এবং ভুলবশত প্রথম বৈঠক ত্যাগের ক্ষেত্রে পুনরায় বসে যাওয়ার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয় না যে, তা সুন্নাত। তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, কোন ব্যক্তি একটি সিজদা করে দাঁড়িয়ে গেলে তাকে পুনরায় বসে পড়ে দ্বিতীয় সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়? কেননা তার একটি ফরয ছুটে গেছে, তাই তাকে বসে পড়ে সেটি আদায়ের হুকুম দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয় বৈঠকও তদ্রূপ। অর্থাৎ তা আদায় না করে দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসে পড়ে তা পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব এটা (বসে যাওয়ার নির্দেশ) প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বৈঠক ফরয। তা যদি ফরয না হতো তবে প্রথম বৈঠকে যেমন প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়নি, তদ্রূপ দ্বিতীয় বৈঠকেও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হতো না।

প্রথম পক্ষ এর জবাবে বলেন, প্রথম বৈঠক থেকে ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পুনরায় বসতে নির্দেশ না দেয়ার কারণ এই যে, নামাযী ফরয নয় এমন বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে ফরয কিয়াম আদায়ে লিপ্ত হয়েছে। তাই তাকে ফরয ত্যাগ করে অফরয আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়নি, যাতে সে পূর্ণরূপে তার ফরয আদায় করতে পারে। তথাপি নামাযী যদি পূর্ণরূপে না দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

গিয়ে থাকে তবে তাকে (ভুলবশত ত্যাগ করা) বৈঠকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সে তখনো পূর্ণরূপে দাঁড়ায়নি এবং অপর ফরযও (কিয়াম) শুরু করেনি। তাই তাকে বসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে, যা ফরযও নয় এবং সুন্নাতও নয় তা থেকে সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে শেষ বৈঠক না করে নামাযী (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলে না তার সামনে আদায়যোগ্য সুন্নাত আছে, আর না ফরয। সে তো সুন্নাত ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই তাকে কিয়াম ত্যাগ করে বৈঠকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদিও সে পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তবুও। উল্লেখিত কারণেই প্রথম বৈঠকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করার এবং শেষ বৈঠকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; প্রতিপক্ষ যে যুক্তি দিয়েছেন তার ভিত্তিতে নয়।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, যুক্তির ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়ের হুকুম এটাই যা শেষোক্ত পক্ষ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) প্রথোমক্ত পক্ষের মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাশাহ্হুদ পড়ার সম-পরিমাণ সময় শেষ বৈঠকে অবস্থান ফরয। কেননা তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের কতক বিশেষজ্ঞ আলেমও একই কথা বলেছেন। যেমন-

١٠٨٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ اٰخِرِ السَّجْدَةِ فَقَالَ لاَ يَجْزِيْهِ حَتّٰى يَتَشَهَّدَ اَوْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ .

১০৮০। বাক্‌র ইবনে ইদরীস (র)... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষ রাক্‌আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা তোলার পর কোন ব্যক্তির উযু ছুটে গেলে তার নামায সমাপ্ত হলো না। সে তাশাহ্হুদ না পড়া অথবা তা পড়ার সমপরিমাণ সময় না বসা পর্যন্ত তার নামায শেষ হবে না।

١٠٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَابِقٍ الرَّشِيْدِىُّ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَانَ عَطَاءٌ يَقُوْلُ اِذَا قَضَى الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ الْاَخِيْرَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاَحْدَثَ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ فَذَكَرَ كَلاَمًا مَعْنَاهُ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ اَوْ قَالَ فَلاَ يَعُوْدُ اِلَيْهَا .

১০৮১। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আতা (র) বলতেন, "আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন" পর্যন্ত পড়ার পর এবং ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর পূর্বে কারো উযু ছুটে গেলে তার নামায পুরা হয়ে গেলো অথবা বলেছেন, তাকে পুনর্বার নামায পড়তে হবে না।

www.pathagar.com

## ٣٢-بَابُ الْوِتْرِ

### ৩২-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১০৮২। ইবরাহীম ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায এক রাক্‌আত, তা শেষ রাতের নামায।

١٠٨٢(١)- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০৮২ (১)। সুলায়মান ইবনে শুআইব আল-কায়সানী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মিজলায (র)-কে বলতে শুনেছি ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَسَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১০৮৩। সুলায়মান (র)... আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এক রাক্‌আত, শেষরাতে (পড়বে)। আমি ইবনে উমার (রা)-কেও জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাক্‌আত, শেষ রাতে (পড়বে)।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা উপরোক্ত হাদীসের অনুসরণ করে একে তাদের মতের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম একই বিষয়ে তাদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তারা আবার দুই ভিন্নমতে বিভক্ত হয়েছেন। তাদের এক দল বলেছেন, বেতের নামায তিন রাক্‌আত, তার শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাতে হবে। অপর দল বলেছেন, বেতের নামায তিন রাক্‌আত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক্‌আতে সালাম ফিরাতে হবে।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "বেতের নামায এক রাক্‌আত, শেষরাতে পড়বে", হয়ত বেতের নামায এক রাক্‌আতই, যেমন একদল মনে করেন। হাদীসের তাৎপর্য এও হতে পারে যে, আগে পড়া দুই রাক্‌আতের সাথে এক রাক্‌আত মিলিত হয়ে তাকে বেজোড়

www.pathagar.com

করে। তাতে এই তিনি রাক্‌আত বেতের হিসাবে গণ্য হলো। তাতে শেষের রাক্‌আত আগের দুই রাক্‌আতের জন্য পড়া হয়ে থাকে। অতএব কতক রাবী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে উমার (রা)-র রিওয়ায়াত এই সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

١٠٨٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ صَلاَتَكَ .

১০৮৪। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ দুই দুই রাক্‌আত করে। তুমি ভোর (সুবহে সাদেক) হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে আরো এক রাক্‌আত পড়ো। তা তোমার নামাযকে বেতের বানাবে।

١٠٨٤(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(১)। ইউনুস (র)... ইবনে উমার (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

১০৮৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন (র)... ইবনে উমার (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٣)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৩)। নাসর ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা)–নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٤)- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৪)। বাক্কার (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٠٨٤(٥)- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৫)। বাক্কার (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٦)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৬)। ফাহ্দ (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٧)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا خَالِدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৭)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٨)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৮)। ফাহ্দ (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(٩)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَاَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(৯)। আহ্মাদ ইবনে দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(١٠)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১০৮৪(১০)। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٤(١١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৮৪(১১)। আহ্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে উমার (রা)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

**দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের দলীল**

١٠٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيْمَةٍ . وَاَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১০৮৫। আহ্মাদ ইবনে আবু দাউদ ইবনে মূসা (র)... আল-ওয়াদীন ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, ইবনে উমার (রা) তার জোড় ও বেতের নামাযকে সালাম দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করতেন। ইবনে উমার (রা) অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

অতএব ইবনে উমার (রা) অবহিত করেন যে, নবী ﷺ জোড় ও বেতের উভয় নামাযই পড়তেন। মোটকথা এই দুই নামাযের সমষ্টিই হলো বেতের। আর ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য, "তিনি সালাম দ্বারা দুই নামাযকে পরস্পর থেকে পৃথক করতেন," হতে পারে তিনি এই 'সালাম' দ্বারা 'তাশাহ্হুদ' বুঝিয়েছেন অথবা নামায সমাপ্তকারী সালামই বুঝিয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম ঃ

١٠٨٦- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْوِتْرِ حَتّٰى يَاْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

১০৮৬। ইউনুস (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বেতেরের এক রাক্আত ও দুই রাক্আতের মাঝখানে সালাম ফিরাতেন, এমনকি (এই ফাঁকে) তিনি তার কোন প্রয়োজন পূরণেরও নির্দেশ দিতেন।

www.pathagar.com

١٠٨٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا غُلَامُ ارْحَلْ لَنَا ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ .

১০৮৭। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... বাক্র ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) দুই রাক্আত নামায পড়ার পর বললেন, হে যুবক! আমাদের জন্তুযানে শিবিকা স্থাপন করো। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে এক রাক্আত বেতের পড়েন।

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, ইবনে উমার (রা) তিন রাক্আত বেতের পড়তেন, তবে তিনি এক ও দুই রাক্আতের মাঝখানে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতেন। অতএব বেতের যে তিন রাক্আত তা তার থেকে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত। অবশ্য ইবনে উমার (রা)-র এরূপ মতও পাওয়া যায় যার সাহায্যে বুঝা যায়, আমরা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বাণী উল্লেখ করে এসেছি তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

**দ্বিতীয় দলের দলীল-প্রমাণের জবাব**

١٠٨٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ قَالَ صَدَقْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ قَامَ رَجُلٌ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১০৮৮। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... উকবা ইবনে মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি কি দিনের বেতের নামায সম্পর্কে অবগত আছো? আমি বললাম, হাঁ, মাগরিবের নামায। তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছো অথবা উত্তমরূপে অনুধাবন করেছো। অতঃপর তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেতের নামায অথবা রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্আত করে পড়বে। তুমি যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক্আত পড়ে বেতের বানাও।

তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, ইবনে উমার (রা)-কে উকবা (র) বেতের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি দিবসের বেতের সম্পর্কে অবগত আছো? অর্থাৎ রাতের বেতের

www.pathagar.com

দিবসের বেতেরের অনুরূপ। অতএব এতে প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত, যেমন মাগরিবের নামায। কেননা প্রশ্নকারী তাকে রাতের বেতের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি দিবসের বেতের সম্পর্কে অবহিত আছো? তারপর তিনি নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব প্রমাণিত হলো যে, "তিনি এক রাক্‌আত বেতের পড়লেন–এর অর্থ এই যে, ঐ দুই রাক্‌আতের সাথে মিলিয়ে আরো এক রাক্‌আত পড়ে নাও। অতএব তিন রাকআতই বেতের হলো। এটা নিম্নের হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالاَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلٰثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ .

১০৮৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায কিরূপ ছিল? তারা উভয়ে বলেন, তেরো রাক্‌আত, তার মধ্যে আট রাক্‌আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক্‌আত বেতের এবং ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর দুই রাক্‌আত সুন্নাত (মূল পাণ্ডুলিপিতে এরূপ আছে)।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفْصِلَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَاَخَافُ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ هِىَ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تُرِيْدُ سُنَّةَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ﷺ هٰذِهِ سُنَّةُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ .

১০৯০। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আল-মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে মাঝখানে বিচ্ছিন্ন করার (সালাম ফিরানোর) নির্দেশ দেন। লোকটি বললো, আমি অবশ্যই আশংকা করি যে, লোকজন বলবে, এটা তো লেজকাটা নামায। ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র সুন্নাত এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত পেতে চাচ্ছো? এটাই হলো আল্লাহ্‌র সুন্নাত এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।

**তৃতীয় মত সমর্থনকারীদের দলীল**

হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে যেসব বর্ণনা এসেছে তা থেকেও আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার সত্যতা প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

١٠٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ .

১০৯১। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী ﷺ বেতের নামাযের দুই রাক্আত অন্তর সালাম ফিরাতেন না।

١٠٩١(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১০৯১(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... সাঈদ ইবনে হিশাম (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

অতএব আয়েশা (রা) অবহিত করেন যে, বেতের নামায তিন রাক্আত এবং মহানবী ﷺ এর মাঝখানে (দুই রাক্আতশেষে) সালাম ফিরাতেন না। এ ছাড়াও বেতের সম্পর্কে আয়েশা (রা)-র সূত্রে আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে সাঈদ (সা'দ) ইবনে হিশামের হাদীসের বক্তব্যই প্রতিভাত হয়। সেসব হাদীস ঃ

١٠٩٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ حُرَّةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ .

১০৯২। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামাযে দাঁড়ালে প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্আত পড়ে তাঁর নামায শুরু করতেন, তারপর আট রাক্আত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, তারপর বেতের পড়তেন।

এখানে আয়েশা (রা) অবহিত করেন যে, নবী ﷺ দুই রাক্আত, তারপর আট রাক্আত, তারপর বেতের পড়তেন। "তারপর বেতের পড়তেন" কথার অর্থ এই হতে পারে যে, তিনি যে তিন রাক্আত বেতের পড়তেন তা আট রাক্আতের মধ্যে দুই রাক্আত এবং আট রাক্আতের পরের এক রাক্আত। তাতে তাঁর নামায হয় মোট এগারো রাক্আত। আবার এও হতে পারে যে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে তিন রাক্আত বেতের পড়তেন এবং তাতে তাঁর নামায হয় মোট তেরো রাক্আত। অতএব আমরা অনুসন্ধান করে দেখলাম, উল্লেখিত মতের হুবহু সমর্থক কোন হাদীস আছে কিনা।

www.pathagar.com

١٠٩٣- فَاذَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِىُّ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ الْعَنْبَرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدِّثْنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَاَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১০৯৩। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা আট রাক্আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক্আতকে বেতের করতেন। তারপর তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে ছয় রাক্আত নামায পড়তেন, সপ্তম রাক্আতকে বেতের করতেন, অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

অতএব উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি নবম রাক্আত বেতের পড়তেন। হয়ত তিনি পূর্ববর্তী আট রাক্আত থেকে দুই রাক্আতের সাথে এক (নবম) রাক্আত মিলিয়ে বেতের করতেন। এভাবে উপরোক্ত হাদীস এবং যুরারা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের (১০৯১) মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকে না।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ وَقَدْ اُعِدَّ سِوَاكُهُ وَطَهُوْرُهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ .فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ جُعِلَ تِلْكَ الثَّمَانِىَ سِتًّا ثُمَّ يُوْتِرُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَاُ فِيْهِمَا بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ .

১০৯৪। বাক্কার (র)... সা'দ ইবনে হিশাম আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি এশার নামায পড়তেন, তারপর সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন। তাঁর মেসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখা হতো। রাতে আল্লাহ তাঁর মর্জিমাফিক তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি মেসওয়াক করে উযু করতেন, তারপর দুই রাক্আত নামায পড়তেন, তারপর

www.pathagar.com

সম দৈর্ঘ্যের কিরাআত দিয়ে আট রাক্আত নামায পড়তেন, তারপর নবম রাক্আতে বেতের পড়তেন। অতএব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বার্ধক্যে পৌঁছলেন এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলো তখন তিনি উক্ত আট রাক্আতের স্থলে ছয় রাক্আত পড়তেন, তারপর সপ্তম রাক্আতে বেতের পড়তেন, তারপর বসা অবস্থায় দুই রাক্আত নামায পড়তেন এবং তাতে সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আয-যিলযাল পড়তেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো, তিনি আট রাক্আত নামায, যার সাথে নবম রাক্আত বেতের, পড়ার পূর্বে চার রাক্আত নামায পড়তেন। তাতে মোট নামায হয় তেরো রাক্আত। এগুলোর মধ্যেই ছিলো বেতের, যুরারা-সা'দ-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস যার ব্যাখ্যা দান করে। আর তা হলো তিন রাক্আত বেতের, যার শেষ রাক্আতেই তিনি সালাম ফিরাতেন। অতএব সা'দ-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস অবশ্যই সহীহ এবং আমরা যা বলেছি তা প্রমাণ করে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক-আয়েশা (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ .

১০৯৫। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি লোকজনের সাথে এশার নামায পড়ার পর বাসায় এসে দুই রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তিনি রাতে নয় রাক্আত নামায পড়তেন। বেতের তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফজরের ওয়াক্ত হলে তিনি আমার ঘরে দুই রাক্আত নামায পড়তেন, তারপর বের হয়ে গিয়ে লোকজনের সাথে ফজরের নামায পড়তেন।

উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়ার পর বাসায় এসে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন এবং রাতে বেতেরসহ নয় রাক্আত পড়তেন। আমাদের মতে এগুলো হলো সংক্ষেপে আদায়কৃত দুই রাক্আতের অতিরিক্ত নয় রাকআত, যা সা'দ ইবনে হিশাম-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রাতের নামায সংক্ষেপে দুই রাক্আত পড়ার মাধ্যমে শুরু করতেন। আমরা আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)-এর হাদীস উপরোক্ত অর্থেই গ্রহণ করেছি—যাতে তার হাদীস ও সা'দ ইবনে হিশামের হাদীসের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বৈপরীত্য বিদ্যমান না থাকে। একই বিষয়ে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র)-ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন–

www.pathagar.com

١٠٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَصَلَّى بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১০৯৬। আহ্মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে তেরো রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি আট রাক্আত নামায পড়তেন, তারপর এক রাক্আত বেতের পড়তেন, তারপর বসা অবস্থায় দুই রাক্আত পড়তেন। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন। তিনি ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

হয়ত এগুলো সেই আট রাক্আত যা সা'দ-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলোর পূর্বে চার রাক্আত নামায পড়তেন। তাহলে এ হাদীস ও সা'দ (র) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর উপরোক্ত হাদীসে বেতের নামাযের পর বসা অবস্থায় যে দুই রাক্আত নামায পড়ার উল্লেখ আছে তা সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)-এর হাদীসদ্বয়ে উল্লেখ নাই।

আবার এও হতে পারে যে, উপরোক্ত নয় রাক্আত হচ্ছে সা'দ-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত নামায যাতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্আত নামায পড়তেন যখন তাঁর দেহ ভারী হয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ তিন রাক্আত বেতেরসহ)। তাহলে এই নয় রাক্আত হবে সর্বপ্রথম সংক্ষেপে পড়া দুই রাক্আত নামাযসহ। তারপর তিনি বসা অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে আরো দুই রাক্আত নামায পড়তেন। তাঁর দেহ যখন পর্যন্ত ভারী হয়নি তখন এই দুই রাক্আত তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় পড়তেন। অতএব এসব মিলে মোট নামায হয় তেরো রাক্আত।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ .

www.pathagar.com

১০৯৭। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি আট রাক্‌আত পড়তেন, তারপর বসা অবস্থায় পড়তেন দুই রাক্‌আত। যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন, তারপর সিজদা করতেন। তিনি ভোরের নামাযের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য সাহ্‌ল (র) সূত্রে বর্ণিত আহ্‌মাদ ইবনে দাউদের হাদীসের অনুরূপ। ব্যতিক্রম এই যে, এখানে তিনি বেতের নামাযের উল্লেখ করেননি।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنْهَا رَكْعَتَانِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَذَالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১০৯৮। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। বসা অবস্থায় পড়া তাঁর দুই রাক্‌আতও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। তাতে মোট তেরো রাক্‌আত হলো।

এ হাদীসের বক্তব্যও আহ্‌মাদ ইবনে দাউদের হাদীসের অনুরূপ। আয়েশা (রা)-র কথা ঃ "তিনি ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন " অর্থাৎ ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে। এ হলো সেই দুই রাক্‌আত যা আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ আযান ও ইকামতের মাঝখানে এই দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٠٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ لَبِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلاَتُهُ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهٖ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ .

১০৯৯। আহ্‌মাদ ইবনে আবু ইমরান (র)... আবু সালামা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রমযান ও অন্যান্য মাসে তিনি তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

এ হাদীসও ইতিপূর্বে আমাদের রিওয়াতকৃত আবু সালামা (র)-এর হাদীসসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١١٠٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى احْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ .

১১০০। ইউনুস (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও অন্যান্য মাসে এগারো রাক্আতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাক্আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি আরো চার রাক্আত পড়তেন। তুমি সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি তিন রাক্আত নামায পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! নিশ্চয় আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি ঃ "তারপর তিনি তিন রাক্আত (বেতের) পড়তেন", তার এই অর্থ হতে পারে যে, মহানবী ﷺ পূর্বের আট রাক্আতের মধ্য থেকে দুই রাক্আতের সাথে আরো এক রাক্আত মিলিয়ে বেতের পড়তেন, তারপর অবশিষ্ট দুই রাক্আত পড়তেন, যার কথা ইতিপূর্বে উক্ত আবু সালামা (রা)-র হাদীসে উল্লেখ আছে, মহানবী ﷺ ঐ দুই রাক্আত বসা অবস্থায় পড়তেন। তাহলে এ হাদীস এবং ইতিপূর্বে উক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

এও হতে পারে যে, উপরোক্ত পূর্ণ তিন রাক্আতই বেতের। হাদীসের দ্বিবিধ তাৎপর্যের মধ্যে এই শেষোক্ত অর্থই অধিক অগ্রগণ্য। কেননা আয়েশা (রা) বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মহানবী ﷺ চার রাক্আত নামায পড়তেন, তারপর চার রাক্আত এবং তিনি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘ কিয়ামের বর্ণনাও দিয়েছেন। এরপর আয়েশা (রা) বলেন, তারপর তিনি তিন রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি তিন রাক্আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য বর্ণনা করেননি এবং একসাথে তিন রাক্আত পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

অতএব আমাদের মতে তিন রাক্‌আত বেতেরসহ মোট এগারো রাক্‌আত হলো। তবে এই এগারো রাক্‌আতের মধ্যে সেই দুই রাক্‌আতও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা তিনি শুরুতে সংক্ষেপে পড়তেন এবং যা সা'দ ইবনে হিশাম (র)-এর হাদীসে উক্ত হয়েছে অথবা বেতের পড়ার পর তাঁর বসা অবস্থায় পড়া দুই রাক্‌আত উক্ত এগারো রাক্‌আতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বস্তুত এ হাদীস আবু সালামা (র) বর্ণিত সকল হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা নবী ﷺ তাঁর দেহ ভারী হয়ে যাওয়ার পর যে নামায পড়তেন, আবু সালামা (র)-এর সব হাদীসে তার বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে সা'দ ইবনে হিশাম (র) তাঁর দেহ ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বের ও পরের উভয় নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন। একই বিষয়ে উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٠١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১১০১। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং তার এক রাক্‌আত হতো বেতের। তিনি এই নামায থেকে অবসর হয়ে ডান কাতে শুয়ে থাকতেন যাবত না মুআযযিন তাঁর নিকট আসতো। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

সম্ভবত এই নামায ছিল তাঁর দেহ ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বেকার। এই অবস্থায় শুরুতে সংক্ষেপে পড়া দুই রাক্‌আত নামাযও ঐ এগারো রাক্‌আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। অবশ্য এই নামায তাঁর দেহ ভারী হয়ে যাওয়ার পরেরও হতে পারে। এই অবস্থায় বেতের নামাযের পর তাঁর বসা অবস্থায় পড়া দুই রাক্‌আত উক্ত এগারো রাক্‌আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে, যেমন আবু সালামা, সা'দ ইবনে হিশাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)-এর হাদীসে উক্ত হয়েছে। অনন্তর রাবী মালেক (র) ব্যতীত অপরাপর রাবী কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসে আরো কিছু বক্তব্য আছে।

١١٠٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ

www.pathagar.com

رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ . وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ فِىْ قِصَّةِ الْحَدِيْثِ .

১১০২। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাযের পর থেকে ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন যে, তোমাদের কেউ ততক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারতো। মুয়াযযিন ফজর নামাযের আযান শেষ করে নীরব হলে এবং তাঁর নিকট ফজর (সুবহে সাদেক) স্পষ্ট হলে তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত পড়তেন, অতঃপর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন—যাবত না মুআযযিন তাঁর নিকট ইকামত দেয়ার (অনুমতি নিতে) আসতো। তখন তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন। কতক রাবীর বর্ণনায় কতক রাবীর তুলনায় অধিক বক্তব্য আছে।

١١٠٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১১০২ (১)। আবু বাক্‌রা (র)... আয-যুহরী (র) থেকে তার সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। এ হাদীসের বক্তব্যও আবু সালামা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ, যা থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ-এর এই নামায ছিল তাঁর দেহ ভারী হয়ে যাওয়ার পরের। আর আয়েশা (রা)-র বক্তব্য ঃ "তিনি প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন", হয়ত তিনি বেতের এবং নফল উভয় নামাযে দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন। তাতে মদীনাবাসীদের সালাম ফিরানোর নীতি প্রমাণিত হয়। কেননা তারা জোড় ও বেজোড় (বেতের)-এর মধ্যে প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে থাকেন। অথবা এও হতে পারে যে, মহানবী ﷺ প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন, বেতের ব্যতীত। তাতে এই হাদীস ও সা'দ ইবনে হিশামের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না। তবে উরওয়া (র)-এর বরাতে আয-যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের বিপরীত হাদীস উরওয়ার বরাতে বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

١١٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

www.pathagar.com

১১০৩। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর যখন আযান শুনতেন তখন সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

অতএব এ হাদীস ইবনে আবু যেব, আমর ও ইউনুস-আয-যুহ্‌রী-উরওয়া (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। এ হাদীসে পূর্বের হাদীসসমূহের বিপরীতে যে অতিরিক্ত দুই রাক্‌আতের কথা উল্লেখিত আছে তা হয়ত সংক্ষেপে পড়া দুই রাক্‌আত, যা সা'দ ইবনে হিশাম তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আর আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ বেতের নামায কিভাবে (এক সালামে না দুই সালামে) পড়তেন তার দলীল বিদ্যমান নাই। এ প্রসঙ্গে আমরা অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম।

١١٠٤-فَاذَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ يَعْنِىْ رَكَعَاتٌ .

১১০৪। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

١١٠٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ وَلاَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَجْلِسَ فِى الْخَامِسَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১১০৫। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং তিনি মাঝখানে কোন রাক্‌আতে বসতেন না পঞ্চম রাক্‌আত ব্যতীত, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

١١٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ الاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

১১০৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন এবং কেবল শেষ (পঞ্চম) রাকআতেই বসতেন।

অতএব হিশাম ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফর (র) উরওয়া (র) থেকে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন, যুহরীর নিজস্ব বর্ণনা তার বিপরীত। তার বর্ণনা এই যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ মোট

www.pathagar.com

তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন, এক রাক্‌আত বেতেরও তার অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি প্রতি দুই রাকআত অন্তর সালাম ফিরাতেন"। অতএব উরওয়া (র) আয়েশা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতেরের বিবরণ সংক্রান্ত যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে গড়মিল হওয়ায় তার কোনটিও দলীলযোগ্য হতে পারে না। তাই আমরা আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত ভিন্ন অন্যরা তার থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলো বিবেচনা করে দেখবো। আমরা অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত বর্ণনা পেয়েছি।

١١٠٧- فَاذَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ .

১১০৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

١١٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ .

১১০৮। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

١١٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا وَثَقُلَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ .

১১০৯। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি বার্ধক্যে পৌঁছলে এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলে সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

١١٠٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ يَعْنِى ابْنَ خَلَفِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১০৯(১)। আবু আইউব ইবনে খালাফ আত-তাবারানী (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

এ হাদীসে দেখা যায়, মহানবী ﷺ -এর বেতের নামায ছিল নয় রাক্‌আত। কিন্তু ফাহ্‌দ (র)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

١١١٠- الاَّ اَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ فِيْمَا اَظُنُّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১১১০। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাতে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন।

এ হাদীসে উক্ত নয় রাক্‌আত হচ্ছে সেই নামায যা মহানবী ﷺ রাতে পড়তেন। অতএব আসওয়াদ (র) বর্ণিত এ হাদীস তার সূত্রে বর্ণিত পূর্বেকার হাদীসের বিপরীত। এও হতে পারে যে, তিনি এই সম্পূর্ণ নয় রাক্‌আত নামাযকে বেতের নামে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল জাযযার (র)-এর হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে, "নবী ﷺ বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বে (রাতে) নয় রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন। তিনি বার্ধক্যে পৌঁছার পর সাত রাক্‌আত নামায পড়তেন।"

সা'দ ইবনে হিশাম (র) বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে আছে, "তিনি প্রথমত আট রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তেন এবং এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন।" তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলে তিনি আট রাক্‌আতের স্থলে ছয় রাকআত পড়তেন এবং সপ্তম রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, মহানবী ﷺ রাতে বেতেরসহ যে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন তাঁর সেই সব নামাযকে আল-আসওয়াদ (র) বেতের নামকরণ করেছেন। তাতে এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে না। এরপরও আমরা বেতের নামাযের স্বরূপ (দুই রাক্‌আতান্তে সালাম ফিরানো বা না ফিরানো) সম্পর্কে বিশেষভাবে যুরারা ইবনে আওফা-সা'দ ইবনে হিশাম (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকেই জানতে পেরেছি। এছাড়াও বেতের নামাযের কাঠামো সম্পর্কে আরো হাদীস আছে কিনা এবং থাকলে তা কিরূপ সেটা অনুসন্ধান করলাম। অতএব আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেয়ে গেলাম।

١١١١- فَاِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُوْتِرُ بَعْدَهُمَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَيَقْرَأُ فِى الَّتِىْ فِى الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ .

www.pathagar.com

১১১১। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুই রাক্আতের পর বেতের পড়তেন সেই দুই রাক্আতে পর্যায়ক্রমে সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-কাফিরূন পড়তেন এবং বেতের-এর (এক) রাক্আতে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়তেন।

١١١٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

১১১২। বাক্র ইবনে সাহল আদ-দিম্য়াতী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তিন রাক্আত বেতের পড়তেন। তিনি এর প্রথম রাক্আতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্আতে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়তেন।

আয়েশা (রা)-র সূত্রে অধস্তন রাবী আমরা (র) এ হাদীসে মহানবী ﷺ-এর বেতের নামাযের কাঠামো সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তা কিরূপ ছিল। তিনিও সা'দ ইবনে হিশামের সাথে একমত হয়েছেন। তবে সা'দ-এর বর্ণনায় আরো আছে যে, "মহানবী ﷺ কেবল শেষ রাক্আতেই সালাম ফিরাতেন।"

١١١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الرَّحَبِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ وِتْرِهِ فِيْ ثَلاَثِ رَكْعَاتٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

১১১৩। আবূ যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর আদ-দিমাশকী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বেতের নামাযের তিন রাক্আতে পর্যায়ক্রমে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস তিলাওয়াত করতেন।

এ হাদীসের বক্তব্যও সা'দ ও আমরা (র) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١١١٤- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ

www.pathagar.com

قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ .

১১১৪। বাহ্‌র ইবনে নাসর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতো রাক্‌আত বেতের পড়তেন? তিনি বলেন, মহানবী ﷺ চার রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত অথবা আট রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত অথবা দশ রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি সাত রাক্‌আতের কম এবং তেরো রাক্‌আতের অধিক বেতের পড়তেন না।

অতএব এ হাদীসে আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের ঐচ্ছিক (তাহাজ্জুদ) নামাযের উল্লেখ করেছেন এবং সংগত কারণে একে বেতের হিসাবে নামকরণ করেছেন। তবে তিনি প্রতি জোড় রাক্‌আতের সাথে বেতের-এর উল্লেখ করেছেন স্বতন্ত্রভাবে। অতএব প্রতি জোড় রাক্‌আতের সাথে স্বতন্ত্রভাবে তিন রাক্‌আতের উল্লেখ একথা প্রমাণ করে যে, মহানবী ﷺ তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। সুতরাং এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আল-আসওয়াদ, মাসরূক ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল জায্‌যার (র) প্রমুখ কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের তাৎপর্যও তাই। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তার নিজস্ব অভিমতও এই মতের সমর্থক। যেমন ঃ

١١١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْوِتْرُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَالثَّلاَثُ بُتَيْرَاءُ .

১১১৫। আহ্‌মাদ ইবনে দাঊদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেতের নামায ছিল সাত রাক্‌আত অথবা পাঁচ রাক্‌আত। আর শুধু তিন রাক্‌আত হলো বুতায়রা (লেজকাটা)।

অতএব আয়েশা (রা) যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে তিন রাক্‌আত বেতের পড়া অপছন্দ করতেন, তাই তিনি এর পূর্বে কয়েক রাক্‌আত নফল নামায পড়া পছন্দ করতেন। অতএব বেতের নামাযের পূর্বে যেন অন্য কোন নামায পড়া হয়।

তার মতে উত্তম বেতের হলো যার পূর্বে কিছু নফল নামায পড়া হয়। এজন্যই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায একসাথে উল্লেখ করেছেন, সেই নামায অন্তত দুই রাক্‌আত বা চার রাক্‌আতই হোক না কেন। বরং এসব নামাযকে তিনি একত্রে বেতের নামকরণ করেছেন।

অতএব এই প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) থেকে প্রমাণিত হলো যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত। এভাবে তার সূত্রে সা'দ (র) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং তার নিজস্ব

www.pathagar.com

বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, বেতের নামায এক সালামে তিন রাক্‌আত এবং কেবল তার শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাতে হবে।

এখন থাকলো এই প্রসঙ্গে উরওয়া (র) থেকে তার পুত্র হিশাম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, "নবী ﷺ পাঁচ রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং কেবল শেষ রাক্‌আতেই বসতেন।" আমরা এ হাদীসের কোন তাৎপর্য খুঁজে পাইনি। তাছাড়া প্রায় সকল রাবী হিশামের পিতা উরওয়ার সূত্রে বা ভিন্নতর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অতএব সকল রাবী যা বর্ণনা করেছেন তা হিশামের একক ও নিঃসঙ্গ বর্ণনার তুলনায় অধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য। উপরন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের তাৎপর্যও আয়েশা (রা)-র হাদীসের তাৎপর্যের অনুরূপ। যেমন ঃ

١١١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَبَكَّارٌ قَالاَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১১১৬। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١١١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّاْتُ ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَبَنِىْ فَاَدَارَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً قِيَامُهُ فِيْهِنَّ سَوَاءٌ .

১১১৭। ইবনে খুযায়মা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার খালা মায়মূনা (রা)-র নিকট রাত যাপন করেন। রাতে নবী ﷺ নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে উযূ করলাম, অতঃপর তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে টান দিয়ে সরিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। তিনি তেরো রাক্‌আত নামায পড়েন এবং এসব রাক্‌আতের কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা) ছিল সম-দৈর্ঘ্যের।

١١١٧(١)- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ فَتَكَامَلَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১১১৭(১)। বাক্‌কার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায তেরো রাক্‌আত পূর্ণ হলো।

www.pathagar.com

অতএব উপরোক্ত হাদীস এবং আয়েশা (রা)-র হাদীসের বক্তব্য একইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায ছিল মোট তেরো রাক্‌আত। অবশ্য ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা নাই। তাই আমরা অনুসন্ধান করে দেখার ইচ্ছা করলাম, ইবনে আব্বাস (রা)-র অন্য কোন হাদীসে বিস্তারিত কিছু বিবরণ পাওয়া যায় কিনা। অতএব আমরা অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম।

١١١٨- فَاذَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَنِى الْعَبَّاسُ اَنْ اَبِيْتَ بَالِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَقَدَّمَ اِلَىَّ اَنْ لاَّ تَنَامُ حَتّٰى تَحْفَظَ لِىْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِطَوِيْلَتَيْنِ وَلاَ بِقَصِيْرَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ اِلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ اسْتَوٰى وَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ حَتّٰى صَلّٰى سِتَّ رَكْعَاتٍ وَاَوْتَرَ بِثَلاَثٍ .

১১১৮। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আব্বাস (রা) আমাকে নবী ﷺ-এর পরিবারে রাত কাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তুমি না ঘুমিয়ে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায হেফাজত করো। তিনি বলেন, অতএব আমি নবী ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়লাম। তারপর তিনি ঘুমালেন, তারপর উঠে পেশাব করলেন, অতঃপর উযু করে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন যা দীর্ঘও ছিলো না, সংক্ষিপ্তও ছিলো না। তারপর তিনি বিছানায় ফিরে এসে ঘুমালেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি পুনরায় উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একইভাবে নামায পড়লেন, শেষ পর্যন্ত ছয় রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং বেতের পড়লেন তিন রাক্‌আত।

١١١٨(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

১১১৮(১)। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١١٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا

www.pathagar.com

هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ ثُمَّ اَوْتَرَ وَلَمْ يَقُلْ بِثَلَاثٍ .

১১১৯। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র)-তার পিতা-তার দাদা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন, 'তারপর তিনি বেতের পড়লেন,' কিন্তু তিনি 'তিন রাক্‌আত' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

অতএব আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ-এর বেতের নামাযের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তা ছিল তিন রাক্‌আত। অবশ্য তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা আবু হামযা, ইকরিমা ইবনে খালিদ ও কুরাইব (র)-এর সংখ্যার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) এই বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهٗ اَوْ خَطِيْطَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১১২০। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়ার পর এলেন, তারপর চার রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর উঠে আরো পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর ঘুমালেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি (ফজরের) নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন।

উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোট এগারো রাক্‌আত নামায পড়েছেন। তার মধ্যে বেতের নামাযের পরের দুই রাক্‌আতও অন্তর্ভুক্ত। আলী ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা—বেতেরসহ নয় রাক্‌আত সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এ হাদীসে বেতেরের পর আরো দুই রাক্‌আতের উল্লেখ আছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইয়াহ্‌ইয়া

www.pathagar.com

ইবনুল জায্যার (র)-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের সম্পর্কে স্বতন্ত্র হাদীস বর্ণিত আছে। তা থেকে জানা যায়, তাঁর বেতের নামায ছিল তিন রাক্আত। যেমন ঃ

١١٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ .

১১২১। আবূ বাক্‌রা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্আত বেতের পড়তেন।

١١٢١(١)- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১২১(১) রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٢٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ مَخُوْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১২২। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্আত বেতের পড়তেন। তিনি এর প্রথম রাক্আতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্আতে সূরা আল-ইখলাস পড়তেন।

١١٢٢(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১২২(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

উপরোক্ত হাদীসে আলী ইবনে আবদুল্লাহ (র) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেতের সম্পর্কিত বক্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ রয়েছে যে, তা ছিল তিন রাক্আত। আর কুরাইব (র)-ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

www.pathagar.com

١١٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَحَّاظِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ بْنُ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّ كُرَيْبًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ انْصَرَفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ رُكُوْعُهُمَا مِثْلَ سُجُوْدِهِمَا وَسُجُوْدُهُمَا مِثْلَ قِيَامِهِمَا ثُمَّ اضْطَجَعَ مَكَانَهُ فِىْ مُصَلاَّهُ فَرَقَدَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ ثُمَّ تَعَارَّ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَذَالِكَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثَانِيَةً مَكَانَهُ فَرَقَدَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَلّٰى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَاَتَاهُ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصُّبْحِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১১২৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... কুরাইব (র) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক রাত অতিবাহিত করলাম। তিনি এশার নামায পড়ার পর ফিরে এলে আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়েন। এই নামাযের রুকূদ্বয় সিজদাদ্বয়ের অনুরূপ (দীর্ঘ) ছিল এবং সিজদাদ্বয় দুই বারের কিয়ামের অনুরূপ (দীর্ঘ) ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর জায়নামাযে তাঁর স্থানে শুয়ে থাকেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে উযু করে পূর্বানুরূপ দুই রাক্আত নামায পড়েন। পুনরায় তিনি তাঁর নামাযের স্থানে শুয়ে থাকেন এবং ঘুমিয়ে যান, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাই। তিনি পাঁচবার এরূপ করেন। অতএব তিনি দশ রাক্আত নামায পড়েন, অতঃপর এক রাক্আত বেতের পড়েন। তারপর তাঁর নিকট বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফজরের নামায সম্পর্কে অবহিত করেন। অতএব তিনি দুই রাক্আত নামায পড়ার পর ফজরের (ফরয) নামায পড়তে বের হয়ে যান।

উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেলো, তিনি দশ রাক্আত নামায পড়েছেন, অতঃপর এক রাক্আত বেতের পড়েছেন। হয়ত তিনি দুই রাক্আত সহকারে এই এক রাক্আত বেতের পড়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে এই এক রাক্আত সহকারে বেতের নামায হয় তিন রাক্আত। তাতে এই হাদীসের তাৎপর্য আলী ইবনে আবদুল্লাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইয়াহ্ইয়া ইবনুল জায্যার (র) বর্ণিত হাদীসসমূহের তাৎপর্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমরা অনুসন্ধান করে দেখলাম, উপরোক্ত মতামতের সমর্থনে কুরাইব (র) থেকে কোন রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে কিনা। অনুসন্ধানে নিম্নোক্ত হাদীস পাওয়া গেলো।

١١٢٤- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِىُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْمَقْبُرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ رَبِّهٖ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ .

১১২৪। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয আল-উসফুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার (ফরয) নামাযের পর দুই রাক্আত নামায পড়লেন, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর তিন রাক্আত বেতের পড়েন।

অতএব উপরোক্ত হাদীস এবং ইবনে আবু দাউদের হাদীসের বক্তব্য একই যে, মহানবী ﷺ মোট এগারো রাক্আত নামায পড়েছেন এবং এর মধ্যে বেতের পড়েছেন তিন রাক্আত। অতএব প্রমাণিত হলো যে, ইবনে আবু দাউদের রিওয়ায়াতে যে উক্ত হয়েছে, তিনি "এক রাক্আত বেতের পড়েছেন", এর অর্থ হলো দুই রাক্আতসহ বেতের পড়েছেন।

١١٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১১২৫। ইউনুস (র)... কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, এক রাতে তিনি তার খালা মায়মূনা (রা)-র ঘরে ঘুমালেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আত নামায পড়লেন, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর বেতের পড়েন, তারপর শুয়ে থাকেন। তারপর তাঁর নিকট মুআয্যিন এলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়েন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে ফজরের নামায পড়েন।

রাবী এ হাদীসে আরো অতিরিক্ত দুই রাক্আত উল্লেখ করেছেন এবং বেতের সম্পর্কে পূর্বোক্ত হাদীসে যা উল্লেখ আছে তার সাথে বিরোধ করেননি। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে একত্র করে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে তাতে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ তিন রাক্আত বেতের পড়তেন। ইবনে আব্বাস (রা)-র ব্যক্তিগত মতেও বেতের তিন রাক্আত বলে উক্ত হয়েছে। যেমন–

١١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انِّىْ لَأَكْرَهُ اَنْ يَّكُوْنَ بَتْرَاءُ ثَلاَثًا وَلٰكِنْ سَبْعًا اَوْ خَمْسًا .

১১২৬। মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-হাদরামী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি বিচ্ছিন্নভাবে তিন রাক্আত বেতের পড়া অপছন্দ করি, বরং সাত রাক্আত অথবা অন্তত পাঁচ রাক্আত পড়া উচিৎ (অর্থাৎ তিন রাক্আত বেতেরের পূর্বে কিছু নফল নামায অবশ্যই পড়বে)।

١١٢٦(١)- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১১২৬(১)। ঈসা ইবনে ইবরাহীম আল-গাফিকী (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١١٢٦(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১২৬(২)। ইবনে খুযায়মা (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আমাদের মতে উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, ইবনে আব্বাস (রা) বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বেতের নামায পড়া পছন্দ করতেন না, যার পূর্বে নফল নামায পড়া হয়নি। বরং তিনি বেতেরর পূর্বে দুই-চার রাক্আত নফল নামায পড়া পছন্দ করতেন। হয়ত কেউ আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِىْ مُعَاوِيَةَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّعِيْبَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَصَابَ مُعَاوِيَةُ .

১১২৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন আল-বাগদাদী (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললো, মুআবিয়া (রা)-র এক রাক্আত বেতের পড়া সম্পর্কে আপনার কি কোন মন্তব্য আছে? তার ইচ্ছা ছিল, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে তিরস্কার করুন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, মুআবিয়া ঠিকই করেছেন।

www.pathagar.com

আপত্তি উত্থাপনকারীকে বলা যায়, মুআবিয়া (রা)-র উপরোক্ত কার্যক্রমকে ইবনে আব্বাস (রা) প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই রিওয়ায়াত করা হয়েছে। যেমন–

١١٢٨- انَّ اَبَا غَسَّانَ مَالِكَ بْنَ يَحْيَ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ نَتَحَدَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَقَامَ مُعَاوِيَةُ فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ تَرَى اَخَذَهَا الْحِمَارُ .

১১২৮। আবু গাসসান মালেক ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-হামদানী (র)... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে মুআবিয়া (রা)-র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। আমরা আলাপচারিতায় রত ছিলাম। তাতে রাতের একটা অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় মুআবিয়া (রা) উঠে দাঁড়িয়ে এক রাক্আত নামায পড়লেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দেখতো, গদর্ভটি এটা কোথা থেকে গ্রহণ করেছে?

١١٢٨(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَقُلِ الْحِمَارَ .

১১২৮(১)। আবু বাক্রা (র)... ইমরান (র) থেকে তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু তিনি এই রিওয়ায়াতে 'গর্দভ' কথাটি বলেননি।

অতএব "মুআবিয়া ঠিকই করেছেন", ইবনে আব্বাস (রা)-র উপরোক্ত কথাটি ছিল তার জন্য আত্মরক্ষামূলক। অর্থাৎ তিনি অন্যান্য বিষয়ে সঠিক কাজ করে থাকেন। যেহেতু তিনি তার শাসনাধীন ছিলেন। অন্যথায় ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যথার্থ কার্যক্রম অবগত থাকা সত্ত্বেও তার বিপরীত বলা বা করা আমরা তার জন্য শোভনীয় মনে করি না। অনন্তর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বেতের নামায তিন রাক্আত।

١١٢٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ ثَلاَثٌ قَالَ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَحَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ بِذٰلِكَ .

১১২৯। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আবু মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিন রাক্আত। ইবনে লাহীআ (র) বলেন, ...আবু মানসূর (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

www.pathagar.com

١١٣٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ قَالَ سَمَرَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ حَتّٰى طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ نَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِاَصْوَاتِ اَهْلِ الزَّوْرَاءِ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ اَتَرَوْنِىْ اُدْرِكُ اُصَلِّىْ ثَلاَثًا يُرِيْدُ الْوِتْرَ وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى وَهٰذَا فِى اٰخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ .

১১৩০। ইউনুস (র)... আবু ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (র) ও ইবনে আব্বাস (রা) নৈশ আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন, এমনকি চাঁদ উদিত হলো। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি জাগ্রহ হতে পারলেন না। আয-যাওয়ার অধিবাসীদের শোরগোলে তার ঘুম ভাঙ্গে। তিনি তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো, আমি কি সূর্যোদয়ের পূর্বে তিন রাক্আত অর্থাৎ বেতের, ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়তে পারবো? তারা বলেন, হাঁ। অতএব তিনি নামায পড়লেন। এই নামায ছিল ফজরের শেষ ওয়াক্তে।

অতএব এটা কি সম্ভব যে, যদি ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে এক রাক্আত বেতের পড়া জায়েয হতো তবে একেবারে সামান্য ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকতে তিনি কেন এক রাক্আতের পরিবর্তে তিন রাক্আত পড়বেন? তার এই কার্যক্রম থেকে একথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, তার সমস্ত রিওয়ায়াতে বেতের তিন রাক্আত উদ্দেশ্য। এই অর্থেই আমরা তার সমস্ত রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছি। হযরত আলী (রা) থেকেও বেতের নামায সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা তিন রাক্আত।

**টীকা ঃ** আয-যাওরা হলো মদীনার বাজারের মধ্যস্থিত একটি জায়গা, মতান্তরে মিনারের মতো উচ্চ স্থান, মসজিদে নববীর ফটকে অবস্থিত একটি বৃহৎ পাথর। সহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন (অনু.)।

١١٣١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ وَاِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاِذَا زُلْزِلَتْ وَفِى الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ وَاِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَاِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَتَبَّتْ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৩১। ফাহ্দ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বেতের নামাযে মুফাসসাল সূরাসমূহের মধ্যকার নয়টি সূরা তিলাওয়াত করতেন ঃ প্রথম রাক্আতে সূরা আত-তাকাছুর, সূরা আল-কাদর ও সূরা আয-যিলযাল, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল-আসর,

www.pathagar.com

সূরা আন-নাসর ও সূরা আল-কাওছার এবং তৃতীয় রাক্‌আতে সূরা আল-কাফিরূন, সূরা আল-মাসাদ ও সূরা আল-ইখলাস।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-ও নবী ﷺ-এর অনুরূপ কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন। যেমন–

١١٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৩২। ফাহ্‌দ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযের প্রথম রাক্‌আতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্‌আতে সূরা আল-কাফিরূন ও তৃতীয় রাক্‌আতে সূরা আল-ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।

যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা)-নবী ﷺ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

١١٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১১৩৩। ইউনুস (র)... যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায মুখস্ত করবো। অতএব আমি তাঁর দরজার চৌকাঠে বা তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর দীর্ঘ দুই রাক্‌আত, দীর্ঘ দুই রাক্‌আত, দীর্ঘ দুই রাক্‌আত, ('দীর্ঘ' শব্দটি) তিনবার (বলেন), তারপর পড়লেন পূর্বাপেক্ষা কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত, তারপর পড়লেন আরো দুই রাক্‌আত, এর পূর্বেকার রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর বেতের নামায পড়লেন। তাতে মোট তেরো রাক্‌আত হলো।

এ হাদীসের বক্তব্যও পূর্বোক্ত হাদীসের বক্তব্যের অনুরূপ। এ সম্পর্কে আবু উমামা (রা)-নবী ﷺ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন–

www.pathagar.com

١١٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ .

১১৩৪। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি যখন দৈহিকভাবে ভারী হয়ে যান এবং তাঁর দেহের গোশত বৃদ্ধি পায় তখন সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন, অতঃপর বসা অবস্থায় দুই রাক্‌আত (নফল) পড়তেন এবং তাতে পর্যায়ক্রমে সূরা আয-যিলযাল ও সূরা আল-কাফিরূন পড়তেন।

অতএব এটা জায়েয যে, আবু উমামা (রা) বেতের ও জোড় (তাহাজ্জুদ) নামায উভয়কে একসাথে উল্লেখ করে সবগুলোকে বেতের নামে ব্যক্ত করেছেন, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উক্ত কোন হাদীসের অধীন বিষয়টি আলোচনা করেছি। তাছাড়া আবু উমামা (রা) থেকে আমরা তার যে কার্যক্রম রিওয়ায়াত করেছি তা থেকেও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

١١٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ .

১১৩৫। ইবনে মারযূক (র)... আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। আবু উমামা (রা) তিন রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন।

অতএব উপরোক্ত রিওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু উমামা (রা)-র মতে বেতের নামায তিন রাক্‌আত যা আমরা উল্লেখ করেছি। এটা অসম্ভব যে, তার কার্যক্রম হবে একরকম, কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত অনুধাবন করবেন। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যক্রমের তাৎপর্য সেভাবেই অনুধাবন করেছেন যেরূপ আমরা ব্যাখ্যা করেছি। আল্লাহ্ সর্বোজ্ঞ। একই বিষয়ে উম্মুদ-দারদা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন–

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ .

১১৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... উম্মুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন। তিনি যখন বার্ধক্যে উপনীত হন এবং দৈহিকভাবে দুর্বল হয়ে যান তখন সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্যও আবু উমামা (রা)-র হাদীসের বক্তব্যের অনুরূপ। একই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা)-নবী ﷺ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন–

١١٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَّبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ وَّلاَ كَلاَمٍ .

১১৩৭। ফাহ্‌দ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পাঁচ রাক্‌আত এবং কখনো সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। তিনি এই রাক্‌আতগুলোর মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে বা কথা বলে এগুলোকে বিভক্ত করতেন না।

এটা জায়েয হতে পারে যে, বেতের নামায সুষ্ঠুভাবে বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি তা এভাবে পড়েছেন। অতএব যার ইচ্ছা পাঁচ রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং যার ইচ্ছা সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন। উদ্দেশ্য ছিল, লোকজন বেজোড় সংখ্যায় (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ুক, যার রাক্‌আত সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। আবু আইউব (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে উপরোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

١١٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاَثٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاَوْمِ اِيْمَاءً .

১১৩৮। আবু গাস্‌সান (র)... আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি পাঁচ রাক্‌আত বেতের পড়ো, তাতে সমর্থ না হলে তিন রাক্‌আত বেতের পড়ো, তাতেও সমর্থ না হলে এক রাক্‌আত পড়ো, তাতেও সমর্থ না হলে ইশারায় পড়ে নাও।

١١٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ فَحَسَنٌ فَمَنْ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنَ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوْمِيْءْ اِيْمَاءً .

১১৩৯। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায সত্য (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি পাঁচ রাক্‌আত বেতের পড়লো সে উত্তম কাজ করলো। যে ব্যক্তি তিন রাক্‌আত পড়লো সে অবশ্যই উত্তম কাজ করলো। যে ব্যক্তি এক রাক্‌আত পড়লো সেও উত্তম কাজ করলো। আর যে ব্যক্তি তাতেও সমর্থ নয় সে যেন ইশারায় তা পড়ে।

١١٤٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১১৪০। ফাহ্‌দ (র)... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বেতের নামায সত্য (ওয়াজিব), যার ইচ্ছা তা পাঁচ রাক্‌আত পড়ুক, যার ইচ্ছা তিন রাক্‌আত পড়ুক এবং যার ইচ্ছা এক রাক্‌আত পড়ুক।

١١٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ اَوْ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ غَلَبَ اِلٰى اَنْ يُوْمِئَ فَلْيُوْمِئْ .

১১৪১। ইউনুস (র)... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেতের নামায সত্য অথবা ওয়াজিব। যার ইচ্ছা তা সাত রাক্‌আত পড়ুক, যার ইচ্ছা পাঁচ রাক্‌আত পড়ুক, যার ইচ্ছা তিন রাক্‌আত পড়ুক, যার ইচ্ছা এক রাক্‌আত পড়ুক। আর যে ব্যক্তি তাতেও অক্ষম সে যেন ইশারায় তা পড়ে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, তাদের জন্য বেতের নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা ছিল ঐচ্ছিক প্রকৃতির। যিনি যত রাক্‌আত পড়তে পছন্দ করতেন পড়ে নিতেন। এ সম্পর্কে ওয়াক্ত ও রাক্‌আত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ছিলো না। তারা বেতের পড়লেই হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মুসলিম উম্মত উপরোক্ত মতের বিপরীতে একমত হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক মাযহাবে বেতের নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার বরখেলাপ করা বা তার কোন কিছু বাদ দেয়া জায়েয নয়। অতএব এই ইজমা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য [আবু আইউব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস] মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা মহামহিম আল্লাহ্ সমগ্র উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। একই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন—

www.pathagar.com

١١٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُطَرِّفِ بْنِ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْوِتْرَ فَقَرَاَ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثًا يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

১১৪২। আবূ বাক্রা (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে বেতের নামায পড়েছেন। তিনি প্রথম রাক্আতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক্আতে সূরা আল-ইখলাস তিলাওয়াত করেছেন। তিনি নামায শেষ করে বলেন ঃ 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' এবং তৃতীয়বার সশব্দে বলেন।

١١٤٢(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১১৪২(১)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... যুবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَعْنِىْ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ .

১১৪৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... যুবাইদ (র) থেকে বর্ণিত ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, তবে শব্দের কিছুটা পার্থক্য সহকারে। তাতে আরো আছে রাবী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে 'কুল লিল্লাযীনা কাফারূ' (সূরা আল-কাফিরূন) এবং তৃতীয় রাক্আতে 'আল্লাহুল ওয়াহিদুস সামাদ' (সূরা আল-ইখলাস) পড়েছেন।

অতএব উপরোক্ত হাদীস থেকে সমর্থন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্আত বেতের পড়ছেন। একই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-ও নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ

www.pathagar.com

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ وَالْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ وَاَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

১১৪৪। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তিন রাক্‌আত বেতের পড়ো না, পাঁচ রাক্‌আত বা সাত রাক্‌আত পড়ো এবং মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করো না।

١١٤٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثِ رَكْعَاتٍ تَشَبَّهُوْا بِالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ اَوْ بِتِسْعٍ اَوْ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ .

১১৪৫। ফাহ্‌দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী এই সনদে হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেন, তোমরা বেতের নামাযকে মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তিন রাক্‌আত পড়ো না, বরং পাঁচ, সাত, নয় বা এগারো রাক্‌আত বেতের পড়ো।

এ হাদীসে হয়ত কিছু নফল নামায না পড়ে শুধু বেতের নামায পড়াকে মাকরূহ বলা হয়েছে, যেমন আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীসের অধীনে উক্ত হয়েছে। এই অবস্থায় বেতের নামাযের পূর্বে অতিরিক্ত নামায নফল হিসাবে গণ্য হবে এবং এক রাক্‌আত বেতের পড়া নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে। এও হতে পারে যে, আবু আইউব (রা)-র হাদীসের অনুরূপ এ হাদীসেও অবকাশ দেয়া হয়েছে। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে এক রাক্‌আত বেতের পড়া নিষিদ্ধ।

অতএব আমরা নবী ﷺ থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায এক রাক্‌আতের অধিক। কেননা এক রাক্‌আত সম্পর্কিত যেসব হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলোর তাৎপর্য তাই যা আমরা সেসব হাদীসের অধীনে আলোচনা করে এসেছি।

### যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের আলোকে বেতের নামায

এখন আমরা যুক্তির ভিত্তিতে বেতের নামাযের মূল্যায়ন করে দেখবো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বেতের নামায দুইটি অবস্থার যে কোন একটি থেকে মুক্ত নয়। হয় তা ফরয অথবা সুন্নাত। যদি তা ফরয নামায হয়ে থাকে তবে ফরয নামাযসমূহের তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়—কোন ফরয নামায দুই রাক্‌আত, কোন ফরয নামায চার রাক্‌আত এবং কোন ফরয নামায তিন রাক্‌আত। সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী বেতের নামায দুই রাক্‌আতও নয়, চার

www.pathagar.com

রাক্‌আতও নয়। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত, যদি তা ফরয নামায হয়ে থাকে।

আর যদি তা সুন্নাত নামায হয়ে থাকে তাহলে আমরা লক্ষ্য করি যে, সুন্নাত নামায কতকটা ফরয নামাযের অনুরূপ। কিছু নামায ফরয এবং কিছু নামায নফল। দান-খয়রাতের অবস্থাও তাই। যাকাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে দান-খয়রাতের মূল ভিত্তি। তদ্রূপ নফল রোযার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্যও ফরয রোযার মধ্যে নিহিত আছে। তা হলো, রমযান মাসের রোযা এবং কাফফারার রোযা যা মহামহিম আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। অনুরূপভাবে নফল হজ্জের নজির ফরয হজ্জের মধ্যে নিহিত যা ইসলামের পাঁচটি রোকনের অন্যতম। একইভাবে নফল উমরার অবস্থাও তাই। অবশ্য তা বাধ্যতামূলক কিনা সে বিষয়ে ইনশাআল্লাহ 'উমরা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

একইভাবে ঐচ্ছিক দাসমুক্তির নযির বিদ্যমান রয়েছে বাধ্যতামূলক দাসমুক্তির মধ্যে। তা হচ্ছে যিহারের কাফফারা ও অন্যান্য কাফ্‌ফারা যা মহামহিম আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে ফরয করেছেন।

অতএব এসব নফল কার্যাবলী যা করা হয়ে থাকে তার নযির স্বস্ব ফরযের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, কোন সুন্নাতই ভিত্তিমূলবিহীন বা নযীরশূন্য নয়। অবশ্য এমন কিছু ফরযও আছে যার সাথে নফল আমল করা যায় না। যেমন জানাযার নামায ফরয, কিন্তু তা নফল হিসাবে পড়া যায় না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি কোন মৃতের দুইবার জানাযার নামায পড়তে পারে না। অতএব এমন কতক ফরয ইবাদত আছে যার সাথে নফল ইবাদত করা যায় না। কিন্তু এমন কোন সুন্নাত নাই যার ভিত্তি বা নযির ফরযের মধ্যে পাওয়া যায় না। অতএব বেতের যদি নফল নামায হয় তবে তার ভিত্তি বা নযির ফরয নামাযের মধ্যে নিহিত থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ফরয নামাযের মধ্যে এটির নযির পাওয়া যায় না। আর আমরা (মাগরিবের) ফরয নামাযে বেতের-এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। অতএব যুক্তির আলোকে বেতের নামাযও তিন রাক্‌আত প্রমাণিত হলো। এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন–

١١٤٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَّ اَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَاُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى يَعْتَمِدَ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ .

www.pathagar.com

১১৪৬। ইউনুস (র)... আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ-দারী (র)-কে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন লোকজনকে নিয়ে এগারো রাক্আত নামায পড়েন। রাবী বলেন, ইমাম দুই শত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। দীর্ঘ কিয়ামের ফলে তিনি লাঠিতে ভর দিতেন। আর আমরা ফজরের আগে নামায থেকে ফিরতে পারতাম না।

উপরোক্ত হাদীস থেকে সমর্থন পাওয়া যায় যে, লোকজন তিন রাক্আত বেতের পড়তো। কারণ এটা জায়েয নয় যে, তারা এগারো রাক্আত নামায একই সাথে পড়বে এবং বেতেরের সাথে কোন জোড় রাক্আত মিলাবে না।

١١٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَنَّا اَبَا بَكْرٍ لَيْلاً فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَمْ اُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى بِنَا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

১১৪৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু বাক্র (রা)-কে রাতের বেলা দাফন করেছি। উমার (রা) বলেন, আমি বেতের নামায পড়িনি। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরা তার পিছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তিন রাক্আত নামায পড়লেন এবং কেবল শেষ রাক্আতেই সালাম ফিরান।

١١٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلِمْنَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ عَلَّمُوْنَا اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ غَيْرَ اَنَّا نَقْرَاُ فِى الثَّالِثَةِ فَهٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ .

১১৪৮। আবু বাক্রা (র)... আবু খালিদা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (র)-এর নিকট বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে জেনেছি অথবা তারা আমাদের জানিয়েছেন, বেতের নামায মাগরিবের নামাযের অনুরূপ। ব্যতিক্রম হলো, আমরা তৃতীয় রাক্আতেও (ফাতিহার পর) কিরাআত পড়ি। অতএব এটা হলো রাতের বেতের এবং মাগরিব হলো দিনের বেতের।

١١٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلْوِتْرُ ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

www.pathagar.com

১১৪৯। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দিনের বেতের অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের অনুরূপ বেতের নামাযও তিন রাক্আত।

١١٤٩(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ .

১১৪৯(১)। ইবনে মারযূক (র)... মালেক ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١١٥٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ الْوِتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَكَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ .

১১৫০। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেতের নামায তিন রাক্আত। সাহাবীগণ তিন রাক্আত বেতের পড়তেন।

١١٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ صَلَّى بِىْ اَنَسٌ الْوِتْرَ اَنَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَاُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّعَلِّمَنِىْ .

১১৫১। ইবনে মারযূক (র)... ছাবেত (র) বলেন, আনাস (রা) আমাকে নিয়ে তিন রাক্আত বেতের নামায পড়লেন। আমি দাঁড়ালাম তার ডান পাশে এবং তার বাঁদী দাঁড়ালো আমাদের পিছনে।

١١٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ وَالْمَقْبُرِىِّ سَمِعَا مُعَاذًا الْقَارِىَ يُسَلِّمُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ .

১১৫২। আবু উমায়্যা (র)... নাফে ও আল-মাকবুরী (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে মুআয আল-কারী (রা)-কে বেতের নামাযের দ্বিতীয় রাক্আতে সালাম ফিরাতে শুনেছেন।

١١٥٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْىٰ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ فَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بِالسَّلاَمِ

www.pathagar.com

حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ تَسْلِيْمَهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قَامَ لِلنَّاسِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُنَّ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ صَاحِبِكَ فَقَالَ لَا وَلٰكِنْ اِنْ سَلَّمْتُ اِنْفَضَّ النَّاسُ .

১১৫৩। ফাহ্দ (র)... হানাশ আস-সানআনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) রমযান মাসে লোকজনকে নিয়ে (তারাবীহ্) নামায পড়তেন। তিনি এক রাক্আত বেতের পড়তেন। তিনি এই এক রাক্আত ও দুই রাক্আতের মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে উভয়কে বিভক্ত করতেন, এমনকি তার পিছনের লোকজন তার সালাম শুনতে পেতো। তিনি ইনতিকাল করলে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) লোকজনকে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি তিন রাক্আত নামায পড়তেন এবং কেবল শেষ রাক্আতেই সালাম ফিরাতেন। লোকজন তাকে বললো, আপনি কি আপনার সাথীর সুন্নাত ত্যাগ করেছেন? তিনি বলেন, না, কিন্তু আমি সালাম ফিরালে লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসব সাহাবী তিন রাক্আত বেতের পড়তেন। অবশ্য তাদের মধ্যে কতক দুই রাক্আত পড়ার পর সালাম ফিরাতেন, আবার কেউ সালাম ফিরাতেন না। সুতরাং যখন তাদের কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত হলো যে, বেতের নামায তিন রাক্আত, তখন আমরা দুই রাক্আত পর সালাম ফিরানোর বিধান পর্যালোচনা করে দেখলাম যে, তা কিরূপ? আমরা দেখতে পেলাম, সালাম নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং এর দ্বারা মুসলমান ব্যক্তি নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এমনকি সে নামাযবিহীন অবস্থায় উপনীত হয়।

আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, ফরয নামাযকে সালামের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত করা সংগত নয়। অতএব যুক্তির ভিত্তিতে বেতের নামাযের বিষয়টিও তদ্রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নামাযকেও সালামের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত করা উচিৎ নয়। কেউ হয়ত বলতে পারেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা এক রাক্আত বেতের পড়েছেন। যেমন–

١١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ قَالَ قُلْتُ لَا يَغْلِبُنِي اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ (الْقِيَامِ) اَحَدٌ فَقُمْتُ اُصَلِّيْ فَوَجَدْتُ حِسَّ رَجُلٍ مِّنْ خَلْفِيْ فِيْ ظَهْرِيْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَتَقَدَّمَ فَاسْتَفْتَحَ الْقُرْاٰنَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ فَقُلْتُ اَوْهَمَ الشَّيْخُ فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ اَجَلْ هِيَ وِتْرِيْ .

www.pathagar.com

১১৫৪। আবু বাক্‌রা (র)... আবদুর রহমান আত-তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, আজ রাতে (নফল) নামায আদায় কেউ আমাকে পরাভূত করতে পারবে না। অতএব আমি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি আমার পিছনে এক ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, উছমান ইবনে আফফান (রা)। আমি কিছুটা পিছনে সরে এলাম। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে নামাযে কুরআন পড়া শুরু করলেন এবং তা খতম করলেন, তারপর রুকূ ও সিজদা করলেন। আমি বললাম, হয়ত তার কিছুটা ভুল হয়েছে। তিনি নামায শেষ করলে পর আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি মাত্র এক রাক্‌আত পড়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, এটা আমার বেতের নামায।

এর জবাবে বলা যায়, এটা জায়েয যে, উসমান (রা) দুই ও এক রাক্‌আতের মধ্যে বিভক্তি টেনেছেন, তিনি এর পূর্বে জোড় রাক্‌আত পড়ে থাকবেন, তারপর সেই সময়ে বেতের আদায় করেন যখন আবদুর রহমান (রা) তাকে তা পড়তে দেখেন। উসমান (রা)-র কার্যক্রমে আবদুর রহমানের আপত্তি একথার দলীল যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আতেরই প্রচলন ছিল এবং তিনি উসমান (রা)-র কার্যক্রমের বিপরীত অর্থাৎ বেতের তিন রাক্‌আতই জানতেন। আবদুর রহমান (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। এভাবে হয়ত এ হাদীসের অর্থও এই হবে যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত। অবশ্য কেউ হয়ত সা'দ (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করতে পারেন। যেমন–

١١٥٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ مِنْ شَيْبٍ مِنْ اٰلِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ كَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ .

১১৫৫। ইউনুস (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র বংশের প্রবীণ ব্যক্তিগণ প্রত্যয়ন করেন যে, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এক রাক্‌আত বেতের নামায পড়তেন।

١١٥٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ .

১১৫৬। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... মুসআব ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

www.pathagar.com

١١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَمَّنَا سَعْدُ بْنُ اَبِیْ وَقَّاصٍ فِی صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَحّٰی فِیْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰی رَكْعَةً فَاتَّبَعْتُهُ (فَتَبِعْتُهُ) فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَقُلْتُ لَهٗ يَا اَبَا اِسْحَاقَ مَا هٰذِهِ الرَّكْعَةُ فَقَالَ وِتْرٌ اَنَامُ عَلَيْهِ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ يَعْنِیْ سَعْدًا .

১১৫৭। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এশার নামাযে আমাদের ইমামতি করেন। তিনি নামায শেষ করে মসজিদের এক পাশে সরে গিয়ে এক রাক্আত নামায পড়েন। আমি তার পিছে পিছে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু ইসহাক! এই এক রাক্আত কি? তিনি বলেন, বেতের নামায, অতঃপর আমি ঘুমাবো। আমর ইবনে মুররা (র) বলেন, বিষয়টি আমি মুসআব ইবনে সা'দ-এর নিকট উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ সা'দ (রা) এক রাক্আত বেতের পড়তেন।

জবাবে আপত্তিকারীকে বলা যায়, হয়ত সা'দ (রা)-ও তাই করেছেন যা উসমান (রা) করেছেন, যে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এরপরও কেউ যদি বলেন, আমর ইবনে মুররা (র)-এর হাদীস থেকে তার বিপরীত বুঝা যায়। কেননা তিনি বলেছেন, "তিনি আমাদের সাথে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি এক পাশে সরে গিয়ে এক রাক্আত নামায পড়েন।" তাকে বলা যায়, এখানে 'নামাযশেষে সরে গিয়ে' অর্থ তার নিজ বাড়িতে চলে যাওয়াও হতে পারে। অর্থাৎ বাড়ি ফেরার পূর্বে তিনি এক রাক্আত পড়েছেন এবং এর পূর্বে তিনি তার সমস্ত নামায পড়ে নিয়েছেন। তাতে হয়ত বেতেরের পূর্বে দুই রাক্আত এবং বেতেরও তিনি পড়ে থাকবেন। কেননা জোড় নামায ও বেতের নামাযের মধ্যে তো (সালামের মাধ্যমে) বিভাজন করতেই হয়।

١١٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِیْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ اٰلُ سَعْدٍ وَاٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُوْنَ فِی الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ وَيُوْتِرُوْنَ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةٍ .

১১৫৮। আবু উমাইয়্যা (র)... আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা)-র পরিবার-পরিজন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)-র পরিবার-পরিজন বেতের নামাযের দ্বিতীয় রাক্আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্আত করে বেতেরের নামায পড়তেন।

www.pathagar.com

ইমাম আমের আশ-শা'বী (র) তার এ হাদীসে সা'দ (র)-র পরিবার-পরিজনের নিয়ম বর্ণনা করেছেন যে, তারা বেতের ও জোড় নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরিয়ে) বিভাজন করতেন। একথা স্পষ্ট যে, সা'দ-পরিবার এই ক্ষেত্রে সা'দ (রা)-র অনুসরণ করতেন। অতএব তারা যে এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন তার সাথে জোড় রাক্‌আতও পড়তেন, যদিও তারা জোড় ও বেতেরর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, সা'দ (রা)-র কার্যক্রমের পরিণতি ও অবস্থা সেইসব লোকের বক্তব্যের অনুকূলে যায় যারা বেতের নামায তিন রাক্‌আত বলেন।

١١٥٩- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَابَ ذٰلِكَ عَلٰى سَعْدٍ .

১১৫৯। বাক্‌কার (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) এই ব্যাপারে সা'দ (রা)-র সমালোচনা করেছেন।

আমাদের মতে এটা অসম্ভব যে, আবদুল্লাহ (রা) সা'দ (রা)-র সমালোচনা করতে পারেন। কারণ তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উচ্চ স্তরের সাহাবী ছিলেন। তবে এই অর্থে তিনি তার সমালোচনা করতে পারেন যে, তার নিকট সা'দ (রা)-র কার্যক্রমের চেয়ে উত্তম রিওয়ায়াত বিদ্যমান ছিল। ইবনে মাসউদ (রা) যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তার সমালোচনা করতেন তাহলে তার অভিমতকে সা'দ (র)-র অভিমতের তুলনায় উত্তম বলা যেতো না। এই অবস্থায় তিনি কখনো তার সমালোচনা করতেন না। সা'দ (রা)-র বিপরীতে তার সমালোচনা তার ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে নয়, বরং দলীল দ্বারা তা সমর্থিত। ইবনে মাসউদ (রা)-র বিপরীতে হয়ত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করা যেতে পারে–

١١٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَدْخُلُوْنَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَيَتَنَحَّوْنَ اِلٰى بَعْضِ السَّوَارِىْ فَيُوْتِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ مَعَ النَّاسِ فِى الصَّلٰوةِ .

১১৬০। ফাহ্‌দ (র)... আবু উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ-দারদা (রা), ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলাম। লোকজন তখন (জামাআতে) ফজরের নামায পড়ছিল। তারা মসজিদের কোন কোন খুঁটির দিকে সরে গিয়ে তাদের প্রত্যেকে এক রাক্‌আত বেতের পড়েন, তারপর লোকজনের সাথে ফজরের জামাআতে শরীক হন।

www.pathagar.com

এর জবাবে বলা যায়, তারা হয়ত ইতিপূর্বে নিজ নিজ বাড়িতে প্রচুর সংখ্যক জোড় (নফল) নামায পড়ে থাকবেন। তাতে বাড়িতে পড়া তাদের নামাযগুলো হলো জোড় রাক্‌আত, মসজিদের রাক্‌আতটি হলো বেতের। এতেও প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত।

١١٦١- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلاَثًا لاَ يُسَلِّمُ الاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

১১৬১। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... ইবনে আবুয যিনাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ফকীহ্গণের অভিমত অনুযায়ী মদীনাতে বেতের নামায (এক সালামে) তিন রাক্‌আত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কেবল শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাবে।

١١٦٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ السَّبْعَةِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِىْ مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ اَهْلِ فِقْهٍ وَّصَلاَحٍ وَّفَضْلٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوْا فِى الشَّىْءِ فَاُخِذَ بِقَوْلِ اَكْثَرِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ رَاْيًا فَكَانَ مِمَّا وَعَيْتُ عَنْهُمْ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ اَنَّ الْوِتْرَ ثَلاَثٌ لاَ يُسَلِّمُ الاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

১১৬২। আবুল আওয়াম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল জাব্বার আল-মুরাদী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবুয-যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। আবুয যিনাদ (র) ছিলেন প্রখ্যাত সাতজন ফকীহ-এর অন্তর্ভুক্ত ঃ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান, খরিজা ইবনে যায়েদ, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)। এরা ছিলেন সমকালীন ও সমকক্ষ প্রজ্ঞাবান মাশায়েখ ও প্রবীণ ফকীহ। কোন বিষয়ে তারা মতভেদ করলে তাদের অধিকাংশের অভিমত অথবা শ্রেষ্ঠতর মতটি গ্রহণ করা হতো। আমি তাদের থেকে এই মতই স্মৃতিতে

www.pathagar.com

ধারণ করেছি যে, বেতের নামায তিন রাক্‌আত। কেবল এর শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাতে হবে।

অতএব আমরা এই যা উল্লেখ করলাম, মদীনার ফকীহ্ ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী বেতের নামায তিন রাক্‌আত এবং কেবল শেষ রাক্‌আতেই সালাম ফিরাতে হবে। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এই বিষয়ে তাদের মতের অনুসরণ করেছেন। তাদের সমপর্যায়ের অপর কেউ উপরোক্ত মত প্রত্যাখ্যান করেননি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার (র) সা'দ (রা)-র বেতের (এক রাক্‌আত) সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তার বিপরীতে (তিন রাক্‌আতের) ফতোয়া দিয়েছেন এবং তিন রাক্‌আতকে এক রাক্‌আতের তুলনায় উত্তম বলেছেন। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার পুত্র হিশাম ও ইমাম আয-যুহ্‌রী তার সূত্রে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তা আমরা ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

অতএব এর বিপরীত মত গ্রহণ করা আমাদের দৃষ্টিতে সমীচীন নয়। কারণ তিন রাক্‌আত বেতের নামাযের অনুকূলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, তাঁর সাহাবীগণের কার্যক্রম এবং তাদের পরবর্তী বিশেষজ্ঞ তাবিঈগণের অধিকাংশের অভিমত সাক্ষ্য বহন করে। তাদের পরবর্তীগণেরও এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## ٣٣-بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

### ৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের কিরাআত।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেমের মতে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে কোন কিরাআত পড়বে না। অপর দলের মতে, বিশেষ করে তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে। উভয় দলের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস—

١١٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ اَوِ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ .

১১৬৩। ইউনুস (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, মুআয্যিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে নীরব হলে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

www.pathagar.com

١١٦٣(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادْرِيْسَ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১১৬৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আল-মাক্কী (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত দলের মতে ফজরের সুন্নাত নামায সংক্ষেপে পড়াই (কিরাআত না পড়া) সুন্নাত। আর যারা বলেন, তাতে বিশেষভাবে সূরা আল-ফাতিহা পড়তেই হবে, ইমাম মালেক (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত।

١١٦٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ بِذٰلِكَ اٰخُذُ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِيْ اَنْ اَقْرَاَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

১১৬৪। ইউনুস (র)... ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি বিশেষভাবে আমার জন্য তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়া নির্দিষ্ট করে নিয়েছি।

١١٦٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ (عِمْرَانَ) قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حَتّٰى اَقُوْلَ هَلْ قَرَاَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْكِتَابِ .

১১৬৫। আবু উমাইয়া (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায এতো সংক্ষেপে (স্বল্প সময়ে) পড়তেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি কি তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়েছেন?

١١٦٥(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১১৬৫(১)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) তার এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦٥(٢)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১১৬৫(২)। ফাহ্‌দ (র)... আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

١١٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِى عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ اَقُوْلُ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

১১৬৬। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফজরের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমি বলতাম, তিনি সেই দুই রাক্‌আতে সূরা আল-ফাতিহা পড়েছেন কি?

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, শো'বা (র) সূত্রে বর্ণিত আয়েশা (রা)-র এ হাদীসের বক্তব্য ইতিপূর্বে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যের বিপরীত। কেননা রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি ﷺ তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়েছেন কি? তার এই মন্তব্যে বরং তাতে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ প্রমাণিত হয়। অতএব যারা উক্ত দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে কিরাআত পাঠ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, এই হাদীস তাদের মতের বিরুদ্ধে দলীল সাব্যস্ত হয়। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই রাক্‌আতে সূরা আল-ফাতিহাসহ সংক্ষেপে আরো দুইটি সূরা পড়ে থাকবেন। কেননা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর নামায শেষ করার কারণেই আয়েশা (রা)-র ধারণা হলো যে, তিনি ﷺ তাতে ফাতিহা পাঠ করেছেন কিনা। বিচ্ছিন্ন সনদসূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ﷺ উক্ত দুই রাক্‌আতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরাও পড়তেন।

١١٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْفِىْ مَا يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَذَكَرَتْ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৬৭। আবু বাক্‌রা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দুই রাক্‌আতে নীরবে কিরাআত পড়তেন এবং তিনি 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' শীর্ষক সূরাদ্বয় উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ অন্যান্য সব নামাযের ন্যায় উক্ত দুই রাক্‌আতেও যথারীতি কিরাআত পড়তেন। এরপর আমরা খোঁজ করে দেখলাম, এই বিষয়ে আয়েশা (রা) ব্যতীত অপর কোন রাবীও হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা। আমরা নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম।

١١٦٨- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا

www.pathagar.com

أُحْصِيْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৬৮। ইবরাহীম ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্ববর্তী দুই রাক্আত সুন্নাত নামাযে এবং মাগরিবের (ফরয) নামাযের পরবর্তী দুই রাক্আত সুন্নাত নামাযে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পড়তে শুনেছি।

١١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً اَوْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি চব্বিশ বা পঁচিশবার মহানবী ﷺ-কে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, তিনি ফজরের নামাযের পূর্ববর্তী দুই রাক্আতে এবং মাগরিবের নামাযের পরবর্তী দুই রাক্আতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পড়েছেন।

١١٧٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاٰيَةَ وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

১১৭০। রবী' আল-মুআযযিন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (সুন্নাত) নামাযের প্রথম রাক্আতে 'কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা...' (২ ঃ ১৩৬) এবং তার দ্বিতীয় রাক্আতে 'কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন...' (৩ ঃ ৫২) আয়াত পড়তেন।

টীকা ঃ সূরা আল ইমরানের ৫২ নং আয়াতে قُلْ (কুল) শব্দটি নেই। এটা সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ। ইবনে আব্বাস (রা)-র কিরাআতে ঐ শব্দটি আছে কিনা তাও আমরা অবগত নই (অনুবাদক)।

www.pathagar.com

١١٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْغَيْثِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ الاٰيَةَ وَفِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

১১৭১। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাক্‌আতে 'কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা ওয়ামা উনযিলা ইলা ইবরাহীমা...' (২ ঃ ১৩৬) এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে 'রব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাক্‌তুবনা মাআশ-শাহিদীন' (৩ঃ৫৩) আয়াতসমূহ পড়তে শুনেছি।

١١٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ خَلَفٍ الْعَمِّىُّ قَالَ ثَنَا اَخِىْ خَلَفُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৭২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত নামাযে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পড়তেন।

١١٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْىَ بْنِ جَنَادٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَرَاَ فِى الْاُوْلٰى قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ حَتّٰى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا عَبْدٌ اٰمَنَ بِرَبِّهِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ فِى الْاٰخِرَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ قَالَ طَلْحَةُ فَاَنَا اَسْتَحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ فِىْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ .

১১৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে জানাদ আল-বাগদাদী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লো। সে প্রথম রাক্‌আতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লে পর

www.pathagar.com

নবী ﷺ বললেন ঃ এই বান্দা তার প্রভুর উপর ঈমান এনেছে। তারপর সে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক্‌আতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লে পর নবী ﷺ বললেন ঃ এই বান্দা তার প্রভুর পরিচয় লাভ করেছে। তালহা (র) বলেন, তাই আমি উক্ত দুই রাক্‌আতে ঐ সূরাদ্বয় পড়া পছন্দ করি।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের কোনটিতে উক্ত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ ফজরের সুন্নাত নামাযে কখনো সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-ইখলাস পড়েছেন এবং কোনটিতে উক্ত হয়েছে যে, তিনি কখনো তাতে অন্য সূরাও পড়েছেন। উক্ত হাদীসসমূহে এই সুন্নাত নামাযে ঐসব সূরার পূর্বে তাঁর ﷺ সূরা আল-ফাতিহা পড়ার বিষয়টি নাকচ করা হয়নি।

অতএব আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঐ নামাযকে সংক্ষিপ্ত করার অর্থ হলো—তিনি তার কিরাআত সংক্ষিপ্ত করেছেন (ক্ষুদ্র সূরা পড়েছেন)। যারা উক্ত নামাযে সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পড়া মাকরূহ বলেছেন, উপরোক্ত আলোচনায় তাদের অভিমত নাকচ হলো। এতে প্রমাণিত হলো যে, ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযও অন্যান্য নফল নামাযের অনুরূপ। ঐসব নামাযে যেমন (সূরা আল-ফাতিহার পরে) অন্য সূরা পড়তে হয়, তদ্রূপ এই নামাযেও কিরাআত পড়তে হবে। আমাদের মতে এমন কোন নফল নামায নাই যাতে সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পড়া হয় না এবং এমন নামাযও নাই যাতে দীর্ঘ কিরাআত মাকরূহ বলা হয়েছে, বরং তাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করাই পছন্দনীয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

١١٧٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

১১৭৪। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন প্রকৃতির নামায অধিক উত্তম? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ কিয়াম (দাঁড়ানো)-বিশিষ্ট নামায।

١١٧٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقِيَامِ .

১১৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুন নো'মান (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ কিয়াম সম্বলিত নামায সর্বোত্তম।

www.pathagar.com

١١٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقِيَامِ .

১১৭৬। ইবনে মারযূক (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দীর্ঘ কিয়ামবিশিষ্ট নামায সর্বোত্তম।

١١٧٧-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ .

১১৭৭। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী আল-খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের নামায সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘ কিয়ামবিশিষ্ট নামায।

١١٧٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ اَبُوْ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

১১৭৮। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের আল-লাইছী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন নামায সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘ কিয়ামবিশিষ্ট নামায।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন, আমি ইবনে আবু ইমরান (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে সামাআকে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-কে বলতে শুনেছি, এই পদ্ধতিই আমরা গ্রহণ করেছি। স্বল্পক্ষণ কিয়াম ও অধিক রুকূ-সিজদাবিশিষ্ট নামাযের তুলনায় দীর্ঘ কিয়াম সম্বলিত নামায আমাদের মতে অধিক উত্তম। নফল নামাযের ক্ষেত্রে যখন এই বিধান, আর ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত নামায হলো সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায, তাই ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম বিবেচিত হওয়াই উচিৎ। এই দুই রাক্আত নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আরো কতক হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٧٩- وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِمَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنِ ابْنِ سَيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتْرُكُوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ .

www.pathagar.com

১১৭৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কখনো ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) বর্জন করো না, যদিও অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের পদদলিত করে।

١١٨٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১১৮০। আবু বাক্‌রা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বেকার দুই রাক্‌আত যেরূপ তাকিদ সহকারে আদায় করতেন, অন্য সব নফল নামাযের প্রতি ততো গুরুত্ব দিতেন না।

١١٨٠(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১১৮০(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٨١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১১৮১। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায দুনিয়া তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায যখন সর্বোত্তম নফল নামায হিসাবে গুরুত্ববহ, তখন অন্যান্য নফল নামায যেভাবে পড়া অধিক উত্তম, উক্ত নামাযেও সেই নিয়ম অনুসরণ উত্তমই গণ্য হওয়া উচিৎ।

١١٨٢- حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ رُبَّمَا قَرَاْتُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ جُزْئَيْنِ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

১১৮২। ইবনে আবু ইমরান (র)... আল-হাসান ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হানীফা (র)-কে বলতে শুনেছি, কখনো আমি ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে কুরআনের দুই পারা পর্যন্ত পড়তাম।

www.pathagar.com

তাহাবী (র) বলেন, আমরা এই নীতিই গ্রহণ করেছি। উক্ত দুই রাক্আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়া দোষের কিছু নয়। এই কার্যক্রম আমাদের নিকট সংক্ষিপ্ত করার তুলনায় উত্তম। কেননা এই দীর্ঘ কিয়ামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য নফল নামাযের জন্য ফযীলাতপূর্ণ বলেছেন। এ সম্পর্কে ইবরাহীম (র) থেকে আরো হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ .

১১৮৩। আবু বাক্রা (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফজর উদয় হয় (ফজরের ওয়াক্ত হয়) তখন ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই। আমি (হাম্মাদ) ইবরাহীম আন-নাখঈ (র)-কে বললাম, আমি কি সেই দুই রাক্আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তে পারি? তিনি বলেন, হাঁ, তুমি চাইলে (পড়তে পারো)।

উক্ত দুই রাক্আতে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরের লোকজন (সাহাবায়ে কিরাম) থেকেও বহু আছার (হাদীস) বর্ণিত আছে। এসব হাদীস উদ্ধৃত করে আমি সেইসব লোকের বিপক্ষে দলীল পেশ করতে চাই যারা বলেন, উক্ত দুই রাক্আতে কিরাআত পড়ার প্রয়োজন নাই। এসব আছার-এর মধ্যে আছে ঃ

١١٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৮৪। আবু বাক্রা (র)... ইবরাহীম আন-নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) মাগরিবের ফরয নামাযের পরবর্তী দুই রাক্আত নামাযে এবং ফজরের ফরয নামাযের পূর্ববর্তী দুই রাক্আতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পড়তেন।

١١٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَصْحَابِهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ .

১১৮৫। আবু বাক্রা (র)... ইবরাহীম (র)-এর সহচরদের থেকে বর্ণিত। তারাও তাই করতেন (কিরাআত পড়তেন)।

www.pathagar.com

١١٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ .

১১৮৬। আবু বাক্‌রা (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা)-র সহচরবৃন্দও তাই করতেন (কিরাআত পড়তেন)।

١١٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا وَائِلٍ قَرَاَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِاٰيَةٍ .

১১৮৭ ' ইবনে মারযূক (র)... আল-'আলা ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু ওয়াইল (র) ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য আয়াত পাঠ করেছেন।

١١٨٨-حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَيَقْرَاُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ لَا يَزِيْدُ مَعَهَا شَيْئًا .

১১৮৮। ইউনুস ও ফাহ্‌দ (র)... আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে শুনেছেন। তিনি এর অতিরিক্ত কিছু পড়েননি।

## ٣٤-بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

### ৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত।

١١٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عِنْدِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১১৮৯। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিনই আমার এখানে অবস্থান করেছেন, সেদিনই আসরের (ফরয) নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

١١٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَّلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১১৯০। আহ্মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই রাক্আত নামায—রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তা প্রকাশ্যে বা গোপনে বর্জন করেননি ঃ ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত এবং আসরের (ফরয) নামাযের পর দুই রাক্আত।

١١٩٠(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৯০(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আশ-শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১১৯১। আবু বাক্রা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের নামাযের পর দুই রাক্আত পড়া বর্জন করতেন না।

١١٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدِىْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ .

১১৯২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এখানে আসরের নামাযের পর দুই রাক্আত পড়া কখনো বর্জন করেননি।

١١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ بَعْدَ الْعَصْرِ الاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১১৯৩। আহ্মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো আসরের পর আমার ঘরে প্রবেশ করলে অবশ্যই দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

www.pathagar.com

١١٩٣(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

১১৯৩(১)। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَذَكَرَتْ عَنْهَا مِثْلَ ذَالِكَ اَيْضًا .

১১৯৪। ইবনে আবু দাউদ (র)... উম্মু মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাবী আয়েশা (রা) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

১১৯৫। আবু বাক্‌রা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়তেন, অতঃপর ঐ নামাযান্তে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١١٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعْدٍ الْاَعْمٰى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْقَارِيِيْنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ رَاٰهُ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ لاَ اَدَعُهُمَا بَعْدَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا .

১১৯৬। আবু বাক্‌রা (র)... যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। আস-সাইব (র) তাকে আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তে দেখেছেন এবং তিনি (তাকে) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত দুই রাক্‌আত পড়তে দেখার পর থেকে তা বর্জন করিনি।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির উক্ত দুই রাক্‌আত নামায পড়ায় আপত্তি নেই। তাদের মতে উক্ত দুই রাক্‌আত নামায সুন্নাত। তারা উপরোক্ত হাদীসসমূহ তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

এই বিষয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন এবং ঐ দুই রাক্‌আত পড়া মাকরূহ বলেছেন। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

١١٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ اَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَكَعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ نَعَمْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اُمِرْتَ بِهِمَا قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ .

১১৯৭। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়ার পর যে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মুআবিয়া (রা) উম্মু সালামা (রা)-র নিকট লোক পাঠালেন। তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়ার পর আমার এখানে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। আমি বললাম, আপনি কি এই দুই রাক্‌আত পড়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন? তিনি বলেন ঃ না। কিন্তু আমি যোহরের নামায পড়ার পর উক্ত রাক্‌আতদ্বয় পড়তাম, ব্যস্ততার কারণে তা পড়তে পড়তে পারিনি, এখন তা পড়লাম।

١١٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ بْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِكَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ اذْهَبْ اِلٰى عَائِشَةَ فَاسْاَلْهَا عَنْ رَكْعَتَيِ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقُمْتُ مَعَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اذْهَبْ مَعَهُ فَجِئْنَاهَا فَسَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ لاَ اَدْرِىْ سَلُوْا اُمَّ سَلَمَةَ فَسَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كُنْتَ تُصَلِّىْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ قَدِمَ عَلَىَّ وَفْدٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ اَوْ جَائَتْنِىْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُوْنِىْ عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ .

১১৯৮। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহ্‌মান (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) মিম্বার থেকে কাসীর ইবনুস সালত (র)-কে বললেন,

www.pathagar.com

তুমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর আসর নামাযের পর দুই রাক্আত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। আবু সালামা (র) বললেন, আমিও তার সাথে যেতে দাঁড়ালাম। ইবনে আব্বাস (রা) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র)-কে বললেন, তুমিও তার সাথে যাও। অতঃপর আমরা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি কিছু জানি না, তোমরা উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করো। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদা নবী ﷺ আসরের নামাযের পর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এই দুই রাক্আত কোন নামায পড়লেন? তিনি বলেন ঃ আমার কাছে বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো অথবা আমার নিকট সদাকা (যাকাতের মাল) এসেছিলো। তারা আমাকে দুই রাক্আত নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে যা আমি যোহরের পর পড়তাম। এটা সেই দুই রাক্আত।

١١٩٩- حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ لَيْسَ عِنْدِيْ صَلاَّهُمَا وَلٰكِنْ أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِيْ اَنَّهُ صَلاَّهُمَا عِنْدَهَا فَاَرْسَلَ اِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ صَلاَّهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِيْ لَمْ اَرَهُ صَلاَّهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَجْدَتَانِ رَاَيْتُكَ صَلَّيْتَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ فَقَالَ هُمَا سَجْدَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَدِمَ عَلَيَّ قَلاَئِسُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَنَسِيْتُهُمَا حَتّٰى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ ذَكَرْتُهُمَا فَكَرِهْتُ اَنْ أُصَلِّيَهُمَا فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَرَوْنِيْ فَصَلَّيْتُهُمَا عِنْدَكِ .

১১৯৯। আল-হাজ্জাজ ইবনে ইমরান ইবনুল ফাদল আল-বাসরী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন তাকে আসরের নামাযের পরবর্তী দুই রাক্আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি বললেন, তিনি আমার নিকট ঐ দুই রাকআত পড়েননি। তবে উম্মে সালামা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার নিকট এই দুই রাক্আত নামায পড়েছেন। অতএব তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এখানে ঐ দুই রাক্আত পড়েছেন, তবে এর আগে কিংবা পরে ঐ দুই রাক্আত পড়তে আমি কখনো তাঁকে দেখিনি। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে আসরের পর এ দুই রাক্আত নামায পড়তে দেখলাম, যা আমি ইতিপূর্বে বা পরে আপনাকে পড়তে

www.pathagar.com

দেখিনি? তিনি বললেন ঃ এটা সেই দুই রাক্‌আত নামায যা আমি যোহরের পর পড়তাম। আমার কাছে যাকাতের কিছু উট আসায় ঐ দুই রাক্‌আত পড়তে ভুলে গিয়েছি, এমনকি আসরের নামায পড়ে ফেলেছি। অতঃপর তা আমার স্মরণ হয়েছে, কিন্তু মসজিদে এ দুই রাক্‌আত পড়তে আর মানুষ আমাকে দেখবে তা আমি অপছন্দ করলাম। তাই তোমার কাছে এসে তা পড়ে নিলাম।

١٢٠٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَقَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَنِىْ مَالٌ فَشَغَلَنِىْ فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ .

১২০০। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খুশাইশ (র)... আয়েশা (রা)-উম্মে সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের নামায পড়ার পর তার ঘরে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দুই রাক্‌আত নামায কি? তিনি বললেন ঃ এই দুই রাক্‌আত নামায আমি যোহরের নামাযের পর পড়ে থাকি। কিন্তু আমার কাছে কিছু সম্পদ আসায় আমি ব্যস্ত ছিলাম, সেই দুই রাক্‌আত এখন পড়ে নিলাম।

١٢٠١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوْا اقْرَاْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ عَلَيْهِمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ صَلَّاهُمَا اَمَّا حِيْنَ صَلَّاهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ اِلٰى جَنْبِهِ فَقُوْلِىْ تَقُوْلُ لَكَ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَمْ

www.pathagar.com

اَسْمَعْكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخِرِىْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِىْ اُنَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلَامِ مِنْ قَوْمٍ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ .

১২০১। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আযহার ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) তাকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে বললেন, তাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো এবং বলো, আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি এ দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। অথচ আমরা এও অবহিত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুই রাক্‌আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ দুই রাক্‌আত নামায পড়ার কারণে উমার (রা)-এর সাথে আমিও লোকজনকে প্রহার করতাম। কুরাইব (র) বলেন, তারা আমাকে যাসহ্ পাঠিয়েছিলেন আমি তার কাছে গিয়ে তা পৌঁছে দিলাম। তিনি বললেন, তুমি উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করো। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তার বক্তব্য তাদেরকে জানালে তারা আমাকে উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে ফেরত পাঠালেন যা নিয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দুই রাক্‌আত পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। এরপর আমি তাঁকে এ দুই রাক্‌আত পড়তে দেখেছি। আর তিনি আসরের নামায পড়ার পর এই দুই রাক্‌আত পড়লেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন আনসারীদের বনু হারামের কতিপয় মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। আমি তাঁর কাছে এক দাসীকে পাঠিয়ে বললাম, তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বলো, ﷺ উম্মে সালামা (রা) আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনাকে এই দুই রাক্‌আত পড়তে বারণ করতে শুনিনি? অথচ আপনাকে তা পড়তে দেখছি? তিনি যদি হাতে ইশারা দেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে পিছিয়ে এসো। দাসীটি তাই করলো। তিনি তাকে হাতে ইশারা করলে সে তার কাছ থেকে পিছিয়ে এলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন ঃ হে উমাইয়ার বেটি! তুমি আসরের পরবর্তী দুই রাক্‌আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছো। আবদুল কায়েসের কিছু লোক গোত্রের তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলো। তারা আমাকে যোহরের পরবর্তী দুই রাক্‌আত নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে। এই সেই দুই রাক্‌আত।

**পর্যালোচনা**

এ সকল হাদীস কিংবা এর কোন কোনটিতে প্রমাণ মিলে যে, আয়েশা (রা)-কে যখন এসব হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যা তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমরা অনুচ্ছেদের

www.pathagar.com

সূচনাতে উল্লেখ করেছি যে, "নবী ﷺ যখন আসরের পর তার নিকট আসতেন তখন দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন", এ ঘটনাটি উম্মে সালামা (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এতে আয়েশা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসগুলো নাকচ হয়ে গেলো। উম্মে সালামা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এই দুই রাক্‌আত পড়ার বিষয়ে নিষেধ করতে শুনেছেন। এ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আযহার (রা) উম্মে সালামা (রা)-র সাথে একমত পোষণ করেছেন। তারা অন্যের মাধ্যমে অবহিত হওয়ার ভিত্তিতে আয়েশা (রা)-র হাদীস বর্ণনা করেছেন, সরাসরি মহানবী ﷺ থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে বর্ণনা করেননি। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের একদল তাদের সাথে একমত হয়েছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে।

١٢٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَرَامُ ابْنُ دَرَّاجٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَدَعَاهُ عُمَرُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُمَا .

১২০২। মুহাম্মাদ ইবনে আযীয আল-আইলী (র)... হারাম ইবনে দাররাজ (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) মক্কার পথে সফরকালে আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। উমার (রা) তাকে ডাকলেন এবং তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি অবশ্যই জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এই দুই রাক্‌আত পড়তে নিষেধ করতেন।

١٢٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَتَّابِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২০৩। আবদুল আযীয ইবনে মুআবিয়া ইবনে আবদুল আযীয আল-আত্তাবী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় কয়েক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন, যাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি উমার (রা), রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।


www.pathagar.com

١٢٠٣(١)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২০৩(১)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٠٣(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২০৩(২)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ رَكْعَتَيْنِ الاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

১২০৪। ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আল-কূফী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও আসর নামায ব্যতীত অন্য সব নামাযের পরে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২০৫। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

١٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مِصْدَعٌ اَبُوْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ وَبَيْنِىْ

www.pathagar.com

وَبَيْنَهَا سِتْرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّىْ صَلٰوةً اِلاَّ تَبِعَهَا رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فَاِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا .

১২০৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... মিসদা' আবু ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার ও তার মাঝে মাত্র একটি পর্দা ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোন ওয়াক্তের (ফরয) নামাযই পড়তেন তার সাথে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন, তবে ফজর ও আসর নামায ব্যতীত। তিনি ঐ দুই নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত পড়ে নিতেন।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ اَوْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২০৭। ইবনে মারযূক (র)... মুআয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসরের পর কিংবা ফজরের পর তাওয়াফ করলেন এবং (তাওয়াফের) নামায পড়েননি। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২০৮। আবু বাকরা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষেধ করেছেন, যেমনটা মুআয ইবনে আফরা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٨(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২০৮(১)। ইবনে খুযায়মা (র)... আবু সাঈদ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢٠٨(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ.

www.pathagar.com

১২০৮(২)। ইবনে মারযূক (র)... আবু সাঈদ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٠٨(٣)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২০৮(৩)। ফাহ্‌দ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٠٨(٤)- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَرْقِيُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২০৮(৪)। আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-বারকী (র)... ইবনে উমার (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ ثَنَا حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ قَالَ خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلٰوةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১২০৯। আবু বাকরা (র)... হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, হে লোকজন! তোমরা এমন এক নামায পড়ছো, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, কিন্তু তাঁকে তা পড়তে দেখিনি। তিনি আমাদেরকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আসরের পর দুই রাক্‌আত।

١٢١٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২১০। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আসরের নামায পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে। তাঁর সাহাবীগণও এর উপর আমল করেছেন। সুতরাং এর বিরোধিতা করা কারো উচিৎ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

١٢١١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ رَاٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১২১১। ইউনুস (র):... আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আসরের পর নামায পড়ার কারণে মুনকাদির (র)-কে প্রহার করতে দেখেছেন।

١٢١١(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ .

১২১১(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢١٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الصَّلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاَنَا اَكْرَهُ مَا كَرِهَ عُمَرُ .

১২১২। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আসরের পর নামায পড়া অপছন্দ করতেন। আর উমার (রা) যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি।

١٢١٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২১২(১)। আবু বাকরা (র)... সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ اِذَا رَاٰهُ (يَرَاهُ) يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ .

www.pathagar.com

১২১৩। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি কোন লোককে আসরের নামাযের পর নামায পড়তে দেখলে তাকে প্রহার করতেন, যতক্ষণ না সে নামায থেকে বিরত হতো।

١٢١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ اِذَا رَاٰهُ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১২১৪। ইবনে মারযূক (র)... আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে আসরের নামাযের পর অন্য নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি উমার (রা)-কে দেখেছি, তিনি কোন লোককে আসরের নামাযের পর নামায পড়তে দেখলে প্রহার করতেন।

١٢١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ بَرِيْدًا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ حَاجَةٍ لَّهُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِىْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَتْرُكُوْهَا اِلٰى غَيْرِهَا .

১২১৫। আবু বাকরা (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান ইবনে রাবীআ তার প্রয়োজনে আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট সংবাদ বাহক হিসাবে পাঠালেন। আমি তার নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন, আসরের নামাযের পর নামায পড়ে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করছি যে, তোমরা একে (আসর নামাযকে) অন্যান্য (নামাযের) সাথে ত্যাগ করো কি না।

١٢١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَاتَتْنِىْ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ فَقُمْتُ اَقْضِيْهِمَا وَجَاءَنِىْ عُمَرُ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قَالَ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ فَقُلْتُ فَاتَتْنِىْ رَكْعَتَانِ فَقُمْتُ اَقْضِيْهِمَا فَقَالَ ظَنَنْتُكَ تُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَوْ فَعَلْتَ ذَالِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ .

১২১৬। আবু বাকরা (র)... রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমার আসরের নামাযের দুই রাক্আত ছুটে গিয়েছিল। আমি তা কাযা করার জন্য দাঁড়ালাম, এমতাবস্থায় উমার (রা)

www.pathagar.com

আমার কাছে আসলেন তার সাথে একটি চাবুকও ছিলো। আমি তাকে সালাম দেয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন নামায? আমি বললাম, আমার আসরের দুই রাক্‌আত ছুটে গিয়েছিল, তা কাযা করার জন্য দাঁড়িয়েছি। তিনি বললেন, আমি ধারণা করেছিলাম, তুমি আসরের নামাযের পর নামায পড়ছো। তুমি যদি তাই করতে তবে আমি তোমার প্রতি কঠোর আচরণ করতাম।

١٢١٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২১৬(১)। ইবনে মারযূক (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে রাফে' (র) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢١٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَمَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ اَضْرِبَ مَنْ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بِالدُّرَّةِ .

১২১৭। ফাহ্‌দ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আসরের নামাযের পর কেউ দুই রাক্‌আত নামায পড়লে আমি যেন তাকে বেত্রাঘাত করি।

١٢١٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِنْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا سَعْدُ (سَعِيْدُ) بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْاَشْتَرِ قَالَ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

১২১৮। আল-হাসান ইবনুল হাকাম আল-জীযী (র)... আল-আশতার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) লোকজনকে আসর নামাযের পর নামায পড়ার কারণে প্রহার করতেন।

١٢١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ

www.pathagar.com

وَقَالَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ الاٰيَةُ .

১২১৯। ইবনে মারযূক (র)... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে আসর নামাযের পর নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে নিষেধ করে বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার থাকে না" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৩৬)।

**পর্যালোচনা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সকল সাহাবী এ দুই রাক্আত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটতম যুগেই উমার (রা) সাহাবীদের উপস্থিতিতে এ দুই রাক্আত নামাযের কারণে প্রহার করতেন। অথচ কেউই তার কার্যক্রমের প্রতিবাদ করতেন না। যদি কেউ প্রশ্ন করে, উম্মে সালামা (রা) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই রাক্আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি আবার সেই নামায পড়েছেন যা যুহরের (ফরয) নামাযের পর পড়তে পারেননি। আমিও তাই বলি। যদি কেউ তা যুহরের নামাযের পর পড়তে না পারে তবে তা আসরের নামাযের পর পড়বে। কিন্তু আসরের নামাযের পর কেউ এই দুই রাক্আত ব্যতীত অন্য প্রকারের নফল নামায পড়বে না। তাহাবী (র) বলেন, জবাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই রাক্আত সুন্নাত নামাযের কাযা পড়ে থাকলেও তিনি অন্য কাউকে এর কাযা করতে নিষেধ করেছেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস।

١٢٢٠- اِنَّ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِيْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلٰوةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِيْ عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهَا اَلاٰنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَقْضِيْهِمَا اِذَا فَاتَتَا قَالَ لاَ .

১২২০। আলী ইবনে শাইবা (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি (এখন) যে নামায পড়লেন তা তো আর কখনো পড়েননি? তিনি বললেন, আমার নিকট কিছু সম্পদ এসেছিলো যা আমাকে দুই রাক্আত নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে যে দুই রাক্আত নামায আমি যোহরের (ফরয) নামাযের পর পড়তাম, তা এখন পড়ে নিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ দুই রাক্আত নামায ছুটে গেলে কি আমরা তার কাযা করবো? তিনি বললেন ঃ না।

www.pathagar.com

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোন লোককে এই দুই রাক্‌আত নামায আসরের পর কাযা করতে নিষেধ করেছেন যা সে যোহরের পর পড়তো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দুই রাক্‌আত নামায কারো ছুটে গেলে তার বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান থেকে ভিন্নতর। সুতরাং কারো জন্য আসরের (ফরয) নামাযের পর এ দুই রাক্‌আত পড়া সংগত নয়। আর মূলতই আসরের পর কোন নফল নামায পড়া সংগত নয়।

আর যুক্তিও এমনটিই চায়। সেটা এজন্য যে, যোহরের পরবর্তী দুই রাক্‌আত নামায ফরয নয়। যদি এ দুই রাক্‌আত নামায ছুটে যায় এবং আসরের নামায পড়ে ফেলে তাহলে আসরের পর এ দুই রাক্‌আত পড়লে নামাযী এমন সময় নফল নামায পড়লো যা নফলের সময় নয়। আর এ জন্যই আমাদেরকে আসরের পর নফল নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। আর এ দুই রাকআত নামায এবং অন্যসব নফল নামাযকে আমরা সমান মনে করি। এ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٣٥- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ بِالرَّجُلَيْنِ اَيْنَ يُقِيْمُهُمَا

## ৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম দুইজন মুসল্লীসহ নামায পড়লে তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাবেন?

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমরা রুকূতে তাতবীক সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উল্লেখ করেছি যে, তিনি আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র)-কে নিয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাদের একজনকে তার ডানে এবং অপরজনকে তার বামে দাঁড় করিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা রুকূতে আমাদের হাতগুলো হাঁটুতে রাখলাম। তিনি তার হাত দিয়ে আমাদের হাতে আঘাত করে তাতবীক করে দিলেন। নামাযশেষে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই করেছেন।

আমাদের মতে বক্তব্যটি এরূপ সম্ভাবনা রাখে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমনটি করেছেন, সেটি ছিলো তাতবীক। আবার এরূপও হতে পারে যে, তা ছিলো তাতবীক অথবা এক মুক্তাদীকে নিজের ডানে ও অন্যজনকে বায়ে দাঁড় করানো। সুতরাং আমরা দেখতে চাই এ বক্তব্যগুলোর প্রমাণস্বরূপ কোন বর্ণনা আছে কিনা?

١٢٢١- فَاِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَمِّىْ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بِالْهَاجِرَةِ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَتَاَخَّرْنَا خَلْفَهُ فَاَخَذَ اَحَدَنَا بِيَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ بِشِمَالِهِ فَجَعَلَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً .

www.pathagar.com

১২২১। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচা দ্বি-প্রহরে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি নামাযে দাঁড়ালে আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের একজনকে তার ডান হাতে ধরে তার ডানে ও অন্যজনকে তার বাম হাতে ধরে তার বামে রাখলেন অর্থাৎ আমরা তার ডানে ও বামে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, তিনজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই করতেন।

এ হাদীস জানিয়ে দিচ্ছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই করতেন", এর অর্থ দু'জন লোকের একজন তার ডানপাশে ও অন্যজন তার বামপাশে ছিল এবং তাতবীক বিন্যাস করা হয়েছিল।

١٢٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَصَلّٰى بِنَا اِبْرَاهِيْمُ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَجَرَّنَا فَجَعَلَنَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا اِلَى الدَّارِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ هٰكَذَا فَصَلُّوْا وَلاَ تُصَلُّوْا كَمَا يُصَلِّيْ فُلاَنٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَلَمْ اُسَمِّ لَهُ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ قَالَ ذَاكَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَلاَ اَرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَعَلَهُ اِلاَّ لِضِيْقٍ كَانَ فِى الْمَسْجِدِ اَوْ لِعُذْرٍ رَاهُ فِيْهِ لاَ عَلٰى اَنَّ ذَالِكَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ وَذَكَرْتُهُ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ قَدْ زَعَمَ ذَالِكَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَوْنٍ الْقَائِلُ .

১২২২। আবু বিশ্‌র আর-রাক্কী (র)... ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শুআইব ইবনুল হাবহাব ইবরাহীম (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আসরের ওয়াক্ত হলো এবং ইবরাহীম (র) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। আমরা তার পিছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে তার ডানে ও বামে টেনে নিলেন। রাবী বলেন, আমরা নামায শেষ করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলে ইবরাহীম (র) বললেন, ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, এভাবে নামায পড়ো এবং অমুক যেভাবে নামায পড়ে সেভাবে পড়ো না। রাবী বলেন, আমি বিষয়টি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের নিকট ইবরাহীমের নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আলকামা (র) থেকে তো তা ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা))-কে এরূপ করতে দেখেছি মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কিংবা অন্য কোন কারণে, তবে সুন্নাত হিসেবে নয়। রাবী বলেন, আমি তা শা'বীর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এর বর্ণনাকারী আলকামা ইবনে আওন (র)।

এ হাদীসে বিষয়টিকে ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে শা'বী ও ইবনে সীরীন (র) আলকামা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেননি।

www.pathagar.com

এও হতে পারে যে, আলকামা (র) শা'বী ও ইবনে সীরীন (র)-এর নিকট তা উল্লেখ করেননি যে, ইবনে মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন, অতঃপর আসওয়াদ (র) নবী ﷺ সূত্রে তা তার পুত্রের নিকট বর্ণনা করেছেন। যাই হোক এটা তা নিম্নে বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেলো।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَزْرَةَ الْمَدِيْنِىِّ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ جَابِرٌ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَنِىْ بِيَدِهِ فَاَدَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَجَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَّسَارِهِ فَدَفَعَنَا بِيَدِهِ جَمِيْعًا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ .

১২২৩। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... উবাদা ইবনুল ওলীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলাম, তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তাই আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে এনে আমাকে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর জাবের ইবনে সাখর (রা) এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন।

١٢٢٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১২২৪। ইউনুস (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নানী মুলাইকা (রা) তার এখানে আহার করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াত করলেন। তিনি তা থেকে আহার করলেন, অতঃপর বললেন ঃ দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে নামায পড়বো। আনাস (রা) বলেন, আমি আমাদের একটি চাটাই-এর জন্য দাঁড়ালাম যা দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে কালো হয়ে গিয়েছিল, আমি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন, আমি এবং এক ইয়াতীম তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা নানী। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, তারপর চলে গেলেন।

www.pathagar.com

## পর্যালোচনা

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে, নিশ্চয় নবী ﷺ -এর পরবর্তীতে ইবনে মাসউদ (রা)-এর আমল যা আমরা বর্ণনা করলাম তা প্রমাণ করে যে, এ আমল (ইমামের সামনে দাঁড়ানো) রহিতকারী। জবাবে তাকে বলা হবে, ইবনে মাসউদ (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরাপর সাহাবী থেকেও এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর জাবির ও আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত মোতাবেক আমল করেছেন। যদি নবী ﷺ-এর পরবর্তীতে ইবনে মাসউদ (রা)-এর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা আপনাদের দৃষ্টিতে রহিতকারী দলীল হয়, তাহলে ইবনে মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্যদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তাও তো আপনার প্রতিপক্ষের অনুকূলে দলীল হতে পারে। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা) ব্যতীত অপরাপর সাহাবীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে আছে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

١٢٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ بِالْهَاجِرَةِ اِلَى عُمَرَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَخَلَّفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ يَرْفَأُ فَتَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَهُوَ خَلْفَهُ .

১২২৫। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দ্বিপ্রহরে উমার (রা)-এর নিকট এসে তাকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। আমি তার বামপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে তার ডানপাশে নিয়ে এলেন। অতঃপর ইয়ারফা আসলে আমি পিছিয়ে গেলাম এবং আমি ও সে তার পিছনে নামায পড়লাম।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُتْبَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ اَحَدٌ اِلاَّ الْمُؤَذِّنُ وَرَجُلٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهُمَا عُمَرُ خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِهِمَا .

১২২৬। বাক্‌র ইবনে ইদরীস (র)... ইবনে উতবা (র) বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে গেলো, তখন মসজিদে মুয়াযযিন, অন্য এক ব্যক্তি ও উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ব্যতীত কেউ ছিলো না। উমার (রা) তাদেরকে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে তাদের নিয়ে নামায পড়লেন।

অতঃপর আমরা যুক্তিগত দিক থেকে এর হুকুম খুঁজলে মূলনীতি দেখতে পাই যে, ইমাম একজনকে নিয়ে নামায পড়লে তাকে তার ডান পাশে দাঁড় করান। এ বিষয়ে আনাস (রা)-এর হাদীসে এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

١٢٢٧- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخْلَفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

১২২৭। বাক্‌র ইবনে ইদরীস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম, তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর পিছন দিক থেকে নিয়ে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন।

ইমামের সাথে এ হচ্ছে এক মোক্তাদীর অবস্থান। তিনি তিনজনকে নিয়ে নামায পড়লে তাদেরকে তাঁর পিছনেই দাঁড় করাবেন। এক্ষেত্রে আলেমদের মতপার্থক্য দু'জনকে নিয়ে। তাদের অনেকে বলেছেন, (ইমাম) একজন মোক্তাদীর স্থানেই দু'জনকে দাঁড় করাবেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি যেখানে তিনজনকে দাঁড় করাবেন সেখানেই দু'জনকে দাঁড় করাবেন। অতএব আমরা চিন্তা করে বুঝতে চাই, এক্ষেত্রে দু'জনের হুকুম তিনজনের হুকুমের অনুরূপ নাকি একজনের হুকুমের অনুরূপ? আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে হচ্ছে জামায়াত।

١٢٢٨- حَدَّثَنَا بِذَالِكَ اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذَالِكَ .

১২২৮। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনকে জামায়াত হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং দু'জনের হুকুম দুই-এর অধিক লোকের হুকুমের অনুরূপ, দুই-এর চেয়ে কম সংখ্যক লোকের হুকুমের অনুরূপ নয়।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ বৈপিত্রেয় এক ভাই কিংবা বোনের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ (মীরাছ) নির্ধারণ করেছেন। আবার অনেকজনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন, অনুরূপভাবে দু'জনের জন্যও। আবার বৈমাত্রেয় এক বোনের জন্য অর্ধেক এবং দু'জনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ মীরাছ নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, তিনজনের জন্যও দুই-তৃতীয়াংশ।

আলেমগণ এ বিষয়েও একমত যে, এক কন্যার জন্য অর্ধেক এবং একাধিক কন্যার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ (মীরাছ) রয়েছে। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, দুই কন্যার জন্যও অনুরূপ অংশ (দুই-তৃতীয়াংশ) রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা)-ও তাদের মতাবলম্বী। অনুরূপভাবে যুক্তির নিরিখেও বুঝা যায় যে, ভাই-এর কাছ থেকে এক বোনের মীরাছ পাওয়ার অনুরূপই

www.pathagar.com

পিতা থেকে এক কন্যার মিরাছ পাওয়ার হুকুম। একইভাবে দুই কন্যার তাদের পিতা থেকে মীরাছ পাওয়ার বিষয়টিও দুই বোন তাদের ভাই থেকে মীরাছ পাওয়ার অনুরূপ।

সুতরাং আমরা যে বিষয় বর্ণনা করলাম সেক্ষেত্রে দুইজনের হুকুম বহুজনের হুকুমের অনুরূপই, একজনের হুকুমের অনুরূপ নয়। অতএব এখানে যুক্তি হচ্ছে, ইমামের সাথে নামাযের সময় দুইজন মোক্তাদী বহুজনের স্থানেই দাঁড়াবে, একজনের স্থানে নয়। এর মাধ্যমে জাবের ও আনাস (রা)-এর বর্ণনা এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমল সাব্যস্ত হলো। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর বক্তব্য। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, ইমামের স্বাধীনতা আছে, তিনি ইচ্ছা করলে ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস মোতাবেক আমল করতে পারেন, আবার আনাস ও জাবের (রা)-এর হাদীস মোতাবেকও আমল করতে পারেন। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর বক্তব্য এক্ষেত্রে অধিক পছন্দনীয়।

## ٣٦-بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ كَيْفَ هِيَ

### ৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভয়কালীন নামায (সালাতুল খাওফ) কিরূপ?

١٢٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الضَّرِيْرُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ اَرْبَعًا فِى الْحَضَرِ وَرَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ وَرَكْعَةً فِى الْخَوْفِ .

১২২৯। ইবনে আবু ইমরান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ -এর জবানীতে আবাসে চার রাক্আত, ভ্রমণরত অবস্থায় দুই রাক্আত এবং ভয়কালে এক রাক্আত নামায ফরয করেছেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ হাদীসের মতামত অনুসরণ করেছেন এবং একে 'সালাতুল খাওফ' অর্থাৎ ভয়কালীন নামায এক রাক্আত হওয়ার দলীল হিসাবে গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ .

www.pathagar.com

"আর তুমি যখন তাদের সাথে নামায কায়েম করবে তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র অবস্থায় থাকে। তাদের সিজদা করা সম্পন্ন হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান নেয়। আর অপর দল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা এসে যেন তোমার সাথে নামাযে শরীক হয়" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০২)।

মহান আল্লাহ্ ভয়কালীন নামায ফরয করেছেন এবং আল্লাহ্র কিতাবে ফরয হওয়ার দলীল এরূপই। আর ইমামের সাথে প্রথম রাক্আত সম্পন্ন হওয়ার পর একদল লোকের জন্য নামায নির্ধারণ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ভয়কালীন দুই রাক্আত নামায পড়বেন। এ বক্তব্য বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। আর এমন কোন হাদীস গ্রহণ করা বৈধ নয়, যা কিতাবুল্লাহ্র দলীলের বিপরীত। অতঃপর অন্যারা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা সম্বলিত হাদীস পেশ করেছেন।

١٢٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِيْ قَرَدٍ صَلٰوةَ الْخَوْفِ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَرَجَعَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ .

১২৩০। আলী ইবনে শাইবা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যী কারাদ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয়কালীন নামায পড়েছেন। তাঁর ও কিবলার মাঝখানে মুশরিক বাহিনী অবস্থান করছিল। তিনি তাঁর পিছনে এক কাতার দাঁড় করালেন এবং অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখী। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্আত নামায পড়লে তারা ঐ সকল লোকের স্থলে ফিরে গেলেন এবং তিনি ওদের নিয়ে আর এক রাক্আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায হলো দুই রাক্আত এবং প্রত্যেক দলের হলো এক রাক্আত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এই উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহই ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। আর এটা তো অসম্ভব যে, ইমামের উপর এক রাক্আত নামায ফরয হবে আর তিনি অন্যদের নিয়ে তাশাহুহুদের জন্য না বসে এবং সালাম না ফিরিয়ে সেই নামায পড়বেন।

যেহেতু ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু উভয়টিই পরিত্যাজ্য। আর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণের সুযোগ কারো জন্য নেই। কারণ তার প্রতিপক্ষ তার বিপক্ষে উবাইদুল্লাহর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করবে।

www.pathagar.com

যদি তারা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকেও আমাদের বর্ণনার অনুকূল বর্ণনা এসেছে। এক্ষেত্রে তারা নিম্নে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন।

١٢٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ وَدِيْعَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَقَالَ ايْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَصَفَّ صَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

১২৩১। আলী ইবনে শাইবা (র)... আল-কাসেম ইবনে হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে ওয়াদীয়া (র)-এর নিকট এসে তাকে ভয়কালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমি তার সাক্ষাতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধে সালাতুল খাওফ পড়লেন। তিনি একদলকে তার পিছনে কাতারবন্দী করলেন এবং অপর দল শত্রুর মুখোমুখী থাকলো। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামাযশেষ করলে তারা ওদের অবস্থানে চলে গেলো এবং ওরা তাদের স্থানে চলে এলো। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَدِيْعَةَ وَزَادَ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً .

১২৩২। আবু বাকরা (র)... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদিয়া (র) তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, নবী ﷺ-এর হলো দুই রাক্‌আত, আর প্রত্যেক দলের হলো এক রাক্‌আত করে।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ اَيُّكُمْ شَهِدَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَقَالَ اَنَا ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ زَيْدٌ سَوَاءً .

www.pathagar.com

১২৩৩। আলী ইবনে শাইবা (র)... ছা'লাবা ইবনে যাহদাম আল-হানযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর সাথে তাবারিস্তানে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন নামাযে উপস্থিত ছিল? হুযায়ফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমি। অতঃপর তিনি (রাবী) হুবহু যায়েদ (রা)-এর (১২৩১ নং হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٣(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ دِمَاثٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৩৩(১)। ইবনে মারযূক (র)... মুহাম্মাদ ইবনে দিমাছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামাযে উপস্থিত ছিল? অতঃপর তিনি (রাবী) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٣٣(٢)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৩৩(২)। আবূ বাকরা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করেছি। অতঃপর তিনি (রাবী) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

١٢٣٣(٣)- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَفْصٍ الْفَلَّاسُ (الْغَلَّاسُ) قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِأَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৩৩(৩)। আবূ হাযেম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়েছেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্তে হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

জবাবে তাদেরকে বলা হবে, এ বর্ণনা মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনার অনুকূল নয়; কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ (র)-এর বর্ণনার অনুকূল। আর আমাদের দলীল অত্র অনুচ্ছেদের শুরুতে পেশ করেছি। কেননা নবী ﷺ-এর উপর ঐ নামায এক রাক্আত ফরয হবে, আর তিনি দুই রাক্আতের মাঝে সালাম না ফিরিয়ে অন্যদের নিয়ে নামায পড়বেন এটা অসম্ভব।

সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইমামের উপর ভয়কালীন নামায দুই রাক্আত ফরয। অতঃপর এ সকল হাদীসে উল্লেখ নাই যে, মোক্তাদীগণ নামায পূর্ণ করবে কিনা। তাই এ সম্ভাবনা আছে যে, তারা নামায পূর্ণ করেছেন। যুক্তির আলোকে এটা অপরিহার্য যে, তারা এক রাক্আত এক রাক্আত করে পূর্ণ করেছেন। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, নিরাপদ অবস্থায় ইমাম ও মোক্তাদীর ফরয নামায একই রকম। অনুরূপভাবে মুসাফির অবস্থায় ফরয নামাযও উভয়ের জন্য সমান। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, মোক্তাদীর উপর এক রাক্আত নামায ফরয হবে, আর সে এমন লোকের নামাযে প্রবেশ করবে যার উপর দুই রাক্আত নামায ফরয, অথচ তার উপর তা ওয়াজিব হবে না।

তুমি কি দেখছো যে, মুসাফির মুকিমের নামাযে প্রবেশ করলে তাঁকে চার রাক্আতই পড়তে হয়। সুতরাং ইমামের উপর যা ওয়াজিব মোক্তাদীর উপরও তা ওয়াজিব। ইমামের ফরয বেশী হওয়ার কারণে তার ফরয বেড়ে যায়। কখনো মোক্তাদীর উপর এমন বিষয় অর্পিত হয়, যা ইমামের উপর ওয়াজিব নয়। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, মুকিম মুসাফিরের পিছনে প্রথমে মুসাফিরের নামায পড়ে, অতঃপর মুকিমের নামায পূর্ণ করার জন্য সে দাঁড়িয়ে যায়। অতএব মোক্তাদীর উপর কখনো এমন বিষয় ওয়াজিব হয়, যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব নয়। তবে ইমামের উপর এমন কিছু ওয়াজিব হয় না, যা তার উপর ওয়াজিব নয়। যেহেতু আমরা যা বর্ণনা করলাম এর মাধ্যমে ইমামের উপর দুই রাক্আত ওয়াজিব প্রমাণিত হলো, সেহেতু এর মাধ্যমে মোক্তাদীর উপরও দুই রাক্আত ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হলো। আর হুযায়ফা (রা)-এর কাছ থেকে তাঁর এমন বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা তার হাদীস এবং যায়েদ, জাবের ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে যে ব্যাখ্যা পেয়েছি তা হচ্ছে, তারা এক এক রাক্আত করে নামায পূর্ণ করেছেন।

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلوٰةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَانِ وَاَرْبَعُ سَجَدَاتٍ .

১২৩৪। আবু বাকরা (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়কালীন নামায দুই রাক্আত, চার সিজদা সহযোগে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযের ক্ষেত্রেও এমনটিই করেছিলেন (এক রাক্আত স্বতন্ত্রভাবে পড়েছেন), পূর্ববর্তী হাদীসগুলোতে যেরূপ বর্ণনা এসেছে। অতঃপর আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো, এর সমর্থনে হাদীস পাওয়া যায় কিনা।

www.pathagar.com

١٢٣٥- فَاذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ رَكْعَةً وَكَانَ طَائِفَةٌ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً سَلَّمَ فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ حَتّٰى انْتَهَوْا اِلٰى اِخْوَانِهِمْ ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ فَرِيْقٍ فَصَلُّوْا رَكْعَةً .

১২৩৫। আবু বাকরা (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়েছেন। তিনি তাদের একদলকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন, আর অন্যদল ছিলো শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায়। তিনি এদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারা তাদের পিছনে ফিরে গিয়ে তাদের ভাইদের সাথে মিলিত হলেন, অতঃপর অন্যদল আসলে তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। অতঃপর প্রত্যেক দল দাঁড়িয়ে এক রাক্‌আত করে নামায পড়লো।

এ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নামায পূর্ণ করেছেন। আমরা যা বর্ণনা করেছি যে, এরূপ সম্ভাবনা প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতেও আছে, তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। বর্ণনাকারীর উক্তি, "অতঃপর তিনি প্রথম রাক্‌আত শেষে সালাম ফিরালেন", এ থেকে নামায ভঙ্গ করার সালাম উদ্দেশ্য নয়, বরং মোক্তাদীদেরকে নামায ভঙ্গের স্থান জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهٖ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ وَكُلُّهُمْ فِيْ صَلٰوةٍ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَةً .

১২৩৬। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধে ভয়কালীন নামায পড়েছেন। তিনি তাঁর পিছনে এক কাতার দাঁড় করিয়েছেন, আর শত্রুর মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছেন এক কাতার। তারা সবাই নামাযে ছিলেন। তিনি এদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন, তারপর এরা ওদের দাঁড়ানোর স্থানে চলে গেলে ওরা এদের স্থানে আসলেন। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা আরো এক রাক্‌আত করে নামায পড়লেন। এরপর এরা ওদের স্থানে চলে গেলে ওরা এদের স্থানে এসে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন।

www.pathagar.com

١٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْقَيْسِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ ثَنَا خُصَيْفُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِىْ حَرَّةِ بَنِىْ سُلَيْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَكُلُّهُمْ فِىْ صَلٰوةٍ زَادَ وَكَانُوْا فِىْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১২৩৭। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু সুলায়েম গোত্রের কংকরময় যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কালীন নামায পড়লেন ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেননি, "তাদের সবাই নামাযে ছিলো"। "আর তারা কিবলার বিপরীত দিকে ছিলেন" একথা বাড়িয়ে বলেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এক রাক্‌আত করে নামায সম্পন্ন করেছেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সবাই নামাযে প্রবেশ করেছিলেন। আমরা যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভয়কালীন নামায দুই রাক্‌আত। তবে ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা সবাই একসাথে নামাযে প্রবেশ করেছেন। অতএব আমরা দেখতে চাই, অর্থগত দিক থেকে এ হাদীসের বিপক্ষে কোন বর্ণনা আছে কিনা। এক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখতে পাই।

١٢٣٨- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوْا فَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَيَتَاَخَّرُوْنَ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْاِمَامُ وَقَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَتَقُوْمُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ اَنْ يَّنْصَرِفَ الْاِمَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ لَا اَرٰى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلَّا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১২৩৮। ইউনুস (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে ভয়কালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইমাম ও একদল লোক এগিয়ে যাবে এবং তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়বেন। তাদের একদল লোক ইমাম ও শত্রুবাহিনীর মাঝামাঝি অবস্থান করবে, তারা তখন নামায পড়বে না। অতঃপর যারা নামায পড়েনি তারা এগিয়ে আসবে, আর অন্যরা পিছিয়ে যাবে। ইমাম এদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়বেন। এরপর ইমাম চলে যাবেন। কারণ তিনি দুই রাক্‌আত নামায পূর্ণ করেছেন।

www.pathagar.com

অতঃপর উভয় দল স্বতন্ত্রভাবে এক রাক্‌আত করে নামায পড়বে ইমাম চলে যাওয়ার পর। এমতাবস্থায় প্রত্যেক দলের দুই রাক্‌আত করে নামায হবে। নাফে' (র) বলেন, আমি মনে করি যে, ইবনে উমার (রা) নবী ﷺ-এর বরাতেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ার পর দ্বিতীয় দল নামাযে প্রবেশ করেছে। এর অনুকূলে সাক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوْ فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ .

"আর অপর দল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা এসে যেন তোমার সাথে নামাযে শরীক হয়" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০২)।

আমরা যা বর্ণনা করলাম এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম প্রথম রাক্‌আত শেষ করলে দ্বিতীয় দল নামাযে প্রবেশ করবে। এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ এবং মূলতই তা মারফূ'। যদিও নাফে' (র) এ বিষয়ে মালেকের বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করেছেন। এভাবেই তার কাছ থেকে তার শীর্ষস্থানীয় ছাত্রগণ বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلاَءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلاَءِ وَجَاءَ هٰؤُلاَءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلاَءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

১২৩৯। আলী ইবনে শাইবা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধাভিযানে ভয়কালীন নামায পড়লেন। তাদের একদল লোক তার সাথে দাঁড়ালো এবং অন্য দল তাঁর ও শত্রুদের মাঝে অবস্থান নিলো। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। তারপর তারা ওদের স্থানে চলে গেলো এবং তারা এদের স্থানে চলে এলো। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে এক রাক্‌আত করে নামায আদায় করলো।

١٢٣٩(١)- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْخَيَّاطُ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ مَرْفُوْعًا .

১২৩৯(১)। ফাহ্‌দ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে উমার (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা এসেছে। সালেমও তার পিতা থেকে মারফূ' হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

١٢٣٩(٢)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلاَّهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ

১২৩৯(২)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এভাবেই উক্ত নামায পড়েছেন।

١٢٣٩(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَتَهُ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ :

১২৩৯(৩)। আবু মুহাম্মাদ ফাহ্‌দ ইবনে সুলায়মান (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নাজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধ করেছি। আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি... অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অন্যরা এ বিষয়ে যে মাযহাব অবলম্বন করেছেন সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখযোগ্য।

١٢٤٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

১২৪০। ইউনুস (র)... সালেহ ইবনে খাওওয়াত (র) থেকে এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাতুর-রিকা' যুদ্ধে ভয়কালীন নামায পড়েছেন। একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাতারবন্দী হলেন, অন্যদল শত্রুর সম্মুখে অবস্থান করলেন। যারা তাঁর সাথে ছিলেন তিনি তাদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজেদের নামায পূর্ণ করলেন। অতঃপর তারা শত্রুর সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন এবং অন্যদল আসলে তিনি তাদের নিয়ে তাঁর বাকী এক রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিনি বসে থাকলেন এবং তারা তাদের নামায পূর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

www.pathagar.com

١٢٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ فِىْ ذِكْرِ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَالَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُوْنَ .

১২৪১। ইউনুস (র)... সাহ্ল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। ভয়কালীন নামায... অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেননি। তিনি শেষ রাক্‌আতের বর্ণনায় আরো বলেছেন, তিনি তাদের নিয়ে রুকূ ও সিজদা করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের অবশিষ্ট এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন।

١٢٤١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১২৪১(১)। আবু বাকরা (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি তার নিজস্ব সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

জবাবে তাদেরকে বলা হবে, নিশ্চয় অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে তারা মোক্তাদী হিসাবে নামায পড়েছেন, যা সালেহ ইবনে খাওওয়াত (র) থেকে বর্ণিত ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র)-এর হাদীসে বিদ্যমান। সালেহ ইবনে খাওওয়াত (র) থেকে আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তার পিতার সূত্রে বর্ণিত শো'বা (র)-এর হাদীসে আমরা এর বিপরীত বর্ণনা উল্লেখ করেছি। ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, প্রথম রাক্‌আত পড়ার পরেও তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর তারা তাদের নামায পূর্ণ করলেন।

এরপর তারা নামাযশেষে ফিরে এলেন। এরপর অন্যদল আসলেন। সালেহ ইবনে খাওওয়াত থেকে আবদুর রহমান কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত শো'বা (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতঃপর এ দলটি ঐ দলের স্থানে চলে গেলো। তবে তিনি উল্লেখ করেননি যে, তারা চলে যাওয়ার পূর্বে বাকি নামায পড়েছেন কিনা।

আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বিরোধিতা করেছেন। যদি সনদের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করা হয় তবে তো আবদুর রহমান... সাহ্ল ইবনে হাছমা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ ইয়াযীদ ইবনে রূমান সূত্রে সালেহ কর্তৃক যার থেকে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে উত্তম। যদি উভয়টি সমান হয় তবে তো বিপরীতমুখী হয়ে গেলো। আর

www.pathagar.com

বিপরীতমুখী হয়ে গেলে তো বিবদমান দুই দলের কারো জন্য কোন দলীল থাকলো না। কারণ এক পক্ষের জন্য যেমন অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে দলীল আছে, তেমনি অন্যদের জন্যও তাদের বিপক্ষে দলীল আছে।

হয়ত কেউ বলতে পারেন, নিশ্চয় ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র)... সাহ্‌ল (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র)-এর বর্ণনার অনুকূল। আর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) ধারণক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তিতে আবদুর রহমান ইবনুল কাসেমের চেয়ে দুর্বল। জবাবে তাকে বলা হবে, আপনি যেমনটা উল্লেখ করলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ তেমনই। কিন্তু তিনি হাদীসটি নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূরূপে বর্ণনা করেননি, তিনি সাহ্‌ল (র) পর্যন্ত মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এমন হতে পারে যে, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (র) সালেহ (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা বিশেষত নবী ﷺ থেকে সাহ্‌ল-এর বর্ণনার অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেছেন, যা অবশিষ্ট আছে তা হলো তার (সাহ্‌ল ইবনে আবু হাছমা-এর) নিজস্ব অভিমত। তাই এটা তার অভিমত হিসাবে গণ্য হবে, নবী ﷺ -এর কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হবে না। তাই ইয়াহ্‌ইয়া (র) তা নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ সনদে বর্ণনা করেননি। আমরা যা বর্ণনা করেছি তা যেহেতু এরূপ সম্ভাবনা রাখে সেহেতু এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণের ব্যাপারটি বাদ পড়ে গেলো।

মানবীয় যুক্তিও তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ আমরা নামাযে এমন কোন অনুষ্ঠান পাইনি যা ইমামের পূর্বে মুক্তাদী আদায় করতে পারে। বরং মুক্তাদী সবকিছু ইমামের সাথে কিংবা ইমামের পরে করে থাকেন। সুতরাং জানা প্রয়োজন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য আছে আর কোন বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। তারা হয়ত বলতে পারেন, আমরা দেখতে পাই যে, এ নামাযে কিবলা থেকে ভিন্ন দিকে মুখ ফিরানো বৈধ, কিন্তু অন্য কোন নামাযে নয়। অতএব ইমামের পূর্বে মোক্তাদী নামায থেকে অবসর নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না যেমনিভাবে এটাকে এ নামাযে বৈধ করা হয়েছে, অন্য নামাযে নয়।

জবাবে তাকে বলা যায়, আমরা দেখতে পাই যে, ওজরের কারণে কিবলা থেকে ভিন্ন দিকে মুখ করে এ নামায পড়া বৈধ করা হয়েছে, একইভাবে তা অন্য নামাযেও বৈধ করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আপদগ্রস্ত ব্যক্তির নামাযের ওয়াক্ত হলে সে কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে থাকলেও সেই অবস্থায় নামায পড়ে নিবে। যেহেতু শত্রুর কারণে কিবলা ছাড়া ভিন্নদিকে নামায পড়া যায় এবং এ কারণে নামায নষ্ট হয় না, সেহেতু নামাযের একাংশ কিবলার ভিন্ন দিকে পড়লে স্পষ্টতই তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

যেহেতু আমরা ওজরের কারণে কিবলা ভিন্ন অন্যদিকে নামায পড়া বৈধ হওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মত একটি মূলনীতি পাচ্ছি, সেহেতু ওজরের কারণে কিবলা বিমুখ হওয়ার বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে আমরা এর উপর আত্ফ (সংযুক্ত) করতে পারি। যেহেতু ইমাম নামায থেকে অবসর নেয়ার পূর্বে মোক্তাদীর অবসর নেয়ার বিষয়ে সর্বসম্মত কোন মূলনীতি আমরা

www.pathagar.com

পাইনি, যার মাধ্যমে দলীল নেয়া যায় এবং যার উপর আমরা মাসআলাটিকে আত্ফ করতে পারি, সেহেতু আমরা এর উপর আমল বাতিল করে দিচ্ছি এবং অন্যান্য হাদীসের দিকে ফিরে যাচ্ছি, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, যার সাথে মোতাওয়াতির বর্ণনা এবং ইজমার প্রমাণ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ সকল বক্তব্যের বিপরীত বর্ণনা এসেছে।

١٢٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَسَدِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْوَانُ مَتٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلُوا الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلُوا الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلُوا الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً اُخْرٰى فَرَكَعُوْا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرَى الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَّعَهُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

১২৪২। আলী ইবনে শাইবা (র)... মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মারওয়ান বললেন, কখন? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধের বছর। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে একদল লোক দাঁড়ালেন এবং অন্যদল শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান করলেন, তাদের পিঠ ছিলো কিবলার দিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন এবং তারা সবাই তাঁর সাথে

www.pathagar.com

তাকবীর বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রুকূ করলেন এবং তাঁর পিছনের দলটিও তাঁর সাথে একটি রুকূ করলেন। অতঃপর তিনি সিজদা দিলেন, তাঁর পিছনের দলটিও সিজদা করলেন। অন্যরা শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথের দলটিও দাঁড়ালেন। এরপর তারা শত্রুর সামনে গিয়ে অবস্থান নিলেন, আর শত্রুর সামনে মোকাবিলারত দলটি এসে রুকূ-সিজদা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তারা দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো একটি রুকূ করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকূ করলেন। তিনি সিজদা করলেন তারাও সিজদা করলেন। আর যে দলটি শত্রুর মোকাবিলায় ছিলেন তারা এসে রুকূ-সিজদা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথের লোকজন বসা ছিলেন। তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাঁর সাথে সকলেই সালাম ফিরালেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায হলো দুই রাক্আত, আর দুই দলের প্রত্যেকেরও হলো দুই রাক্আত করে।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَدَّعَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ تُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوْا مَعَهُ فَلَمَّا اسْتَوَوْا قِيَامًا رَجَعَ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ وَرَاءَهُمُ الْقَهْقَرٰى فَقَامُوْا وَرَاءَ الَّذِيْنَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ ثُمَّ قَامُوْا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ اُخْرٰى فَكَانَتْ لَهُمْ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الَّذِيْنَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسُوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ بِهِمْ جَمِيْعًا .

১২৪৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয়কালীন নামায পড়লেন। তিনি লোকজনকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লেন এবং অন্যদল শত্রুর মোকাবিলায় রত থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনের লোকদের নিয়ে এক রাক্আত নামায পড়লেন, দু'টি সিজদা দিলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালে তারাও তাঁর সাথে দাঁড়ালেন। তারা দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে তাঁর পিছনেন লোকজন উল্টোপদে পিছন দিকে চলে গিয়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিতদের স্থানে দাঁড়ালেন। আর শত্রুর মোকাবিলায় যারা ছিলেন তারা এসে তাদের স্থানে

www.pathagar.com

দাঁড়ালেন। এই দলটি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে দাঁড়ালেন এবং নিজেরা এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তারা দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে আরো এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের সকলের দুই রাক্‌আত করে নামায হলো। এরপর শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থানরত লোকজন এসে স্বতন্ত্রভাবে এক রুকূ ও দুই সিজদাসহ নামায পড়লেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে বসলে তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, ইমাম এবং যে দল তাঁর সাথে এক রাক্‌আত নামায পড়েছেন তাদেরকে শত্রুর দিকে স্থানান্তরিত করেছেন। এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে এরূপ উল্লেখ নাই। আল্লাহ্‌র কিতাবে যা আছে তা এ হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ .

"তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র অবস্থায় থাকে। তাদের সিজদা করা সম্পন্ন হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান নেয়। আর অপর দল যারা নামাযে শরীক হয়নি এসে তারা যেন তোমার সাথে শরীক হয়" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০২)।

অত্র আয়াতে আবশ্যকীয় দু'টি বক্তব্য রয়েছে, যা এ হাদীসের বক্তব্য খণ্ডন করে। একটি বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা নামায পড়েনি তারা আপনার সাথে নামায পড়বে"। এটা প্রমাণ করে যে, তাদের নামাযে প্রবেশ তাদের আগমনের সময়ই হবে, এর পূর্বে নয়।

আর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায়"। অতঃপর আল্লাহ বলেছেনঃ "তারপর অন্য দলটি যারা নামায পড়েনি তারা এসে যেন আপনার সাথে নামায পড়ে"। এখানে দুই দলই ইমামের নিকট আসবে এ কথা বলা হয়েছে। এর অনুকূলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মগত হাদীসে মুতাওয়াতির বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রথমেই আমরা বর্ণনা করেছি। আর সেগুলো এ হাদীস থেকে অগ্রগণ্য।

অন্য একদল আলেম ভয়কালীন নামাযের বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মত অবলম্বন করেছেন।

١٢٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلّٰى كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ .

১২৪৪। আবূ বাকরা ও ইবনে মারযূক (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়েছেন। তিনি তাদের এক দলকে নিয়ে দুই

www.pathagar.com

রাক্আত নামায পড়েছেন, অতঃপর তারা চলে গেলে অপর দল আসলো এবং তিনি তাদের নিয়ে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়লেন চার রাক্আত, আর প্রত্যেক দল পড়লো দুই রাক্আত।

١٢٤٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৪৪(১)। আবু বাকরা (র)... আবু বাকরা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٤٤(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانٌ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৪৪(২)। ইবনে আবু দাউদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যাতুর-রিকা' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অতএব নামাযের ইকামত দেয়া হলো। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٤٤(٣)- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحَارِبَ خَصَفَةَ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا .

১২৪৪(৩)। ইবনে খুযায়মা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাসাফা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি লোকজনকে নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

একদল আলেম এ বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং তারা মনে করেন ভয়কালীন নামায এরূপই। কিন্তু আমাদের মতে এ সকল হাদীসে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ এমন হতে পারে যে, নবী ﷺ এরূপ নামায পড়েছেন, কেননা তিনি সফরে ছিলেন না যাতে তিনি কসর নামায পড়তে পারেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক দলকে নিয়ে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। অতঃপর তাদের প্রত্যেকে পরবর্তীতে দুই রাক্আত করে নামায পূর্ণ করে নিয়েছে।

অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, শত্রু যদি কোন শহরে উপস্থিত হয়, তখন ঐ শহরের লোকজন ভয়কালীন নামায পড়তে চাইলে তারা তা এভাবে পড়বে—অর্থাৎ সেই নামায যদি

www.pathagar.com

যোহর, আসর কিংবা এশা হয়। তারা বলেন, নিশ্চয় নামায পূর্ণ করার বিষয়ে (হাদীসে) কোন উল্লেখ নেই।

তাদেরকে জবাবে বলা যায়, এমনও হতে পারে যে, তারা নামায পূর্ণ করেছেন, কিন্তু হাদীসে এ বিষয়ে কোন বর্ণনা আসেনি। এরূপ অসংখ্য বর্ণনা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর তারা যদি নামায পূর্ণ না করে থাকে তবে সে বিষয়েও আমাদের কাছে কোন দলীল নেই। এরূপও হতে পারে যে, এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তখন ঘটেছে যখন ফরয নামায দুইবার পড়া যেতো। সুতরাং তা প্রত্যেক বারই ফরয হিসাবে গণ্য হবে। আর ইসলামের প্রথম যুগে এমনটি বৈধ ছিলো। অতঃপর হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا وَالنَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ فَقُلْتُ اَلاَ تُصَلِّىْ مَعَ النَّاسِ فَقَالَ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ رَحْلِىْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُصَلّٰى فَرِيْضَةٌ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .

১২৪৫। হুসাইন ইবনে নাস্‌র (র)... মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে এসে ইবনে উমার (রা)-কে বসা অবস্থায় দেখলাম, লোকজন তখন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, আপনি কি লোকজনের সাথে নামায পড়বেন না? তিনি বলেন, আমি আমার বাহনে নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ একই দিন একই ফরয নামায দুইবার পড়তে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা পূর্বেকার বৈধতার পরেই ছিলো। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ এরূপই করতেন। তারা তাদের বাড়িতে নামায পড়ে মসজিদে এসে সেই নামায যদি পেতেন তাহলে ফরয হিসাবেই পুনরায় পড়তেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার পূর্ব পর্যন্ত তারা একই দিন একই ফরয নামায দুইবার পড়তেন।

অতঃপর যে লোকই মসজিদে আসতো এবং লোকজনকে নামাযরত পেতো তাকেই তিনি সেই নামায নফল হিসাবে পড়ার নির্দেশ দিতেন। আমাদের মতে ইবনে উমার (রা) জামায়াতের সাথে নামায পরিত্যাগ করার দু'টি কারণ থাকতে পারে।

এমনও হতে পারে যে, সে নামাযটি এমন ওয়াক্তে ছিলো যা পরে নফল নামায হিসাবে পড়া যায় না, তাই ফরযের নিয়াত ব্যতীত সে নামায পড়া বৈধ হতো না। তাই তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই দিন এক ফরয দুইবার পড়তে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আমার জন্য ফরয হিসাবে এ নামায পড়া বৈধ নয়, কারণ আমি তা একবার পড়েছি। আমি তাদের নামাযে প্রবেশ করবো না। কারণ আমার জন্য এখন নফল পড়া উচিৎ নয়।

এমনও হতে পারে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে ফরয নামায পুনরায় পড়া নিষেধ হওয়ার কথাই শুনেছেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল হিসাবে তা পড়ার সুযোগ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে উমার (রা) সে কথা শুনতে পাননি। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলে নিম্নরূপ বর্ণনা পাই।

١٢٤٦- فَاذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ مُحْرِزُ بْنُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ اَسْأَلُهُ اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ جَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فَصَلَّى مَعَهُمْ اَيَّتُهُمَا صَلاَتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلاَتُهُ الاُوْلٰى .

১২৪৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... উসমান ইবনে সাঈদ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিয ইবনে আবু হুরায়রা (র) আমাকে ইবনে উমার (রা)-এর নিকট পাঠালেন তাকে একথা জিজ্ঞেস করার জন্য যে, কোন ব্যক্তি নিজ বাড়িতে যুহরের নামায পড়ে মসজিদে এসে লোকজনকে নামাযরত অবস্থায় পেয়ে তাদের সাথে নামায পড়লো। কোন্‌টি তার আসল নামায হবে? ইবনে উমার (রা) বললেন, প্রথমটিই তার নামায।

এই হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, ইবনে উমার (রা) দ্বিতীয় নামাযকে নফল মনে করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (র)-এর হাদীসে বর্ণিত তার নামায পরিত্যাগ এজন্য ছিলো যে, সেটা এমন নামায ছিলো যারপর নফল নামায পড়া বৈধ ছিলো না। আর আবু বাকরা ও জাবের (রা)-এর হাদীস যা আমরা বর্ণনা করেছি তা ছিলো প্রথম হুকুম, যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি—যে ব্যক্তি ফরয নামায পড়ে ফেলে তার জন্য সে নামায পুনরায় পড়া বৈধ, যা ফরয হিসাবে গণ্য হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দলকে নিয়ে একই নামায দুইবার পড়েছেন। হুকুম বাকী থাকা অবস্থায় এটা বৈধ ছিল। কিন্তু হুকুম রহিত হওয়ার পর একই ফরয নামায দুইবার পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সে অর্থ বাদ হয়ে গেছে যেখানে বলা আছে যে, তিনি প্রত্যেক দলকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। আর এর আমলও বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং আবু বাকরা ও জাবের (রা)-এর হাদীসে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ হাদীস দু'টিতে এরূপ সম্ভাবনাই রয়েছে, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَامِرٍ الاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَيْمَنَ الْمُعَافِرِىِّ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْعَوَالِىْ يُصَلُّوْنَ فِىْ مَنَازِلِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعِيْدُوا الصَّلٰوةَ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قَالَ عَمْرٌو قَدْ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ صَدَقَ .

www.pathagar.com

১২৪৭। আবু বাকরা (র)... খালেদ ইবনে আইমান আল-মুয়াফিরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওয়ালী (মদীনার উঁচু এলাকার) লোকেরা তাদের বাড়িতে নামায পড়তো এবং নবী ﷺ -এর সাথেও একই নামায পুনর্বার পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে একই দিন একই নামায দুইবার পড়তে নিষেধ করেছেন। আমর (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তিনি সত্য বলেছেন।

এই বিষয়ে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে উক্ত মর্মার্থের বিপরীত হাদীস পাওয়া যায়।

١٢٤٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِقْصَارِ الصَّلٰوةِ فِى الْخَوْفِ اَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ انْطَلَقْنَا نَتَلَقَّى عِيْرَ قُرَيْشٍ اٰتِيَةٍ مِّنَ الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِنَخْلٍ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَلاَ تَخَافُنِىْ قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّىْ قَالَ اللّٰهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْكَ قَالَ فَسَلَّ السَّيْفَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ الْقَوْمُ وَاَوْعَدُوْهُ فَنَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالرَّحِيْلِ وَاَخَذُوا السِّلاَحَ ثُمَّ نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَائِفَةٍ مِّنَ الْقَوْمِ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى يَحْرُسُوْنَهُمْ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ تَاَخَّرَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ فَقَامُوْا فِىْ مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَالْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ فَفِىْ يَوْمَئِذٍ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِقْصَارَ الصَّلٰوةِ وَاَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَخْذِ السِّلاَحِ .

১২৪৮। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে ভয়কালের নামায সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তা কবে ও কোথায় নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, সিরিয়া থেকে আগমনকারী কুরাইশদের একটি বণিক দলকে অবরোধ করার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা একটি খেজুর বাগানের কাছে পৌছলে তথাকার এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মুহাম্মাদ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনি কি আমাকে ভয় করেন? তিনি বললেন ঃ না। সে বললো, আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে তোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, অতঃপর সে তরবারি কোষমুক্ত করলো। রাবী বলেন, লোকজন তাকে ধমকালো এবং ভয়

www.pathagar.com

দেখালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্থানের ঘোষণা দিলে তারা অস্ত্র তুলে নিলেন। অতঃপর নামাযের আযান দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কওমের একদল লোককে নিয়ে নামায পড়লেন। আর অন্য দল তাদের পাহারা দিতে থাকলেন। তাঁর পিছনে যারা ছিলেন তিনি তাদেরকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তার পিছনে যারা ছিলেন তারা চলে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে দাঁড়ালেন। এরপর অন্যরা আসলে তিনি তাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। অন্যরা তাদের পাহারায় থাকলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। সুতরাং নবী ﷺ-এর হলো চার রাক্‌আত আর কওমের লোকদের হলো দুই রাক্‌আত করে। সেদিনই আল্লাহ্ তাআলা নামায সংক্ষিপ্ত করার হুকুম নাযিল করলেন এবং মুমিনদেরকে অস্ত্র সাথে রাখার নির্দেশ দিলেন।

অত্র হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কসর নামায পড়ার বিষয়ে ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে সেদিন তাদেরকে নিয়ে তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়েছেন। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ফরয ছিলো চার রাক্‌আত এবং তখন মোক্তাদীদেরও ফরয ছিলো চার রাক্‌আত। কারণ তখন তাদের সফরের হুকুম আবাসের অবস্থার মতই ছিল। যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে তো নিশ্চিতভাবে স্থীর হয় যে, দুই দলের প্রত্যেকেই দুই রাক্‌আত করে নামায পূর্ণ করেছেন, তোমরা মুকিম অবস্থায় যেমনটি করে থাকো।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারে, এ হাদীসে তো প্রমাণ রয়েছে যে, প্রথম দলকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ার পর তিনি নামায থেকে বেরিয়েছেন এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় দল নামাযে প্রবেশ করার সময় তিনি নতুন করে নামায শুরু করেছেন। কারণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ "অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন"।

জবাবে তাকে বলা হবে, এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উল্লেখিত সালাম এক্ষেত্রে তাশাহ্‌হুদের সালাম হিসাবে বিবেচ্য, নামায ভঙ্গের সালাম নয়। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ সালাম দ্বারা তিনি প্রথম দলকে তাদের চলে যাওয়ার সময় সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন। আর তখনকার সময় নামাযে কথা বলা বৈধ ছিল, এর দ্বারা নামায নষ্ট হতো না, যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও সাঈদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অত্র কিতাবের অন্য এক অনুচ্ছেদে যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর হাদীসে প্রত্যেকের বরাত দিয়ে আমরা বর্ণনা করেছি। জাবের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ নামায অন্য কোন উদ্দেশ্যে পড়েছেন।

١٢٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ سَعْدٍ اَبُوْ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِّنْ

www.pathagar.com

خَلْفَه مِنْ وَّرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُعُوْدٌ وُجُوْهُهُمْ كُلُّهُمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرَتْ طَائِفَتَانِ وَرَكَعَ وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ خَلْفَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا اَيْضًا وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوْا فَنَكَصُوْا خَلْفَهُ حَتّٰى كَانُوْا مَكَانَ اَصْحَابِهِمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ .

১২৪৯। আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম (র)... জাবের (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে শংকাকালীন নামায সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, একদল লোক তাঁর পিছনে ছিলেন এবং তাদেরই পিছনে অন্য একদল বসা অবস্থায় ছিলেন, তাদের সকলের চেহারা ছিলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললে দুই দল লোকও তাকবীর বললেন এবং তিনি রুকূ করলে তাঁর পিছনে অবস্থানরত দলটিও রুকূ করলেন, অন্য দলটি বসে রইলেন। অতঃপর তিনি সিজদা দিলে তারাও সিজদা দিলেন এবং অন্যরা বসে থাকলেন, এরপর তিনি দাঁড়ালে তারাও দাঁড়ালেন। এরপর তারা পিছিয়ে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান নিলেন। অন্য দলটি আসলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে এক রুকূ ও দুই সিজদাসহ নামায পড়লেন। অন্যরা বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালে উভয় দল দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে নামায পড়লেন।

আমাদের মতে এ হাদীসের বিষয়বস্তু অসম্ভব, এমনটি হওয়া বৈধ নয়। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, তারা নামাযে প্রবেশ করে বসা ছিলেন। অথচ মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন ব্যক্তি বিনা ওজরে বসে নামায শুরু করার পর দাঁড়িয়ে বাকি নামায সম্পন্ন করলে তার নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং রুকূ-সিজদা ব্যতীত নামাযে প্রবেশ করা বৈধ নয়। অতএব এটা অসম্ভব যে, নবী ﷺ -এর পিছনে দ্বিতীয় কাতারে অবস্থানরত লোকজন নামাযে প্রবেশ করে বসা ছিলেন। আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসে যা বর্ণনা করেছি সেটাই প্রমাণিত হলো।

তবে আরেক দল আলেম ভয়কালীন নামাযের বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসের বক্তব্য অনুসরণ করেছেন।

١٢٥٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيْهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ

www.pathagar.com

الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ كَانُوْا فِىْ صَلٰوةٍ لَوْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ لَكَانَتِ الْغَنِيْمَةُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهَا سَتَجِئُ صَلٰوةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْاٰيَاتِ فِيْمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ وَصَفَّ النَّاسُ صَفَّيْنِ وَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ يَحْرُسُوْنَهُمْ بِسِلَاحِهِمْ ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ثُمَّ رَفَعُوْا وَتَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَصَلَّاهَا مَرَّةً اُخْرٰى فِىْ اَرْضِ بَنِىْ سُلَيْمٍ .

১২৫০। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে উসফান নামক স্থানে নামায পড়লেন, তাঁর ও কিবলার মাঝামাঝি স্থানে মুশরিকরা অবস্থান করছিলো, তাদের মাঝে অথবা তাদের দায়িত্বে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। মুশরিকরা বললো, তারা নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা তাদেরকে হামলা করলে এটাই হবে সুবর্ণ সুযোগ। মুশরিকরা বললো, অবশ্যই এমন এক নামায সামনে আসছে যা তাদের কাছে তাদের পিতৃপুরুষ ও সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। রাবী বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) যুহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে অবতরণ করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়লেন এবং লোকজনকে দুই সারিতে ভাগ করলেন। তিনি তাকবীর বললেন, লোকজন তাঁর সাথে তাকবীর বললো। তিনি রুকূ করলে তারাও রুকূ করলো। তিনি মাথা উঠালে, তারাও মাথা উঠালো, তিনি সিজদা করলে, তাঁর নিকটতম দলটিও সিজদা করলো। আর অন্য দলটি দাঁড়িয়ে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে তাদেরকে পাহারা দিতে থাকলো। অতঃপর তিনি মাথা তুললে তারাও মাথা তুললো, এরপর অন্য দলটি সিজদা করলো এবং মাথা উঠালো। সামনের দলটি পিছনে গেলো এবং পিছনের দলটি সামনে এলো, তিনি তাকবীর বললেন, তারাও তাকবীর বললো, তিনি রুকূ করলে তারাও রুকূ করলো। অতঃপর তিনি মাথা উঠালে তারাও মাথা উঠালো, এরপর তিনি তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। তিনি বনী সুলাইম-এর এলাকায়ও আরো একবার এ নামায পড়েছেন।

١٢٥٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّاهَا فَذَكَرَ نَحْوًا مِّنْ هٰذَا .

www.pathagar.com

১২৫০(১)। আবু বাকরা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি শংকাকালীন নামায পড়েছেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের প্রায় অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীসের অনুসারীদের মধ্যে আবু লাইলা (র) একজন। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) এটা পরিত্যাগ করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "“অন্য দলটি এসে আপনার সাথে নামায পড়বে, যারা নামায পড়েনি" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০২)। অথচ হাদীসে এসেছে যে, তারা সবাই একত্রে নামায পড়েছেন। ইবনে উমার (রা)-এর হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র)-এর হাদীসে এবং হুযায়ফা ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক্‌আতে প্রবেশের পূর্বে কোন নামায পড়েনি। এক্ষেত্রে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে যা বর্ণনা করেছেন, কুরআন তারই প্রমাণ বহন করে। সুতরাং তার [আবু হানীফা (র)] নিকট এ হাদীসগুলো আবু আইয়াশ ও জাবের (রা)-এর হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, শত্রুবাহিনী যখন কিবলার দিকে থাকে তখন আবু আইয়াশ ও জাবের (রা)-এর বর্ণনানুসারে নামায বৈধ। আর তারা কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে থাকলে ইবনে উমার, হুযায়ফা ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর বর্ণনামত নামায পড়তে হবে। কারণ আবু আয়্যাশ (র)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শত্রুবাহিনী কিবলার দিকে ছিল। কিন্তু ইবনে উমার, হুযায়ফা ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর হাদীসে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। তবে তাদের বর্ণনার অনুকূল বর্ণনা করা হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন, শত্রুবাহিনী কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে ছিল। আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমি দু'টি হাদীসকেই বিশুদ্ধ মনে করি, তাই শত্রুবাহিনী কিবলার ভিন্নদিকে থাকলে ইবনে মাসউদ (রা) ও তার পক্ষ সমর্থনকারীদের হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করবো। আর জাবের ও আবু আইয়াশ (রা)-এর হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করবো শত্রু কিবলার দিকে থাকলে।

আমাদের মতে এটা কুরআন পরিপন্থী নয়, কারণ শত্রুবাহিনী কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে থাকলে কদাচিৎ এমনটি বৈধ হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী, "অন্য দলটি আসবে যারা নামায পড়েনি তারা আপনার সাথে নামায পড়বে।" এরপর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, শত্রুরা কিবলার দিকে থাকলে নামাযের হুকুম কিরূপ হবে। সুতরাং দু'টি কাজই তিনি করেছেন যেমনটি দুই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটাই আমাদের মতে বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য কথা। কারণ বিশুদ্ধ হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত ভয়কালীন নামায সংক্রান্ত হাদীস, যা অত্র অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমার, হুযায়ফা ও যায়েদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে তার নিজস্ব অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

١٢٥١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ فِيْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَيَّاشٍ وَحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الَّذِيْ وَافَقَهُ .

১২৫১। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ভয়কালীন নামাযের বিষয়ে বলতেন... অতঃপর রাবী আবু আইয়াশ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তার অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

যেহেতু ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে জানতেন যেমনটি তার কাছ থেকে উবায়দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেলো, যা আমরা বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন, মুশরিক বাহিনী তাঁর ও কিবলার মাঝে অবস্থান করছিল। এরপর রাবী বলেছেন, এটাই তার অভিমত। সেহেতু এটা অসম্ভব যে, শত্রুপক্ষ কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে থাকা অবস্থায় তারা এভাবে একত্রে নামায পড়েছেন। আবার শত্রুপক্ষ কিবলার দিকে থাকা অবস্থায় তারা সকলে একত্রে নামায পড়েছেন এটাও অসম্ভব। যেমনটি উবায়দুল্লাহ তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ শত্রুদল তাদের পিছনে থাকা অবস্থায় তারা কিবলা পিছনে রাখবেন না। এটা অধিক স্পষ্ট যে, শত্রু তাদের সামনে থাকা অবস্থায় তারা কিবলা পিছন দেননি। কিনতু কিবলা পিছনে রাখা পরিত্যাগের বিষয়ে আমরা তার কাছ থেকে যা বর্ণনা করেছি, তা শত্রুপক্ষ কিবলার দিকে থাকা অবস্থার কথা। অনুরূপভাবে এমনটিও হতে পারে যে, শত্রুপক্ষ কিবলার ভিন্ন দিকে থাকা অবস্থায় এটি হয়েছিল। যেমনটি ইবনে আবু লাইলা বর্ণনা করেছেন।

তার বক্তব্য আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছে, তবে নবী ﷺ থেকে তার বরাত দিয়ে উবায়দুল্লাহ শত্রুপক্ষ কিবলার দিকে থাকা সংক্রান্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভিন্ন। পূর্ববর্তী বর্ণনা মানসূখ প্রমাণিত হওয়া ব্যতীত তার জন্য একথা বলার সুযোগ নেই, শত্রুপক্ষ যখন কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে থাকে। সুতরাং আমরা তার কাছ থেকে তার যে বক্তব্য বর্ণনা করলাম তা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করবো যখন শত্রুপক্ষ কিবলার দিকে থাকে। আর একসাথে সকলের নামায শুরু করার হুকুম পরিত্যাগ করবো যখন শত্রুপক্ষ কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে থাকে। যেমনটি উবায়দুল্লাহ নবী ﷺ থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) অন্যত্র বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে ভয়কালীন নামায পড়া হবে না। তিনি মনে করেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ নামায

www.pathagar.com

পড়েছেন, তাঁর সাথে নামায পড়ার ফযীলাতের কারণেই। আমাদের মতে একথার কোন ভিত্তি নেই। কারণ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর পরবর্তী যুগেও এ নামায পড়েছেন। হুযায়ফা (রা) তাবারিস্তানে এ নামায পড়েছেন। এ বিষয়ে যে সকল দলীল আছে সেগুলো এতোই প্রসিদ্ধ যে, এখানে সেগুলো উল্লেখ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আপনি যখন তাদের মাঝে থেকে তাদেরকে নিয়ে নামায পড়েন" দ্বারা দলীল পেশ করেন এবং বলেন, এ আদেশ তো তখন দেয়া হয়েছে, যখন তিনি তাদের মাঝে ছিলেন। তিনি যখন তাদের মাঝে নেই, তখন যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা বাদ পড়ে গেছে। জবাবে তাকে বলা হবে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ .

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যার দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১০৩)। এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন, তবে বুঝতে হবে যে, এখানে সম্বোধন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হলেও তার পরবর্তীদের জন্য তা আমলযোগ্য রয়ে গেছে ,এ বিষয়ে আলেমগণ একমত। একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ও এর উপর আমল করা হতো।

আহমাদ ইবনে আবু ইমরান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে শুজা' আস্-সালজীর কাছে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর উক্তি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কথা শুনেছেন। তিনি বলেছেন, যদিও সকল মানুষের সাথে নামায পড়ার চেয়ে নবী ﷺ -এর সাথে নামায পড়া উত্তম, তাই বলে কারো জন্য একথা বলা বৈধ নয় যে, ঐ নামায রহিত হয়ে গেছে। অতএব নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি, তা অন্য কারো সাথে নামায পড়ার সময়ও করা উচিৎ নয়। আর যে উপসর্গ তাঁর সাথের নামাযকে নষ্ট করে দেয় তা অন্যের সাথের নামাযকেও নষ্ট করবে। যেমন উযু ভঙ্গের কারণসমূহ। যেহেতু তাঁর পিছনে ভয়কালীন নামায পড়লে আসা-যাওয়া কিংবা কিবলা বিমুখ হওয়ার কারণে নামায নষ্ট হয় না, সেহেতু অন্যের পিছনে ভয়কালীন নামায পড়লেও এ সকল উপসর্গে নামায নষ্ট হবে না।

## ٣٧- بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ فِى الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلٰوةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّىْ اَمْ لاَ

## ৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হলে যুদ্ধরত সৈনিক নামায পড়বে কিনা?

١٢٥٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ هُوَ ابْنُ نُوْحٍ قَالَ ثَنَا مَعْبَدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

www.pathagar.com

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَالَ وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلاَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ نَارًا وَقُلُوْبَهُمْ نَارًا وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا .

১২৫২। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খন্দকের যুদ্ধের দিন বলতে শুনেছি ঃ তারা (কাফের বাহিনী) আমাদেরকে আসরের নামায পড়তে বাধা দিয়েছে (যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখে)। রাবী বলেন, সেদিন সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে তিনি নামায পড়তে পারেননি। (তিনি) তাদের অভিসম্পাত করেন) ঃ আল্লাহ্ তাদের কবরগুলোকে আগুনে পরিপূর্ণ করুন, তাদের অন্তরসমূহকে আগুনে পরিপূর্ণ করুন এবং তাদের বাড়িঘরকে আগুনে পরিপূর্ণ করুন।

**পর্যালোচনা**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, আরোহী ব্যক্তি তার জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় ফরয নামায পড়বে না, তা থেকে অবতরণ করে নামায পড়ার সুযোগ না থাকলেও। তারা বলেন, কেননা মহানবী ﷺ সেদিন জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় নামায পড়েননি।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আরোহী সৈনিক যুদ্ধরত থাকলে এই অবস্থায় নামায পড়বে না, কিন্তু সে যুদ্ধরত না থাকলে এবং তার জন্তুযান থেকে অবতরণের সুযোগ না থাকলে বাহনের পিঠেই নামায পড়বে। মহানবী ﷺ হয়ত যুদ্ধরত ছিলেন বলেই সেদিন নামায পড়েননি। অতএব যুদ্ধ হচ্ছে একটি (অস্বাভাবিক) কর্ম। আর নামাযরত অবস্থায় (অস্বাভাবিক) কর্ম জায়েয নয়। এও হতে পারে যে, সেদিন বাহনের উপর নামায পড়া জায়েয সম্পর্কিত নির্দেশ তাকে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম।

١٢٥٣- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهُوِىٍّ مِّنَ اللَّيْلِ حَتّٰى كُفِيْنَا وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَقَامَ الظُّهْرَ فَاَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَذٰلِكَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذٰلِكَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُنْزِلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا .

১২৫৩। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমরা ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত

www.pathagar.com

ছিলাম, এমনকি সন্ধ্যা হওয়ার পর অন্ধকার নেমে এলো এবং তখন যুদ্ধ বন্ধ হলো। এই সময়টির কথাই আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন ঃ "যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ২৫)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে ডাকলেন এবং তিনি ইকামত দিলে তিনি ﷺ অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুহরের নামায পড়লেন, যেমন তিনি তা এর নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পড়েন, এভাবে তিনি বিলাল (রা)-কে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং একইভাবে আসরের নামায পড়েন, অতঃপর বিলাল (রা)-কে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং অনুরূপভাবে মাগরিবের নামায পড়েন। এটা ছিল আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন) নামায সংক্রান্ত আয়াত "ফারিজালান আও রুকবানান" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৯) নাযিল করার পূর্বেকার ঘটনা।

অতএব আবু সাঈদ (রা) সেদিন আরোহিত অবস্থায় তাদের নামায ত্যাগ করার কারণ অবহিত করেন যে, তা ছিল আরোহিত অবস্থায় তাদের জন্য নামায পড়া বৈধ ঘোষণা করার পূর্বেকার ঘটনা। অতঃপর উল্লেখিত আয়াতে তাদের জন্য যানবাহনের উপর নামায পড়া বৈধ করা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যানবাহন থেকে নেমে নামায পড়ার সুযোগ না থাকলে যুদ্ধরত ব্যক্তি তার বাহনে ইশারায় নামায পড়বে। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গায় অবস্থানরত থাকে যেখানে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে বা মাটিতে সিজদা করে নামায পড়লে এই সুযোগে তাকে হিংস্র জন্তু আক্রমণ করতে পারে অথবা দুশমন তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করতে পারে বলে আশংকা করলে সেও বসা অবস্থায় ইশারায় নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।

## ٣٨-بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ وَهَلْ فِيْهِ صَلٰوةٌ اَمْ لاَ

## ৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা) কিরূপ এবং তাতে নামায আছে কিনা।

١٢٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْجَارُوْدِ هُوَ اَبُوْ بِشْرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا قَالَ اَنَسٌ فَوَاللّٰهِ مَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ

سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ قَالَ فَاقْلَعَتْ وَخَرَجَ يَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ .

১২৫৪। আবদুর রহমান ইবনুল জারূদ আবু বিশ্‌র আল-বাগদাদী (র)... শারীক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে নামের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে আলোচনা করতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি জুমুআর নামাযের ওয়াক্তে মিম্বার বরাবর দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং রাস্তাঘাটে চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জনপদে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জনপদে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তখন আকাশে কোন মেঘমালা বা মেঘখণ্ড দেখিনি এবং আমাদের ও সালআ পাহাড়ের মাঝখানে কোন ঘর-বাড়িও প্রতিবন্ধক ছিলো না। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে উক্ত পাহাড়ের পিছন দিক থেকে ঢালের ন্যায় মেঘমালা আবির্ভূত হলো। মেঘমালা মধ্যাকাশে এসে চারদিকে বিস্তারিত হলো এবং বর্ষণ শুরু হলো। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এক সপ্তাহ ধরে আমরা সূর্যালোক দেখিনি। রাবী বলেন, পরবর্তী জুমুআর দিন এক ব্যক্তি মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় লোকজনের উদ্দেশ্যে জুমুআর খোতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদরাজী ধ্বংস হয়ে গেলো এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাদের এখানে বর্ষণ বন্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে এবং আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! গাছের কাণ্ডে ও পাহাড়ের টিলায় বর্ষণ করুন।" রাবী বলেন, বৃষ্টি থেমে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ রোদের মধ্যে হেঁটে চলে গেলেন।

١٢٥٤(١)- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلٰى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ اَخْبَرَكَ اَبُوْكَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১২৫৪(১)। বাহ্‌র ইবনে নাসর (র)... শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٢٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حُبِسَ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَادْعُ اللّٰهَ يُسْقِيْنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ فَاَلَّفَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَبَلَتْنَا حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَيُهِمُّهُ مِنْ نَفْسِهِ اَنْ يَّاْتِىَ اَهْلَهُ فَمُطِرْنَا سَبْعًا قَالَ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِى الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ اِذْ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّرْفَعَهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رُؤُسِنَا مِنْهَا حَتّٰى كَاَنَا فِىْ اِكْلِيْلٍ يُمْطِرُ مَا حَوْلَنَا وَلَا نُمْطَرُ .

১২৫৫। ইবনে আবু দাউদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের ওয়াক্তে আমি অবশ্যই মিম্বারের নিকটে দাঁড়ানো ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মসজিদে উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে এবং জীবজন্তু হালাক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পানি পান করানোর জন্য আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন। অতএব তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন। তখন আকাশে কোন মেঘ ছিলো না। আল্লাহ মেঘমালাকে পুঞ্জীভূত করলেন। এরপর মুষলধারে বর্ষণ শুরু হলো। এমনকি লোকজন কিভাবে বাড়ি ফিরবে এ ব্যাপারে চিন্তান্বিত হলো। আমাদের এখানে একাধারে সাত দিন বৃষ্টি হলো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী জুমুআর দিন খোতবা দিচ্ছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে মসজিদে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়েছে। অতএব আপনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের এখান থেকে বৃষ্টি প্রত্যাহার করেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে, আমাদের এখানে নয়"। তাতে মেঘমালা আমাদের উপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, এমনকি আমরা যেন রোদের মুকুট পরিহিত। আমাদের পাশেপাশে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, আমাদের এখানে নয়।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَاَبُوْ بَكْرَةَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ دَاوُدَ .

www.pathagar.com

১২৫৬। ইবনে মারযূক (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করতেন? আনাস (রা) বলেন, এক জুমুআর দিন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে, মাটি শুকিয়ে গেছে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাবী বলেন, মহানবী ﷺ তাঁর দুই হাত এতোটা প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর রাবী ইবনে আবু দাউদের হাদীসের (১২৫৫ নং) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٥٦(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১২৫৬(১)। নাস্র ইবনে মারযূক (র)... আনাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ اَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلّٰهِ اَبُوْكَ وَاحْذَرْ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مُضَرَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّ اللّٰهَ قَدْ نَصَرَكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ وَانَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ قَالَ فَمَا كَانَ الاَّ جُمُعَةً اَوْ نَحْوَهَا حَتّٰى مُطِرُوْا .

১২৫৭। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... শুরাহ্বীল ইবনুস সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কা'ব ইবনে মুররা অথবা মুররা ইবনে কা'ব (রা)-কে বললাম, আপনি আমাদের নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন এবং (আল্লাহকে) ভয় করুন। আর আপনার পিতা ছিলেন একজন বুযুর্গ লোক। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুদার গোত্রকে অভিসম্পাত করলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আপনার দোয়া কবুল করেছেন। এখন আপনার সম্প্রদায় ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। অতএব তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের এখানে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে, উপকারী, ভূমিতে গাছপালা-তৃণলতা উৎপাদক, তৃপ্তিদায়ক, স্তরে স্তরে বা পালাক্রমে, উপকারী ও ক্ষতিহীন বৃষ্টি বর্ষণ করো'। রাবী বলেন, অতঃপর এক সপ্তাহ বা অনুরূপ সময় ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে।

www.pathagar.com

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) সুন্নাত তরীকা এই যে, তাতে বিনীতভাবে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে হবে, যেমন উপরোক্ত হাদীসসমূহে উক্ত হয়েছে এবং তাতে কোন নামায নেই। যারা উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই প্রসঙ্গে তাদের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা বলেন, বরং ইসতিসকার সুন্নাত তরীকা এই যে, ইমাম লোকজনকে নিয়ে ঈদের মাঠে যাবেন এবং সেখানে (জামায়াতে) দুই রাক্আত নামায পড়বেন। তিনি তাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করবেন, খুতবা পাঠ করবেন, নিজ দেহের উপরিভাগের পোশাক বা চাদর এমনভাবে উল্টিয়ে পরবেন যাতে তার ভেতরাংশ বাইরে এবং বহিরাংশ ভেতরে চলে যায়। ভারী চাদর হওয়ায় যদি তা উল্টানো সম্ভব না হয় অথবা সবুজ চাদর হলে তার ডান দিক বাঁ দিকে এবং বাঁ-দিক ডান দিকে করে নিবেন।

তারা আরো বলেন, উপরোক্ত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে কার্যক্রম উক্ত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর প্রভুর নিকট তাঁর প্রার্থনার কথা উল্লেখ আছে তদ্রূপ করাও জায়েয যে, লোকজন এভাবে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে। আমরা উপরে যে অভিমত ব্যক্ত করেছি অর্থাৎ ইমাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে চাইলে লোকজনসহ ঈদগাহে যাবেন এবং তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন—উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এই মত নাকচ হয় না। আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো যে, তাদের উপরোক্ত মতের সমর্থনে কোন হাদীস বিদ্যমান আছে কিনা। অতএব নিম্নোক্ত হাদীস—

١٢٥٨ - فَاذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১২৫৮। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং তাঁর পরিধানের চাদর ওলট-পালট করে পরিধান করে কিবলামুখী হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন।

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১২৫৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং তাঁর পরিধানের চাদর ওলট-পালট করে পরিধান করে কিবলামুখী হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন।

www.pathagar.com

١٢٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ اَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللّٰهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَسُقُوْا .

১২৬০। ইবনে আবু দাউদ (র)... আব্বাদ ইবনে তামীম (র)-কে তার চাচা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী (আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ) অবহিত করেন যে, নবী ﷺ লোকজনকে নিয়ে তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে গেলেন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, তারপর কিবলামুখী হয়ে তাঁর পরনের চাদর ওলট-পালট করে পরিধান করলেন। লোকজন বৃষ্টিতে সিক্ত হলো।

١٢٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَسْقٰى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ قُلْتُ جَعَلَ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَسْفَلِ وَالْاَسْفَلَ عَلَى الْاَعْلٰى قَالَ لَا بَلْ جَعَلَ الْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ وَالْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ .

১২৬১। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে (মাঠে) গিয়ে বৃষ্টির বর্ষণের প্রার্থনা করলেন, তিনি তাঁর পরিধানের চাদর উল্টিয়ে পরলেন। অধস্তন রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বহির্ভাগ ভিতরে এবং ভিতরভাগ বাইরে উল্টিয়ে আনেন? তিনি বলেন, না, বরং তিনি ডানপাশ বামে এবং বামপাশ ডানে ওলট-পালট করেন।

١٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَسْقِىْ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْخُذَهَا بِاَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ اَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ اَنْ يُحَوِّلَهَا قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقِهِ .

১২৬২। মুহাম্মাদ ইবনুন নো'মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করার জন্য (মাঠে) গেলেন। তাঁর পরনে ছিল কালো রং-এর একটি চাদর। তিনি চাদরের নিচের দিক উপরে আনতে চাইলেন, কিন্তু ভারী হওয়ার কারণে তা উল্টানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই তিনি তা তাঁর কাঁধের উপর উল্টিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

١٢٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْقٰى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

১২৬৩। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টিপাতের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর চাদর উল্টিয়ে পরলেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে মহানবী ﷺ-এর চাদর ওলট-পালট করে পরিধান এবং তার নিয়ম উধৃত হয়েছে। চাদরটি ওজনদার হওয়ার কারণে তিনি তার ডানদিকের অংশ বাম দিকে এবং বামদিকের অংশ ডান দিকে ওলট-পালট করে পরিধান করেন। এও উক্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁর চাদরের উপরাংশ নিচে এবং নিচের অংশ উপরে তুলে পরিধান করেন।

আমরাও বলি যে, চাদরের উপরাংশ নিচের দিকে এবং নিচের অংশ উপরের দিকে অদল-বদল করতে হবে। আর ভারী চাদর হলে তার ডানের অংশ বামদিকে এবং বামের অংশ ডানদিকে অদল-বদল করতে হবে। উপরন্তু এসব হাদীসে পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া গেলো। এসব হাদীস আমলযোগ্য, তা বর্জন করা উচিৎ নয়।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ مِنْ بَنِىْ مَالِكِ بْنِ جُبَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَرْسَلَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ اَسْاَلُ لَهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنَّا تَمَارَيْنَا فِى الْمَسْجِدِ فِىْ صَلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ اَرْسَلَكَ ابْنُ اَخِيْكُمُ الْوَلِيْدُ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ وَلَوْ اَنَّهُ اَرْسَلَ فَسَاَلَ مَا كَانَ بِذٰلِكَ بَاْسٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ .

১২৬৪। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... বনু মালেক ইবনে জুবাইলের হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (ইসহাক) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, আল-ওলীদ ইবনে উকবা (র) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। অতএব আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমরা মসজিদে মহানবী ﷺ-এর ইসতিসকার নামায সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মতভেদে লিপ্ত হয়েছি। তিনি বলেন, না, বরং তোমাকে মদীনার গভর্ণর তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র আল-ওলীদ পাঠিয়েছেন। যদিও তিনি

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন তবুও তোমার জিজ্ঞেস করায় আপত্তি নেই। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, মহানবী ﷺ অতি সাধারণ বেশে বিনয়-বিনীত অবস্থায় রওয়ানা হলেন এবং ঈদগাহে গিয়ে পৌছলেন। তিনি তোমাদের মত ভাষণ দেননি, বরং দোয়া, আরাধনা ও তাকবীর পাঠে মগ্ন থাকেন এবং তাঁর দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ দুই রাক্আত নামায পড়েন।

"তাঁর দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ" বাক্যাংশ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, মহানবী ﷺ দুই ঈদের নামাযে যেমন সশব্দে কিরাআত পড়তেন, তদ্রূপ এই নামাযেও সশব্দে কিরাআত পড়ে থাকবেন।

١٢٦٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ .

১২৬৫। ফাহ্দ (র)... হাতেম ইবনে ইসমাঈল (র) তার সনদ পরম্পরায় পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি দুই রাক্আত নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে নামাযে অংশগ্রহণ করলাম। তিনি উভয় রাক্আতে সশব্দে কিরাআত পড়েছেন, কিন্তু আযান-ইকামত দেননি। তিনি এই বর্ণনায় "দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

অতএব প্রথমোক্ত হাদীসে উক্ত "তাঁর দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ" কথার এই তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় যে, মহানবী ﷺ আযান-ইকামত ছাড়াই ইসতিসকার নামায পড়েছেন, দুই ঈদের নামাযে যেরূপ করা হয়।

١٢٦٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْ اَسَدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ بَعْدَهَا قَالَ لاَ اَدْرِىْ .

১২৬৬। ফাহ্দ (র)... হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এই সনদসূত্রে তিনি রবী-আসাদ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি আমার শায়েখ (হিশাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, খোতবা কি নামাযের আগে না পরে? তিনি বলেন, আমি অবগত নই।

অতএব উপরোক্ত হাদীসে "নামায ও সশব্দে কিরাআত"-এর উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই নামায ঈদের নামাযের অনুরূপ দিনের বেলা এক বিশেষ বা নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে হয়। সশব্দে কিরাআতের বিষয়টিও তদ্রূপ। একইভাবে জুমুআর নামাযও দিনের নামায, যা এক নির্দিষ্ট বা বিশেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এতেও সশব্দে কিরাআত পড়া হয়।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো, যেসব নামায প্রত্যহ পড়া হয় না, বিশেষ দিনে বা বিশেষ কারণে পড়া হয় তাতে সশব্দে কিরাআত পড়তে হবে। আর যেসব নামায সচরাচর দিনের বেলা পড়া হয়, বিশেষ কারণে বা বিশেষ মুহূর্তে পড়া হয় না, তাতে নিঃশব্দে কিরাআত পড়তে হবে। অতএব আমাদের পেশকৃত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইসতিসকার নামায স্থায়ী সুন্নাত নামায, তা বর্জন করা সংগত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরোক্ত নামায সম্পর্কে বিভিন্ন সনদসূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٦٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْاَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ فِى الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَخْرُجُوْنَ يَوْمًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ اِلَىَّ جَدْبَ جَنَابِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَنْشَاءَ اللّٰهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ وَاَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَمْ يَاْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاَى التَّوَاءَ الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ وَتَسَرُّعَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ .

১২৬৭। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলে তা ঈদগাহে স্থাপন করা হলো। তিনি লোকজনকে একদিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, সূর্য উদিত হলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঠে রওয়ানা হলেন। তিনি মিম্বারে উপবেশন করে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন ঃ

www.pathagar.com

তোমরা আমার নিকট তোমাদের জনপদে অনাবৃষ্টির এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাত না হওয়ার অভিযোগ করেছ। আর মহামহিম আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করো এবং তিনি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র জন্য, যিনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ্, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমরা ভিখারী। আপনি আমাদের এখানে বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা বর্ষণ করবেন তা আমাদের জন্য শক্তির উৎস বানান এবং তা আমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উপরে উঠালেন এবং উপরে উঠিয়ে রাখলেন, তাতে আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উপরে উড্ডীয়মান অবস্থায় লোকজনের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং দেহের চাদর ওলট-পালট করে পরলেন, তারপর লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার থেকে নেমে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ মেঘমালার আবির্ভাব ঘটালেন, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো এবং আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। তিনি মসজিদে ফিরে আসতে না আসতেই সর্বত্র পানির সয়লাব হয়ে গেলো। তিনি লোকজনের দেহে ভিজা কাপড় জড়িয়ে যেতে এবং তাদেরকে দ্রুত বাড়ি-ঘরে আশ্রয় নিতে দেখে হেসে দিলেন, তাতে তাঁর দন্তরাজী প্রতিভাত হলো। আর তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ .

১২৬৮। ইবনে মারযূক (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মহানবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে আযান-ইকামত ব্যতীত দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ (খোতবা) দিলেন, দোয়া করলেন, ঘুরে কিবলামুখী হলেন, দুই হাত উপরে তুললেন এবং পরিধানের চাদর ওলটপালট করে ডানের অংশ বামে এবং বামের অংশ ডানে নিলেন।

١٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَوْمًا خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَرَاَ فِيْهِمَا وَجَهَرَ .

১২৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুন নো'মান (র)... আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি একদিন মহানবী ﷺ-কে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য রওয়ানা হয়ে (মাঠে) যেতে দেখলেন। তিনি লোকজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। তারপর তাঁর পরনের চাদর ওলটপালট করলেন, তারপর দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়লেন।

١٢٦٩(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ .

১২৬৯(১)। ইউনুস (র)... ইবনে আবু যেব (র) তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সশব্দে কিরাআত পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে নামাযের সাথে খোতবার কথাও উল্লেখ আছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসতিসকার নামাযে খোতবাও পড়তে হয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখন খোতবা (ভাষণ) দিয়েছেন এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-র হাদীসে নামাযের পূর্বে খোতবাদানের উল্লেখ আছে। আর আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসে নামাযের পরে খোতবাদানের কথা উক্ত হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, জুমুআর নামাযের খোতবা (নামাযের) আগেই দেয়া হয় এবং দুই ঈদের নামাযের খোতবা (নামাযের) পরে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোতবা উপরোক্ত দুই নামাযের মধ্যকার কোন এক নামাযের খোতবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাহলে আমরা ইসতিসকার খোতবার বিধানকে উক্ত খোতবার বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে পারবো।

আরা লক্ষ্য করেছি যে, জুমুআর নামাযের খোতবাদান ফরয এবং তা যেন নামাযের অংশ, তা ছাড়া জুমুআর নামায জায়েয হয় না। পক্ষান্তরে দুই ঈদের নামাযের খোতবা ফরযও নয় এবং নামাযের অংশও নয়। কারণ খোতবা ছাড়াও ঈদের নামায পড়া জায়েয হতে পারে। ইসতিসকার নামাযের অবস্থাও তাই, খোতবা না দিলেও এই নামায জায়েয। অতএব সমকালীন ইমাম লোকজনকে নিয়ে ইসতিসকার নামায পড়লে এবং খোতবা না দিলেও নামায বিশুদ্ধ হবে, যদিও ইমাম গুনাহগার হবেন।

অতএব ইসতিসকার নামাযের খোতবার বিধান দুই ঈদের নামাযের খোতবার বিধানের অনুরূপ। কেননা এই নামাযের খোতবা দুই ঈদের নামাযের খোতবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

অতএব যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের দাবি এই যে, দুই ঈদের নামাযের অনুরূপ ইসতিসকার নামাযের খোতবাও নামাযের পরে দেয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত তাই।

ইসতিসকার নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ এমন কতক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যারা মহানবী ﷺ -এর ইনতিকালের পরও জীবিত ছিলেন এবং ইসতিসকার নামায পড়িয়েছেন এবং সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন।

١٢٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ يَسْتَسْقِىْ وَكَانَ قَدْ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَخَرَجَ فِيْمَنْ كَانَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ فَقَامَ قَائِمًا عَلٰى رَاحِلَتِهِ عَلٰى غَيْرِ مِنْبَرٍ وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَغْفَرَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يُقِمْ .

১২৭০। ফাহ্‌দ (র)... আবু ইসহাক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) ইসতিসকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আর তিনি মহানবী ﷺ -কে দেখেছেন। রাবী বলেন, তার সাথে আর যারা রওয়ানা হলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)। আবু ইসহাক (র) বলেন, সেদিন আমিও তার সাথে ছিলাম। তিনি মিম্বার ছাড়াই তার জন্তুযানের উপর স্থির থেকে বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করলেন, দোয়া করলেন এবং দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। আমরা তার পিছনেই ছিলাম। তিনি উভয় রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েছেন এবং সেদিন আযান-ইকামত দেননি।

١٢٧٠(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا زُهَيْرٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ قَدْ كَانَ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ .

১২৭০(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... যুহাইর (র) তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তার হাদীসে একথা উল্লেখ করেননি, 'আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) মহানবী ﷺ -কে দেখেছিলেন'।

١٢٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ يَسْتَسْقِىْ بِالْكُوْفَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৭১। ইবনে মারযূক (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) কূফায় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য (মাঠে) রওয়ানা হলেন, তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

www.pathagar.com

## ٣٩-بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ كَيْفَ هِيَ

### ৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ) এবং তার বৈশিষ্ট্য

١٢٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا اَطْوَلُ .

১২৭২। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, অতঃপর রুকূ থেকে মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তবে তা ছিল পূর্বেকার কিয়ামের তুলনায় কম দীর্ঘ। তিনি পুনরায় দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, তবে তা ছিল পূর্বেকার রুকূর তুলনায় কম দীর্ঘ, অতঃপর রুকূ থেকে মাথা তুললেন, তারপর সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক্‌আত পড়লেন। ব্যতিক্রম এই যে, প্রথম রাক্‌আত ছিল দ্বিতীয় রাক্‌আতের তুলনায় দীর্ঘতর।

١٢٧٢(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৭২(১)। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) - নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٧٢(٢)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৭২(২)। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) - রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٧٢(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

www.pathagar.com

১২৭২(৩)। আবূ বাক্‌রা (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٧٢(٤)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৭২(৪)। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٍو عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ الاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّ الرُّكُوْعَ الثَّانِيْ كَانَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ وَلٰكِنْ ذَكَرَ اَنَّهُ مِثْلَهُ قَالَ وَذٰلِكَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ .

১২৭৩। আহ্‌মাদ ইবনে দাঊদ (র)... উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু রাবী এখানে 'প্রথম রুকূর তুলনায় দ্বিতীয় রুকূ সংক্ষিপ্ত ছিল' কথাটুকু উল্লেখ করেননি, বরং 'দ্বিতীয় রুকূ প্রথম রুকূর অনুরূপ ছিল' উল্লেখ করেছেন। রাবী বলেন, ইবরাহীম যেদিন মারা যান এটি সেদিনের ঘটনা।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, সূর্যগ্রহণের নামায চার রুকূ ও চার সিজদা সহকারে আদায় করবে।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের বিপরীত মত পোষণ করে বলেন, ঐ নামায বরং আট রুকূ ও চার সিজদা সহকারে আদায় করবে। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন।

١٢٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخُسُوْفِ فَقَامَ فَافْتَتَحَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى .

www.pathagar.com

১২৭৪। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন, কিরাআত পড়লেন, রুকূ করলেন, তারপর মাথা তুলে (দাঁড়িয়ে) আবার কিরাআত পড়লেন, রুকূ করলেন, তারপর (রুকূ থেকে) মাথা তুলে পুনরায় কিরাআত পড়লেন, রুকূ করলেন, তারপর (রুকূ থেকে) মাথা তুলে পুনরায় কিরাআত পড়লেন, রুকূ করলেন, তারপর সিজদা করলেন। পরের রাক্‌আতও তিনি একই নিয়মে পড়লেন।

١٢٧٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৭৪(১)। আবু যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর (র)... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٧٤(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا حَبِيْبٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৭৪(২)। ইবনে আবু দাউদ (র)... হাবীব (র) তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٧٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ رَجُلٍ يُدْعٰى حَنْشًا عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ صَلّٰى بِالنَّاسِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ فَعَلَ .

১২৭৫। ফাহ্‌দ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত নিয়মে লোকজনকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের নামায পড়েছেন। নামাযশেষে তিনি তাদেরকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ নিয়মে নামায পড়েছেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বিপরীত মত পোষণ করে বলেছেন, সূর্যগ্রহণের নামায ছয়টি রুকূ ও চারটি সিজদা সহকারে আদায় করতে হয়। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَعْنِىْ فِىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ .

www.pathagar.com

১২৭৬। রবী আল-মুআয্যিন (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাযে দাঁড়িয়ে তিনটি রুকূ করলেন, তারপর দুইটি সিজদা করে দাঁড়ালেন। তিনি পুনরায় দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয় রাক্আতে) তিনটি রুকূ করার পর দুইটি সিজদা করলেন।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ صَلٰوةِ الْاٰيَاتِ قَالَتْ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعُ سَجَدَاتٍ .

১২৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিদর্শনসমূহের (সূর্য-চন্দ্রগ্রহণের) নামায সম্পর্কে বলেন, তা (দুই রাক্আতে) ছয় রুকূ ও চার সিজদাবিশিষ্ট।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْ اَسَدٍ وَزَادَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِىَ .

১২৭৮। আহ্মাদ ইবনুল হাসান আল-কূফী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তিনি ﷺ লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন। রাবী রবী-আসাদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এই শেষোক্ত বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা এরূপ কিছু লক্ষ্য করলে তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো।

উপরোক্ত মত পোষণকারী আলেমগণ আরো বলেছেন, নবী ﷺ-এর ইনতিকালের পর ইবনে আব্বাস (রা) অনুরূপ নিয়মে নামায পড়েছেন। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ عَلٰى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا

www.pathagar.com

أَدْرِىْ أَىُّ أَرْضٍ يَعْنِىْ مَا كَانَ بِهِ مِنَ التَّفَرُّسِ هٰكَذَا ذَكَرَ الْخَصِيْبُ أَوْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَقِيْلَ لَهُ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَكَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ أَرْبَعًا فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ أَرْبَعًا فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ الْآيَاتِ وَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَفِى الْأُخْرٰى سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ .

১২৭৯। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র যমানায় ভূমিকম্প হলে তিনি (বিস্ময়ে) বললেন, না জানি কোথায় ভূমিকম্প হলো। তিনি দুশ্চিন্তার কারণে এরূপ বলেছেন। আল-খাসীব নামক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন অথবা (বলেছেন) ভূমিকম্প হয়েছিল। তাকে বলা হলো, ভূমিকম্প হয়েছে। তিনি বাইরে এসে লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি চারবার তাকবীর বললেন, দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ করলেন, তারপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তারপর চারবার তাকবীর বললেন, পুনরায় দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূ করলেন, তারপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন, পুনরায় চারবার তাকবীর উচ্চারণ করলেন, তারপর দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূ করলেন, তারপর সিজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক্আতেও অনুরূপ করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন, নিদর্শন প্রকাশিত হলে এই নিয়মে নামায পড়তে হয়। তিনি প্রথম রাক্আতে সূরা আল-বাকারা এবং দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা আল ইমরান পড়েছেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন, এই নামাযের রাক্আত সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং দীর্ঘ কিরাআতসহ রুকূ-সিজদা করে নামায পড়তে থাকবে, যাবত না সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়। তারা নিম্নোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে পেশ করেন।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَدَ .

১২৮০। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি চতুর্থ রুকূতে থাকা অবস্থায় সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়, তবে রুকূ-সিজদা পূর্ণ করবে।

এই সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অবহিত করেন যে, চতুর্থ রুকূতে থাকা অবস্থায় যদি সূর্য আলোকিত হয়ে যায় তাহলে (উক্ত) রুকূ-সিজদা অবশ্যই পূর্ণ করতে

www.pathagar.com

হবে। আর চতুর্থ রুকূই হলো দ্বিতীয় রাক্আতের প্রথম রুকূ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাক্আত সংখ্যা (রুকূর সংখ্যা) নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, বরং সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত রুকূ করতে থাকবে (নামায পড়তে থাকবে)। তারা তাদের এই মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "সূর্য গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকো"-কে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম (হানাফীগণ) তাদের সকলের বিপরীত মত পোষণ করে বলেন, সূর্যগ্রহণের নামায অন্যান্য নফল নামাযের মতই দুই রাক্আত। আপনি ইচ্ছা করলে তা দীর্ঘ করে (দীর্ঘ কিরাআত সহকারে) পড়তে পারেন অথবা সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) পড়তে পারেন। তারপর সূর্য গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনি দোয়া-দরূদ পাঠে মশগুল থাকবেন। তারা তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

١٢٨١- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ وَفَعَلَ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ وَقَدْ اَمْحَصَتِ الشَّمْسُ .

১২৮১। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকজনকে নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। মনে হলো তিনি যেন রুকূই করবেন না, তারপর রুকূ করলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। তারপর তিনি মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন, তারপর দীর্ঘ সিজদা করলেন, মনে হলো তিনি যেন মাথা তুলবেন না। তিনি দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করে পড়লেন। তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা তুললেন তখন সূর্য পূর্ণরূপে আলোকিত হলো।

١٢٨١(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১২৮১(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... হাম্মাদ (র) তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٨١(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১২৮১(২)। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৮২। আলী ইবনে শায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দুই রাক্আত নামায পড়েন।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

১২৮৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ চার সিজদাসহ দুই রাক্আত সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন এবং তার কিয়াম ও রুকূ-সিজদা দীর্ঘায়িত করেন।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ فَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعَ صَلَوَاتٍ صَلٰوةُ الْحَضَرِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْمَنَاسِكِ رَكْعَتَيْنِ .

১২৮৪। ইবনে আবু দাউদ (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, মহানবী ﷺ চারটি নামায (আল্লাহ্র হুকুমে) নির্দিষ্ট করেছেন ঃ আবাসে অবস্থানকালে চার রাক্আত, সফররত অবস্থায় দুই রাক্আত, সূর্যগ্রহণের (নামায) দুই রাক্আত এবং হজ্জের (তাওয়াফের পর) দুই রাক্আত।

١٢٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ صَلّٰى بِهِمْ مِثْلَ مَا ذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَسَوَاءً .

১২৮৫। ইবনে মারযূক (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি লোকজনকে নিয়ে হুবহু একই নিয়মে নামায পড়লেন যেরূপ নিয়ম আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

١٢٨٥(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا الْاَسْوَدُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ .

১২৮৫(১)। হুসাইন ইবনে নাস্র (র)... আল-আসওয়াদ (র) তার সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৮৬। ইবনে মারযূক (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি দুই রাক্আত নামায পড়েন।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعُجْلَةِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلّٰى كَمَا تُصَلُّوْنَ .

১২৮৭। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলো। তাই তিনি তাড়াহুড়া করে তাঁর পরনের চাদর টানতে টানতে মসজিদে গেলেন। লোকজনও ত্বরিৎ গতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তোমাদের নামাযের মতই নামায পড়লেন।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ الشَّمْسَ اَوِ الْقَمَرَ انْكَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ .

www.pathagar.com

১২৮৮। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণ লাগলো। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। লোকজনের মধ্যে কারো মৃত্যু অথবা জীবনের (জন্মগ্রহণের) কারণে নিশ্চয় তা গ্রাস কবলিত হয় না। তা গ্রাসকবলিত হলে তোমরা নামাযে মশগুল থাকো যাবত না তা গ্রাসমুক্ত হয়।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ كَمَا تُصَلُّوْنَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ .

১২৮৯। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আস-সায়রাফী (র)... আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তোমরা যে নিয়মে নামায পড়ো সেভাবে নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন (প্রতি রাক্আতে) এক রুকূ ও দুই সিজদা সহকারে।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১২৯০। ইবনে মারযূক (র)... আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি রুকূ-সিজদা করতেন (নামায পড়তেন)।

١٢٩١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِي الْكُسُوْفِ نَحْوًا مِّنْ صَلَاتِكُمْ هٰذِهِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১২৯১। ফাহ্দ (র)... আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তোমাদের এই নামাযের মত রুকূ-সিজদাসহ সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَوْ غَيْرِهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَيَسْاَلُ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ اِلَّا

www.pathagar.com

لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَيْسَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ .

১২৯২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে অথবা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলো। তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়তে লাগলেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে দোয়া-দরূদে মশগুল হলেন যাবত না তা গ্রাসমুক্ত হলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কতক লোক ধারণা করে যে, পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিবর্গের কারো মৃত্যুতেই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ লাগে। আসলে বিষয়টি তদ্রূপ নয়, বরং এ দু'টি হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের কারো উপর তাজাল্লী (অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি) প্রকাশ করলে এটি তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ .

১২৯৩। ইবনে মারযূক (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, ইবরাহীম (রা) যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে তা গ্রাসকবলিত হয় না। তা ঘটতে দেখলে তোমরা নামায পড়ো এবং দোয়ায় রত থাকো যাবত না তা গ্রাসমুক্ত হয়।

١٢٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১২৯৪। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) লোকজনকে নিয়ে চার সিজদা সহকারে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

فَدَلَّ ذٰلِكَ اَنَّ مَا كَانَ عَلِمَهُ مِنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَضَرَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

"মুগীরা (রা)-এর এই কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায সম্পর্কে এরূপই জ্ঞাত হয়েছেন এবং তা-ই স্মরণ রেখেছেন"।

www.pathagar.com

١٢٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْبَجَلِىِّ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى كَمَا تُصَلُّوْنَ.

১২৯৫। আবু হাযেম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... কাবীসা আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি তোমাদের নামাযের অনুরূপ নামায পড়েন।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَهُمَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ.

১২৯৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... কাবীসা আল-হিলালী (রা) অথবা অপর কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর পরনের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। আমি সেদিন মদীনায় তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। তাঁর নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে সূর্যও গ্রাসমুক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় এসব নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ (তাঁর বান্দাদের) সতর্ক করেন। তা এভাবে গ্রাসকবলিত হতে দেখলে তোমরা তোমাদের সর্বশেষ এই (ফজরের) ফরয নামাযের অনুরূপ নামায পড়ো।

অতএব এ অনুচ্ছেদের অধিকাংশ হাদীস এই শেষোক্ত হাদীসে উক্ত বক্তব্যের সমর্থক। অতঃপর আমরা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের বক্তব্যও পর্যালোচনা করে দেখতে চাই। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) তার হাদীসে অবহিত করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে দোয়া করতে থাকতেন'। নো'মান (রা) হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে প্রতি রুকূর পর সিজদা করার বিষয়টি জ্ঞাত হয়েছেন। আর যাদের বর্ণনা তার বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্‌আতই পড়তেন, তারাও তার নিকট থেকে অবগত হয়ে থাকবেন। আর যারা সিজদা করার পূর্বে দুই বা ততোধিক রুকূর উল্লেখ করেছেন তারা হয়ত দীর্ঘ কিয়ামের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি অবগত হতে পারেননি।

www.pathagar.com

অতএব পর্যাপ্ত সহীহ্ হাদীসের বিদ্যমানতায় নো'মান ইবনে বাশীর (রা)-এর হাদীসকে যথাযথ সাব্যস্ত করতে হলে বলতে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ নো'মান (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতেই নামায পড়েছেন। কেননা আলী, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্ম নো'মান (রা)-এর হাদীসের মধ্যে নিহিত আছে এবং এই শেষোক্ত হাদীসে আরো কিছু বিস্তারিত বক্তব্য আছে। তাই যারা নো'মান (রা)-এর হাদীসের বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের তুলনায় নো'মান (রা)-এর হাদীস মোতাবেক আমল করাই উত্তম। উপরোক্ত কাবীসা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বক্তব্য উধৃত করেছেন তাও তাদের মতকে বিরল প্রমাণ করে এবং নো'মান (রা)-এর হাদীসের সমর্থক। যেমন "কখনো এরূপ ঘটলে (গ্রহণ লাগলে) তোমরা তোমাদের এই কিছুক্ষণ আগে আদায়কৃত ফরয নামাযের (ফজর নামাযের) অনুরূপ নামায পড়ো"। অতএব তিনি অবহিত করেন, ফরয নামাযের অনুরূপ সূর্যগ্রহণের নামায পড়তে হবে।

এরপর আমরা আরেকটি মতের পর্যলোচনা করবো যারা বলেন, কুসূফের নামাযের রাক্আত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। যেমন তারা ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস পেশ করেছেন। এখানে তাদের অভিমতের জবাবও তাই যে, কাবীসা (রা)-র হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "তোমরা এই কিছুক্ষণ আগে আদায়কৃত তোমাদের ফরয নামাযের অনুরূপ নামায পড়ো"। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুসূফের নামায সুনির্দিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত এবং তার ওয়াক্ত ও রাক্আত সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট। অতএব এ হাদীসের বিরোধী মত পোষণকারীদের মাযহাব বাতিল প্রমাণিত হলো।

এখন তাদের উধৃত হাদীস পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "তোমরা তা (গ্রহণ) দেখলে নামায পড়তে থাকো যাবত না তা গ্রাসমুক্ত হয়।" এ হাদীসের ভিত্তিতে তারা দলীল পেশ করেন যে, চন্দ্র-সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের উপরোক্ত দরীলের জবাবে বলা যায়, অন্যান্য হাদীসে এসেছে ঃ "তোমরা নামায পড়ো এবং দোয়া করো যাবত না তা গ্রাসমুক্ত হয়।" যেমন-

١٢٩٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ اَرَاهُ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ .

১২৯৭। ফাহ্দ (রা)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। কারো

www.pathagar.com

জন্ম-মৃত্যুর কারণে তা গ্রাস কবলিত হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে তখন অবশ্যই যিকিরে ও নামাযে মশগুল হবে।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّىْ بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَا رَاَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ .

১২৯৮। ফাহ্‌দ (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শংকিত হলেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হয় কিনা। শেষে তিনি মসজিদে এসে নামাযে দাঁড়ালেন, তিনি সুদীর্ঘ কিয়াম ও রুকূ-সিজদা সহকারে নামায পড়লেন। ইতিপূর্বে আমি কখনো তাঁকে এতো দীর্ঘ নামায পড়তে দেখিনি। নামাযশেষে তিনি বলেন ঃ এসব নিদর্শন যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন, এগুলো (গ্রহণ) কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। বরং মহামহিম আল্লাহ্ এগুলো পাঠিয়ে তার বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব তোমরা এসবের মধ্যকার কোন নিদর্শন দেখতে পেলে তখন দ্রুত আল্লাহর যিকির, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হবে।

অতএব এসব নিদর্শন প্রকাশিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া ও ক্ষমাপ্রর্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে প্রমাণিত হয়ে যে, তিনি চন্দ্র-সূর্যগ্রহণকালে উম্মতের নিকট কেবল তাদের নামাযে রত হওয়ারই আশা করেননি, বরং নামায, দোয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা ইত্যাদির মত ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ারও আশা করেছেন।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ الْكُسُوْفِ .

১২৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণকালে দাসমুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীস থেকে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। একই প্রসঙ্গে আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা)-নবী ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٣٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا .

১৩০০। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় চাঁদ ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এগুলো গ্রাসকবলিত হয় না। তোমরা তা প্রত্যক্ষ করলে দাঁড়িয়ে নামাযে মশগুল হবে।

উপরোক্ত হাদীসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকালে মুসলমানদেরকে নামাযে রত হওয়ার নিদের্শ দেয়া হয়েছে। আর পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে নামাযের পর সূর্য গ্রাসমুক্ত ও আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত দোয়া-দরূদ ও ক্ষমা প্রার্থনায় নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা গেলো যে, উপরোক্ত কোন হাদীসেই গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু নামাযেই রত থাকতে হবে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়নি। অবশ্য পূর্বেকার হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, এসময় ইচ্ছা করলে দীর্ঘ কিয়াম ও রুকূ-সিজদাসহ নামায পড়া যেতে পারে, আবার সংক্ষেপেও পড়া যেতে পারে, অতঃপর সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত দোয়া বা প্রার্থনায় মশগুল থাকবে।

١٣٠١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَّاظِيُّ قَالَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يَحْيَ الْكَلْبِيُّ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ بِهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ فَاِنَّ اَخَاكَ يَوْمَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ اَخْطَاَ السُّنَّةَ .

১৩০১। ইবরাহীম ইবনে আবু দাউদ (র)... কাছীর ইবনুল আব্বাস (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সূর্যগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে নামায পড়েছেন তার বিবরণ দিয়েছেন, যেরূপ বর্ণনা করেছেন উরওয়া (রা) আয়েশা (রা)-র সূত্রে। আয-যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-কে বললাম, মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হলো সেদিন আপনার ভাই দুই রাক্আতের অধিক নামায পড়েননি, যেমন ফজরের নামায। তিনি বলেন, অবশ্যই। তবে তিনি সুন্নাত সম্পর্কে ভুল করেছেন।

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, উরওয়া ও আয-যুহরী (র) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুই রাক্আত সূর্যগ্রহণের নামায পড়েছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী। ঐ সময় তার সাথে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কতক সাহাবী। তাদের কেউ তার কার্যক্রমের প্রতিবাদ করেননি। আর উরওয়া (র)-এর মন্তব্য, 'তিনি সুন্নাত সম্পর্কে ভুল করেছেন', আমাদের কাছে এ কথাটি মূল্যহীন।

আমরা এই অনুচ্ছেদে বিস্তারিত পরিসরে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে যা আলোচনা করলাম তাতে প্রমাণিত হয় যে, সালাতুল কুসূফ দুই রাক্আত। নামাযী তার ইচ্ছামাফিক তা দীর্ঘক্ষণ ধরেও পড়তে পারে, সংক্ষেপেও পড়তে পারে, সংক্ষেপে পড়লে সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত দোয়া-দরূদ পড়তে থাকবে। এই হলো ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিও তাই। কারণ অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব ও নফল নামাযের প্রতি রাক্আতে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা রয়েছে। যুক্তির আলোকেও সালাতুল কুসূফও একইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## ٤٠-بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ كَيْفَ هِيَ

## ৪০-অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযের কিরাআতের বর্ণনা।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ حَرْفًا .

১৩০২। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুসূফের নামাযে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (কুরআনের) একটি অক্ষরও (উচ্চারণ করতে) শুনিনি।

١٣٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

www.pathagar.com

১৩০৩। ইবনে মারযূক (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাথে নিয়ে কুসূফের নামায পড়লেন। আমরা তাঁর (মুখ থেকে নির্গত) কোন শব্দ শুনিনি।

١٣٠٣(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩০৩(১)। হুসাইন ইবনে নাস্‌র (র)... সামুরা (রা)-নবী সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٠٣(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩০৩(২)। আবূ বাকরা (র)... সামুরা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

### পর্যালোচনা

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক আমল করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, তাতে সশব্দে কিরাআত পড়বে না। কারণ তা দিনের বেলার নামায। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

অপর একদল আলেম এই বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, এই নামাযে সশব্দে কিরাআত পাঠ করবে। এই মতের পক্ষে তাদের যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়ত সশব্দেই কিরাআত পড়েছেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস ও সামুরা (রা) তাঁর থেকে দূরবর্তী স্থানে থাকার কারণে তা শুনতে পাননি। অতএব তাদের বক্তব্য দ্বারা সশব্দে কিরাআত পড়ার বিষয়টি নাকচ হওয়া অবধারিত নয়। কারণ তিনি ﷺ সশব্দে কিরাআত পড়েছেন এরূপ বক্তব্য সম্বলিত হাদীস তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীস এর প্রমাণ বহন করে।

١٣٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ .

১৩০৪। ইবনে আবূ দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসূফের নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েছেন।

www.pathagar.com

١٣٠٤(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩০৪(১)। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। অতএব এই হলেন আয়েশা (রা), যিনি অবহিত করেছেন যে, মহানবী ﷺ ঐ নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটিই উত্তম, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, বিতর্কিত বিষয়ে বুদ্ধি ও যুক্তির দাবিও তাই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হরহামেশা যুহর ও আসর নামায দিনের বেলা পড়া হয় এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়া হয় না। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, জুমুআর নামায এক বিশেষ দিনে পড়া হয় এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়া হয়। অতএব ফরযসমূহের বিধান এরূপই যে, যেসব নামায হরহামেশা দিনের বেলা পড়া হয় তাতে নীরবে কিরাআত পড়া হয়। আর যেসব নামায বিশেষ কোন দিনে (দিনের বেলা) পড়া হয় তাতে সশব্দে কিরাআত পড়া হয়।

একইভাবে নফল নামাযের বিধানও তাই, যা হরহামেশা দিনের বেলা পড়া হয় তাতে নীরবে কিরাআত পড়া হয়, আর যেসব নফল নামায বিশেষ দিবসে (দিনের বেলা) পড়া হয়, যেমন দুই ঈদের নামায, তাতে সশব্দে কিরাআত পড়া হয়। এটা এমন একটা বিষয় যাতে কারো দ্বিমত নাই। যারা বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামায পড়ার মত পোষণ করেন, তাদের মতে সালাতুল ইসতিসকায়ও সশব্দে কিরাআত পড়ার বিধান প্রযোজ্য। আমরা এই কিতাবে সালাতুল ইসতিসকায় সশব্দে কিরাআত পড়ার সমর্থনে মহানবী ﷺ-এর যেসব হাদীস উল্লেখ করে এসেছি সেগুলোও উপরোক্ত মতের জোরালো সমর্থক।

আমরা ফরয ও সুন্নাত নামায সম্পর্কে যা আলোচনা করে এসেছি তা যথার্থ প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে এও প্রমাণিত হলো যে, সালাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায)-ও অনুরূপ। কেননা তা সুন্নাত এবং বিশেষ দিনে তা পড়া হয়। তাই তার কিরাআতের বিধান বিশেষ দিনে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সুন্নাত নামাযের কিরাআতের বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ তাতে সশব্দে কিরাআত পড়তে হবে, নীরবে নয়। যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক এটাই দাবি করে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) এই মত পোষণ করেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ اَنَّ عَلِيًّا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ .

১৩০৫। আলী ইবনে শায়বা (র)... হানাশ (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) সূর্যগ্রহণের নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েছেন।

আর আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেও এই নামায পড়েছেন। আমরা আমাদের এই কিতাবে ইতিপূর্বে সেসব হাদীস বর্ণনা করেছি।

www.pathagar.com

## ٤١- بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

## ৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রাত ও দিনের বেলার নফল নামায পড়ার নিয়ম।

١٣٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩০৬। আবু বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত (করে পড়বে)।

١٣٠٦(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِيُّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩০৬(১)। ফাহ্‌দ (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

### পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক আমল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, রাত ও দিনের (নফল) নামায এভাবে দুই রাক্‌আত করে পড়বে এবং প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাবে। তারা উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তুমি দিনের নামায ইচ্ছা করলে এক তাকবীরে (তাহ্‌রীমায়) দুই রাক্‌আত করেও পড়তে পারো এবং প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতে পারো। তুমি ইচ্ছা করলে (এক সালামে) চার রাক্‌আত করেও পড়তে পারো। তারা (এক সালামে) এর অতিরিক্ত রাক্‌আত নামায পড়া মাকরূহ মনে করেন।

এই শেষোক্তদল নিজেদের মধ্যে রাতের নামায সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের একদল বলেছেন, তুমি চাইলে এক তাকবীরে (তাহ্‌রীমায়) দুই রাক্‌আতও পড়তে পারো, চার রাক্‌আতও পড়তে পারো এবং আট রাক্‌আতাও পড়তে পারো। তবে তারা (এক সালামে) আটের অধিক রাক্‌আত পড়া মাকরূহ মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এই মত পোষণকারীদের অন্যতম।

তাদের অপর দল বলেছেন, রাতের নামায দুই রাক্‌আত করে পড়বে এবং প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই মত পোষণকারীদের অন্যতম। আর আমরা দিনের (নফল) নামায সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি (এক সালামে অনুর্ধ আট রাক্‌আত) তাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিপক্ষে তাদের দলীল এই যে, আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-বারিকী ও

www.pathagar.com

আল-উমারী ব্যতীত যারা ইবনে উমার (রা)-র উপরোক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তারা বিশেষভাবে রাতের (নফল) নামাযের উল্লেখ করেছেন, দিনের (নফল) নামায তাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস "বেতের নামায" অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। উপরন্তু উপরোক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর ইবনে উমার (রা)-র যে ব্যক্তিগত আমল উধৃত করা হয়েছে তাও পূর্বোক্ত রিওয়ায়াত দু'টিকে নাকচ করে দেয়।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ وَبِالنَّهَارِ اَرْبَعًا .

১৩০৭। ফাহ্দ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (এক তাকবীর তাহ্রীমায়) রাতের বেলা দুই রাক্‌আত করে এবং দিনের বেলা চার রাক্‌আত করে (নফল) নামায পড়তেন।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَرْبَعًا .

১৩০৮। ফাহ্দ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং এর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না। আবার জুমুআর (ফরয) নামাযের পর তিনি প্রথমে দুই রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত পড়তেন।

এটা অসম্ভব যে, ইবনে উমার (রা) নবী ﷺ থেকে একরকম হাদীস বর্ণনা করবেন যেটি আলী আল-বারিকী (র) তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর তিনি আমল করবেন তার বিপরীত। ইবনে উমার (রা) ব্যতীত আর যে সকল সাহাবী এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

١٣٠٩- فَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عُبَيْدَةُ الضَّبِّىُّ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ النَّخْعِىُّ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ اَدْمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدْمِنُ هٰؤُلاَءِ الْاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقَالَ يَا اَبَا اَيُّوْبَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَنْ

تُرْتَجَ حَتّٰى يُصَلِّى الظُّهْرُ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِيْهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ اَنْ تُرْتَجَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ فِىْ كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ قَالَ لاَ اِلاَّ التَّشَهُّدَ .

১৩০৯। আলী ইবনে শায়বা (র)... আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য (পশ্চিমাকাশে) হেলে যাওয়ার পর নিয়মিতভাবে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হরহামেশা এই চার রাক্‌আত নামায পড়ে থাকেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু আইউব! সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং যুহরের নামায না পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। এই সুযোগে আমি চাই যে, আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার কিছু সৎকাজ উক্ত দরজাসমূহ দিয়ে আসমানে পৌঁছে যাক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উক্ত চার রাক্‌আতের প্রতি রাক্‌আতেই কি কুরআন থেকে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, মাঝখানে (দুই রাক্‌আত পর) কি সালাম ফিরাতে হবে? তিনি বলেন ঃ না, তবে তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে।

١٣١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ الْمِنْجَابِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لاَ تَسْلِيْمَ فِيْهِنَّ يُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ .

১৩১০। আবদুল আযীয ইবনে মুআবিয়া (র)... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায আছে, তার মাঝখানে সালাম নাই। এই নামাযের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো যে, দিনের বেলা এক সালামে চার রাক্‌আত (নফল) নামায পড়া জায়েয। উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা (দিনের বেলা এক সালামে) চার রাক্‌আত নামায পড়ার অনুকূলে মত ব্যক্তকারীদের বক্তব্যও প্রমাণিত হলো। পূর্বকালের একদল বিশেষজ্ঞ আলেমেরও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।

١٣١١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ وَفِىْ كُلِّهِنَّ الْقِرَاءَةُ .

www.pathagar.com

১৩১১। ইবনে মারযূক (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) যুহরে (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত, জুমুআর (ফরয) নামাযের পর চার রাক্‌আত এবং ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার (নামাযের) পর চার রাক্‌আত নামায পড়তেন, তার মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না এবং তার সব রাক্‌আতে কিরাআত পড়তেন।

١٣١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ مُحِلٍّ الضَّبِّىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ .

১৩১২। আবু বিশ্‌র আর-রাক্কী (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) জুমুআর (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন, এই রাক্‌আতসমূহের মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।

١٣١٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَا كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ فِى الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ .

১৩১৩। আলী ইবনে শায়বা (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন যুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বেকার চার রাক্‌আতের মাঝখানে সালাম ফিরাতো না।

١٣١٤- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَاَلَ مَحِلٌّ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ اَيُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ قَالَ اِنْ شِئْتَ اكْتَفَيْتَ بِتَسْلِيْمِ التَّشَهُّدِ وَاِنْ شِئْتَ فَصَّلْتَ .

১৩১৪। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... মুগীরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহিল্ল ইবনে মুহ্‌রিয (র) ইবরাহীম (র)-কে যুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বেকার চার রাক্‌আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, তার মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে কি উক্ত নামাযকে বিভক্ত করতে হবে? তিনি বলেন, তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরানোই তোমার জন্য যথেষ্ট, তবে তুমি চাইলে মাঝখানে (দুই রাক্‌আত অন্তর) সালামও ফিরাতে পারো।

١٣١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى اِلاَّ اَنَّكَ اِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ مِنَ النَّهَارِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

www.pathagar.com

১৩১৫। আবু বাকরা (র)... আবু মা'শার (র) থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। তুমি চাইলে দিনে (নফল নামায চার রাক্‌আত করেও পড়তে পারো, তবে তার সর্বশেষ (চতুর্থ) রাক্‌আতেই সালাম ফিরাবে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, অতএব উপরোক্ত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে দিনের নামাযের হুকুম (বিধান) তদ্রূপই প্রমাণিত হলো যেরূপ আমরা বর্ণনা করেছি। কোন হাদীসই এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। আর রাতের নামায সম্পর্কে যে মতভেদ আছে তা আমরা ইতিপূর্বে অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি।

যেসব লোক রাতের নামায এক সালামে আট রাক্‌আত পর্যন্ত পড়া যায় বলে মত প্রকাশ করেছেন, তাদের দলীল হলো সেই হাদীস যাতে উক্ত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন, যার মধ্যে তিন রাক্‌আত ছিল বেতের নামায'। এর জবাবে বলা যায়, যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন'। কিন্তু কথা হলো, এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজের অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ যা করতেন তার। অতএব আমরা তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা এক সালামে দুই-এর অধিক সংখ্যক রাক্‌আত নামায পড়া জায়েয হওয়ার সমর্থন পেয়ে থাকি। আমরা এই মত গ্রহণ করেছি এবং আমাদের দৃষ্টিতে দুইটি মতের মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ।

## ٤٢-بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

## ৪২-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের পর নফল নামায পড়ার বিবরণ।

١٣١٦- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .

১৩১৬। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে চাইলে সে যেন চার রাক্‌আত পড়ে।

### পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে, জুমুআর নামাযের পর চার রাক্‌আতের কম পড়া সংগত নয় এবং তা এক সালামেই পড়তে হবে। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে

www.pathagar.com

ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, জুমুআর নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়া উচিৎ, যেমন যুহরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত পড়তে হয়। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন।

١٣١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الاَّ فِىْ بَيْتِهِ .

১৩১৭। আবু বিশ্‌র আর-রাক্কী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জুমুআর নামায পড়ার পর কেবল তাঁর ঘরে ফিরে এসেই দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٣١٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَازِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ تُصَلِّى الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১৩১৮। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে জুমুআর নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তে দেখে তাকে বাধা দেন এবং বলেন, তুমি কি চার রাক্‌আত জুমুআর নামায পড়ছো? রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) নিজ বাড়িতে ফিরে এসেই কেবল দুই রাক্‌আত পড়তেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, জুমুআর নামাযের পর বরং ছয় রাক্‌আত নামায পড়া উচিৎ, প্রথমে চার রাক্‌আত, অতঃপর দুই রাক্‌আত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে হয়তো চার রাকআতের কথা বলেছেন, যেমন আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আরো দুই রাক্‌আত পড়ে থাকবেন, যেমনটি ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। এই শেষোক্ত বর্ণনায় পূর্বোক্ত বর্ণনার তুলনায় কিছু বাড়তি তথ্য আছে। নিম্নোক্ত হাদীস তাদের দলীল।

١٣١٩- اِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ .

www.pathagar.com

১৩১৯। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু ইসহাক (র) বলেন, আতা (র) আমার নিকট একাধিকবার বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে জুমুআর দিন (জুমুআর) নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে চার রাক্‌াত নামায পড়লেন, তারপর চলে গেলেন।

এই হলেন ইবনে উমার (রা) যিনি জুমুআর নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর আরো চার রাক্‌আত। হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে তার নিকট এটা প্রমাণিত হয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। উপরন্তু আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا .

১৩২০। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি জুমুআর নামাযের পর আরো নামায পড়তে চাইলে সে যেন ছয় রাক্‌আত পড়ে।

١٣٢١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ النَّاسَ اَنْ يُصَلُّوْا بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا فَلَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ عَلَّمَهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا سِتًّا .

১৩২১। ইউনুস (র)... আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) লোকজনকে শিক্ষা দেন যে, তারা যেন জুমুআর নামাযের পর চার রাক্‌আত নামায পড়ে। তারপর আলী (রা) এলে তিনি লোকজনকে ছয় রাক্‌আত নামায পড়তে শিক্ষা দেন।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعًا فَاَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ فَاخْتَرْنَاهُ .

১৩২২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের এখানে এসে জুমুআর নামাযের পর চার রাক্‌আত নামায পড়েন। তার পরে আলী (রা) এসে জুমুআর নামায পড়ার পর দুই রাক্‌আত, অতঃপর আরো চার রাক্‌আত নামায পড়লেন। আলী (রা)-র এই আমল আমাদের পছন্দ হলো। অতএব আমরা তা গ্রহণ করলাম।

www.pathagar.com

অতএব আমরা যা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ জুমুআর নামাযের পর অবশ্যই ছয় রাক্‌আত নামায পড়তে হবে, তা প্রমাণিত হলো। এটাই ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। তবে তিনি বলেছেন, প্রথমে চার রাক্‌আত, অতঃপর দুই রাক্‌আত পড়বে। তাতে তা জুমুআর নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া থেকে মুক্ত থাকা যাবে, যে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। যেমন-

١٣٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا .

১৩২৩। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... খারাশা ইবনুল হুর (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) জুমুআর নামাযের পরপর তার অনুরূপ দুই রাক্‌আত পড়া অপছন্দ করতেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ কারণেই আবু ইউসুফ (র) দুই রাক্‌আতের পূর্বে চার রাক্‌আত পড়া পছন্দ করেছেন। কেননা চার রাক্‌আত দুই রাক্‌আতের অনুরূপ নয়। তাই তিনি আগে দুই রাক্‌আত পড়া পছন্দ করেননি। কারণ তা জুমুআর দুই রাক্‌আতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। এই বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন, যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ জুমুআর নামাযের পর দুই রাক্‌আত পড়বে)।

## ٤٣-بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَّرْكَعَ قَائِمًا اَمْ لاَ

## ৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বসা অবস্থায় নামায পড়া শুরু করলে তার জন্য দাঁড়িয়ে রুকূ করা জায়েয কিনা।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ لِلصَّلٰوةِ قَائِمًا وَّقَاعِدًا فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৩২৪। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো ও বসা উভয় অবস্থায় নামাযের তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন। তিনি দাড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূ করতেন এবং বসা অবস্থায় নামায পড়লে বসেই রুকূ করতেন।

www.pathagar.com

١٣٢٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَحَدَّثَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً .

১৩২৪(১)। আবু বাকরা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উপরোক্ত বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٢٤(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْعُقَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১৩২৪(২)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٤(٣)- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৪(৩)। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٤(٤)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১৩২৪(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... বুদাইল (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٤(٥)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৩২৪(৫)। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٣٢٤(٦)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৪(৬)। আহ্‌মাদ ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٤(٧)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৪(৭)। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মত ব্যক্ত করেছেন যে, বসা অবস্থায় নামায শুরু করলে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূ করা মাকরূহ। তারা উপরোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে উপরোক্ত ক্ষেত্রে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ করায় কোন দোষ নেই। তারা নিম্নোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে পেশ করেছেন।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَقَرَاَ نَحْوًا مِّنْ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১৩২৫। ইউনুস (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের বেলা বসা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেননি। অবশ্য তিনি বার্ধক্যে পৌছে বসা অবস্থায় (নামায পড়তেন এবং তার) কিরাআত পড়তেন, যখন রুকূ করার মনস্থ করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং এই অবস্থায় প্রায় তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর রুকূ করতেন।

١٣٢٥(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১৩২৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٥(٢)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৫(২)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٣٢٥(٣)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِبْنِ سُفْيَانَ وَاَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৫(৩)। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

অতএব এই হাদীসের বক্তব্য শাকীক (র)-এর হাদীসের বিপরীত। কারণ এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ বসা অবস্থায় নামায শুরুছেন এবং করে দাঁড়ানো অবস্থায় তার রুকূ করেছেন। এই শেষোক্ত হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বসে নামায পড়া এবং বসে রুকূ করা—যে নামায তিনি বসা অবস্থায় শুরু করেছিলেন তার রুকূ দাঁড়ানো অবস্থায় করা তাঁর জন্য জায়েয হওয়া নাকচ করে না। তাঁর বসা অবস্থায় নামায শুরু করা এবং নামাযের রুকূ তাঁর দাড়ানো অবস্থায় করা তার জন্য জায়েয হওয়া সমর্থন করে। তাই আমরা পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় শেষোক্ত হাদীসকে উত্তম মনে করি। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতও তাই।

## ٤٤-بَابُ التَّطَوُّعِ فِى الْمَسَاجِدِ

### ৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে নফল নামায পড়া।

١٣٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُطَرِّفِ بْنِ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا فَرَغَ رَاَى النَّاسَ يُسَبِّحُوْنَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ فِى الْبُيُوْتِ .

www.pathagar.com

১৩২৬। আবু বাক্‌রা (র)... সা'দ ইবনে ইসহাক (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি নামাযশেষে লোকজনকে নফল নামায পড়তে দেখে বলেন ঃ হে লোকজন! এ নামায ঘরসমূহে (বাড়িতে গিয়ে) পড়তে হয়।

١٣٢٧- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ بَيْتِىْ وَالصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ تَرٰى مَا اَقْرَبُ بَيْتِىْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلاَنْ أُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ الاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً .

১৩২৭। বাহ্‌র ইবনে নাসর (র)...আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ঘরের নামায এবং মসজিদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছো যে, আমার ঘর মসজিদের কতো নিকটে অবস্থিত। তথাপি আমি ফরয নামায ব্যতীত আমার অন্য কোন নামায মসজিদে পড়ার পরিবর্তে আমার ঘরে পড়তে অধিক পছন্দ করি।

**পর্যালোচনা**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যেসব (অ-ফরয) নামায ত্যাগ করা সংগত নয়, যেমন যুহরের (ফরয নামাযের) পর দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পর দুই রাক্‌আত, মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাক্‌আত, এগুলো ব্যতীত অন্যান্য নফল নামায মসজিদে পড়া উচিৎ নয়। এসব নফল নামায ঘরে গিয়ে পড়াই উত্তম।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উক্ত নামাযের ব্যাপারে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, মসজিদেও নফল নামায পড়া উত্তম হলেও ঘরে পড়া তদপেক্ষা উত্তম। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের অনুকূলে পেশ করেছেন ঃ

١٣٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِى الْعَبَّاسُ بِتُّ اللَّيْلَةَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا حَتّٰى لَمْ يَبْقَ فِى الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ .

১৩২৮। আবু বাক্‌রা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আজ রাতে আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারে অবস্থান করি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়লেন, অতঃপর আরো নামায পড়তে থাকলেন, শেষে তিনি ছাড়া মসজিদে আর কেউ ছিলো না।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ ধরে মসজিদে নফল নামায পড়তেন। তাই আমাদের মতে মসজিদে নফল নামায পড়া উত্তম। তবে ঘরে নফল নামায পড়া ততোধিক উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

خَيْرُ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

"ফরয নামায ব্যতীত মানুষের ঘরের নামাযই উত্তম।"

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমতও তাই।

## ٤٥-بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

### ৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِىْ وَسَطِهٖ وَفِىْ اٰخِرِهٖ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِىْ اٰخِرِهٖ .

১৩২৯। রবী' আল-মুআয্যিন (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কখনো) রাতের প্রথমভাগে, (কখনো) মধ্যভাগে এবং (কখনো) ভোররাতে বেতের নামায পড়তেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি শেষরাতেই বেতের নামায পড়তেন।

١٣٢٩(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ اَنْبَاَنِىْ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৯(১)। ইবনে মারযূক (র)... আলী (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٢٩(٢)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِىْ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৩২৯(২)। রবী' আল-জীযী (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَنَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِىٌّ وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَاَوْتَرَ وَسَطَهُ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

১৩৩০। আবু উমাইয়্যা (র)... আবদে খায়ের (র) বলেন, আলী (রা) আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমরা তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? আমরা তার নিকটবর্তী হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথমভাগে বেতের নামায পড়তেন, অতঃপর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মধ্যরাতে বেতের পড়তেন, অতঃপর তিনি স্থায়ীভাবে এই সময়ে অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার প্রাক্কালে (ভোররাতে) বেতের নামায পড়তে থাকেন।

আমাদের মতে উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, 'ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার প্রাক্কালে' অর্থ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। তাহলে এই হাদীস এবং আসেম ইবনে দমরা (র) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ভোররাতেই বেতের নামায পড়া এবং অতঃপর নফল নামায না পড়া উচিৎ। কেউ বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়লে তার বেতের নামায বাতিল হয়ে যায় এবং তাকে পুনরায় বেতের নামায পড়তে হবে। তারা তাদের মতের সমর্থনে দলীল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোররাত পর্যন্ত বেতের নামায বিলম্বিত করতেন। তারা সেইসব সাহাবীর অভিমতও দলীল হিসাবে পেশ করেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মত প্রকাশ করেন যে, কোন ব্যক্তি বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়লে সে তার বেতের নামায বাতিল করে দিলো। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলসমূহ পেশ করেন ঃ

١٣٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ اِنِّىْ اُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاِذَا قُمْتُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَمَا شَبَّهْتُهَا اِلاَّ بِقُلُوْصٍ اَضُمُّهَا اِلَى الْاِبِلِ .

১৩৩১। আবু বাকরা (র)... মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন, আমি রাতের প্রথমভাগে বেতের নামায পড়ি। আমি শেষ রাতে নফল নামায পড়লে তৎসঙ্গে এক রাক্‌আত (বেতের) পড়ি। এটাকে আমি সেই যুবতী উষ্ট্রীর সাথেই তুলনা করতে পারি যাকে আমি উটের নিকট নিয়ে যেতে পারি।

www.pathagar.com

١٣٣١(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩৩১(১)। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল মালেক ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৩৩২। আবূ বাকরা (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আবূ বাক্র (রা)-ও অনুরূপ করতেন।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ اَبِىْ هَارُوْنَ الْغَنَوِىُّ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ الْوِتْرُ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَنْوَاعٍ رَجُلٌ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَرَجُلٌ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاسْتَيْقَظَ فَوَصَلَ اِلٰى وِتْرِهِ رَكْعَةً فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ وَرَجُلٌ اٰخَرَ وِتْرَهُ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ .

১৩৩৩। ইবনে মারযূক (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, বেতের নামায তিন প্রকার। কোন ব্যক্তি রাতের প্রথমভাগে বেতের নামায পড়ে, অতঃপর জাগ্রত হলে আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়ে। আবার কোন ব্যক্তি রাতের প্রথমভাগে বেতের নামায পড়ে, অতঃপর জাগ্রত হলে দুই দুই রাক্‌আত করে (নফল) নামায পড়ে, তারপর বেতের নামায পড়ে। আবার কোন ব্যক্তি ভোররাত পর্যন্ত তার বেতের নামায বিলম্বিত করে।

١٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَمَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَلاَّسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تُوْتِرُ قَالَ اَتَرْضٰى بِمَا اَصْنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَحْسَبُ قَتَادَةَ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَاِنِّىْ اُوْتِرُ بِلَيْلٍ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَرْقُدُ اِذَا قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعْتُ .

১৩৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাহ্‌র (র)... জাল্লাস (র) বলেন, আমি আম্মার (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিভাবে বেতের নামায পড়েন? তিনি বলেন, আমি যা করি তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে? সে

www.pathagar.com

বললো, হাঁ। রাতে আমি পাঁচ রাক্‌আত বেতের নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাই। রাতে পুনরায় জাগ্রত হলে আমি (নফল পড়ে তাকে) জোড় বানিয়ে মিলিয়ে নেই।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اَوْتَرَ فَبَدَا لَهُ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيَشْفَعْ اِلَيْهَا بِاُخْرٰى حَتّٰى يُوْتِرَ بَعْدُ .

১৩৩৫। আবু বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি বেতের নামায পড়ার পর পুনরায় নামায পড়তে চাইলে দুই রাক্‌আত করে পড়বে, অতঃপর এক রাক্‌আত পড়ে তাকে বেতের বানাবে।

١٣٣٥(١)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْءٌ اَفْعَلُهُ بِرَاْيِىْ لاَ اَرْوِيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ ذٰلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ وَكَانَ اَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ صَنِيْعِ ابْنِ عُمَرَ

১৩৩৫(১)। আবু বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, বেতের নামাযের ব্যাপারে আমি নিজের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কিছু করি, এ সম্পর্কে আমার নিকট কোন হাদীস নাই... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। মাসরূক (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-র কার্যকলাপে ইবনে মাসউদ (রা)-র সহচরগণ বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْحَارِثِ الْغِفَارِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اسْتَفْتَاهُ عَنْ رَجُلٍ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّهَا عَشْرًا .

১৩৩৬। আবু বাক্‌রা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার নিকট অপর ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে—যে রাতের প্রথমভাগে বেতের নামায পড়ার পর ঘুমিয়েছে, অতঃপর জাগ্রত হয়েছে, সে কি করবে? তিনি বলেন, সে বেতেরসহ দশ রাক্‌আত পূর্ণ করবে।

অবশ্য আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত মতের বিপরীত মতও বর্ণিত আছে। ইনশাআল্লাহ আমরা এরপরই তা উল্লেখ করবো।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়তে কোন বাধা নেই। তাতে বেতের নামায বাতিল হয় না। তারা তাদের মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস পেশ করেন।

www.pathagar.com

١٣٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَابَلْتِيُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ قَرَاَ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ .

১৩৩৭। ফাহ্‌দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং তাতে বসা অবস্থায় কিরাআত পড়েন। তিনি রুকূ করার মনস্থ করে উঠে দাঁড়ান এবং রুকূ করেন।

বেতের অনুচ্ছেদও আমরা আয়েশা (রা)-র অনুরূপ একটি হাদীস (১০৯৪ নং) উল্লেখ করেছি, যার পরবর্তী রাবী হলেন সা'দ ইবনে হিশাম (র)।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ بِالرَّحْمٰنِ وَالْوَاقِعَةِ .

১৩৩৮। ফাহ্‌দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেতের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নফল নামাযে সূরা আর-রহ্‌মান ও সূরা আল-ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করতেন।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَاُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ .

১৩৩৯। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এই দুই রাক্‌আত নামায বেতের নামাযের পর বসা অবস্থায় পড়তেন এবং তাতে সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরদু ও সূরা কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পড়তেন।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَّثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ وَاِلاَّ كَانَتَا لَهُ .

১৩৪০। ফাহ্‌দ (র)... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস ছাওবান (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ এই সফর হলো কষ্টকর ও

www.pathagar.com

ক্লান্তিকর। অতএব তোমাদের কেউ বেতের নামায পড়লে সে যেন আরো দুই রাক্আত পড়ে শুয়ে যায়। তারপর জাগ্রত হলে সে (আরো নামায পড়তে পারে) অন্যথায় ঐ দুই রাক্আতই তার জন্য যথেষ্ট।

এই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যক্রম। তিনি বেতের নামাযের পর বসা অবস্থায় দুই রাক্আত নামায পড়েছেন এবং তাতে তাঁর পূর্বের বেতের নামায বাতিল হয়নি। অতএব পূর্বে উধৃত হাদীসের আমরা যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছি তা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের তাৎপর্যের তুলনায় অধিক উত্তম এবং তারা আলী (রা)-র হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষরাতে বেতের নামায পড়তেন"। এটি আমাদের মতে অন্যান্য হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা তিনি শেষ রাতে বেতের নামায পড়ার পর ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হয়ত নফল নামাযও পড়ে থাকবেন।

কেউ হয়তো এরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেতের নামাযের পর যে দুই রাক্আত নামায পড়েছেন তা ছিল ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত নামায, রাতের নফল নামায নয়। তাকে বলা যায়, দু'টি কারণে তা বলা যায় না। (এক) সা'দ ইবনে হিশাম (র) আয়েশা (র)-র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি তার জবাবে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে অবহিত করেন। (দুই) কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম থাকা অবস্থায় তার জন্য ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত নামায বসে পড়া জায়েয নয়। তাতে সে কিয়াম (দাঁড়ানো) ত্যাগকারী সাব্যস্ত হবে। যে নামায পড়া জরুরী নয়, কোন ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও সেই নামায বসে পড়া জায়েয। যে নামায ত্যাগ করা জায়েয নয় তাতে কিয়াম ত্যাগ করাও জায়েয নয়।

এই আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের নামাযের পর যে দুই রাক্আত নামায পড়তেন তা ছিল রাতের নফল নামায। সুতরাং যারা বলেন, বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়ায় কোন দোষ নেই এবং তা বেতের নামাযকে বাতিল করে না, তাদের কথা কেবল সম্প্রমাণিতই হলো না, তদনুযায়ী আমল করাও অপরিহার্য। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বাণী নকল করা হয়েছে তাও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থক এবং তা আমরা ইতিপূর্বে ছাওবান (রা)-র হাদীসে উল্লেখ করেছি। আরো হাদীস ঃ

١٣٤١- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الطَّائِيُّ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ اَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ .

১৩৪১। ইমরান ইবনে মূসা আত-তাঈ (র)... কায়েস ইবনে তলক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে দুইবার বেতের নামায পড়া জায়েয নয়।

www.pathagar.com

١٣٤١(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ

১৩৪১(১)। ইবনে আবূ দাউদ (র)... তলক (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣٤١(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَاَبُو الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُلاَزِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩৪১(২)। আবু উমাইয়্যা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বদর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَالَ اَخَذْتَ بِالْوُثْقٰى ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ قَالَ اَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ .

১৩৪২। আবু বাকরা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কখন বেতের নামায পড়েন? তিনি বলেন, রাতের প্রথমভাগে, এশার নামাযের পর। তিনি বলেন ঃ আপনি মজবুত পন্থা অবলম্বন করেছেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কখন বেতের পড়ো? তিনি বলেন, শেষরাতে। তিনি বলেন ঃ তুমি শক্তি-সামর্থ্যকে ধারণ করেছো।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَ الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّىْ ثُمَّ اَنَامُ عَلٰى وِتْرٍ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شُفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ فَقَالَ عُمَرُ لٰكِنِّىْ اَنَامُ عَلٰى شَفْعٍ ثُمَّ اُوْتِرُ مِنْ اٰخِرِ السَّحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ حَذِرٌ هٰذَا وَقَالَ لِعُمَرَ قَوِىٌّ هٰذَا .

১৩৪৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বেতের নামাযের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি বেতের পড়ে ঘুমিয়ে যাই, অতঃপর জাগ্রত হলে ভোর হওয়া অবধি দুই রাক্‌আত করে নামায পড়তে থাকি। উমার (রা) বলেন, কিন্তু আমি এশার নামায পড়ে

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে যাই, অতঃপর শেষরাতে বেতের পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ ইনি সাবধানী। তিনি উমার (রা)-কে বলেন ঃ ইনি শক্তিশালী।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ঃ "এক রাতে দুইবার বেতের নামায নাই", একথা নফল নামায পড়ার পর বেতের নামাযের পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ প্রমাণ করে এবং আবু বাক্‌র (রা)-র কথাও তার সমর্থন করে। তিনি বলেন, 'আমি প্রথম রাতে বেতের পড়ি, অতঃপর জাগ্রত হলে ভোর পর্যন্ত দুই রাক্‌আত করে নামায পড়তে থাকি'। তার এই কর্মপন্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রুটি ধরেননি বিধায় তা প্রমাণ করে যে, বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়লে বেতের নামায বাতিল হয় না। মহানবী ﷺ-এর একদল সাহাবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اِذَا اَوْتَرْتَ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَلاَ تُوْتِرْ اٰخِرَهُ وَاِذَا اَوْتَرْتَ اٰخِرَهُ فَلاَ تُوْتِرْ اَوَّلَهُ قَالَ وَسَاَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ مِثْلَهُ .

১৩৪৪। আবু বাক্‌রা (র)... আবু জামরা (র) বলেন, আমি বেতের নামায সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি রাতের প্রথমভাগে বেতের পড়ে থাকলে শেষরাতে আর বেতের পড়ো না। আর তুমি শেষরাতে বেতের পড়ে থাকলে রাতের প্রথমভাগে বেতের পড়ো না। রাবী বলেন, আমি আয়েয ইবনে আমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও তার অনুরূপ বলেন।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا جَلاَّسًا قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُوْتِرُ ثُمَّ اَنَامُ فَاِنْ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৩৪৫। ইবনে মারযুক (র)... এক ব্যক্তি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-কে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি বেতের নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাই এবং পুনরায় ঘুম থেকে জাগলে দুই রাক্‌আত করে (নফল) নামায পড়ি।

আমাদের মতে কাতাদা (র) থেকে হাম্মাম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের তাৎপর্য তাই, যা আমরা প্রথমদিকে উল্লেখ করে এসেছি। কেননা ঐ হাদীসে উল্লেখ আছে, "পুনরায় আমি জাগ্রত হলে দুই রাক্‌আত করে নামায পড়ি।" হতে পারে তিনি ঐ নামাযের সাথে আরো এক রাক্‌আত পড়ে থাকবেন, যেমনটি ইবনে উমার (রা) করতেন। এও হতে পারে যে, তিনি দুই দুই রাক্‌আত করেই পড়তেন। সামনে উদ্ধৃত শো'বা (র)-এর হাদীস এই সম্ভাবনাকেই সমর্থন করে, "আমি দুই দুই রাক্‌আত করে নামায পড়ি এবং বেতের নামায বাতিল করি না" (পুনরায় পড়ি না)।

www.pathagar.com

١٣٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ نَقْضُ الْوِتْرِ فَقَالَتْ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ .

১৩৪৬। আবু বাক্‌রা (র)... সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আয়েশা (রা)-র সামনে বেতের নামায বাতিল হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, এক রাতে দুইবার বেতের নাই।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ جِئْتُ بِثَلاَثَةِ اَبْعِرَةٍ فَاَنَخْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِبَعِيْرَيْنِ فَاَنَخْتُهُمَا لَيْسَ كَانَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ وِتْرًا قَالَ وَكَانَ يَضْرِبُهُ مَثَلاً لِنَقْضِ الْوِتْرِ .

১৩৪৭। আবু বাক্‌রা (র)... উমার ইবনুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি তিনটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে আসি, অতঃপর দুইটি উট নিয়ে যাই তাহলে এটি কি বেতের হবে না? রাবী বলেন, বেতের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়লে তাতে যে বেতের নামায নষ্ট হবে না তা বুঝানোর জন্য আবু হুরায়রা (রা) উপরোক্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেন।

এটা আমাদের মতে সঠিক বক্তব্য এবং তার অর্থ এই যে, আমি যদি বেতের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়ি তাহলে এগুলোর সাথে আমার পড়া বেতের নামায বেতেরই থাকবে।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ اَصْنَعُ اَنَا قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَنَامُ فَاِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاِنْ اَصْبَحْتُ اَصْبَحْتُ عَلٰى وِتْرٍ .

১৩৪৮। ইউনুস (র)... আকীল ইবনে আবু তালিব (রা)-র মুক্তদাস আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে বেতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, তুমি চাইলে আমি কি করি তা তোমাকে অবহিত করতে পারি। আমি বললাম, আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, আমি এশার নামায পড়ার পর পাঁচ রাক্‌আত নামায পড়ি, অতঃপর নিদ্রা যাই। যদি আমি রাতে জাগ্রত হই তবে দুই দুই রাক্‌আত করে নামায পড়ি। আমি ভোরে উপনীত হলে ঐ বেতেরসহই উপনীত হই।

www.pathagar.com

এই হচ্ছেন ইবনে আব্বাস, আইয ইবনে আমর, আম্মার, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা) যাদের মতে বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়লে তাতে বেতের নামায বাতিল হয় না। আমাদের নিকট তাদের বিরোধীদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় তাদের বর্ণিত হাদীস অধিক উত্তম। কারণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কর্মের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ। অন্যদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, যুক্তির নিরিখে তার কোন ভিত্তি নাই। কেননা তারা (রাতে) নফল নামায পড়লে তার সাথে আরো এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, কথা, কাজ (নফল নামায) ও ঘুমের দ্বারা তাদের পূর্বের বেতের নামায বাতিল হয়ে গেছে। উম্মতের ইজমার মধ্যেও উক্তরূপ আমলের কোন ভিত্তি নাই যার উপর তাকে স্থাপন করা যেতে পারে।

অবস্থা যখন এইরূপ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণও তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, উপরন্তু নবী ﷺ থেকেও তাদের মতের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তখন তাদের রিওয়ায়াত বাতিল হয়ে গেলো এবং তা আমলযোগ্য থাকলো না। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর এই মত।

## ٤٦-بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِىَ

### ৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নফল নামাযের কিরাআতের বৈশিষ্ট্য।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسْمَعُ قِرَاءَتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ .

১৩৪৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ রাতে তাঁর ঘরে (নফল) নামায পড়তেন এবং হুজরাসমূহের পিছন থেকে তাঁর কিরাআত শোনা যেতো।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَاَنَا نَائِمَةٌ عَلٰى عَرِيْشٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ يُرَجِّعُ بِالْقُرْاٰنِ .

১৩৫০। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... উম্মু হানী (রা) বলেন, নবী ﷺ মধ্যরাতে (নফল) নামায পড়তেন। আর আমি আমার ঘরের ছাদে ঘুমানো অবস্থায় সেখান থেকে তাঁর কিরাআতের শব্দ শুনতে পেতাম। তিনি বিভিন্ন আয়াত বারবার পড়তেন।



www.pathagar.com

١٣٥١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ اِنِّىْ كُنْتُ اَسْمَعُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ .

১৩৫১। ফাহ্‌দ (র)... উম্মু হানী (রা) বলেন, আমি আমার ঘরের ছাদ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (কিরাআতের) শব্দ শুনতে পেতাম।

**পর্যালোচনা**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত পোষণ করেন যে, রাতের (নফল) নামাযের কিরাআত এভাবেই পড়তে হবে। তারা নীরবে কিরাআত পড়া মাকরূহ মনে করেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, নামাযী নিজ ইচ্ছামত সশব্দেও কিরাআত পড়তে পারে অথবা নীরবেও পড়তে পারে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

١٣٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الْوَالِبِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفَضُ طَوْرًا .

১৩৫২। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাযের কিরাআত কখনো সশব্দে আবার কখনো নীরবে পড়তেন।

١٣٥٢(١)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩৫২(১)। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... ইমরান ইবনে যায়েদা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥٢(٢)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا هُرَيْرَةَ .

১৩৫২(২)। ফাহ্‌দ (র)... আবু খালিদ (র)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ নাই।

এই হলেন আবু হুরায়রা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তিনি রাতের নামাযে কখনো সশব্দে এবং কখনো নীরবে কিরাআত পড়তেন। অতএব উক্ত হাদীস থেকে

www.pathagar.com

একথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, নামাযী তার রাতের নফল নামাযে তার পছন্দ মাফিক সশব্দেও কিরাআত পড়তে পারে এবং অস্পষ্ট আওয়াজেও পড়তে পারে। আর উম্মু হানী (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি তাঁর রাতের নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়তেন," তার অর্থ হলো, তিনি কোন রাক্আতে সশব্দে এবং কোন রাক্আতে নীরবে কিরাআত পড়েছেন। অতএব তাদের উভয়ের হাদীস থেকে নীরবে কিরআত পড়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। আর আবু হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সশব্দে বা নীরবে কিরাআত পড়ার ব্যাপারে নামাযীর স্বাধীনতা রয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় এ হাদীস অধিক উত্তম। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-ও তাই বলেন।

## ٤٧-بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِىْ رَكْعَةٍ

### ৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ একই রাক্আতে একাধিক সূরা পড়ার বর্ণনা।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ سُوْرَةٍ رَكْعَةٌ .

১৩৫৩। আবু বাকরা (র)... আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ প্রতিটি সূরার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাক্আত রয়েছে।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ سُوْرَةٍ رَكْعَةٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ اَسَمّٰى لَكَ مَنْ حَدَّثَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ اَفَلاَ تَسْاَلُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَعْلَمُ مَنْ حَدَّثَنِىْ وَفِىْ اَىِّ مَكَانٍ حَدَّثَنِىْ وَقَدْ كُنْتُ اُصَلِّىْ بَيْنَ عِشْرِيْنَ حَتّٰى بَلَغَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثُ .

১৩৫৪। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবুল আলীয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি সূরার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাক্আত রয়েছে। রাবী বলেন, আমি এটি ইবনে সীরীন (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তিনি কি তোমার নিকট এ হাদীস বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তাহলে তুমি তাকে জিজ্ঞেস করোনি কেন? অতএব আমি তাকে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনার নিকট কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, আমার উত্তমরূপে স্মরণ আছে যে, কে এবং কোথায় এ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমি বিশ ব্যক্তির মধ্যে নামায পড়ছিলাম, তখন এ হাদীস আমার নিকট পৌঁছে।

www.pathagar.com

**পর্যালোচনা**

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করে বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য তার নামাযের প্রতি রাক্আতে সূরা ফাতিহার সাথে একাধিক সূরা পড়া সংগত নয়। তারা ইবনে উমার (রা)-র হাদীসও পেশ করেন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ لَبِيْبَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ انِّىْ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ اَوْ قَالَ فِىْ لَيْلَةٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ انَّ اللّٰهَ لَوْ شَاءَ لَاَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْطٰى كُلُّ سُوْرَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

১৩৫৫। আবু বাক্রা (র)... ইবনে লাবীবা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে বললো, আমি এক রাক্আতে বা এক রাতে মুফাসসাল সূরা পড়েছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই সম্পূর্ণ কুরআন একবারে নাযিল করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন, যাতে প্রতিটি সূরা রুকূ ও সিজদার আওতায় পড়ে।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, কোন ব্যক্তি তার নামাযের একই রাক্আতে যতোটি সূরা ইচ্ছা পড়তে পারে। তারা এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرِنُ السُّوَرَ قَالَت الْمُفَصَّلَ .

১৩৫৬। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি একাধিক সূরা মিলিয়ে পড়তেন (একই রাক্আতে)? তিনি বলেন, মুফাসসাল সূরাসমূহ পড়তেন।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ نَهِيْكِ بْنِ سِنَانِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذَا مِثْلَ هَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ اِنَّمَا فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوْا لَقَدْ عَلِمْنَا النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً اَلرَّحْمٰنُ وَالنَّجْمَ عَلٰى تَاْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سُوْرَتَيْنِ فِىْ

www.pathagar.com

رَكْعَةٍ وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اَرَاَيْتَ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ رُبَّمَا قَرَاْتُ اَرْبَعًا فِىْ رَكْعَةٍ .

১৩৫৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... নাহীক ইবনে সিনান আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট এসে বলেন, আমি আজ রাতে এক রাক্‌আতে মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ পড়েছি। তিনি বলেন, তুমি তো কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুত তিলাওয়াত করেছো এবং তাকে রদ্দি খেজুরের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছো। এই সূরাগুলো এজন্য পৃথক পৃথক নাযিল করা হয়েছে যে, তোমরা সেভাবে তা পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সূরা পড়তেন সে সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তা ছিল বিশটি সূরা ইবনে মাসউদ (রা)-র সংকলন অনুযায়ী সূরা আর-রহমান ও সূরা নাজম (ইত্যাদি)। এরূপ দু'টি সূরা তিনি এক রাক্‌আতে পড়তেন। ইবনে মাসউদ (রা) উল্লেখ করেন যে, মহানবী ﷺ সূরা আদ-দুখান ও সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলূন এক রাক্‌আতে পড়তেন। রাবী বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ (র)-কে বললাম, এর চেয়ে ছোট সূরাও তো আছে, আমি কি করবো? তিনি বলেন, আমি কখনো এক রাক্‌আতে অনুরূপ চারটি সূরাও পড়ি।

١٣٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنِّىْ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ .

১৩৫৮। ইবনে মারযূক (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-কে বললো, আমি এক রাক্‌আতে মুফাস্‌সাল সূরা পড়ি। তিনি বলেন, তুমি তো কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুত পড়েছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সূরা (নামাযের একই রাক্‌আতে) একত্রে পড়তেন সেগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত আছি।

١٣٥٨(١)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَيَّارٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

১৩৫৮(১)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো আছে ঃ যেসব সূরা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে পড়তেন, প্রতি রাক্‌আতে তা থেকে দু'টি করে সূরা পড়তেন।

www.pathagar.com

١٣٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنِّىْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ اَوْ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ كَانَ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلنَّجْمُ وَالرَّحْمَانُ فِىْ رَكْعَةٍ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً فِىْ عَشْرِ رَكَعَاتٍ .

১৩৫৯। আবু বাকরা (র)... আলকামা (র) ও আল-আসওয়াদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এসে বললো, আমি এক রাক্‌আতে মুফাসসাল সূরাসমূহ পড়েছি। তিনি বলেন, বিক্ষিপ্ত রদ্দি খেজুরের ন্যায় তুমি (কুরআনকে) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করেছো এবং কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুত আওড়িয়েছ। তুমি যেরূপ করেছো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তদ্রূপ করেননি। অবশ্য তিনি এক এক রাক্‌আতে দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। অতএব তিনি এক রাক্‌আতে সূরা আন-নাজম ও সূরা আর-রহমান একত্রে পড়তেন। তিনি এভাবে দশ রাক্‌আতে বিশটি সূরা পড়তেন।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا اسْتَفْتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَكَانَ اِذَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَفَ فَسَاَلَ اَوْ تَعَوَّذَ اَوْ قَالَ كَلاَمًا هٰذَا مَعْنَاهُ .

১৩৬০। আবু বাক্‌রা (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাকারা পড়া শুরু করলেন। তিনি এই সূরা শেষ করার পর সূরা আল ইমরান পড়া শুরু করলেন। তিনি জান্নাত অথবা জাহান্নামের আলোচনা সংক্রান্ত আয়াতে পৌঁছলে তথায় থেমে জান্নাত প্রার্থনা করতেন অথবা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতেন অথবা অনুরূপ অর্থবোধক কোন দোয়া করতেন।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ প্রতি রাক্‌আতে দু'টি সূরা পড়েছেন। এটি আবুল আলিয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তাছাড়া এ হাদীস তার যথার্থতা ও সনদসূত্রের দিক থেকেও অগ্রগণ্য। এরপর থাকলো ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য ঃ এজন্য "মুফাস্‌সাল নামকরণ করা হয়েছে যাতে তোমরা (নামাযে) তা পৃথক পৃথকভাবে পড়ো।" এটি নবী ﷺ-এর বাণী কিনা তা তিনি উল্লেখ করেননি। এটি হয়তো তার নিজস্ব

www.pathagar.com

অভিমত। যদি এটি তার নিজস্ব অভিমত হয়ে থাকে তবে তার বিপরীতে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র কার্যক্রম বিদ্যমান আছে। কেননা তিনি এক রাক্আতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছেন। ইনশাআল্লাহু তায়ালা আমরা অনুচ্ছেদের শেষে তা উল্লেখ করবো। নবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়েছেন।

١٣٦١- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْفَتْحِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِ فَلَمَّا اَتٰى عَلٰى ذِكْرِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اَوْ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

১৩৬১। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাযে উপস্থিত হলাম। তিনি সূরা আল-মুমিন পড়তে লাগলেন। তিনি মূসা (আ) ও ঈসা (আ) অথবা মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর উল্লেখ সম্বলিত আয়াতে পৌঁছলে তাঁর কাশি এলো এবং তিনি রুকূতে চলে যান।

হয়তো কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন যে, তাঁর কাশি উঠার কারণেই তিনি এরূপ করেছেন। তার জবাবে বলা যায়, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের দুই রাক্আতে কুরআনের দু'টি আয়াত পড়েছেন, যা আমরা "ফজরের দুই রাক্আতের কিরাআত" শীর্ষক অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে এসেছি।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ بِهَا يَرْكَعُ وَبِهَا يَسْجُدُ وَبِهَا يَدْعُوْ .

১৩৬২। আবু বাক্রা (র)... আবু যার (রা) বলেন, কখনো এরূপ হতো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র কিতাবের একটিমাত্র আয়াত পড়তেন, তার দ্বারা রুকূ করতেন, তার দ্বারা সিজদা করতেন এবং তার দ্বারা দোয়াও করতেন।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ بِاٰيَةٍ حَتّٰى اَصْبَحَ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

www.pathagar.com

১৩৬৩। আবদুল আযীয ইবনে মুআবিয়া আল-আত্তাবী (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটিমাত্র আয়াত সারা রাত ভোর পর্যন্ত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)।

١٣٦٣(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَسْرَةُ بِنْتُ دُجَاجَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩৬৩(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খুশাইশ (র)... আবু যার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক রাক্‌আতে কোন সূরার অংশবিশেষও পড়া যেতে পারে। আবার এক রাক্‌আতে একাধিক সূরাও পড়া যেতে পারে, যে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করে এসেছি। আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقِيَامِ .

"দীর্ঘ কিয়াম (দাঁড়ানো) সম্বলিত নামায সর্বোত্তম"।

এ হাদীসের দ্বারাও আবুল আলিয়া (র) বর্ণিত হাদীস নাকচ হয়ে যায়। কেননা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়া হয় তাই সর্বোত্তম নামায। আর এক রাক্‌আতে একাধিক সূরা পড়ার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এসবই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-র অভিমত। আর আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছি তার বিপরীত হাদীসও বর্ণিত আছে।

١٣٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

১৩৬৪। ইবনে মারযূক (র)... নাফে' (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) মাগরিবের নামাযের একই রাক্‌আতে দু'টি সূরা পড়তেন।

١٣٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَاُ بِالسُّوْرَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِىْ رَكْعَةٍ .

www.pathagar.com

১৩৬৫। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একই রাক্আতে দু'টি বা তিনটি সূরা পড়তেন।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَانَ يُقْسِمُ السُّوْرَةَ الطَّوِيْلَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ .

১৩৬৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে একই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, তিনি ফরয নামাযের দুই রাক্আতে কোন দীর্ঘ সূরাকে ভাগ করে পড়তেন।

ইবনে উমার (রা) প্রমুখ থেকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَكَّةَ الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ حَتَّى بَلَغَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ثُمَّ رَكَعَ .

১৩৬৭। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মক্কায় আমাদের ফজরের নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি প্রথম রাক্আতে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করেন। তিনি "ওয়াব্ইয়াদ্দাত আইনাহু মিনাল হুয্নি ফাহুয়া কাযীম" (১২ ঃ ৮৪) আয়াতে পৌঁছে রুকূ করেন।

١٣٦٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَلَمْ تَرَ وَلِإِيْلٰفِ .

১৩৬৮। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে হজ্জ করেছি। তিনি মাগরিবের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'আলামতারা' ও সূরা 'লিঈলাফি' তিলাওয়াত করেন।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ اسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ حَتَّى انْتَهَى الَى نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ثُمَّ رَكَعَ .

www.pathagar.com

১৩৬৯। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... আবদুর রহ্মান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-র সাথে এশার শেষ নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-আন্ফাল পড়তে শুরু করলেন। শেষে তিনি "নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান-নাসীর" (৮ ঃ ৪০) পর্যন্ত তিলাওয়াত করে রুকূ করেন।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِىُّ يُحْيِ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلِّهِ فِىْ رَكْعَةٍ .

১৩৭০। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... ইবনে সীরীন (র) বলেন, তামীম আদ-দারী (রা) একই রাতে একই রাক্আতে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٣٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هٰذَا مَقَامُ اَخِيْكَ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ لَقَدْ رَاَيْتُ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ اَوْ كَادَ اَنْ يُّصْبِحَ يَقْرَاُ اٰيَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ وَيَبْكِىْ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ الاٰيَةَ .

১৩৭১। আবু বাক্রা (র)... মাসরূক (র) বলেন, মক্কাবাসী এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, এটা তোমার ভাই তামীম আদ-দারী (রা)-র দাঁড়াবার স্থান। আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি এক রাতে ভোর পর্যন্ত বা প্রায় ভোরের কাছাকাছি পর্যন্ত একটি আয়াত পড়েন, তা দ্বারা রুকূ-সিজদা করেন এবং কান্নাকাটি করেন (অর্থ) ঃ "দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করবো যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে? ওদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ" (৪৫ ঃ ২১)।

١٣٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ .

১৩৭২। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাক্আতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছেন।

١٣٧٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ فِى الْبَيْتِ .

১৩৭৩। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ঘরে এক রাক্আতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছেন।

www.pathagar.com

١٣٧٤- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَمَّنَا فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَوَصَلَ بِسُوْرَةِ الْفِيْلِ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ فِىْ رَكْعَةٍ .

১৩৭৪। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... আল-মুগীরা (র) বলেন, ইবরাহীম নাখঈ (র) মাগরিবের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন। তিনি এক রাক্আতে সূরা ফীল ও সূরা কুরাইশ একত্রে পড়েন।

এই যা কিছু আমরা বর্ণনা করলাম তা ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈগণ তা গ্রহণ করেছেন। তা বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একই রাক্আতে সূরা ফাতিহা পড়া হয় এবং তার সাথে আরো একটি সূরা পড়া হয়। এটাকে মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না। আর সূরা আল-ফাতিহার জন্য একটি রাক্আত নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। অথচ সূরা ফাতিহাও একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা। সুতরাং বুদ্ধি ও যুক্তির দাবিও এই যে, প্রতিটি সূরার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাক্আত নির্দ্ধারিত হওয়া জরুরী নয়। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

## ٤٨- بَابُ الْقِيَامِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِى الْمَنَازِلِ اَفْضَلُ اَمْ مَعَ الْاِمَامِ

## ৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের নৈশ ইবাদত নিজ আবাসে করা উত্তম না ইমামের সাথে করা অধিক ফযীলাতপূর্ণ?

١٣٧٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ (وَهْبُ) قَالَ ثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ وَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ خَرَجَ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا السَّادِسَةَ حَتّٰى خَرَجَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا فَقَالَ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا صَلُّوْا مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا

www.pathagar.com

الرَّابِعَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّالِثَةِ خَرَجَ وَخَرَجَ بِاَهْلِهِ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلاَحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُوْرُ .

১৩৭৫। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমি রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোযা রাখলাম। মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে নিয়ে (রাতে নামাযে) দাঁড়াননি। শেষদিক থেকে সপ্তম রাতে (২২শে রমযান দিবাগত রাতে) তিনি বের হয়ে এসে আমাদের সাথে নিয়ে এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নামায পড়েন। অতঃপর তিনি ষষ্ঠ রাতে (২৩শে রমযান দিবাগত রাতে) আমাদের নিয়ে নামায পড়েননি। শেষে তিনি পঞ্চম রাতে (২৪শে রমযান দিবাগত রাতে) বের হয়ে এসে আমাদের সাথে নিয়ে অর্ধরাত পর্যন্ত নামায পড়েন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাদের আরো অধিক নফল নামায পড়াতেন! তিনি বলেন ঃ লোকজন তাদের ইমামের সাথে তার অবসর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লে তাদের জন্য (আমলনামায়) সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব লেখা হয়। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে নিয়ে চতুর্থ রাতে (২৫শে রমযান দিবাগত রাতে) নামায পড়েননি। শেষে তৃতীয় রাত (২৬শে রমযান দিবাগত রাত) এলে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনসহ বের হয়ে এলেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে (দীর্ঘ রাত ধরে) নামায পড়তে থাকলেন, এমনকি আমরা 'ফালাহ্' থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। আমি (জুবাইর) বললাম, 'ফালাহ্' অর্থ কি? তিনি বলেন, সাহ্রী (ভোররাতের আহার)।

পর্যালোচনা

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে রমযান মাসে তারাবীহ্ নামায নিজ আবাসে পড়ার তুলনায় ইমামের সাথে পড়া অধিক ফযীলাতপূর্ণ। তারা তাদের মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী দলীল হিসাবে পেশ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তার অবসর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লে তার জন্য (তাদের আমলনামায়) অবশিষ্ট রাত নামায পড়ার সওয়াব লেখা হয়।"

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বরং ইমামের সাথে পড়া নামাযের তুলনায় তার নিজ আবাসের নামায অধিক ফযীলাতপূর্ণ। এ সম্পর্কে তাদের দলীল এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তার অবসর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লে তার জন্য অবশিষ্ট রাত নামায পড়ার সওয়াব লেখা হয়," তথাপি তাঁর নিকট থেকে এরূপ হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে যে, "ফরয নামায ব্যতীত মানুষের নিজ বাড়িতে পড়া নামায অপেক্ষাকৃত উত্তম।" এ হাদীস যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত।

ব্যাপার এই যে, মহানবী ﷺ রমযান মাসের রাতে সাহাবীদের সাথে নিয়ে নামায পড়লে তারা চাচ্ছিলেন যে, তিনি অবশিষ্ট রাতসমূহেও তাদের সাথে নিয়ে যেন নামায পড়েন। তখন তিনি তাদেরকে উপরোক্ত কথা বলেন, এ হাদীসের দ্বারা তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর সাথে মসজিদে তাদের নামায পড়ার তুলনায় তাদের নিজ নিজ ঘরে একাকী নামায

www.pathagar.com

পড়ার ফযীলাত অধিক বেশি। অতএব তাদের নিজ নিজ ঘরে পড়া ঐ নামায অপরের সাথে মসজিদে পড়া নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলাতপূর্ণ হওয়ার যোগ্য।

উভয় হাদীসকে যথাস্থানে সহীহ প্রমাণিত করার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিৎ যে, আবু যার (রা)-র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সাথে নামায পড়লে অবশিষ্ট রাত নফল নামায পড়ার সমান সওয়াব পাওয়া যায়, যদিও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র হাদীস অনুযায়ী মানুষের নিজ বাড়িতে পড়া নামাযই অপেক্ষাকৃত উত্তম। এতে দুই হাদীসের মধ্যে আর বৈপরীত্য থাকে না।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالاَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ (وَهْبُ) قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَرَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ فَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ حَتَّى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

১৩৭৬। ইবনে মারযূক (র)... যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মসজিদের মধ্যে তাঁর জন্য চাটাই দিয়ে একটি কোঠার মতো তৈরি করে নিলেন। কয়েক রাত ধরে তিনি তার মধ্যে নামায পড়েন। শেষে লোকজন তাঁর নিকট জড়ো হলো। পরে তারা আর তাঁর সাড়া-শব্দ না পেয়ে ধারণা করলো যে, তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। কতক লোক গলা খাকারি দিতে থাকে যাতে তিনি তাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি বলেন ঃ এ রাতের শুরু থেকে তোমরা যা করছিলে তা আমি লক্ষ্য করেছি। শেষে আমি আশংকা করলাম যে, তোমাদের উপর "কিয়ামুল লাইল" (তারাবীহ নামায) ফরয করা হয় কি না! যদি ফরয করা হয় তবে তোমরা 'কিয়ামুল লাইল' (তারাবীহ নামায) আদায় করতে সমর্থ হবে না। অতএব লোকসকল! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ো। কেননা, মানুষের নিজ ঘরে পড়া নামাযই অধিক ফযীলাতপূর্ণ, অবশ্য ফরয নামায ব্যতীত (যা মসজিদেই জামাআতে পড়তে হবে)।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَرْدَانُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ فُلاَنٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ

www.pathagar.com

سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ .

১৩৭৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মানুষের নিজ ঘরে পড়া নামায আমার এই মসজিদে পড়া তার নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলাতপূর্ণ, অবশ্য ফরয নামায ব্যতীত।

١٣٧٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ وَاَبُو الْاَسْوَدِ قَالاَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ صَلاَتُهُ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

১৩৭৮। রবী' আল-জীযী (র)... যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মানুষের অধিক ফযীলাতপূর্ণ নামায হচ্ছে তার নিজ ঘরে পড়া নামায, ফরয নামায ব্যতীত ( তা মসজিদেই পড়তে হবে)।

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ছাড়াও অপরাপর সাহাবী থেকেও একই বিষয়ে নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণিত আছে যেগুলো আমরা "মসজিদে নফল নামায পড়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। অতএব আমরা এসব হাদীসের যে তাৎপর্য উপলব্ধি করেছি তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অনন্তর নবী ﷺ-এর পর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ থেকেও যা বর্ণিত হয়েছে তাও আমাদের মতের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। তার কতক আছার এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

١٣٧٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّىْ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

১৩৭৯। ফাহ্দ (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) রমযান মাসে ইমামের সাথে (তারাবীহ) নামায পড়তেন না।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ اُصَلِّىْ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَلِّ فِىْ بَيْتِكَ .

১৩৮০। আবু বাকরা (র)... মুজাহিদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি রমযান মাসে ইমামের সাথে (তারাবীহ) নামায পড়বো কি? তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পড়তে সক্ষম? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তুমি তোমার ঘরে নামায পড়ো।

www.pathagar.com

١٣٨١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ وَمُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِىْ اِلاَّ سُوْرَتَيْنِ لَرَدَدْتُهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ رَمَضَانَ .

১৩৮১। ফাহ্দ (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, আমার যদি মাত্র দু'টি সূরাও জানা থাকতো তবে তা বারবার (নামাযে) পড়া রমযান মাসে ইমামের পিছনে (জামায়াতে তারাবীহ) নামায পড়ার চেয়ে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় হতো।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ الْمُتَهَجِّدُوْنَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ .

১৩৮২। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, যারা তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, রমযান মাসে তারা মসজিদের এক কিনারে সরে তা পড়তেন। আর ইমাম সাহেব লোকদের নিয়ে (জামাআতে তারাবীহ) নামায পড়তেন।

١٣٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِىْ رَمَضَانَ فَيَؤُمُّهُمُ الرَّجُلُ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ قَالَ شُعْبَةُ سَاَلْتُ اِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنْ هٰذَا فَقَالَ كَانَ الْاِمَامُ هٰهُنَا يَؤُمُّنَا وَكَانَ لَنَا صَفٌّ يُقَالُ لَهُ صَفُّ الْقُرَّاءِ فَنُصَلِّىْ عَلٰى حِدَةٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ .

১৩৮৩। আবু বাকরা (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, রমযান মাসে লোকজন মসজিদে তারাবীহ নামায পড়তো, এক ব্যক্তি তাদের ইমামতি করতো, আর কতক লোক তথায় একাকী নামায পড়তো। শো'বা (র) বলেন, ইমাম সাহেব এখানে আমাদের ইমামতি করতেন। আর আমাদের অন্য একটি স্বতন্ত্র কাতার ছিল যাকে "কুরআন বিশেষজ্ঞদের কাতার" বলা হতো। আমরা পৃথক পৃথকভবে নামায পড়তাম এবং ইমাম সাহেব লোকজনকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন।

١٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِىْ اِلاَّ سُوْرَةٌ وَّاحِدَةٌ لَكُنْتُ اَنْ اُرَدِّدُهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ رَمَضَانَ .

www.pathagar.com

১৩৮৪। আবু বাকরা (র)... ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, আমার যদি একটিমাত্র সূরাও জানা থাকতো, তবে আমি তা (নামাযে) বারবার পড়তাম। তা আমার নিকট রমযান মাসে ইমামের পিছনে আমার নামায পড়ার চেয়ে অধিক প্রিয় হতো।

١٣٨٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَلاَ يَقُوْمُ مَعَ النَّاسِ .

১৩৮৫। ইউনুস ও ফাহ্‌দ (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) রমযান মাসে লোকজনের সাথে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ বাড়িতে ফিরে আসতেন। তিনি লোকজনের সাথে (তারাবীহ্) নামায পড়তেন না।

١٣٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ فِى الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِهِمْ فِيْهِ .

১৩৮৬। আবু বাকরা (র)... আবু বিশর (র) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) রমযান মাসে মসজিদে একাকী (তারাবীহ্) নামায পড়তেন এবং ইমাম সাহেব তথায় লোকজনকে নিয়ে নামায পড়তেন।

١٣٨٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ وَنَافِعًا يَنْصَرِفُوْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ يَقُوْمُوْنَ مَعَ النَّاسِ .

১৩৮৭। ইউনুস (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র) বলেন, আমি আল-কাসিম, সালেম ও নাফে' (র)-কে দেখলাম যে, তারা রমযান মাসে (এশার নামায পড়ে) মসজিদ থেকে চলে যাচ্ছেন এবং লোকজনের সাথে (তারাবীহ্) নামায পড়েননি।

١٣٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ فِىْ زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ الْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَوْمٌ يُصَلُّوْنَ عَلٰى حِدَةٍ فِى الْمَسْجِدِ .

১৩৮৮। ইবনে মারযূক (র)... আল-আশআছ ইবনে সুলায়েম (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর শাসনামলে রমযান মাসে মক্কায় এলাম। ইমাম সাহেব মসজিদে লোকজনকে নিয়ে (তারাবীহ্) নামায পড়ছিলেন। আর কতক লোক একাকী মসজিদে নামায পড়ছিলো।

www.pathagar.com

অতএব উপরোক্ত মনীষিগণ, যাদের থেকে আমরা এসব আছার বর্ণনা করলাম, তারা রমযান মাসে ইমামের সাথে (জামাআতে তারাবীহ্) নামায পড়ার তুলনায় একাকী নামায পড়াকে অধিক ফযীলাতপূর্ণ মনে করেছেন এবং এটাই সঠিকও যথার্থ।

**টীকা ঃ** ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) হানাফী মাযহাবের ইমাম হলেও এবং এই কিতাবে হানাফী মাযহাবের অভিমতসমূহ যথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। যেমন এই অনুচ্ছেদে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, রমযান মাসে তারাবীহ নামায জামাআতে পড়ার চেয়ে একাকী পড়ার ফযীলাত বেশি। অবশ্য তিনি জামাআতে তারাবীহ্ নামায পড়ার অধিক ফযীলাত সম্পর্কিত হাদীস ও আছার (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের অভিমত) এখানে উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ এই বিষয়ে তিনি হানাফী মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করেন। হানাফী মাযহাবমতে তারাবীহ নামায জামাআত সহকারে পড়তে হবে। সাহাবায়ে কিরাম মহানবী ﷺ-এর সাথে কয়েক রাত এই নামায জামাআত সহকারে পড়েছেন এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূক (রা) সরকারী উদ্যোগে তা যথারীতি জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

মহানবী ﷺ কেন যথারীতি জামাআতে তারাবীহ্ নামায পড়েননি তার কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। উম্মতের জন্য এতো দীর্ঘ নামায তাদের আগ্রহের কারণে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এই নামায জামাআতে পড়েননি। এতো দীর্ঘ নামায তাদের জন্য ফরয হয়ে গেলে তা নিয়মিত আদায় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। আর তিনি যে 'বাড়িতে পড়া নফল নামাযকে মসজিদে পড়া নফল নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলাতপূর্ণ" বলেছেন, এ হাদীস তারাবীহ্ নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (অনুবাদক)।

## ٤٩-بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيْهِ سُجُوْدٌ اَمْ لاَ

## ৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুফাস্সাল সূরাসমূহে সিজদা আছে কিনা?

١٣٨٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ اَحَدٌ مِنَّا .

১৩৮৯। ইউনুস (র)... যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সূরা আন-নাজম পড়লাম। কিন্তু আমাদের কেউই সিজদা করেনি।

١٣٨٩(١)- حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ اَنَا اَبُوْ صَخْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩৮৯(১)। রবী আল-জীযী (র)... আবু সাখ্র (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٣٨٩(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১৩৮৯(২)। আবু বাকরা (র)... যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ হাদীসের মতার্দশ অনুসরণ করে বলেছেন, সূরা আন-নাজমে সিজদা নেই। এক্ষেত্রে অন্যান্য আলেমগণ তাদের বিপরীত মত পোষণ করে বলেছেন, বরং তাতে সিজদা আছে। আমাদের মতে এ হাদীসে অত্র সূরায় সিজদা না থাকার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ এও হতে পারে যে, নবী ﷺ তখন সিজদা পরিত্যাগ করেছিলেন এজন্য যে, তিনি বিনা উযুতে ছিলেন, তাই সিজদা করেননি। অথবা এও হতে পারে যে, ঐ সময়টিতে সিজদা করা বৈধ ছিলো না। আবার এও হতে পারে যে, তিনি এ কারণে সিজদা পরিত্যাগ করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে তিলাওয়াতে সিজদার হুকুম এমন ছিলো যে, যার ইচ্ছা সিজদা দিবে এবং যার ইচ্ছা তা পরিত্যাগ করবে। এমনও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন এজন্য যে, এতে কোন সিজদা নেই। যেহেতু তাঁর সিজদা পরিত্যাগে এসকল অর্থের সব কয়টিরই সম্ভাবনা রাখে সেহেতু এ হাদীস অন্যসব অর্থ বাদ দিলে দলীল ব্যতীত কোন একটি অর্থের জন্য প্রাধান্য পেতে পারে না। বরং আমাদের প্রয়োজন হবে, এ হাদীসের পর অন্যান্য হাদীস অন্বেষণ করা যাতে এ সূরার (সিজদার) হুকুম খুঁজে পাই। আসলেই কি এতে সিজদা আছে, নাকি নেই? সুতরাং আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখি।

١٣٩٠- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهْبُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ اِلاَّ سَجَدَ اِلاَّ شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ تُرَابٍ فَقَالَ هٰذَا يَكْفِيْنِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا .

১৩৯০। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা আন-নাজম পড়ে সিজদা দিলেন, সিজদা ছাড়া একজনও অবশিষ্ট থাকলো না। তবে এক বৃদ্ধ এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে বললো, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

www.pathagar.com

١٣٩١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ حَتّٰى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَحَتّٰى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلٰى شَيْءٍ رَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ بِكَفَّيْهِ .

১৩৯১। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা আন-নাজম পড়ে সিজদা দিলেন, তার সাথে সাথে মুসলিম ও মুশরিক সবাই সিজদা দিলো, এমনকি একলোক অন্য লোকের (পিঠের) উপর সিজদা দিলো এবং কোন ব্যক্তি চেহারার দিকে তার দুই হাতে করে কিছু উঠিয়ে তাতে সিজদা দিলো।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ اِلاَّ رَجُلَيْنِ اَرَادَ الشُّهْرَةَ .

১৩৯২। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ওয়ান-নাজম পড়ে সিজদা দিলে দু'জন লোক ব্যতীত সবাই তাঁর সাথে সিজদা দিলো। তারা প্রসিদ্ধ হতে চেয়েছিল।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّجَرِ .

১৩৯৩। আহমাদ ইবনে মাসউদ আল-খাইয়্যাত (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ান-নাজম পড়ে সিজদা করলে উপস্থিত জিন, মানুষ ও বৃক্ষরাজিও তাঁর সাথে সিজদা করলো।

١٣٩٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ثَابِتٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ رَاٰى اَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِيْ خَاتِمَةِ النَّجْمِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا قَالَ لَوْ لاَ اَنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمَّا سَجَدْتُ فِيْهَا.

www.pathagar.com

১৩৯৪। মুহাম্মাদ ইবনুন-নু'মান (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে সূরা আন-নাজমের শেষে সিজদা করতে দেখলেন। আবু সালামা (র) বললেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটিতে সিজদা করতে না দেখতাম তাহলে আমিও কখনো এখানে সিজদা করতাম না।

١٣٩٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلَالٍ عَمَّنْ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِّنْهُنَّ النَّجْمُ .

১৩৯৫। ইউনুস (র)... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে এগারটি (তিলাওয়াতের) সিজদা করেছি এবং সূরা আন-নাজমও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فَلَمْ اَسْجُدْ مَعَهُ لِاَنِّيْ كُنْتُ عَلٰى غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَلَنْ اَدَعَهَا اَبَدًا .

১৩৯৬। ফাহ্দ (র)... মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদায়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মক্কায় সূরা আন-নাজম পড়তে দেখেছি। তিনি সিজদা দিয়েছেন কিন্তু আমি সিজদা দেইনি। কারণ আমি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে কখনো আমি তা পরিত্যাগ করবো না।

### পর্যালোচনা

এ সকল হাদীসে নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যে, এ সূরায় সিজদা আছে। আমরা অনুচ্ছেদের প্রথমে যা উল্লেখ করেছি তাতে কোন প্রমাণ নেই যে, তাতে সিজদা নেই। সুতরাং এটাই (সিজদা দেয়া) উত্তম। কেননা সিজদার স্থান ছাড়া অন্যত্র এ সিজদা করা বৈধ নয়। তবে এমন হতে পারে যে, অনুচ্ছেদের প্রথমে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেখানে বিশেষ কোন কারণে সিজদা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে, সূরা আন-নাজমে সিজদা না থাকার প্রমাণ আছে, অতঃপর সে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করে ঃ

١٣٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللِّهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ قَالَ لَا .

১৩৯৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মুফাসসালে (সূরাগুলোতে) কি সিজদা আছে? তিনি জবাব দিলেন, না।

তিনি (প্রশ্নকারী) বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) নবী ﷺ-কে সমস্ত কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন, যদি মুফাসসালে সিজদা থাকতো তাহলে তো নবী ﷺ-এর তিলাওয়াতের সময় তিনি তাঁর সিজদা সম্পর্কে জানতেন।

(ইমাম তাহাবী বলেন) আমাদের মতে এ হাদীসে ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা এও হতে পারে যে, অনুচ্ছেদের প্রথমে আমরা যে সকল কারণ উল্লেখ করেছি এর কোন একটির জন্য তিনি এ সূরায় সিজদা পরিত্যাগ করেছেন।

নবী ﷺ-এর একদল সাহাবী মত প্রকাশ করে বলেছেন, তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয় এবং তিলাওয়াতকারী তা না করতে তার কোন ক্ষতি নেই। এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

١٣٩٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَتَهَيَّؤُا لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ عَلٰى رِسْلِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ اَنْ يَّسْجُدُوْا .

১৩৯৮। ইউনুস (র)... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন মিম্বারে উঠে সিজদার আয়াত পড়ে সেখান থেকে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকজনও তার সাথে সিজদা করলো। এরপর অন্য এক জুমুআয় তিনি তা পড়লে লোকজন সিজদা দিতে প্রস্তুত হলো। উমার (রা) বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাকো। অবশ্যই আল্লাহ তা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় করেননি, তবে আমরা যদি ইচ্ছা করি। অতঃপর তিনি তা পড়ে সিজদা করলেন না এবং লোকজনকেও সিজদা করতে নিষেধ করলেন।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ بِقَوْمٍ قَدْ قَرَؤُا بِالسَّجْدَةِ فَقِيْلَ اَلاَ تَسْجُدُ فَقَالَ اِنَّا لَمْ نَقْصُدْ لَهَا .

১৩৯৯। ইবনে মারযূক (র)... আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা সিজদার আয়াত পড়েছিলো। তাকে বলা হলো, আপনি কি সিজদা করবেন না? তিনি বললেন, আমরা তার সংকল্প করিনি।

www.pathagar.com

١٤٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ لَقَدْ قَرَأَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السَّجْدَةَ وَاَنَا شَاهِدٌ فَلَمْ يَسْجُدْ فَقَامَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَقَالَ اِنِّىْ اِذَا كُنْتُ فِىْ صَلٰوةٍ سَجَدْتُّ وَاِذَا لَمْ اَكُنْ فِىْ صَلٰوةٍ فَاِنِّىْ لاَ اَسْجُدُ .

১৪০০। আলী ইবনে শায়বা (র)... ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) আমার উপস্থিতিতে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা দেননি। তখন হারিস ইবনে আবদুল্লাহ উঠে সিজদা দিলেন, অতঃপর বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সিজদার আয়াত পড়ার পর কিসে আপনাকে সিজদা থেকে বিরত রেখেছে? তিনি বললেন, আমি নামাযে থাকলে সিজদা দেই, আর নামাযে না থাকলে সিজদা দেই না।

এ সকল মহান ব্যক্তি তিলাওয়াতের সিজদাকে ওয়াজিব মনে করতেন না। এই হচ্ছে আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত বিষয়। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, বাহনে আরোহিত অবস্থায় মুসাফির সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইশারায় সিজদা আদায় করবে, জমিনে নেমে সিজদা দেয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। এ নিয়ে আলেমগণ কোন মতানৈক্য করেননি।

এ হচ্ছে নফলের বৈশিষ্ট্য, ফরযের বৈশিষ্ট নয়। কারণ ফরয জমিনের উপরেই পড়তে হয়, কিন্তু নফল বাহনের উপর পড়া যায়। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) (তিলাওয়াতে) সিজদার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, তা ওয়াজিব। আমরা যা বর্ণনা করলাম এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো যে, উবাই (রা) থেকে তারা যা বর্ণনা করেছেন তাতে মুফাসসাল সূরায় সিজদা না থাকার কোন প্রমাণ নেই। কেননা সিজদার হুকুমটি এমনও হতে পারে যে, আমরা উমার, সালমান ও ইবনে যুবাইর (রা) থেকে যে সকল কারণ বর্ণনা করেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এরূপ কোন কারণ ছিল, তাই তিনি মুফাসসাল সূরায় সিজদা পরিত্যাগ করেছেন। সম্ভবত তিনি মুফাসসাল ব্যতীত অন্য যেসব সূরায় সিজদা আছে সেগুলোতেও তিলাওয়াতের সিজদা দেননি। নবী ﷺ-এর একদল সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন।

١٤٠١-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ عَزَائِمَ السُّجُوْدِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَحٰمٓ وَالنَّجْمِ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

১৪০১। ইবনে মারযূক (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ সিজদা হচ্ছে আলিফ-লাম-মীম তানযীল, হা-মীম, আন-নাজম ও ইকরা বিসমি রব্বিকা সূরাসমূহে।

www.pathagar.com

١٤٠١(١)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪০১(১)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ فَقَرَاَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ اِذَا زُلْزِلَتْ .

১৪০২। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাদের নিয়ে মক্কায় ফজরের নামায পড়লেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আন-নাজম পড়ে সিজদা করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সূরা ইযা যুলযিলাত পড়লেন।

١٤٠٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ وَرَوْحٌ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ اَنَّهُ سَمِعَ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَاللَّفْظُ لِرَوْحٍ .

১৪০২(১)। আবু বাকরা (র)... ইবরাহীম আত-তায়মী (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি... অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের মূল পাঠ রাওহ (র)-এর।

١٤٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ سَجَدَ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

১৪০৩। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরা পড়ে সিজদা করেছেন।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الصُّبْحَ فَقَرَاَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ سُوْرَةً اُخْرٰى .

www.pathagar.com

১৪০৪। ইবনে মারযূক (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) -এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি সূরা আন-ননাজম পড়ে সিজদা দিলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে অন্য একটি সূরা পড়লেন।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَجَدَا فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ قَالَ مَنْصُوْرٌ اَوْ اَحَدُهُمَا .

১৪০৫। ইবনে মারযূক (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) ও আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা) ইযাস-সামাউন শাক্কাত সূরায় সিজদা করলেন। মানসূর (র) বলেন, অথবা তাদের দু'জনের একজন।

١٤٠٥(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪০৫(১)। আবু বাকরা (র)... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٤٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَسْجُدَانِ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

১৪০৬। আব বাকরা (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরায় সিজদা করতে দেখেছি।

١٤٠٦(١)- حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بِذٰلِكَ .

১৪০৬(১)। রাওহ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فِىْ سُوْرَةٍ اُخْرٰى .

১৪০৭। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে ভোরের নামাযে সূরা আন-নাজমে সিজদা করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি অন্য একটি সূরা আরম্ভ করেছেন।

www.pathagar.com

١٤٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ فَقَرَاَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا .

১৪০৮। ইবনে মারযূক (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করে তাতে সিজদা দিলেন।

١٤٠٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاَى ابْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِيْ اِذَا السَّمَاۗءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ فِيْ غَيْرِ صَلٰوةٍ .

১৪০৯। ফাহদ (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে নামাযের বাইরে ইযাস সামাউন শাক্কাত এবং ইকরা বিসমি রব্বিকা সূরায় সিজদা করতে দেখেছেন।

١٤١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سُئِلَ نَافِعٌ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ مَاتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَقْرَاْهَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ وَفِيْ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

১৪১০। ইবনে মারযূক (র)... ইসহাক ইবনে সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইবনে উমার (রা) কি সূরা আল-হজ্জে দু'টি সিজদা করতেন? তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) তার মৃত্যু পর্যন্ত তাতে সিজদা করেননি। তবে তিনি সূরা আন-নাজম ও ইকরা বিসমি রব্বিকায় সিজদা করেছেন।

١٤١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ .

১৪১১। আবূ বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা আন-নাজমে সিজদা দিতেন।

١٤١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْاَصْبَهَانِيُّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ اِذَا السَّمَاۗءُ انْشَقَّتْ .

১৪১২। আবূ বাকরা (র)... আবূ আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসঊদ (রা) সূরা ইনশিকাকে সিজদা দিতেন।

www.pathagar.com

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ وَحَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ اَنَّ عَمَّارًا سَجَدَ فِيْهَا .

১৪১৩। আবু বাকরা (র)... যির (র) থেকে বর্ণিত। অত্র সূরায় আম্মার (রা) সিজদা করতেন।

١٤١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيْهَا .

১৪১৪। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র সূরায় সিজদা দিতেন।

এ সকল (সাহাবী) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর উক্তি, "মুফাসসাল সূরায় সিজদা নেই,"-এর বিপরীত করেছেন।

١٤١٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَىَّ قِرَاءَةٍ تَقْرَأُ قُلْتُ الْقِرَاءَةُ الْاُوْلَى قِرَاءَةُ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ هِىَ الْقِرَاءَةُ الْاٰخِرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ فِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ اُرَاهُ قَالَ فِىْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ عُرِضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَشَهِدَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا نُسِخَ وَمَا بُدِّلَ .

১৪১৫। ফাহ্দ (র)... আবু যাবয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কিরাআত পড়ছো? আমি বললাম, প্রথম কিরাআত অর্থাৎ ইবনে উম্মে আবদের কিরাআত। তিনি বললেন, এটা তো শেষ কিরাআত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রতি বছর কুরআন পেশ করা হতো। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, প্রতি রমযান মাসে। তাঁর ইন্তেকালের বছর তাঁর কাছে (কুরআন) দুইবার পেশ করা হলো। আবদুল্লাহ (রা) প্রত্যক্ষ করেছেন কী রহিত হয়েছে আর কী পরিবর্তিত হয়েছে।

এই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অবহিত করছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের বছর তাঁর কুরআন পড়ায় দুইবার উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি রহিত ও পরিবর্তিত আয়াত সম্পর্কে জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে পূর্ণ কুরআন পড়িয়ে থাকেন তাহলে তার উক্তি, "মুফাস্সাল সূরায় সিজদা নেই" গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

www.pathagar.com

এদিক থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইবার কুরআন তিলাওয়াতে উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তিনি জানতেন কুরআনের কোথায় সিজদা আছে। তাই তার উক্তি "নিশ্চয় মুফাসসাল সূরায় সিজদা আছে" আমাদের পক্ষে দলীল।

একদল আলেম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় থাকাকালীন মুফাসসাল সূরায় সিজদা দিতেন, হিজরতের পর তা পরিত্যাগ করেছেন। তারা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে একটি দুর্বল সনদযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সমর্থনে কোন প্রমাণ মিলে না। তারা তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, "নিশ্চয় মুফাসসাল সূরায় কোন সিজদা নেই।"

١٤١٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ فِى الْمُفَصَّلِ شَيْئًا .

১৪১৬। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে কুরআনের সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি মুফাসসাল সূরায় সিজদা সম্পর্কে কিছু বলেননি।

আমাদের মতে এমন কোন বর্ণনা থেকে থাকলেও তা অগ্রহণযোগ্য। তা এজন্য যে, অত্র অনুচ্ছেদে আমরা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজমে সিজদা করেছেন। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ইনশিকাকেও সিজদা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের তিন বছর পূর্বে। এ কিতাবের যথাস্থানে আমরা তা বর্ণনা করেছি। সুতরাং উপরোক্ত মতাবলম্বিগণ যা বলেছেন তা ভুল প্রমাণিত হলো। মুফাসসাল সূরায় সিজদা থাকার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীসও আছে। তন্মধ্যে রয়েছে নিম্নরূপ বর্ণনা ঃ

١٤١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ سَجْدَتَيْنِ .

১৪১৭। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সূরা "ইযাস সামাউন শাক্কাত" এবং "ইকরা বিস্মি রব্বিকা"-তে দু'টি সিজদা করেছি।

www.pathagar.com

١٤١٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَوْقَ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَرَاَ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا وَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا .

১৪১৮। রাবী' আল-মুয়াযযিন (র)... নুআইম আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে এই মসজিদের উপরে নামায পড়েছি। তিনি ইযাস-সামাউন শাক্কাত পড়ে সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতে সিজদা করতে দেখেছি।

١٤١٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَرَاَ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهِمَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَقِيْتُهُ فَقُلْتُ اَتَسْجُدُ فِيْهِ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا فَلَنْ اَدَعَ ذٰلِكَ .

১৪১৯। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পিছনে মদীনায় নামায পড়েছি। তিনি সূরা ইযাস-সামাউন শাক্কাত পড়ে সিজদা করেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার পর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি তাতে সিজদা করেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। সুতরাং আমি কখনো তা পরিত্যাগ করবো না।

١٤١٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ فَلَنْ اَدَعَ ذٰلِكَ اَبَدًا .

১৪১৯(১)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে অধস্তন রাবী 'আমি কখনো তা পরিত্যাগ করবো না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٤١٩(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ حَدَّثَنَهُ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ فَلَنْ اَدَعَ ذٰلِكَ حَتّٰى اَلْقَاهُ .

www.pathagar.com

১৪১৯(২)। আবু বাকরা (র)... আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। অধস্তন রাবী তার নিজস্ব সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং "তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনো তা পরিত্যাগ করবো না" কথাটিও বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

১৪২০। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরায় সিজদা করেছি।

١٤٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مِيْنَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

১৪২১। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সূরা ইকরা বিসমি রব্বিকা ও ইযাস-সামাউন শাক্কাত-এ সিজদা করেছি।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوْحٌ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رَاٰهُ يَسْجُدُ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَقَالَ لَوْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمْ اَسْجُدْ .

১৪২২। আবু বাকরা (র)... আবু সালামা (র) কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে সূরা ইনশিকাকে সিজদা করতে দেখেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতে সিজদা করতে না দেখতাম তাহলে সিজদা করতাম না।

١٤٢٢(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪২২(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন আল-বাগদাদী (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাবী একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَ بِهِمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا .

১৪২৩। আবু বাকরা (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (র) তাদেরকে নিয়ে ইযাস-সামাউন শাক্কাত পড়ে তাতে সিজদা করলেন।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ رَاَى اَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسْجُدُ فِىْ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ سَجَدْتَّ فِىْ سُوْرَةٍ مَا رَاَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمْ اَسْجُدْ .

১৪২৪। ইবনে খুযায়মা (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে সূরা ইনশিকাকে সিজদা করতে দেখেছেন। আবু সালামা (র) বলেন, তিনি অবসর হলে আমি তাকে বললাম, আপনি এমন এক সূরায় সিজদা করলেন আমি তো লোকজনকে তাতে সিজদা করতে দেখিনি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এতে সিজদা করতে না দেখলে আমিও সিজদা করতাম না।

١٤٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِىْ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ .

১৪২৫। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ইযাস-সামাউন শাক্কাতে সিজদা করেছেন।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ كِلاَهُمَا خَيْرٌ مِّنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَحَدَهُمَا فِىْ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَفِىْ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ وَكَانَ الَّذِىْ سَجَدَ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ لَمْ يَسْجُدْ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ عُمَرُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَ .

১৪২৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) এমন দু'জন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যারা আবু হুরায়রা (রা) অপেক্ষা অধিক উত্তম, তাদের একজন সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছেন। আর যিনি সিজদা করেছেন তিনি যিনি সিজদা করেননি তার থেকে উত্তম। তিনি উমার (রা) না হয়ে থাকলে তিনি উমার (রা) অপেক্ষাও উত্তম ব্যক্তি।

এই আবু হুরায়রা (রা) থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেও সূরা ইনশিকাকে সিজদা করেছেন। তাঁর ইসলাম (গ্রহণ তো) ছিল মদীনায়। সুতরাং

www.pathagar.com

কিভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর মুফাসসাল সূরায় সিজদা করেননি? অথচ আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে মুফাসসাল সূরায় সিজদার বিষয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা এসেছে।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الأَسْوَدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْيَحْصُبِيِّ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ سَجَدَ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَفِى اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ فَقِيلَ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهِمَا .

১৪২৭। রাবী' আল-জীযী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর আল-ইয়াহ্সুবী (র) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রা) সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছেন। এ বিষয়ে তাকে বলা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টিতে সিজদা করতেন।

এ সকল হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুফাসসাল সূরায় সিজদার বিষয়ে মুতাওয়াতির পন্থায় বর্ণিত হয়েছে। আমরা এমনটিই বলে থাকি। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মাযহাব।

উপরোক্ত আলোচনা ছাড়া এ বিষয়ে যুক্তি হচ্ছে- আমরা দেখতে পাই যে, সর্বসম্মতিক্রমে তিলাওয়াতের সিজদা দশটি। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. সূরা আল-আ'রাফে সিজদার স্থান আল্লাহর বাণী (২০৬ নং আয়াত)-

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ .

২. সূরা আর-রা'দে সিজদার স্থান হচ্ছে আল্লাহর বাণী (১৫ নং আয়াত)-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ .

৩. সূরা আন-নাহলে সিজদার স্থান হলো তাঁর বাণী (৪৯ নং আয়াত)-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ থেকে يُؤْمَرُوْنَ পর্যন্ত।

৪. সূরা বনী ইসরাঈলে সিজদার স্থান হলো আল্লাহর বাণী (১০৭ নং আয়াত)-

يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا থেকে خُشُوْعًا পর্যন্ত

৫. সূরা মারয়ামে সিজদার স্থান হলো আল্লাহর বাণী (৫৮ নং আয়াত)-

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا .

www.pathagar.com

৬. সূরা আল-হজ্জের প্রথমদিকে সিজদা হলো আল্লাহর বাণী (১৮ নং আয়াত)-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ থেকে শেষ পর্যন্ত।

৭. সূরা আল-ফুরকানের সিজদার স্থান হচ্ছে আল্লাহর বাণী (৬০ নং আয়াত)-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৮. সূরা আন্-নামলে সিজদা হচ্ছে আল্লাহর বাণীর এ স্থানে (২৫ নং আয়াত)-

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদাহ্-এর সিজদার স্থান হলো আল্লাহর বাণী- (১৫ নং আয়াত) اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

১০. সূরা হা-মীম তানযীলুম মিনার রাহমানির রাহীম-এর সিজদার স্থান নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, সিজদার স্থান হলো (৩৮ নং আয়াত) تَعْبُدُوْنَ , কেউ বলেন, সিজদার স্থান হলো-

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ .

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) এখানে শেষোক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন। তবে পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ كَانَ يَسْجُدُ فِى الْاٰيَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ حٰـــمٓ تَنْزِيْلُ .

১৪২৮। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা হা-মীম তানযীল-এর শেষ আয়াতে সিজদা করতেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِىْ فِىْ حٰـــمٓ قَالَ اُسْجُدْ بِاٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ .

১৪২৯। ফাহদ (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে সূরা হা-মীমের সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি শেষ দু'টি আয়াতে সিজদা করি।

www.pathagar.com

١٤٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَجَدَ رَجُلٌ فِي الْاٰيَةِ الْاُوْلٰى مِنْ حٰمٓ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجَّلَ هٰذَا بِالسُّجُوْدِ .

১৪৩০। আবু বাকরা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক সূরা হা-মীমের প্রথম আয়াতে সিজদা করলে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, লোকটি সিজদা দেয়ায় তাড়াহুড়া করে ফেলেছে।

١٤٣١- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ اَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْاٰيَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ حٰمٓ .

১৪৩১। সালেহ (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা হা-মীম-এর শেষোক্ত আয়াতে সিজদা দিতেন।

١٤٣١(١)- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ مِثْلَهُ .

১৪৩১(১)। সালেহ (র)... ইবনে সীরীন (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٣١(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .

১৪৩১(২)। আবু বাকরা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٣١(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .

১৪৩১(৩)। আবু বাকরা (র)... কাতাদা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ يَزِيْدَ يَذْكُرُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْاٰيَةِ الْاُوْلٰى مِنْ حٰمٓ .

১৪৩২। ফাহদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) সূরা হা-মীমের প্রথম আয়াতে সিজদা করতেন।

www.pathagar.com

١٤٣٢(١)- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৪৩২(১)। সালেহ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

সূরা হা-মীমের এ সিজদাটির স্থান নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও সিজদাটির বিষয়ে ঐকমত্য আছে। অন্যান্য সূরার সিজদার বিষয়ে ইতোপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি সেগুলোর ব্যাপারে এবং সেগুলোর স্থানের ব্যাপারেও আলেমগণ একমত হয়েছেন। এ সকল সিজদার স্থান বিবৃতিমূলক আয়াত, নির্দেশসূচক আয়াত নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নির্দেশসূচক আয়াতে অনেক সিজদার উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী (নির্দেশসূচক আয়াত) وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ আরো আছে আল্লাহর বাণী يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ। সকল আলেম একমত যে, এ সকল স্থানে কোন সিজদা নেই।

এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বিষয় হলো, যে সকল স্থানে সিজদা থাকা না থাকার বিষয়ে মতানৈক্য আছে সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—যদি নির্দেশসূচক আয়াত হয় তাহলে সেটা প্রশিক্ষণের জন্য হবে, তাতে কোন সিজদা নেই। আর যেখানে সিজদা বিবৃতিমূলক আয়াতে রয়েছে সেগুলো তিলাওয়াতের সিজদা। সুতরাং সূরা আন-নাজমের স্থানটি হলো মতভেদপূর্ণ। একদল আলেম বলেছেন, এটা সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান। অন্যরা বলেছেন, নির্দেশসূচক আয়াত সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান নয়। যেমন আল্লাহর বাণী وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا হচ্ছে নির্দেশসূচক, বিবৃতিমূলক খবর নয়। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম, যুক্তি অনুসারে তা তিলাওয়াতে সিজদার স্থান হতে পারে না। আর সূরা "ইকরা বিসমি রব্বিকা"-এর যে স্থানে সিজদা থাকা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এটাও নির্দেশমূলক, বিবৃতিমূলক নয়। তাই আমাদের পেশকৃত যুক্তি অনুসারে এটা তিলাওয়াতের সিজদার স্থান হতে পারে না। সূরা ইনশিকাকের যে স্থানে সিজদা থাকা না থাকা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا قُرِاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ . তা হচ্ছে বিবৃতিমূলক, নির্দেশসূচক নয়।

আমাদের পেশকৃত যুক্তি অনুসারে এটা তিলাওয়াতের সিজদার স্থান। আর সিজদার প্রতিটি বিষয়ই আমাদের আলোচনার দিকে ফিরবে। তাই যা নির্দেশসূচক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তা তার নিজস্ব অবস্থায় ফিরে যাবে যেমনটা আমরা বর্ণনা করলাম। সুতরাং তাতে সিজদা নাই। আর যা বিবৃতিমূলক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তাও তার নিজস্ব অবস্থার দিকে ফিরে যাবে। সুতরাং তাতে সিজদা থাকবে। এ অনুচ্ছেদে এই হচ্ছে যুক্তিগত দিক। অতএব সূরা হা-মীম-এর ক্ষেত্রে সিজদা থাকার হুকুম তেমনটিই হবে যেমনটি ইবনে আব্বাস (রা) মনে করতেন।

www.pathagar.com

তাঁর মতে এটা হচ্ছে বিবৃতিমূলক। যেমন আল্লাহর বাণী- فَانِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْئَمُوْنَ। এক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ যা বলেছেন তা হবে না। কেননা তারা সিজদাকে অনুজ্ঞার সাথেও যুক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ। এটা তো অনুজ্ঞার স্থান, অন্য স্থানটি হচ্ছে বিবৃতির। আর আমরা বর্ণনা করেছি যে, বিবৃতির স্থানে সিজদা হবে, অনুজ্ঞার স্থানে সিজদা হবে না। এ মূলনীতি অনুসারে বলা যায়, সূরা আল-হজ্জে এক সিজদার অতিরিক্ত হবে না। কারণ দ্বিতীয় বিতর্কিত স্থানটিতে সিজদার কথা যারা বলেন সেটি হচ্ছে অনুজ্ঞার স্থান। তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী- اِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ।

অথচ আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিলাওয়াতের সিজদা খবরের (বিবৃতিমূলক আয়াতের) স্থানে হবে, আমরের (অনুজ্ঞার) স্থানে হবে না। আমরা যদি যুক্তিগত দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে যে বক্তব্য আছে তার দিকে লক্ষ্য করতে হবে। সুতরাং যা আমরের (অনুজ্ঞা) স্থানে আছে আমরা তাকে সিজদা হিসাবে গণ্য করবো না, আর যা খবরের (বিবৃতি) স্থানে আছে তাকে সিজদা হিসাবে ধরে নেবো। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা অনুসরণ করাই উত্তম।

সূরা সা'দ-এর সিজদা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। একদল আলেম বলেছেন, এতে সিজদা আছে, অন্যরা বলেছেন, তাতে সিজদা নেই। আমাদের মতে এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে, তাতে সিজদা আছে, কারণ যে স্থানটিকে সিজদা হিসাবে ধরা হয়েছে তাতে সিজদা আছে। আর সিজদার স্থান তো খবরের (বিবৃতি) স্থান, আমরের (অনুজ্ঞা) স্থান নয়। সেটা হলো আল্লাহর বাণী فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ এটা হচ্ছে খবর (বিবৃতি)। এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে, এর হুকুমকে তার অনুরূপ খবরগুলোর দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাই অন্যান্যগুলোর মত তাতেও সিজদা হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْ ص .

১৪৩৩। ইউনুস (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সাদে সিজদা করেছেন।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَاَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السُّجُوْدِ فِيْ ص فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ

فَقَالَ اسْجُدْ فِىْ ص فَتَلاَ عَلَىَّ هٰؤُلاَءِ الاٰيَاتِ مِنَ الْاَنْعَامِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ اِلٰى قَوْلِهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ اَنْ يُّقْتَدِىَ بِهِ .

১৪৩৪। আলী ইবনে শাইবা (র)... আল-আওয়াম ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ (রা)-কে সূরা সাদ-এ সিজদার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (র)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি সূরা সাদে সিজদা করো। অতঃপর তিনি সূরা আল-আনআমের এ সকল আয়াত তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর বাণী وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ থেকে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত। দাউদ (আ) সেই সকল নবীর অন্তর্ভুক্ত তোমাদের নবী ﷺ-কে যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

١٤٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّجْدَةِ فِىْ ص فَقَالَ اُولٰئِكَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ .

১৪৩৫। ইবনে মারযূক (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে সূরা সাদে সিজদার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ তাঁদেরকে আল্লাহ সুপথ দেখিয়েছেন, তাই তোমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করো।

আমরা এ মতই গ্রহণ করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত আছে তদনুসারে এবং যুক্তির নিরিখে আমরা মনে করি, সূরা সাদে সিজদা আছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সূরা আন-নাজম, ইনশিকাক ও আলাকের সিজদার বিষয়ে যে সকল বর্ণনা পাওয়া গেছে সে হিসাবে আমরা মনে করি, মুফাসসাল সূরাসমূহে সিজদা আছে। সূরা আল-হজ্জের শেষে কোন সিজদা নেই বলে আমরা মনে করি। কারণ আমরা যে যুক্তি দিয়েছি তা সেটাকে নাকচ করে দিয়েছে। আর তা এই যে, সেটা হলো উপদেশের আয়াত, বিবৃতিমূলক আয়াত নয়। আর উপদেশমূলক আয়াতে কোন তিলাওয়াতের সিজদা নেই। পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে যা বর্ণিত আছে তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

١٤٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اُخْتٍ لَنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ صَلّٰى

www.pathagar.com

بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فِيْمَا اَعْلَمُ قَالَ سَعْدٌ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِالْحَجِّ وَسَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ .

১৪৩৬। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে ছা'লাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি উমার (রা) আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। অধস্তন রাবী সা'দ (র)-র বর্ণনায় আছে, তিনি আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা আল-হজ্জ তিলাওয়াত করে তাতে দু'টি সিজদা দিলেন।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ سَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ .

১৪৩৭। আবু বাকরা (র)... সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) এতে দু'টি সিজদা দিয়েছেন।

١٤٣٧(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৪৩৭(১)। আবু বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ نُمَيْرٍ وَخَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يُحَدِّثَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّهُ رَاَى اَبَا الدَّرْدَاءِ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১৪৩৮। আবু বাকরা (র)... জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু দারদা (রা)-কে সূরা আল-হজ্জে দু'টি সিজদা দিতে দেখেছেন।

١٤٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ سُجُوْدِ الْحَجِّ الْاَوَّلُ عَزِيْمَةٌ وَالْاٰخَرُ تَعْلِيْمٌ .

১৪৩৯। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা আল-হজ্জের প্রথম সিজদাটি বাধ্যতামূলক এবং অপর সিজদাটি উপদেশমূলক।

সুতরাং ইবনে আব্বাস (রা) একথা বলেন। আমরা এটা গ্রহণ করেছি। অত্র অনুচ্ছেদে আমরা যে মাযহাব অনুসরণ করেছি যে বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

www.pathagar.com

## ٥٠-بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ يَاْتِى الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ

## ৫০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে লোকজনকে নামাযরত পায়।

١٤٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰهُ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَقُمْ لِلصَّلٰوةِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِيْ اَلَسْتَ مُسْلِمًا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا فَقُلْتُ قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ مَعَ اَهْلِيْ فَقَالَ صَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَ اَهْلِكَ .

১৪৪০। আবু বাকরা (র)... মিহ্জান আদ-দীলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে দেখলেন, নামায শুরু হওয়ার পর আমি বসে পরলাম, নামাযে শরীক হইনি। তিনি নামাযশেষে আমাকে বললেন ঃ তুমি কি মুসলিম নও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ আমাদের সাথে নামায পড়তে কিসে তোমাকে বারণ করলো? আমি বললাম, আমি আমার পরিবারবর্গের সাথে নামায পড়েছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে নামায পড়লেও লোকজনের সাথে নামায পড়বে।

١٤٤٠(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ فِيْ بَيْتِي الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَحَوْلَهُ اَصْحَابُهُ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৪৪০(১)। ইবনে আবু দাঊদ (র)... মিহ্জান আদ-দীলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বাড়িতে যুহর অথবা আসরের নামায পড়ে মসজিদে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর চারপাশে তাঁর সাহাবীগণ উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর নামাযের ইকামত দেয়া হলো। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٤٠(٢)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَيُّ صَلٰوةٍ هِيَ .

www.pathagar.com

১৪৪০(২)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... মিহজান আদ-দীলী (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে রাবী উল্লেখ করেননি যে, সেটা কোন্ নামায ছিল।

١٤٤٠(٣)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪৪০(৩)। ইউনুস (র)... মিহজান আদ-দীলী (রা) অথবা বুসর-এর চাচা কর্তৃক নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ اَنْ اُصَلِّىَ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا وَاِنْ اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ وَقَدْ سَبَقَكَ فَقَدْ اَجْزَاَتْكَ صَلاَتُكَ وَاِلاَّ فَهِىَ لَكَ نَافِلَةٌ .

১৪৪১। আবু বাকরা (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু ﷺ আমাকে যথাসময়ে নামায পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। (তিনি আরো বলেছেন) যদি তুমি ইমামকে এমতাবস্থায় পাও যে, তিনি তোমার আগে নামায পড়েছেন, তাহলে তোমার নামায তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, অন্যথায় সেটা (ইমামের সাথের নামায) তোমার জন্য নফল হবে।

١٤٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ يَرْفَعُهُ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِىْ وَقَالَ لِىْ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا بَقِيْتَ فِىْ قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِىْ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَاِنْ كُنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلاَ تَقُلْ اِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّىْ .

১৪৪২। ইবনে মারযূক (র)... আবু যার (রা) থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) আমার উরুতে আঘাত করে বললেনঃ তুমি কী করবে যখন এমন কোন কওমের মধ্যে বেঁচে থাকবে যারা নামাযকে ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে পড়বে? অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি ওয়াক্তমত নামায পড়ে বের হয়ে মসজিদে আসো এবং তখন যদি নামাযের ইকামত হয় তবে তাদের সাথে নামায পড়ো। তবে একথা বলো না, আমি নামায পড়েছি, তাই আর পড়বো না।

www.pathagar.com

١٤٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ السُّوَائِىَّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ اِذَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِىْ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَاُتِىَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ اَوْ قَالَ تَطَوُّعٌ .

১৪৪৩। আবু বাকরা (র)... ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আস-সুওয়ানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মসজিদুল খাইফে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি মসজিদের এক প্রান্তে দু'জন লোককে বসা অবস্থায় দেখলেন। তাদেরকে (তাঁর নিকট) নিয়ে আসা হলো। তখন তাদের কাঁধের গোশত কাঁপছিলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিসে তোমাদেরকে আমাদের সাথে নামায পড়তে বারণ করলো? তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের অবস্থান স্থলে নামায পড়েছি। তিনি বললেন ঃ আর এমনটা করো না, যদি তোমরা তোমাদের বাসস্থানে নামায পড়ে লোকজনের কাছে এসে তাদেরকে (জামায়াতে) নামাযরত পাও, তাহলে তাদের সাথে নামায পড়ো। এই শেষোক্ত নামায তোমাদের জন্য নফল হবে অথবা বলেছেন ঃ ঐচ্ছিক হবে।

## পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ সকল হাদীসের বক্তব্য অনুসরণ করে বলেন, কোন লোক নিজ বাড়িতে যে কোন ফরয নামায পড়ে মসজিদে এসে লোকজনকে (জামায়াতে) নামাযরত অবস্থায় পেলে সে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে।

অপর একদল আলেম এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, যে সকল নামাযের পরে নফল নামায আছে সেসব ক্ষেত্রে আপনাদের বর্ণনামত ঐ নামায ইমামের সাথে পড়তে দোষ নেই। সেটা তার জন্য নফল হবে। তবে মাগরিবের নামায নয়। তাদের মতে তা পুনরায় পড়া মাকরূহ। কেননা যদি তা পুনরায় পড়া হয় তবে নফলে পরিণত হবে। আর নফল নামায বেজোড় হয় না, বরং জোড় হয়। আর যে নামাযের পর নফল নামায নেই, সেক্ষেত্রে ইমামের সাথে (ফরয নামায) পুনরায় পড়া উচিৎ নয়। কারণ সেটা এমন সময়ের নফল বলে গণ্য হবে যখন নফল নামায পড়া বৈধ নয়। এক্ষেত্রে তারা সেসব হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আসরের পর

থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নফল নামায পড়তে তাঁর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমরা এ কিতাবের অন্যত্র সনদসহ এ বিষয়ের হাদীস বর্ণনা করেছি। তাদের মতে এসব বর্ণনা অত্র অনুচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হাদীসসমূহকে রহিতকারী। তারা বলেন, যেহেতু প্রথমোক্ত কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা যে নামায পড়ো, নিশ্চয় তা তোমাদের জন্য নফল অথবা তিনি বলেছেন ঐচ্ছিক, আবার পরবর্তী এসব হাদীসে নফল নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এসকল হাদীস বলবৎ থাকার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। সেহেতু এগুলো (ইমামের নামাযে প্রবেশের দলীল হিসাবে) গ্রহণযোগ্য হবে এবং পূর্বোক্ত বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলোকে রহিতকারী হবে। এসকল হাদীসের মধ্যে যাতে তিনি বলেননি ঃ "তা তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক"-এর অর্থও ঐরূপ হতে পারে যাতে তিনি বলেছেন ঃ তা তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক। আবার এও হতে পারে যে, তা এমন পর্যায়ে ছিল যখন একই ফরয নামায দুইবার পড়া যেতো এবং উভয়টি ফরয বলে গণ্য হতো। অতঃপর তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দু'টি বিষয়ের যে কোনটিই ধরা হোক না কেন, তা আমাদের উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোকে রহিত করে দেয়। যারা বলেন, যুহর ও শেষ এশা (মূলত এশা) ছাড়া অন্য কোন নামায পুনরায় পড়া যাবে না তাদের মধ্যে আছেন ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)। পূর্ববর্তী একদল আলেম থেকে এ বিষয়ে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ نَاعِمِ بْنِ أُجَيْلٍ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ اَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَاَرٰى رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسًا فِىْ اٰخِرِ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِيْهِ قَدْ صَلَّوْا فِىْ بُيُوْتِهِمْ .

১৪৪৪। ইউনুস (র)... উম্মে সালামা (রা)-এর মুক্তদাস নায়েম ইবনে উজাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাগরিবের নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক সাহাবীকে মসজিদের শেষ প্রান্তে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আর লোকজন নামায পড়ছিল। আর তারা তাদের বাড়িতে নামায পড়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সকল সাহাবী (রা) মসজিদে মাগরিবের নামায পড়েননি। কারণ তারা তাদের বাড়িতে এ নামায পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য কোন সাহাবীও তাদের প্রতিবাদ করেননি। আমাদের মতে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলো রহিত হওয়ার দলীল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে না যে, তাদের সকলের কাছ থেকে তা হারিয়ে গেছে এবং তারা তার বিপক্ষে চলে গেছেন। বরং তাদের ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে যে, তাদের মতে ঐ বাণীটি রহিত হয়েছে বলে প্রমাণিত। এ বিষয়ে ইবনে উমার (রা) ও অন্যদের থেকে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٤٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنْ صَلَّيْتَ فِیْ اَهْلِكَ ثُمَّ اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّهَا اِلاَّ الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ فَاِنَّهُمَا لاَ يُعَادَانِ فِیْ يَوْمٍ.

১৪৪৫। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি যদি তোমার পরিবারে নামায পড়ে পুনরায় (জামায়াতে) নামায পাও তাহলে ফজর ও মাগরিব ব্যতীত অন্য নামায পড়ে নাও। কারণ একই দিন এ দুই নামায পুনরায় পড়া যায় না।

١٤٤٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِیٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُّعَادَ الْمَغْرِبُ اِلاَّ اَنْ يَّخْشٰى رَجُلٌ سُلْطَانًا فَيُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ.

১৪৪৬। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মাগরিবের নামায পুনরায় পড়া অপছন্দ করতেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি শাসকের শাস্তির আশংকা করে তাহলে সে যেন তা পড়ে, তারপর আরো এক রাক্‌আত পড়ে জোড় করে নেয়।

## ٥١-بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِیْ لَهُ اَنْ يَّرْكَعَ اَمْ لاَ

## ৫১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবাদানকালে মসজিদে প্রবেশ করে তার (দুই রাক্‌আত) নামায পড়া বৈধ কিনা?

١٤٤٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِی الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِیُّ فِیْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّیَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا.

১৪৪৭। রবী' আল-মুয়াযযিন (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে থাকা অবস্থায় আগমন করলেন। সুলাইক (সুন্নাত) নামায পড়ার পূর্বে বসে পড়লে নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি কি দুই রাক্‌আত নামায পড়েছো? তিনি বললেন, না। তিনি বলেন ঃ দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত পড়ে নাও।

www.pathagar.com

١٤٤٧(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৪৪৭(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। জুমুআর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٤٧(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৪৪৭(২)। ইবনে মারযূক (র)... আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ الْكُوْفِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ .

১৪৪৮। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবাদানকালে (মসজিদে) এসে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে আসলে সে যেন সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়ে, এরপর বসে।

١٤٤٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ حَدِيْثَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىِّ ثُمَّ سَمِعْتُ اَبَا سُفْيَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ يَا سُلَيْكُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا .

www.pathagar.com

১৪৪৯। ফাহদ (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালেহ (র)-কে সুলাইক আল-গাতাফানী (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর আবু সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি, সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা দানকালে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে সুলাইক! তুমি দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র সূরা দ্বারা সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়ো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ ইমামের খুতবা দানকালে আসলে সে যেন সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দুই রাক্আত নামায পড়ে নেয়।

١٤٥٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْكِ بْنِ هُدْبَةَ الْغَطَفَانِيِّ اَنَّهُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا .

১৪৫০। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... সুলাইক ইবনে হুদবা আল-গাতাফানী (রা) থেকে বর্ণিত। জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে খুতবা দানকালে তিনি আসলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি কি দুই রাক্আত পড়েছো? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ দুই রাক্আত পড়ে নাও এবং তার কিরাআত সংক্ষেপ করো।

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اُدْنُ حَتّٰى دَنَا فَاَمَرَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَرِقٌ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِى الثَّانِيَةِ فَاَمَرَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِى الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ فَاَمَرَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ تَصَدَّقُوْا فَاَلْقُوا الثِّيَابَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَخْذِ ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَصَدَّقُوْا فَاَلْقَى الرَّجُلُ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ ثَوْبَهُ .

১৪৫১। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ ইবনে হিশাম আর-রুআইনী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে থাকা অবস্থায় এক লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বলতে থাকলেন ঃ কাছে এসো, শেষে সে কাছে চলে এলো।

www.pathagar.com

তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে বসার পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়লো। তার গায়ে পুরোনো কাপড় ছিলো। তিনি দ্বিতীয় জুমুআর দিনও অনুরূপ করলেন এবং তাকে একই আদেশ দিলেন। অতঃপর তৃতীয় জুমুআতেও অনুরূপ করলেন এবং তাকে একই রকম নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। লোকজন কাপড় দান করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দু'টি কাপড় গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। পরবর্তী জুমুআতেও তিনি লোকজনকে দান-খয়রাত করার কথা বললে লোকটি তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করলো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে তার কাপড় ফেরত নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমাম মিম্বারে খুতবা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করলে তার উচিৎ সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে নেয়া। তারা এক্ষেত্রে (উল্লেখিত) এ সকল হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন।

অপর একদল আলেম এক্ষেত্রে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ইমামের খুতবা দানকালে ঐ ব্যক্তির নামায না পড়ে বসে থাকা উচিৎ। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, এমন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুলাইক (রা)-কে নামায পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন এর কারণে তাঁর খুতবায় বিঘ্ন ঘটেছে, কিন্তু তিনি এর দ্বারা লোকজনকে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন মসজিদে প্রবেশের পর তাদের কি করতে হবে। অতঃপর তিনি নতুন করে খুতবা শুরু করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, তিনি তাঁর খুতবা অব্যাহত রেখেছেন। আর সেটা ছিলো নামাযরত অবস্থায় কথা বলা রহিত হওয়ার পূর্বে। অতঃপর নামাযে কথা বলা রহিত হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে খুতবাতেও। আবার এও হতে পারে যে, প্রথমোক্ত মতাবলম্বীদের বক্তব্য অনুসারে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সুন্নাত হিসাবে আমলযোগ্য। সুতরাং আমরা খুঁজে দেখবো, এ বিষয়ে ভিন্ন ধারার কোন হাদীস আছে কিনা।

١٤٥٢ - فَاذَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ قَالَ اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ .

১৪৫২। বাহর ইবনে নাসর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমুআর দিন তাঁর (ﷺ) পাশে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, জুমুআর দিন এক

www.pathagar.com

ব্যক্তি লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে আসতে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ বসো! তুমি লোকজনকে কষ্ট দিয়ে তাদের পিছনে ফেলে সামনে এসেছো। আবুয যাহেরিয়া (র) বলেন, আমরা তখন ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত কথাবার্তা বলতাম।

তুমি কি দেখছো না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন, নামাযের নির্দেশ দেননি। এ হাদীসটি সুলাইক (রা)-এর হাদীসের বিপরীত। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা আবু সাঈদ (রা)-এর যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা প্রমাণ করে যে, খুতবার সময় কিছু করা বৈধ থাকাকালে এ ঘটনা ঘটেছে, যা এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ছিলো। তুমি কি দেখছো না, তিনি বলেছেন, লোকজন তখন তাদের কাপড়গুলো দিয়েছিলো। অথচ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমামের খুতবা দানকালীন কাপড় ফেলা মাকরূহ এবং ইমামের খুতবা চলাকালীন পাথর স্পর্শ করা (হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা) মাকরূহ। একইভাবে ইমামের খুতবা দানকালে নিজের সাথের লোককে 'চুপ কর' বলাও মাকরূহ। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুলাইককে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আদেশ দিয়েছেন এবং যে লোকটিকে দান করার কথা বলেছেন তা তখনকার কথা যখন এ ধরনের বিধান ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এ বিধান পরিবর্তিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার সাথীকে ইমামের খুতবা দানকালে বলে, 'চুপ কর', সে অবশ্যই অনর্থক কাজ করলো।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৪৫৩। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমামের খুতবাদানকালে তুমি যদি তোমার সাথীকে বলো 'চুপ করো', তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে।

١٤٥٣(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪৫৩(১)। আবু উমাইয়া (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

١٤٥٤-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

بْنِ قَارِظٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১৪৫৪। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে তোমার সাথীকে যদি তুমি বলো 'চুপ করো', তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, যদি ইমামের খুতবা দানকালে কোন ব্যক্তি তার সাথীকে 'চুপ করো' বললে তা অনর্থক কথা হতে পারে, তাহলে ইমাম কোন লোককে "দাঁড়িয়ে নামায পড়ো" বললে তাও অনর্থক কথা হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময়ে সুলাইক (রা)-কে ঐ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তাঁর এ হুকুম সেই হুকুমের পরিপন্থী যেখানে কথা বলাকে নিরর্থক গণ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে এ বিষয়ে নিম্নে অনুরূপ আরও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَتَلاَ اٰيَةً وَاِلٰى جَنْبِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا اُبَىُّ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَبٰى اَنْ يُّكَلِّمَنِىْ حَتّٰى اِذَا اَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ اِلاَّ مَا لَغَوْتَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَلَوْتَ اٰيَةً وَاِلٰى جَنْبِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَاَلْتُ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَبٰى اَنْ يُّكَلِّمَنِىْ حَتّٰى اِذَا نَزَلْتَ زَعَمَ اَنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِنْ جُمُعَتِىْ اِلاَّ مَا لَغَوْتُ قَالَ صَدَقَ اِذَا سَمِعْتَ اِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَاَنْصِتْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ .

১৪৫৫। আবু বাকরা (র)... আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন মিম্বারে বসে লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আমার পাশেই ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব (রা)। আমি তাকে বললাম, হে উবাই! এ আয়াত কখন নাযিল হয়েছে? তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার জুমুআ থেকে অনর্থক কথা ছাড়া তোমার জন্য কিছুই জুটলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে আমি তাঁর কাছে এসে তাকে অবহিত করলাম, হে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল! আপনি একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। তখন আমার পাশে ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আয়াতটি কখন নাযিল হয়েছে? তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। আপনি নেমে আসলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, জুমুআ থেকে আমার জন্য অনর্থক কথা ছাড়া কিছুই জুটেনি। তিনি বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। তুমি তোমার ইমামের কথা শুনতে পেলে চুপ থাকো যতক্ষণ না সে তা শেষ করে।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَاَ سُوْرَةً فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ اُبَىٌّ لِاَبِىْ ذَرٍّ مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ فَدَخَلَ اَبُوْ ذَرٍّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اُبَىٌّ .

১৪৫৬। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন খুতবা দানকালে একটি সূরা পড়লেন। আবু যার (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সূরা কখন নাযিল হয়েছে? তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে উবাই (রা) আবু যার (রা)-কে বললেন, তোমার নামায থেকে তোমার জন্য অনর্থক কথা ছাড়া কিছুই নেই। আবু যার (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ উবাই সত্য বলেছে।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা চলাকালে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে খুতবার হুকুমকে নামাযের হুকুমের অনুরূপ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং এ সময় কথা বলাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুতবা চলাকালে নামায পড়া মাকরূহ। যেহেতু লোকজনকে ইমামের খুতবা দানকালে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, সেহেতু খুতবা চলাকালে খুতবা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলতে ইমামকেও নিষেধ করা হয়েছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে, মুক্তাদীদেরকে নামাযের মধ্যে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে? একইভাবে ইমামকেও। সুতরাং ইমাম নয় এমন ব্যক্তিকে যেহেতু কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে সেহেতু ইমামকেও তা থেকে নিষেধ করা হলো। অনুরূপভাবে ইমাম নয় এরূপ ব্যক্তিকে যেহেতু খুতবা চলাকালে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে, সেহেতু ইমামকেও তখন খুতবা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলতে বারণ করা হলো। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

١٤٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا الْجُمُعَةُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْجُمُعَةُ قُلْتُ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ جُمِعَ فِيْهِ اَبُوْكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُخْبِرُكَ عَنِ الْجُمُعَةِ مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَمْشِىْ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَنْصُتُ حَتّٰى يَقْضِىَ الْاِمَامُ صَلاَتَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِىْ قَبْلَهَا مَا اجْتُنِبَ الْمَقْتَلَةُ .

১৪৫৭। ইবনে মারযূক (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি কি জানো জুমুআ কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো জুমুআ কি? আমি তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললাম, তা হচ্ছে এমন দিন যাতে আপনার পিতাকে একত্র করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি তোমাকে জুমুআ সম্পর্কে বলছি; কোন ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে জুমুআর নামায পড়তে গিয়ে ইমামের নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলে তার এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

١٤٥٧(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪৫৭(১)। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَرْكَعَ وَاَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِىْ قَبْلَهَا .

www.pathagar.com

১৪৫৮। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, মেসওয়াক করে, সুগন্ধি থাকলে লাগিয়ে, নিজের উত্তম পোশাক পরিধান করে, অতঃপর মসজিদে চলে আসে এবং লোকজনের ঘার ডিঙ্গিয়ে সামনে আসে না, আল্লাহ্র মর্জিমাফিক নফল নামায পড়ে, ইমাম বের হয়ে না আসা পর্যন্ত চুপ থাকে, তাহলে তা তার এ জুমুআ ও পরবর্তী জুমুআর মাঝের গুনাহগুলোর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

١٤٥٨(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪৫৮(১)। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٥٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَاَتِهٖ وَلَبِسَ اَصْلَحَ ثِيَابِهٖ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا .

১৪৫৯। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে তার স্ত্রীর কাছ থেকে সুগন্ধি লাগিয়ে, উত্তম পোশাক পরিধান করে, মানুষের ঘার টপকিয়ে না গিয়ে, উপদেশ চলাকালে অনর্থক কথা না বলে, তাহলে তার দুই জুমুআর মধ্যকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

١٤٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِىِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ مَكَانَ كُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

১৪৬০। ইবনে আবু দাউদ (র)... আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে এবং গোসল করায়, সকাল সকাল মসজিদে পৌছে ইমামের কাছে গিয়ে চুপ হয়ে (বসে) থাকে, কোন অনর্থক কথা বলে না, তার প্রতিটি পদচারণার জন্য এক বছর রোযা ও এক বছর নফল নামাযের সওয়াব হয়।

www.pathagar.com

١٤٦٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১৪৬০(১)। আবু বাকরা (র)... ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٦١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ اَدْهَنَ مِنْ دُهْنٍ اَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَلّٰى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى .

১৪৬১। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... সালমান আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, তৈল ব্যবহার করে কিংবা ঘরের সুগন্ধি লাগায়, অতঃপর রওয়ানা হয়ে (মসজিদে এসে) দুই ব্যক্তির মাঝে ফাঁক করে না, তার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত নামায পড়ে এবং ইমামের কথা বলার সময় চুপ থাকে, তাহলে তার এ জুমুআ ও অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন, এ সকল হাদীসেও ইমামের কথা বলার (খুতবা দেয়ার) সময় চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কথা বলার সময়টি নামাযের সময় নয়। হাদীসের সঠিক মর্মার্থ নির্ণয়ের ভিত্তিতে এ হচ্ছে অত্র অনুচ্ছেদের হুকুম।

আর যুক্তিগত দিক হচ্ছে– আমরা দেখতে পাই যে, ইমামের খুতবা দেয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি মসজিদে থাকে ইমামের খুতবা তাকে নামায পড়তে বাঁধা দেয়, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। সুতরাং যা নামাযের স্থান নয় সেখানে এ ধরনের (নামায না পড়ার) বিধানই প্রযোজ্য হবে। একই যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায়, যে ব্যক্তি ইমামের খুতবাদানকালে মসজিদে প্রবেশ করে সে নামাযের অসময়ই মসজিদে প্রবেশকারী হলো, তাই তার জন্য নামায পড়া উচিৎ নয়। আর আমরা সর্বসম্মত মূলনীতি লক্ষ্য করেছি যে, নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলো পূর্ব থেকে মসজিদে প্রবেশকারী এবং ঐ সময়ে প্রবেশকারী সবার জন্য সমান, তা নামায থেকে উভয়কে বাধাদান করে।

www.pathagar.com

যেহেতু মসজিদে পূর্ব থেকে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে ইমামের খুতবা নামায থেকে বাধা দান করে, একইভাবে ইমাম খুতবা শুরুর পর মসজিদে প্রবেশকারীকেও নামায থেকে বাধা দিবে। এই হচ্ছে এক্ষেত্রে যুক্তিগত দিক। এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। পূর্ববর্তী একদল আলেম থেকে এ বিষয়ে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٤٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ اَرَاَيْتَ الْحَسَنَ حِيْنَ يَجِئُ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَيُصَلِّىْ عَمَّنْ اَخَذَ هٰذَا لَقَدْ رَاَيْتُ شُرَيْحًا اِذَا جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ لَمْ يُصَلِّ .

১৪৬২। ইবনে মারযূক (র)... তাওবা আল-আন্‌বারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ-শা'বী (র) বললেন, তুমি কি জানো ইমাম (খুতবার জন্য) বেরিয়ে আসার পর হাসান (বসরী) যে নামায পড়তেন তা কার কাছ থেকে পেয়েছেন? আমি তো শুরায়হ (র)-কে দেখেছি, ইমাম বের হয়ে আসার পর তিনি কোন নামায পড়তেন না।

١٤٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ يَجْلِسُ وَلَا يُسَبِّحُ اَىْ لَا يُصَلِّىْ .

১৪৬৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... উকাইল (র) ইবনে শিহাব (র) থেকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন—যে ইমামের খুতবাদানকালে মসজিদে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি বসে যাবে, তাসবীহ পড়বে না অর্থাৎ নামায পড়বে না।

١٤٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ اَنَّ اَبَا قِلَابَةَ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ .

১৪৬৪। আহমাদ ইবনুল হাসান (র)... খালিদ আল-হাযযা (র) থেকে বর্ণিত। জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে আবু কিলাবা এসে বসে গেলেন, নামায পড়েননি।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ مُصْعَبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ الصَّلٰوةُ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَعْصِيَةٌ .

১৪৬৫। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মিম্বারে থাকা অবস্থায় নামায পড়া গুনাহ।

www.pathagar.com

١٤٦٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِىْ مَالِكٍ الْقُرَظِىُّ اَنَّ جُلُوْسَ الْاِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ وَقَالَ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ حِيْنَ يَجْلِسُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتّٰى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ فَاِذَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ حَتّٰى يَقْضِىَ خُطْبَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ثُمَّ اِذَا نَزَلَ عُمَرُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَضٰى خُطْبَتَيْهِ تَكَلَّمُوْا .

১৪৬৬। ইউনুস (র)... ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। ইমামের মিম্বারে উপবেসন নামায বন্ধ করে দেয় এবং তার বক্তৃতা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারে বসার পর মুয়াযযিন চুপ না করা পর্যন্ত নামাযীরা কথা বলতেন, উমার (রা) মিম্বারে দাঁড়ালে তাঁর উভয় খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কথা বলতেন না। অতঃপর যখন মিম্বার থেকে উমার (রা) নামতেন এবং খুতবা শেষ করতেন তখন তারা কথা বলতেন।

١٤٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ اِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَنَعْلَانِ وَهُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ .

১৪৬৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র)-কে জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলাম, তখন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) মিম্বারে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং তার পরনে চাঁদর, লুঙ্গি ও জুতা ছিলো এবং তিনি পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান) রুকনে ইয়ামানীকে দূর থেকে চুম্বন করলেন ও বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর তিনি বসে পড়লেন, কোন নামায পড়লেন না।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قِيْلَ لِعَلْقَمَةَ اَتَكَلَّمُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقْرَاُ جِزْبِىْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ عَسٰى اَنْ يَضُرُّكَ وَلَعَلَّكَ اَنْ لَا يَضُرُّكَ .

১৪৬৮। আবু বাকরা (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র)-কে বলা হলো, ইমামের খুতবা দানকালে অথবা ইমাম (খুতবা দিতে) বের হলে আপনি কি কথা বলেন? তিনি বললেন, না। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললো, ইমামের খুতবা দানকালে আমি কি আমার কুরআনের নির্দ্ধারিত অংশ পড়তে পারি? তিনি বললেন, হয় তো এটা তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে অথবা তোমার জন্য এটা ক্ষতিকর নাও হতে পারে।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهَانِ الْكَلاَمَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৪৬৯। আহমাদ ইবনে দাঊদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন ইমাম (খুতবা দিতে) বের হলে তখন ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) কথা বলা অপছন্দ করতেন।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُصَلِّىَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

১৪৭০। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইমামের খুতবা দানকালে নামায পড়া অপছন্দ করতেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ সকল হাদীসে আমরা বর্ণনা করেছি যে, (খুতবা দিতে) ইমামের বের হওয়া নামায বন্ধ করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র খুতবা দানকালে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) এসে বসে রইলেন, কোন নামায পড়েননি। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) তার প্রতিবাদ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও প্রতিবাদ করেননি। আবার শুরায়হ (র)-ও এমনটি করতেন, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে যা শা'বী (র) বর্ণনা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি তাও এই মতকে শক্তিশালী করেছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম তাই বিশুদ্ধ যুক্তি ভিত্তিক। অতএব এর মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হলো অন্যটির কারণে তা পরিত্যাগ করা উচিৎ হবে না। কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাক্আত নামায না পড়ে বসবে না"। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি নিম্নে উধৃত হাদীসসমূহ পেশ করেন।

١٤٧١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ .

www.pathagar.com

১৪৭১। ইউনুস (র)... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে যেন দুই রাক্‌আত নামায পড়ে।

١٤٧١(١)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৪৭১(১)। রবী‘ আল-জীযী (র)... আমের ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

١٤٧١(٢)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৪৭১(২)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আমের ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٧١(٣)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الضَّرِيْرُ يَعْنِىْ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ اَبِىْ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৪৭১(৩)। ইবনে মারযূক (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এটা প্রমাণ করছে যে, ইমামের খুতবাদানকালে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্য দুই রাক্‌আত নামায না পড়ে বসা উচিৎ নয়।

প্রশ্নকারীকে জবাবে বলা হবে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তার পক্ষে এখানে কোন দলীল নেই। এটা তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে নামায পড়ার বৈধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে। এটা তার জন্য নয় যে নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে। আপনি কি দেখছেন না, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিংবা এ ধরনের কোন নামায নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে তখন তার কোন নামায পড়া উচিৎ নয়। সে তো ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় যাকে নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ঐ সময় তাকে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইমামের খুতবা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্য নামায পড়া উচিৎ নয়, সে ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় যাকে নবী ﷺ এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি যার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন এবং এমন ব্যক্তি যে পূর্ব থেকে মসজিদে অবস্থান করে এবং

www.pathagar.com

নামাযে আগ্রহী হয় তার জন্যই এ বিধান। আর যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে মসজিদে আছে, তখন (ইমামের খুতবা দানকালে) তার জন্য নামায পড়ার বিধান নেই। সে ঐ (দুই রাক্আত নামায পড়ার) হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা যেমনটি বর্ণনা করলাম তদনুযায়ী নিষিদ্ধ সময়ে নামায না পড়ার বিধানের উপর কিয়াস করে ঐ ব্যক্তির জন্য (যে ইমামের খুতবা দানকালে প্রবেশ করে) নামায পড়া বৈধ নয়।

## ٥٢-بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ اَيَرْكَعُ اَوْ لاَ يَرْكَعُ

### ৫২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজর নামাযের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশকারী সুন্নাত নামায পড়বে কিনা?

١٤٧٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ .

১৪৭২। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়বে না।

١٤٧٢(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ اَحْمَدُ الْاَصْبَهَانِىُّ الصَّوَابُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُجَمِّعٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৪৭২(১)। মুহাম্মাদ ইবনুন নো'মান (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

#### পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ হাদীসের বক্তব্য অনুসারে বলেছেন, ইমাম ফজরের নামায পড়া অবস্থায় লোকজনের জন্য মসজিদে ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়া মাকরূহ। অন্যান্য আলেমগণ এক্ষেত্রে তাদের বিপরীত মত পোষণ করে বলেছেন, কাতারে শামিল না হয়ে ঐ দুই রাক্আত নামায পড়াতে কোন দোষ নেই, যদি ইমামের সাথে দুই রাক্আত (ফরয) নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে।

www.pathagar.com

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিপক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে, তারা যে হাদীসটি দলীল হিসাবে পেশ করেছেন তা মূলত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নয়। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে হাফেজে হাদীসগণ এমনটাই বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٢(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১৪৭২(২)। আবু বাকরা (র)... আতা ইবনে ইয়াসার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

সুতরাং হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবী এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। অত্র অনুচ্ছেদের শেষদিকে এ বিষয়ে তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الَّتِىْ اُقِيْمَتْ لَهَا .

১৪৭৩। ফাহদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে কেবলমাত্র যে নামাযের জন্য ইকামত হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

এমনও হতে পারে যে, তিনি এ নিষেধাজ্ঞার দ্বারা (ফরয) নামায পড়ার স্থানে অন্য নামায পড়াকে বুঝিয়েছেন। কারণ নামাযী একই স্থানে নফল নামায পড়লে তা ফরয নামায পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে। মসজিদের কোন প্রান্তে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়নি। অতঃপর সে যেখানে সুন্নাত নামায পড়েছে সেখান থেকে সরে গিয়ে কাতারে পৌঁছে ফরয নামাযে শামিল হতে পারে। প্রথমোক্ত মতের অনুসারীগণ তাদের অনুকূলে আরো যে দলীল পেশ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

١٤٧٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الْفَجْرِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلاَثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ اَتُصَلِّيْهَا اَرْبَعًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

www.pathagar.com

১৪৭৪। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের নামাযের ইকামত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন সে ফজরের দুই রাক্‌আত পড়ছে। তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং পাশে লোকজন জড়ো হলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি তা চার রাক্‌আত পড়ছো? তিনি একথা তিনবার বললেন।

١٤٧٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلاَثَ بِهِ النَّاسُ .

১৪৭৪(১)। আবু বাকরা (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "এবং তার পাশে লোকজন জড়ো হলো" কথাটি বলেননি।

١٤٧٤(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ..

১৪৭৪(২)। ইবনে মারযূক (র)... শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'তিনবার' কথাটি উল্লেখ করেননি।

প্রথমোক্ত মতের অনুসারীদের বিপক্ষে দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের যুক্তি হচ্ছে, হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অপছন্দ করেছেন, কারণ সে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে সামনে না এগিয়ে (একই স্থানে দাঁড়িয়ে) অথবা কথা না বলে ফজরের (ফরয) নামাযে শরীক হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যা বলেছেন তা যদি এজন্য হয়ে থাকে তাহলে দুই দল আলেমই এ হাদীসের বিষয়ে একমত হতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় কিনা তা আমরা দেখতে চাই।

١٤٧٥- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ (اَىْ قَائِمٌ) يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ لاَ تَجْعَلُوْا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ كَصَلٰوةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوْا بَيْنَهُمَا فَصْلاً .

১৪৭৫। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন ফজরের আযানের পূর্বে নামাযে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ এ

www.pathagar.com

নামাযকে যুহরের নামাযের পূর্বের ও পরের নামাযের ন্যায় বানিও না, বরং দুই (ফরয ও সুন্নাত)-এর মাঝে ব্যবধান রাখো।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে বুহাইনার যে কাজটি অপছন্দ করেছেন তা হলো, একই স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত নামাযকে ফরযের সাথে মিলিয়ে ফেলা, যার মাঝে কোন কিছু দ্বারা ব্যবধান করা হয়নি। মসজিদে সুন্নাত নমায পড়ে কাতারের দিকে অগ্রসর হয়ে লোকজনের সাথে ফরয নামায পড়াকে তিনি অপছন্দ করেননি। এ হাদীস ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ আরও বর্ণনা এসেছে।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ اَبِى الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لِاَتَطَوَّعَ فَاَخَذَ بِثَوْبِى فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ حَتّٰى تُقَدِّمَ اَوْ تُكَلِّمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِذٰلِكَ .

১৪৭৬। আবু যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর (র)... উমার ইবনে আতা ইবনে আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফে ইবনে জুবাইর (র) তাকে আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র)-এর নিকট পাঠালেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে, জুমআর নামাযের পর (সুন্নাত) নামাযের বিষয়ে তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে মাকসূরায় (তার জন্য সুরক্ষিত স্থানে) জুমুআর নামায পড়া শেষ করে নফল নামায পড়তে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাপড় টেনে ধরে বললেন, সামনে না এগিয়ে অথবা কথাবার্তা না বলে তা পড়ো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশই দিতেন।

١٤٧٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪৭৬(১)। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ صَفْوَانَ مَوْلٰى عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُكَاثِرُوا الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ بِمِثْلِهَا مِنَ التَّسْبِيْحِ فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ .

www.pathagar.com

১৪৭৭। রবী' আল-মুয়ায্যিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা ফরয নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামায একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ো না।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺএ হাদীসে নফল নামাযের সাথে ফরয নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। যদি (ফরয ও নফল) উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান যথা সামনে অগ্রসর হওয়া বা অন্য কোন কাজ না করা হয়। প্রথমোক্ত মতের অনুসারীগণ তাদের আরও দলীল পেশ করেছেন।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ وَرَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ خَلْفَ النَّاسِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ يَا فُلاَنُ اَجَعَلْتَ صَلاَتَكَ الَّتِىْ صَلَّيْتَ مَعَنَا اَوِ الَّتِىْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ .

১৪৭৮। রবী' আল-মুয়াযযিন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের ওয়াক্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে লোকজনের পিছনে দুই রাক্আত নামায পড়লো, অতঃপর নবী ﷺ-এর সাথে নামাযে প্রবেশ করলো। নবী ﷺ নামাযশেষে তাকে বললেন ঃ হে অমুক! তুমি তোমার কোন নামাযকে ফরয হিসাবে পড়েছো, যা আমাদের সাথে পড়েছো না যা তুমি একাকী পড়েছো সেটি?

١٤٧٨(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪৭৮(১)। আবু বাকরা (র)... আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আলেমগণ বলেছেন, এ হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি লোকজনের পিছনে দুই রাক্আত সুন্নাত নামায পড়লেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করেছেন।

তাদের বিপরীত মত পোষণকারী আলেমদের যুক্তি হচ্ছে–হতে পারে যে, বর্ণনাকারীর উক্তি "সে লোকজনের পিছনে ছিল"-এর অর্থ তাদের কাতারের পিছনে ছিল, ঐ ব্যক্তি ও তাদের মাঝে কোন ব্যবধান ছিলো না। তাই সে তাদের সাথে (জামায়াতের কাতারে) মিশে থাকার মতই ছিল। সুতরাং ইবনে বুহাইনার হাদীসে যা প্রকাশ পেয়েছে, এটাও সে অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের মতে এটা মাকরূহ। তবে মসজিদের কোন প্রান্তে এই দুই রাক্আত নামায পড়ে সেখান থেকে অগ্রভাগে চলে যাওয়া উচিৎ, যে ব্যক্তি ফরয নামায পড়ছে তার সাথে মিশে দুই রাক্আত সুন্নাত পড়া উচিৎ নয়।

www.pathagar.com

١٤٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ تَتَّقُوا اللّٰهَ اَفْصِلُوْا صَلاَتَكُمْ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ الاَّ فِىْ بَيْتِه فَاَرَادَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْفَصْلَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ وَالتَّطَوُّعِ .

১৪৭৯। ইবনে মারযূক (র)... শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, হে মানুষেরা! তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না? তোমরা তোমাদের নামাযের মধ্যে পার্থক্য করো। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) মাগরিবের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নিজ ঘরেই পড়তেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ফরয ও নফল নামাযের মাঝে পার্থক্য কামনা করেন।

আর এই পার্থক্যই আবু হুরায়রা, ইবনে বুহাইনা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজিস (রা)-র হাদীসে উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমরাও ফরয এবং নফলের মধ্যে পার্থক্য পছন্দ করি—অত্র অনুচ্ছেদে আমাদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমনটি নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত না পড়ে মসজিদে এসেছে, এমতাবস্থায় ইমাম ফজরের নামায আরম্ভ করলে তার জন্য মসজিদের একপ্রান্তে দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ে সামনে গিয়ে লোকজনের সাথে ফরয নামায পড়া আমরা আপত্তিকর মনে করি না। আপনি কি দেখছেন না যে, যুহর, আসর কিংবা এশার নামাযে এমনটা হলে তা দূষণীয় নয়। আর যে এরূপ করে সে ফরয ও নফলের মাঝে মিশ্রণকারী হয় না। এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মাযহাব। পূর্ববর্তী একদল সম্মানিত আলেম থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ حِيْنَ دَعَاهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ دَعَا اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِه وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلٰى اُسْطُوْنَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ .

১৪৮০। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনুল আস (রা) যখন তাদেরকে ডাকলেন, তিনি আবু মূসা, হুযায়ফা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-কে ফজর নামায পড়ার পূর্বে ডাকলেন। অতঃপর তাঁরা তার কাছ থেকে বের হলেন তখন নামাযের ইকামত হয়ে গিয়েছে। আবদুল্লাহ্ (রা) মসজিদের একটি খুঁটির নিকট এসে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে (ফরয) নামাযে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ (রা)-ই এই সময় নামায পড়েছেন এবং হুযায়ফা ও আবু মূসা (রা) তার সাথে উপস্থিত থেকেও তার প্রতিবাদ করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা তারই সমর্থন করেছেন।

١٤٨١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ .

১৪৮১। সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম ফরয নামাযে রত থাকা অবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করে ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِىُّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ فَاَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِى الصَّفِّ وَاَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৮২। আহমাদ ইবনে আবদুল মুমিন আল-খুরাসানী (র)... আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে প্রবেশ করলাম, ইমাম তখন (ফরয) নামায পড়ছিলেন। ইবনে উমার (রা) কাতারে প্রবেশ করলেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ে ইমামের সাথে মিলিত হলেন। ইমাম সালাম ফিরানোর পর ইবনে উমার (রা) সূর্য উঠা পর্যন্ত তার জায়গায় বসে রইলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন।

ইবনে আব্বাস (রা) তো ইমামের ফজর নামায পড়া অবস্থায় মসজিদে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস শো'বা (র) তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি লোকজনকে ফরয ও নফল নামাযের মাঝে পার্থক্য করার নির্দেশ দিতেন। তিনি মসজিদের কোন এক স্থানে ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়ে লোকজনের সাথে (ফরয) নামাযে শামিল হতেন এবং নিজেকে উভয় (ফরয ও নফল) নামাযের মাঝে পার্থক্যকারী মনে করতেন, আমরাও এমনটাই বলি।

١٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ

www.pathagar.com

بْنُ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْاِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ .

১৪৮৩। আবু বাকরা (র)... আবু উসমান আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম ফজরের নামাযে রত অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আসলেন। তিনি তখনো দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়েননি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইমামের পিছন দিকে সরে গিয়ে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়ার পর লোকজনের সাথে শামিল হলেন।

ইবনে উমার (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَاُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِى الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ .

১৪৮৪। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার ঘর থেকে বের হলেন, তখন ফজরের নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। তিনি মসজিদে প্রবেশের পূর্বে পথেই দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে লোকজনের সাথে (ফরয) নামায পড়লেন।

এই তো ইবনে উমার (রা) যদিও দুই রাক্‌আত নামায মসজিদে পড়েননি, কিন্তু নামাযের ইকামত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে এ দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। তার এই কার্যক্রম তো আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস 'নামাযের ইকামত হয়ে গেলে ফরয নামায ব্যতীত কোন নামায থাকে না' এর বিপরীত—প্রথমোক্ত বক্তব্যের অনুসারীগণ যে মত পোষণ করেন যদি এর অর্থ তাই হয়ে থাকে।

١٤٨٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ اَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ .

১৪৮৫। ফাহদ (র)... নাফে' (র) বলেন, আমি ফজর নামাযের জন্য ইবনে উমার (রা)-কে জাগালাম। তখন নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। তিনি উঠে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ جَاءَ

www.pathagar.com

وَالْاِمَامُ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَصَلاَّهُمَا فِىْ حُجْرَةِ حَفْصَةَ ثُمَّ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ .

১৪৮৬। আলী ইবনে শায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম ফজরের নামায পড়া অবস্থায় তিনি আসলেন, তখনো তিনি ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়েননি। তিনি হাফসা (রা)-এর ঘরে ঢুকে এ দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন, অতঃপর ইমামের সাথে (ফরয) নামায পড়লেন।

এ হাদীসেও বলা হয়েছে যে, ইবনে উমার (রা) মসজিদে দুই রাক্আত সুন্নাত পড়েছেন, কারণ হাফসা (রা)-এর কক্ষ মসজিদেরই অংশ। সুতরাং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আমরা যা বর্ণনা করেছি এটাও তার অনুকূল।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى الصَّلٰوةِ .

১৪৮৭। আবু বিশ্র আর-রাক্কী (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন লোকজন ফজরের নামাযে কাতারবদ্ধ থাকতো। তিনি মসজিদের এক প্রান্তে দুই রাক্আত নামায পড়ে লোকজনের সাথে নামাযে প্রবেশ করতেন।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৮৮। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও অনুরূপ করতেন।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كُنَّا نَاْتِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَنُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ اٰخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلاَتِهِمْ .

১৪৮৯। আবু বাকরা (র)... আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত সুন্নাত নামায না পড়েই উমার ইবনুল

www.pathagar.com

খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসতাম। তিনি তখন ফরয নামাযে থাকতেন। আর আমরা মসজিদের এক প্রান্তে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে লোকজনের সাথে তাদের নামাযে প্রবেশ করতাম।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا نَجِيْئُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَنَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَهُ فِى الصَّلٰوةِ .

১৪৯০। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ফজরের নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা আসতাম, অতঃপর দুই রাক্‌আত আদায় করে তার সাথে নামাযে প্রবেশ করতাম।

١٤٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ كَانَ مَسْرُوْقٌ يَجِيْئُ اِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلَاتِهِمْ .

১৪৯১। আবু বাকরা (র)... আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের দুই রাক্‌আত নামায না পড়ে মাসরূক (র) গোত্রের লোকজনের নিকট আসতেন। তারা তখন নামাযে থাকতো। আর তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়ে লোকজনের সাথে তাদের নামাযে শামিল হতেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ .

১৪৯২। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ করতেন। তবে তিনি বলেছেন, মসজিদের এক প্রান্তে।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ تُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا وَاِنْ كَانَ الْاِمَامُ يُصَلِّىْ ثُمَّ ادْخُلْ مَعَ الْاِمَامِ .

১৪৯৩। আবু বাকরা (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, তুমি যদি ফজরের দুই রাক্‌আত না পড়ে ইমামের নামাযরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করো তাহলে ঐ দুই রাক্‌আত পড়ার পর ইমামের সাথে শামিল হও।

www.pathagar.com

١٤٩٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ يُصَلِّيْهِمَا فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلَاتِهِمْ .

১৪৯৪। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (র) বলতেন, সে ঐ দুই রাক্‌আত মসজিদের এক পাশে পড়ে নিবে, অতঃপর লোকজনের সাথে তাদের নামাযে শরীক হবে।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ .

১৪৯৫। সালেহ (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এরূপই করতেন।

এসকল মহান ব্যক্তি ইমামের নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের এক প্রান্তে ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়াকে বৈধ বলেছেন। হাদীসের আলোকে এ হচ্ছে অত্র অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য। আর যুক্তিগত দিক হচ্ছে ঃ যারা মত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) ছেড়ে দিয়ে ফরযের জামাআতে শামিল হবে তারা বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য নফল নামাযে মগ্ন না হয়ে ফরয নামাযে মগ্ন হওয়া অগ্রগণ্য ও উত্তম।

এক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে দলীল হচ্ছে–আলেমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যদি ঐ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে থেকে বুঝতে পারে যে, ইমাম ফজরের নামায আরম্ভ করে দিয়েছেন তাহলে তার উচিৎ ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়ে নেয়া। যদি ইমামের সাথে নামায না পাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে ঐ দুই রাক্‌আত পড়বে না। কারণ ঐ দুই রাক্‌আতকে (ফরয) নামাযের পূর্বে রাখতে বলা হয়েছে। আলেমগণ বাড়িতে ঐ দুই রাক্‌আত নিয়ে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা ফরয নামাযের জন্য চলে যাওয়াকে উত্তম বলে গণ্য করেননি। অথচ এ দুই রাক্‌আত নামাযের বিষয়ে তাকিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন সুন্নাত নামাযের ব্যাপারে এভাবে তাকিদ দেয়া হয়নি। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুই রাক্‌আত নামায অপেক্ষা অন্য কোন নফল নামায অধিক নিয়মিত পড়েননি। তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা এ দুই রাক্‌আত নামায ছেড়ে দিও না, যদিও তোমাদেরকে অশ্বারোহী বাহিনী পদদলিত করে'।

যেহেতু এ দুই রাকআতের বিষয়ে খুব তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে অত্যধিক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আর এ দুই রাক্‌আত পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে, ফরযের পূর্বে বাড়িতে এ দুই রাক্‌আত আদায় করার বিধান রয়েছে, সেহেতু যুক্তির নিরিখেও বলা যায়, এ দুই রাক্‌আত নামায ফরযের পূর্বে মসজিদে পড়ে নেয়া যাবে—কিয়াস ও যুক্তির আলোকেও। আর এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

www.pathagar.com

## ٥٣-بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

### ৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ একখণ্ড কাপড় পরে নামায পড়া

١٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ وَهُوَ غُلاَمٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّىْ مُتَوَشِّحًا فَقَالَ اَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ قَالَ بَلٰى قَالَ اَرَاَيْتَ لَوِ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ اَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تُزَيَّنَ لَهُ اَمِ النَّاسُ قَالَ نَافِعٌ بَلِ اللّٰهُ فَاَخْبَرَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ قَدِ اسْتَيْقَنْتُ اَنَّهُ عَنْ اَحَدِهِمَا وَمَا اَرَاهُ اِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَشْتَمِلُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِىْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ .

১৪৯৬। আবু বাকরা (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে ক্রীতদাস থাকা অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে তাকে (নাফেকে) দেহে একটি কাপড় জড়িয়ে নামায পড়তে দেখে বললেন, তোমার কি দু'টি কাপড় নেই? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। তিনি বললেন, তোমার কি মনে হয়, যদি আমি তোমাকে কোন প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে বলি তাহলে কি তুমি ঐ দু'টি কাপড় পরিধান করতে? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তোমার সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে কি আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য নাকি মানুষ? নাফে' বলেন, বরং আল্লাহই অগ্রগণ্য। অতঃপর তিনি (ইবনে উমার রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নাফে বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ দু'জনের একজন থেকে, তবে আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ইহূদীদের ন্যায় কাপড় না পেঁচায়। যার দু'টি পরিধেয় বস্ত্র আছে সে যেন একটিকে লুঙ্গি হিসাবে এবং অপরটিকে চাদর হিসাবে পরিধান করে। আর যার দু'টি কাপড় নেই সে যেন লুঙ্গি পরিধান করে নামায পড়ে।

١٤٩٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً .

১৪৯৬(১)। ইবনে আবু দাঊদ (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٤٩٦(٢)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ فَلاَ اَدْرِىْ اَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ شَكٌّ نَافِعٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَلاَمِ عُمَرَ فِى الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ .

১৪৯৬(২)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ইবনে উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, নাকি উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন? অতঃপর জারীর (র) নাফে (র)-এর অনুরূপ ইবনে উমার (রা) সূত্রে প্রথম হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি অথবা উমার (রা) এর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٦(٣)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৪৯৬(৩)। ইবনে মারযূক (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি... অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করে বলেছেন, যার দুইখানা পরিধেয় বস্ত্র আছে তার জন্য এক কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ এবং যে ব্যক্তি এক কাপড়ের অধিক পাচ্ছে না তার জন্য ঐ কাপড় গায়ে জড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তারা বলেন, বরং ঐ ব্যক্তির উচিৎ সেটিকে লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করা। তারা এ হাদীসটি দলীল হিসাবে পেশ করে বলেন, এটা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা এক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেন।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ اَنْ يُّزَيَّنَ لَهُ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ اِذَا صَلَّى وَلاَ يَشْتَمِلُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِه اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ .

১৪৯৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়তে চাইলে সে দু'টি কাপড় পরিধান করবে। কেননা আল্লাহর জন্য ভূষণে সুশোভিত হওয়া অগ্রগণ্য। তবে যদি ঐ ব্যক্তির দু'টি কাপড় না

www.pathagar.com

থাকে তাহলে সেটিকে লুঙ্গি হিসাবে পরে নামায পড়বে। তোমাদের কেউ যেন ইহূদীদের নিয়মে শরীরে কাপড় জড়ায় না।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِىْ .

১৪৯৮। ইবনে আবু দাঊদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ নামায পড়লে যেন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে নেয়।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন, এই মূসা ইবনে উকবা (র) নাফে (র)-এর বিশিষ্ট ও প্রথম যুগের সহচরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নাফে (র) সূত্রে ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন সন্দেহ পোষণ করেননি। আর তাওবা আল-আনবারী (র) এ বিষয়ে তার পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাদেরকে বলা হবে, নাফে (র) ব্যতীত অন্য ব্যক্তি ইবনে উমার (রা) থেকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে উমার (রা) থেকেই তা বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ থেকে নয়।

١٤٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً يُصَلِّىْ مُلْتَحِفًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِيْنَ سَلَّمَ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لاَحَدِكُمْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ .

১৪৯৯। ইবনে আবু দাঊদ (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে কাপড় পেঁচিয়ে নামায পড়তে দেখলেন। সে সালাম ফিরালে পর উমার (রা) তাকে বললেন, তোমাদের কেউ যেন শরীরে কাপড় পেঁচিয়ে নামায না পড়ে এবং ইহূদীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়। যদি তোমাদের কারো একটির অতিরিক্ত কাপড় না থাকে তবে সে যেন সেটিকে লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে।

এই সালেম (র) নাফে (র) অপেক্ষা অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি তো ইবনে উমার (রা) সূত্রে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ থেকে নয়। সুতরাং এ হাদীস উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ থেকে নয়। ইমাম মালেক (র) নাফে (র) সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে তার ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা উমার (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

www.pathagar.com

١٥٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَسَا نَافِعًا ثَوْبَيْنِ فَقَامَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ احْذَرْ ذٰلِكَ فَانَّ اللّٰهَ اَحَقُّ اَنْ يُّجْمَلَ لَهُ .

১৫০০। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাফে (র)-কে দু'টি কাপড় পরিধান করতে দিলেন। তিনি একটি কাপড় পরে নামায পড়তে দাঁড়ালে তিনি তাতে বিরক্ত হয়ে বললেন, এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় আল্লাহর জন্য সৌন্দর্য প্রকাশ করাই অধিক কাম্য।

এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, এক কাপড়ে নামায পড়তে কোন দোষ নেই। তারা এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন।

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ اَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ .

১৫০১। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে ইউনুস (রা)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক কাপড়ে নামায পড়া যায় কি? তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে কি দু'টি করে কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম?

١٥٠١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫০১(১)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ قَالُوْا اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَعَمْرِىْ اِنِّىْ لِاَتْرُكُ ثِيَابِىْ فِى الْمُشَجَّبِ وَاُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

১৫০২। আবু বাকরা (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা

www.pathagar.com

(রা) বলেন, আমার জীবনের শপথ! আমি অবশ্যই আমার কাপড় আলনায় রেখে এক কাপড়ে নামায পড়বো।

١٥٠٢(١)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

১৫০২(১)। ইউনুস (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

١٥٠٢(٢)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫০২(২)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٠٢(٣)-حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫০২(৩)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... কায়েস ইবনে তালক-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَلَمَّا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ قَارَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلّٰى فِيْهِمَا .

১৫০৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... তাল্ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে এমন লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে এক-কাপড় পরে নামায পড়ে। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। নামাযের ইকামত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু'টি কাপড় একত্র করে তাতে নামায পড়লেন।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ

www.pathagar.com

وَاحِدٍ وَقَمِيْصُهُ وَرِدَاؤُهُ فِي الْمِشْجَبِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَا صَنَعْتُ هٰذَا اِلاَّ مِنْ اَجْلِكُمْ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَتٰى يَكُوْنُ لِاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ .

১৫০৪। রবী' আল-মুয়াযযিন (র)... আল-কা'কা' ইবনে হাকীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি তখন এক কাপড়ে নামায পড়ছিলেন। তার জামা এবং চাদর আলনায় ছিল। নামায শেষ করে তিনি বললেন, জেনে রাখো! আমি শুধু তোমাদের কারণেই এমনটি করেছি। নবী ﷺ -কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ হাঁ! আর কখন তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে কাপড় ছিল?

١٥٠٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا ذَكَرَ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৫০৪(১)। আবু বাকরা (রা)... সালিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে জাবের (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এই তো ইবনে উমার (রা) নবী ﷺ থেকে এক কাপড়ে নামায বৈধ হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ .

১৫০৫। আবু বাকরা (র)... উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে একটি কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছেন।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ .

১৫০৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে গায়ে এক কাপড় জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।

www.pathagar.com

٧ ١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي قَبِيصَةَ قَالَ أَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

১৫০৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারের পিছনে ছুটে বেড়াই, আমি কি এক কাপড়ে নামায পড়তে পারি? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, তুমি কাঁটা দিয়ে হলেও তা (বোতামের স্থান) আটকে নিও।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ সকল হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, এক কাপড়ে নামায পড়া বৈধ। যে সকল হাদীসে এক কাপড়ে নামায পড়তে নিষেধ আছে এগুলো তার বিপরীত। এটা প্রমাণ করে যে, অতিরিক্ত কাপড় থাক বা না থাক এতে (এক কাপড়ে নামায পড়তে) কোন দোষ নেই। এটা এজন্য যে, প্রশ্নকারী নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলো, আমাদের কেউ কি এক কাপড়ে নামায পড়তে পারে? নবী ﷺ সাধারণভাবে জবাব দিতে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের সকলের কি দু'টি করে কাপড়ের সামর্থ্য রাখে? অর্থাৎ এক কাপড়ে নামায পড়া যদি মাকরূহ হয় তাহলে যে ব্যক্তি এক কাপড়ের বেশি ব্যবস্থা করতে পারে না তার জন্যও মাকরূহ হবে।

তাঁর এ জবাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই কাপড় সংগ্রহে সামর্থ্যবান ব্যক্তির এক কাপড়ে নামায পড়ার হুকুম ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে একাধিক কাপড় না পেয়ে এক কাপড়ে নামায পড়ে। অতঃপর আমরা দেখতে চাই এক কাপড়ে কিভাবে নামায পড়া উচিৎ? তা কি গায়ে জড়ানো হবে নাকি লুঙ্গি হিসাবে পরা হবে? সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো লক্ষ্য করবো।

٨ ١٥٠- فَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَتْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فَسَكَبَتْ لَهُ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ رَكَعَاتٍ .

১৫০৮। ইবনে মারযূক (র)... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি তাঁর দেহে পানি ঢেলে দেন। তিনি গোসল করে একটি কাপড়ের দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে জড়িয়ে কয়েক রাক্আত নামায পড়লেন।

www.pathagar.com

١٥٠٨(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ فِى الصَّلٰوةِ مِثْلَهٗ وَقَالَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ .

১৫০৮(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি নামাযের বিষয়ে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, আট রাক্আত।

١٥٠٨(٢)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ مُوْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ وَاَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ .

১৫০৮(২)। ইউনুস (র)... আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অবহিত করেছেন।

١٥٠٨(٣)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ حَدَّثَهٗ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ .

১৫০৮(৩)। রবী' আল-মুয়াযযিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٥٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ بُرْدٍ لَهٗ حَضْرَمِىٍّ مُتَوَشِّحًا بِهٖ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهٗ .

১৫০৯। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহরিয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাদরামাওত-এ তৈরী একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি, তাঁর দেহে এটি ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না।

١٥١٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِىُّ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ اِيَاسِ بْنِ

www.pathagar.com

سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنِ ابْنِ الْعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ اَبِيْ اَمَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১৫১০। রবী' আল-জীযী (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-এর পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাপড় গায়ে জড়িয়ে আমাদের নামাযে ইমামতি করেছেন।

١٥١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَاهُ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১৫১১। আবু বাকরা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি একটি কাপড় গায়ে জড়িয়ে নামায পড়ছেন।

١٥١٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ مُلْتَحِفًا بِثَوْبِهِ وَثِيَابُهُ قَرِيْبَةٌ مِنْهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِكَيْمَا تَرَوْا وَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

১৫১২। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... আবুয যুবাইর আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এক কাপড় জড়ানো অবস্থায় নামাযরত পেলেন। অথচ তার কাছেই তার কাপড়গুলো ছিল। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্যই এটা করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাই করতে দেখেছি।

١٥١٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ .

১৫১৩। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামায পড়লে তা গায়ে জড়িয়ে নিবে।

www.pathagar.com

١٥١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ .

১৫১৪। ইউনুস (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছেন যার দুই প্রান্ত তাঁর কাঁধের উপর বিপরীত দিক থেকে রাখা ছিল। আর তাঁর আরো কাপড় আলনাতে ছিল।

١٥١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَامَ فَصَلّٰى وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِإِزَارٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ فَلَمَّا صَلّٰى انْصَرَفَ اِلَيْنَا فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى هٰكَذَا .

১৫১৫। ইবনে আবু দাউদ (র)... আসেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গমন করলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হলে তিনি (জাবের) তার লুঙ্গি জড়িয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং তার চাদর আলনাতে ছিল। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে (কাপড় পরিধান করে) নামায পড়তে দেখেছি।

١٥١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

১৫১৬। ইউনুস (র)... আমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছেন, যার দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের উপর রাখা ছিল।

١٥١٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ .

www.pathagar.com

১৫১৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... আমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একটি কাপড় জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি যার দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে তাঁর কাঁধের উপর রাখা ছিল।

١٥١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِیْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى اُسَامَةَ مُتَوَشِّحٌ بِبُرْدٍ فَصَلّٰى بِهِمْ .

১৫১৮। ইবনে আবু দাউদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা (রা)-এর উপর ভর করে গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে বের হলেন, অতঃপর লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন।

١٥١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِیْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا اَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِیْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِیْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

১৫১৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামায পড়লে তার দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে (কাঁধের উপর) জড়িয়ে নিবে।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ وَشُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِیْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّیْ فِیْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

১৫২০। আবু বাকরা (র)... আমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি, যার দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে জড়ানো ছিল।

**পর্যালোচনা**

একাধিক কাপড় থাকা অবস্থায় একটি কাপড় পরিধান করে নামায পড়ার বিষয়ে এসকল হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এসকল হাদীসের

www.pathagar.com

কোন কোনটিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে অন্যান্য কাপড়গুলো আলনায় রেখে নামায পড়েছেন। এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি প্রশস্ত কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সংকীর্ণ কাপড়ের ক্ষেত্রে নয়। এমনও হতে পারে যে, প্রশস্ত ও সংকীর্ণ সকল কাপড়ের জন্য এ হুকুম। সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে আমরা নিম্নরূপ হাদীস দেখতে পাই।

١٥٢١- فَاذَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفْ بِهٖ عَلٰى عَاتِقِكَ وَاِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهٖ ثُمَّ صَلِّ .

১৫২১। আবু যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর আদ-দিমাশকী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ তোমার কাপড় প্রশস্ত হলে তার দুই প্রান্ত তোমার কাঁধের উপর রেখে দাও, আর সংকীর্ণ হলে তা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে নামায পড়ো।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, উদ্দেশ্য হচ্ছে কাপড় জড়িয়ে নেয়া। আর এমন কাপড়ের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য যা দিয়ে নামায পড়া যায়। যদি কাপড় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে নামায পড়তে অসুবিধা হয় তাহলে চাদরকে লুঙ্গিরূপে পরবে। আমাদের প্রয়োজন প্রশস্ত কাপড়ের হুকুম নিয়ে চিন্তা করা যা লুঙ্গি হিসাবে পরা যায় আবার চাদর হিসাবে গায়ে জড়িয়েও রাখা যায়। তা কি গায়ে জড়ানো হবে নাকি লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করা হবে, কোনটি করা হবে?

١٥٢٢- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّىْ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ .

১৫২২। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে নামায না পরে যার কোন অংশ তার কাঁধের উপর থাকে না।

١٥٢٢(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৫২২(১)। ফাহদ (র)... আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

١٥٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْيَجْعَلْ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا .

১৫২৩। ইবনে মুনকিয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামায পড়লে তার কিছু অংশ যেন তার দুই কাঁধের উপর রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুয যিনাদের হাদীসে এক কাপড়কে লুঙ্গি বানিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আবার তাঁর কাছ থেকে এরূপ বর্ণনাও এসেছে যে, তিনি শুধু পাজামা পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যার পরনে তা ছাড়া অন্য কোন কাপড় নেই।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ اَبِي الْمُنِيْبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

১৫২৪। ঈসা ইবনে ইবরাহীম আল-গাফিকী (র)... বুরায়দা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে এ বিষয়ে একই হাদীস বর্ণিত।

এ হাদীসটি ঐটির মতই। আমাদের মতে এ হুকুম পাজামার সাথে অন্য কাপড় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য। যদি অন্য কাপড় পাওয়া না যায় তাহলে শুধু পাজামা পরে নামায পড়ায় কোন দোষ নেই, যেমনিভাবে ছোট কাপড় লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে নামায পড়তে কোন দোষ নেই। অত্র অনুচ্ছেদে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের সঠিক মর্মার্থ এটাই। এ বিষয়ে তাঁর সাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কতিপয় নিম্নরূপ।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَاقِدِيْ ثِيَابَهُمْ فِيْ رِقَابِهِمْ مَا عَلٰى اَحَدِهِمْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَّاحِدٌ .

১৫২৫। আবু বাকরা (র)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। মুসলমানদের মধ্যকার কতক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্র তাদের গলার সাথে বেঁধে নিতেন। তাদের কারো গায়ে একটির বেশি কাপড় ছিলো না।

www.pathagar.com

١٥٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْعَجْلاَنَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ سُلَيْمٌ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ خِلاَفَتِهِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ فَرَاٰى اَكْثَرَ مَنْ يُّصَلِّىْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ يُدْعٰى بُرْدًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ .

১৫২৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু আমের সুলাইম আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বাকর (রা)-এর খেলাফতকালে তার সাথে একাধারে সাত মাস নামায পড়েছেন। তাঁর সাথে যে সকল পুরুষ লোক নামায পড়েছে তিনি তাদের অনেককেই একটি কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছেন যাকে চাদর বলা হতো। তাদের গায়ে অন্য কোন পোশাক ছিলো না।

١٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

১৫২৭। আবু বাকরা (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এক কাপড়ে আমাদের নামায পড়িয়েছেন যার দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে আটকানো ছিলো।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَخَلْفَهُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১৫২৮। ইবনে আবু দাউদ (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করলেন একটি কাপড় পরিধান করে। তিনি এর প্রান্তদ্বয়কে পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে রাখলেন। তখন তার পিছনে নামায পড়েছেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ।

এক কাপড়ে নামায পড়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কাছ থেকে আমরা যা বর্ণনা করলাম তা উমার (রা) থেকে আমাদের বর্ণনাকৃত হাদীসের বিপরীত। অতঃপর পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলোতে নবী ﷺ থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে যেগুলো এক্ষেত্রে পরস্পরের অনুকূল, উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা সেগুলো গ্রহণ করা উত্তম। আমরা এই যে বর্ণনা দিলাম তা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

www.pathagar.com

## ٥٤-بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ

### ৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَبَكْرُ ابْنُ ادْرِيْسَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ بَيْتِ اللّٰهِ .

১৫২৯। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। যথা–কসাইখানায়, ময়লা ফেলার স্থানে, কবরস্থানে, চলাচলের পথে, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে এবং বাইতুল্লাহর (কা'বা শরীফের) ছাদে।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْخِضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ اَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ الْحَكَمُ يَاْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

১৫৩০। ফাহদ (র)... উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো, তবে উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না।

١٥٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ادْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِهَا قَالَ لاَ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ قَالَ لاَ قَالَ اَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِهَا قَالَ نَعَمْ .

১৫৩১। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, আমি কি ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে

www.pathagar.com

পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমি এর গোশত খেয়ে কি উযূ করবো? তিনি বললেন ঃ না। সে বললো, আমি কি উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারি? তিনি বললেন ঃ না। সে বললো, আমি এর গোশত খেয়ে কি উযূ করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

١٥٣٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالاَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ تَجِدُوْا اِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْاِبِلِ فَصَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ .

১৫৩২। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যদি ছাগলের খোঁয়াড় ও উটের খোঁয়াড় ব্যতীত জায়গা না পাও তাহলে ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না।

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَاءَاتِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَاءَاتِ الْاِبِلِ قَالَ لاَ .

১৫৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়বো? তিনি বললেনঃ হাঁ। সে বললো, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায পড়বো? তিনি বললেন ঃ না।

١٥٣٣(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫৩৩(১)। মুহাম্মাদ (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

১৫৩৪। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না।

www.pathagar.com

পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া মাকরূহ। তারা এসকল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এমনকি তাদের অনেকে হুকুমের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করে নামায নষ্ট হওয়ার কথাও বলে থাকেন। এক্ষেত্রে অন্যরা তাদের বিরোধিতা করে সেই স্থানে নামায বৈধ হওয়ার কথা বলেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে– যে সকল হাদীসে উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর মর্মার্থ এবং নিষেধাজ্ঞার কারণ নিয়ে লোকজন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

একদল আলেম বলেছেন, উট মালিকদের অভ্যাস ছিলো, তারা উটের (খোঁয়াড়) কাছেই পেশাব-পায়খানা করতো, ফলে উটের খোঁয়াড় নাপাক হয়ে যেতো। এজন্যই উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, উটের কারণে নয়। তা ছিলো শুধু নাপাকির কারণে যা যে কোন স্থানে নামায থেকে বাঁধা দান করে। আর বকরীর মালিকদের অভ্যাস ছিলো, তারা তাদের বকরীর খোঁয়াড়গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো, তারা সেখানে পেশাব-পায়খানা করতো না। ফলে এগুলোর খোঁয়াড়ে নামায পড়া বৈধ করা হয়েছে। শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্র হাদীসকে এ অর্থেই ব্যাখ্যা করেছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) বলেন, আমার মতে এ কারণ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসেনি, বরং উটের আক্রমণের আশংকা থাকায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ উট যাকে সামনে পায় তাকেই আক্রমণ করে বসে। তুমি কি দেখছো না যে, তিনি বলেছেন ঃ 'এটা জিন, একে জিন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে'। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ 'এ সকল উটের মধ্যে বন্য পশুর হিংস্রতার ন্যায় হিংস্রতা রয়েছে'। অথচ ছাগল থেকে এমন আশংকা নেই। তিনি উটের হিংস্রতার আশংকায় উটের বাথানে নামায পড়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য নয় যে, উটের বাথানে নাপাকী থাকে, ছাগলের খোঁয়াড়ে নাপাকী থাকে না। ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়া বৈধ করা হয়েছে এজন্য যে, উটের ক্ষেত্রে যে আশঙ্কা আছে ছাগলের ক্ষেত্রে তা নেই।

١٥٣٥- حَدَّثَنِىْ خَلاَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ بِالتَّفْسِيْرَيْنِ جَمِيْعًا .

১৫৩৫। খাল্লাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে শুজা' আস্-সালজী (র) সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) থেকে উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ عِيَاضًا قَالَ اِنَّمَا نُهِىَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ لاَنَّ الرَّجُلَ يَسْتَتِرُ بِهَا لِيَقْضِىَ حَاجَتَهُ .

www.pathagar.com

১৫৩৬। ফাহদ (র)... মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াদ (র) বলেন, উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার সময় এটাকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে।

এ ব্যাখ্যাটি শুরাইক (র)-এর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١٥٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ اِلٰى بَعِيْرِهِ .

১৫৩৭। ফাহদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট সামনে রেখে নামায পড়তেন।

١٥٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ اَنَا اسْرَائِيْلُ عَنْ زِيَادِ الْمُصَفَّرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمِقْدَامِ الرَّهَاوِىِّ قَالَ جَلَسَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَاَبُو الدَّرْدَاءِ وَالْحَارِثُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَلّٰى بِنَا اِلٰى بَعِيْرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ فَقَالَ عُبَادَةُ اَنَا قَالَ فَحَدِّثْ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَعِيْرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَاَخَذَ قِرَادَةً مِنَ الْبَعِيْرِ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلَ هٰذِهِ الاَّ الْخُمُسُ وَهُوَ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ .

১৫৩৮। ফাহদ (র)... আল-মিকদাম আর-রাহাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত, আবুদ-দারদা ও আল-হারিস ইবনে মুয়াবিয়া (রা) এক বৈঠকে বসলেন। আবুদ-দারদা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গনীমতের একটি উট সামনে রেখে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন তখন তোমাদের মধ্যে কে তাঁর হাদীস সংরক্ষণ করেছো? উবাদা (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, তাহলে বর্ণনা করো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে গনীমতের একটি উটের দিকে মুখ করে নামায পড়লেন, অতঃপর তাঁর হাত বাড়িয়ে উটের কিছু পশম নিয়ে বললেন ঃ তোমাদের এ গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশের বেশি এতটুকু গ্রহণ করাও আমার জন্য বৈধ নয়। এটাও তোমাদের কল্যাণে খরচ হবে।

এ দু'টি হাদীসের মধ্যে উটের পাশে নামায পড়া বৈধ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, উটের পাশে নামায পড়া বৈধ এবং তিনি উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করেননি, অন্যথায় উটকে সামনে রেখে নামায পড়া বৈধ না হওয়ার কথা ছিল।

www.pathagar.com

এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উটের খোঁয়াড়ে এর গোবর অথবা পেশাব থাকার কারণে তথায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ একমত হয়েছেন। আর এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেসব হাদীস এসেছে তা আমরা বর্ণনা করেছি। আর উটের বাথানে তার পেশাব ও অন্যান্য কারণে যে হুকুম প্রযোজ্য, ছাগলের খোঁয়াড়ে তার পেশাব ও অন্যান্য কারণে সেই একই হুকুম প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে পাক-নাপাকের দিক থেকে দুয়ের মাঝে কোন প্রভেদ নেই। কারণ যে ব্যক্তি ছাগলের পেশাবকে পাক মনে করে সে উটের পেশাবকেও পাক মনে করে। আর যে ব্যক্তি উটের পেশাবকে নাপাক মনে করে সে ছাগলের পেশাবকেও নাপাক মনে করে। যেহেতু ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়া বৈধ হওয়ার হাদীসেই উটের বাথানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, এ নিষেধাজ্ঞা উটের বাথানে নাপাকী থাকার কারণে নয়। কেননা সে কারণটা ছাগলের খোঁয়াড়েও থাকতে পারে। এটির হুকুম তো ঐটির অনুরূপই। বরং নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে সেটি যা শুরাইক (র) কিংবা ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) বলেছেন।

শুরাইক (র) যা বলেছেন বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে তো মলমূত্র যেখানেই থাকুক সেখানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হবে, চাই সেটা উটের খোঁয়াড় হোক কিংবা অন্য কিছু। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) যা বলেছেন বিষয়টি যদি তা হয় তবে তো সেখানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হবে যেখানে আক্রমণের ভয় আছে। তাই তা উটের খোঁয়াড় হোক বা অন্য কিছু। এ অনুচ্ছেদের হাদীসের সঠিক মর্মার্থ এটাই।

আর যুক্তিগত দিক থেকে এর হুকুম হচ্ছে– আমরা দেখতে পাই যে, আলেমগণ ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বিষয়ে কোন মতানৈক্য করেননি, বরং সেখানে নামায পড়া বৈধ। তারা কেবলমাত্র উটের বাথান নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। আমরা আরও দেখতে পাই যে, পবিত্রতার দিক থেকে উটের গোশতের হুকুম ছাগলের গোশতের হুকুমের অনুরূপ, আবার পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে উটের পেশাব ছাগলের পেশাবেরই অনুরূপ।

সুতরাং যুক্তিতেও আসে যে, কিয়াস অনুসারে উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়ারই অনুরূপ, যেমনটা আমরা বর্ণনা করেছি। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

١٥٣٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ هٰذِه نُسْخَةُ رِسَالَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ اِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ يَذْكُرُ فِيْهَا اَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِه وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ اَدْرَكْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِ اَرْضِنَا يَعْرِضُ اَحَدُهُمْ نَاقَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَهِىَ تَبْعَرُ وَتَبُوْلُ .

www.pathagar.com

১৫৩৯। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... লাইস ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটি হচ্ছে লাইস ইবনে সা'দ-এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' কর্তৃক প্রেরিত চিঠির হস্তলিপি যাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, উটের বাথানের ব্যাপারে যা উল্লেখ রয়েছে সে বিষয়ে আমরা জেনেছি যে, সেখানে নামায পড়া মাকরূহ। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহনের (উটের) উপর নামায পড়তেন। আর ইবনে উমার (রা) ও আমাদের দেশের অন্যান্য যে সকল উত্তম লোকের সাক্ষাত পেয়েছি তাদের কেউ কেউ নিজের ও কিবলার মাঝে তার উট রেখে দিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন; অথচ সেটি তখন মলমূত্র ত্যাগ করতো।

## ٥٥-بَابُ الْاِمَامِ يَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ هَلْ يُصَلِّيْهَا مِنَ الْغَدِ اَمْ لاَ

## ৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের ঈদের নামায ছুটে গেলে সে পরদিন তা পড়বে কিনা?

١٥٤٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ الْهِلاَلَ خَفِىَ عَلَى النَّاسِ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَصْبَحُوْا صِيَامًا فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِالْفِطْرِ فَاَفْطَرُوْا تِلْكَ السَّاعَةَ وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْعِيْدِ .

১৫৪০। ফাহদ (র)... আবু উমাইর ইবনে আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে আমার এক চাচা আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যমানায় রমযানের শেষ রাতে লোকদের কাছে নতুন চাঁদ অদৃশ্য থেকে গেলো। তাই তাঁরা রোযা অব্যাহত রাখলেন। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ার পর লোকজন নবী ﷺ-এর নিকট সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে তারা তৎক্ষণাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেললো। তিনি পরের দিন লোকদেরকে নিয়ে (ঈদগাহে) গেলেন এবং তাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়লেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করে বলেছেন, ঈদের দিন লোকজনের ঈদের নামায ছুটে গেলে পরের দিন যথাসময়ে তা পড়ে নিবে। এ মত যারা গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাদের অন্যতম। এ বিষয়ে অন্যরা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, ঈদের দিন নামায ছুটে যাওয়ার পর সূর্য ঢলে পড়লে এরপর সেদিন ঐ নামায পড়া যাবে না এবং পরবর্তী দিনও পড়তে হবে না। এ মত যারা ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র) তাদের অন্যতম। এ ক্ষেত্রে তাদের দলীল হচ্ছে, হুশাইম

www.pathagar.com

(র) থেকে যে সকল হাফেজ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে তারা উল্লেখ করেননি যে, তিনি লোকজনকে নিয়ে পরের দিন নামায পড়েছেন। যারা হুশাইম (র) থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং নামাযের কথা উল্লেখ করেননি তাদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাসসান ও সাঈদ ইবনে মানসূর যিনি হুশাইমের কথাগুলো উত্তমভাবে সংরক্ষণ করেছেন। তিনি লোকজনকে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, হুশাইম হলেন মুদাল্লিস রাবী।

١٥٤١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِّنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلاَلَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمْ ثُمَّ لِيَخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ اِلٰى مُصَلاَّهُمْ .

১৫৪১। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু উমাইর ইবনে আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে আমার আনসার চাচাগণ বলেন, আমাদের কাছে শাওয়াল মাসের চাঁদ অদৃশ্য রয়ে গেলো, আমরা রোযা অবস্থায় প্রভাত করলাম। অতঃপর দিনের শেষে একদল সাওয়ারী (আরোহী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাদের ঐ দিনের রোযা ভেঙ্গে ফেলে এবং পরের দিন ঈদের নামায পড়তে ঈদগাহে যায়।

١٥٤١(١)- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৫৪১(১)। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু বিশর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের মূল বিষয়বস্তু এরূপ (নামাযের উল্লেখ নাই), আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ (র) যেমনটি বলেছেন তেমনটি নয়। আর তাদের উদ্দেশ্যে পরের দিন বের হওয়ার নির্দেশ ছিলো ঈদ উদযাপনের জন্য। এমনও হতে পারে যে, তিনি চেয়েছিলেন লোকজন একত্র হয়ে সেখানে দোয়া করবে কিংবা তাদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করবে যাতে শত্রুকে প্রভাবিত করা যায় এবং তাদের কার্যাবলী তাঁর (শত্রুর) কাছে গুরুত্ব পায়। এজন্য নয় যে, তারা ঈদের নামাযের ন্যায় কোন নামায পড়বে। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি এমন ব্যক্তিকেও ঈদের দিন ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন যার উপর নামায আবশ্যকীয় নয়।

www.pathagar.com

١٥٤٢- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ الْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ هُشَيْمٌ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لِاَحَدِنَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُعِرْهَا اُخْتُهَا جِلْبَابَهَا .

১৫৪২। সালেহ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুবতী ও পর্দানশীন নারীদেরকে (ঈদের মাঠে) বের করে নিয়ে আসতেন। পর্দানশীন নারীগণ জামাআতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন, তবে কল্যাণ কামনায় ও মুসলমানদের দোয়ায় শামিল হতেন। হুশাইম (র) বলেন, এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কারো যদি চাদর না থাকে? তিনি বললেন ঃ তাহলে তার কোন বোন যেন তাকে তার চাদর ধার দেয়।

যেহেতু ঋতুবতী মহিলারা (ঈদগাহে) বের হতেন নামাযের জন্য নয়, বরং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে। এরূপ সম্ভবনাও রয়েছে যে, নবী ﷺ লোকজনকে ঈদের দিন সকালে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা একত্র হয়ে দোয়া করে এবং নিশ্চিতভাবে এ দোয়ার সুফল তারা পাবে, নামাযের জন্য নির্দেশ দেননি। হাদীসটি শো'বা (র) আবু বিশর (র) থেকে সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়ার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালেহের ন্যায় বর্ণনা করেননি।

١٥٤٢(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَمَرَهُمْ اِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا اِلَى مُصَلَّاهُمْ .

১৫৪২(১)। ইবনে মারযূক (র)... আবু বিশর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় আছে ঃ (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাদেরকে প্রভাত হলে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াহ্ইয়া ও সাঈদ (র) হুশাইম (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন এ হাদীসের অর্থও তার অনুরূপ। এটাই হচ্ছে মূল হাদীস। যেহেতু হাদীসে পরবর্তী দিন নামায পড়ার মতপার্থক্যপূর্ণ হুকুমের উল্লেখ নেই, সেহেতু আমরা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, নামায দুই প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে, যার ওয়াক্ত সমগ্র জীবন ব্যাপী, তবে ফরয নামায

www.pathagar.com

ওয়াক্ত থেকে ছুটে গেলে যে কোন সময় কাযা করা যায়, নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে–যে নামাযের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারিত। উক্ত সময় ব্যতীত ঐ নামায পড়া কারো জন্য বৈধ নয়। এ প্রকার হচ্ছে জুমুআর নামায। জুমুআর দিন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ নামায পড়ার বিধান। সময় চলে গেলে নামায ছুটে যাবে। সেদিন কিংবা পরবর্তী কোন দিন তা পড়া বৈধ নয়। সুতরাং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কারণে দিনের বাকি অংশে এ নামায কাযা করা যায় না, পরবর্তী সময়েও নয়। আর যে নামায ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ঐদিনের বাকি অংশে কাযা করা যায়, তা পরের দিন কিংবা তারও পরে কাযা করা যায়। এসকল বিষয়ে ইজমা হয়েছে।

ঈদের নামাযের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্ত হচ্ছে ঈদের দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এ নামায ঐ দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে না পড়া হলে, দিবসের বাকি অংশে আর তা পড়া যাবে না। যেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ঈদের নামায ঐ দিনের বাকি অংশে কাযা করা যাবে না, সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, পরের দিন কিংবা অন্য কোন দিন তা কাযা করা যাবে না। কেননা আমরা দেখতে পাই, যে নামায ছুটে যায় তা পরের দিন কাযা করা বৈধ হলে ঐ দিনের বাকি অংশেও তা কাযা করা বৈধ। আর যে নামায ছুটে গেলে দিনের বাকি অংশে কাযা বৈধ নয় তার পরবর্তী দিবসেও তার কাযা করা বৈধ নয়। ঈদের নামায এরূপই। যেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, ছুটে যাওয়ার পর ঐ দিনের পরবর্তী অংশে কাযা করা যাবে না, সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, পরের দিনও তা কাযা করা যাবে না।

এ হচ্ছে অত্র অনুচ্ছেদের যুক্তিগত দিক। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত যা কতিপয় ব্যক্তি তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তার থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বর্ণনায় এটা পাইনি। ইমাম আহমাদ (র)-এর বর্ণনায়ও তা রয়েছে।

## ٥٦-بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

### ৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া।

١٥٤٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِىْ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّمَا اُمِرْنَا بِالطَّوَافِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِدُخُوْلِهِ يَعْنِى الْبَيْتَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهٰى عَنْ دُخُوْلِهِ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ شَيْئًا حَتّٰى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ.

১৫৪৩। আবু বাকরা বাক্কার ইবনে কুতায়বা আল-কাযী (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র)-কে বললাম, আপনি কি ইবনে আব্বাস (রা)-কে

www.pathagar.com

বলতে শুনেছেন, আমাদেরকে তাওয়াফের আদেশ দেয়া হয়েছে, তাতে অর্থাৎ বাইতুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, তিনি তাতে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন না, তবে তাকে বলতে শুনেছি, উসামা ইবনে যায়েদ আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে তার সব দিকেই দোয়া করেছেন এবং সেখানে নামায না পড়ে বের হয়ে এসেছেন। তিনি বের হয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে বললেন ঃ এটাই কিবলা।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلٰكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ صَلّٰى عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৪৪। আবূ বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বাইতুল্লাহতে প্রবেশ করে নামায পড়েননি, তবে বের হয়ে এসে তিনি কা'বা ঘরের দরজার নিকট দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِىُّ قَالَ اَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَارِىَ فَقَامَ اِلٰى كُلِّ سَارِيَةٍ كَذَا وَلَمْ يُصَلِّ .

১৫৪৫। আলী ইবনে যায়েদ আল-ফারাইদী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাতে ছয়টি খুঁটি ছিলো। তিনি প্রতিটি খুঁটির পাশে এভাবে দাঁড়িয়েছেন, তবে নামায পড়েননি।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কা'বা ঘরের অভ্যন্তরভাগে নামায পড়া বৈধ নয়। এক্ষেত্রে তারা দলীল হিসাবে পেশ করেন উপরোক্ত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য ঃ যা তিনি কা'বা ঘর থেকে বের হওয়ার পর বলেছিলেন, 'এটাই কিবলা'।

এক্ষেত্রে অন্যান্য আলেমগণ তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়াতে কোন দোষ নেই। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী 'এটাই কিবলা' দ্বারা আমরা যা উল্লেখ করেছি সে অর্থও হতে পারে, আবার এও হতে পারে যে, তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, 'এটিই কিবলা যেদিকে ফিরে তোমাদের ইমাম নামায পড়ে থাকেন এবং তোমরা যার ইকতেদা করে থাকো'। এর (কিবলার) নিকটেই হবে তার (ইমামের) অবস্থান। তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন মহান আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে

www.pathagar.com

শিক্ষাদান। আল্লাহর বাণী "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো"। নবী ﷺ কর্তৃক কা'বার অভ্যন্তরে নামায পরিত্যাগের মধ্যে প্রমাণ নেই যে, সেখানে নামায পড়া বৈধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বহু মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। এসকল হাদীসের মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপঃ

١٥٤٦- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ وَمَكَثَ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَاَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَلٰى يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلَاثَةِ اَذْرُعٍ .

১৫৪৬। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, বিলাল (রা) বেরিয়ে এলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর বাম পাশে একটি খুঁটি, ডান পাশে দু'টি খুঁটি এবং সামনে তিনটি খুঁটি রাখলেন। বাইতুল্লাহ তখন ছয় খুঁটির উপর ছিলো। অতঃপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাঁর ও দেয়ালের মাঝখানে প্রায় তিন গজ ফাঁক রাখলেন।

١٥٤٦(١)- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَاَنَّهُ صَلّٰى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْعُمُدَ الَّتِىْ ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِىْ حَدِيْثِهِ .

১৫৪৬(১)। আলী ইবনে যায়েদ (র)... আবদুল্লাহ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি ডানদিকের দু'টি খুঁটির মাঝখানে নামায পড়েছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেননি, খুঁটিগুলো কিভাবে রেখেছেন, যেমনটি মালেক (রা) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

١٥٤٦(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

www.pathagar.com

১৫৪৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আযীয আল-আয়লী (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে অবহিত করেছেন। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٦(٣)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيْمِ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ .

১৫৪৬(৩)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি বলেন, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (নবী ﷺ) তাতে প্রবেশের পর তাঁর ডান পাশের দুই খুঁটির মাঝখানে তাঁর সম্মুখভাগে নামায পড়েছেন।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَدِيْفُهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاَنَاخَ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَبَقْتُ النَّاسَ وَقَدْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِلاَلٌ وَاُسَامَةُ فِى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ مِنْ وَّرَاءِ الْبَابِ اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلَّى بِحِيَالِكَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ .

১৫৪৭। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন, তার পিছনে ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রা)। কা'বা ঘরের ছায়ায় তিনি তাঁর উট থামালেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি লোকজনের আগে পৌঁছে গেলাম, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ, বিলাল ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বাইতুল্লায় প্রবেশ করেছেন। আমি দরজার পিছন থেকে বিলাল (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, তোমার সামনের দুই খুঁটির মাঝখানে।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِى الْكَعْبَةِ.

১৫৪৮। আলী ইবনে যায়েদ (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ فَلَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

www.pathagar.com

عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَبِيْ وَأَنَا أَسْمَعُ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ فَلَمَّا خَرَجَا سَأَلْتُهُمَا أَيْنَ صَلَّى يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَا عَلَى جِهَتِهِ .

১৫৪৯। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি শুনতে পেলাম যে, আমার পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লায় প্রবেশ করে কোথায় নামায পড়েছেন? ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবনে যায়েদ ও বিলাল (রা)-এর মাঝে (বাইতুল্লায়) প্রবেশ করলেন। তারা দু'জন বের হয়ে আসলে আমি তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় নামায পড়েছেন? তারা বললেন, এর সামনের দিকে।

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُهُ دَخَلَ الْبَيْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ مَضَى حَتَّى لَزِقَ بِالْحَائِطِ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ هٰهُنَا أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى .

১৫৫০। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবুশ-শা'ছা) বলেন, আমি তাকে বাইতুল্লাতে প্রবেশ করতে দেখলাম। তিনি দুই খুঁটির মাঝখানে পৌঁছে গিয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকলেন। আমি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি চার রাক্আত নামায পড়লেন। আমি (আবুশ-শা'ছা) বললাম, আমাকে বলুন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহ্র কোন স্থানে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, এ স্থানে। উসামা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামায পড়তে দেখেছেন।

এই হলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রা) যার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে বাইতুল্লার অভ্যন্তরভাগে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি এবং ইবনে আব্বাস (রা) উসামা (রা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। ইবনে উমার (রা) বিলাল (রা)-এর কাছ থেকে যা বর্ণনা করেছেন, উসামা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উচিৎ হবে উসামা (রা)-এর যে সকল বর্ণনা পক্ষে-বিপক্ষে এসে পরস্পর বিরোধী হয়েছে সেগুলো পরিত্যাগ করে বিলাল (রা)-এর বর্ণনায় যা আছে তা সাব্যস্ত করা। কারণ তার থেকে এ বিষয়ে বিরোধপূর্ণ কোন বক্তব্য নেই। আর ইবনে উমার (রা) থেকে নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন।

www.pathagar.com

١٥٥١-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ هُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَيْتِ وَسَيَأْتِيْكَ مَنْ يَنْهَاكَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ .

১৫৫১। ইবনে মারযূক (র)... সিমাক আল-হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর ভিতরে নামায পড়েছেন। অচিরেই তোমার কাছে এমন লোক আসবে যে তোমাকে (কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়তে) নিষেধ করবে। তিনি (ইবনে উমার) তার অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য শুনেছেন।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لاَ تَجْعَلْ شَيْئًا مِّنَ الْبَيْتِ خَلْفَكَ وَاْتَمَّ بِهِ جَمِيْعًا وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ .

১৫৫২। ফাহদ (র)... সিমাক আল-হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমার পিছনে বাইতুল্লাহর কিছু রেখো না, এর সবটাই (সামানে) নিয়ে (নামায) পড়ো। আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভিতরে নামায পড়েছেন।

এ বিষয়ে ইবনে উমার (রা) ব্যতীত অন্যদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সেরূপ বর্ণনা রয়েছে যেমনটি উসামা ও বিলাল (রা) থেকে ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আছে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ اَوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ قَدْ قَدِمَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِىْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَيْتِ فَقَالُوْا تُجَاهَكَ قُلْتُ كَمْ صَلَّى قَالُوْا رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৩। রবী' আল-জীযী (র)... আবূ সাফওয়ান অথবা আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। তাই আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র দেহে জড়ালাম, অতঃপর গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি বাইতুল্লাহ থেকে বের হয়ে গেছেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর কোন স্থানে নামায পড়েছেন? তারা বললেন, তোমার সন্মুখে। আমি বললাম, তিনি কতো রাক্আত পড়েছেন? তারা বললেন, দুই রাক্আত।

www.pathagar.com

١٥٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৪। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বললাম, নবী ﷺ কা'বাতে প্রবেশ করে কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন।

١٥٥٤(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَفْوَانَ .

১৫৫৪(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... জারীর ইবনে আবদুল হামীদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফওয়ান।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এই উমার (রা) থেকেই এ বিষয়ে এমন বর্ণনা রয়েছে যা উসামা ও বিলাল (রা) সূত্রে ইবনে উমার (রা)-এর বর্ণনার অনুকূল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকেও এ বিষয়ে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৫। ফাহদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ বাইতুল্লায় প্রবেশ করে সেখানে দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন।

শাইবা ইবনে উসমান ও উসমান ইবনে তালহা (রা) থেকেও এ বিষয়ে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٥٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اسْمَاعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الزَّجَّاجِ قَالَ اَتَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عُثْمَانَ انَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلِّ قَالَ بَلٰى صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ثُمَّ اَلْزَقَ بِهِمَا ظَهْرَهُ .

www.pathagar.com

১৫৫৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুর রহমান ইবনুল যাজ্জাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাইবা ইবনে উসমান (রা)-এর নিকট এসে বললাম, হে আবু উসমান! ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে নামায পড়েননি। তিনি বললেন, হাঁ, সামনের দুই খুঁটির নিকট তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়ে খুঁটিদ্বয়ের সাথে তাঁর পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

١٥٥٦(١) - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৫৫৬(১)। ফাহদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَجَاهَكَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ .

১৫৫৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... উসমান ইবনে তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লায় প্রবেশ করে তোমার সম্মুখভাগের দুই খুঁটির মাঝখানে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় যদি মুতাওয়াতির হাদীসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন এ বিষয়ে হাদীসগুলো যতোটা মুতাওয়াতির, নামায না পড়ার বিবরণ সম্বলিত হাদীস মুতাওয়াতির নয়। আর যাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে তাদের সেই অতিরিক্ত বর্ণনা বাদ দিয়ে অন্যান্য বর্ণনা গ্রহণ করে আমল করা হলে দেখা যাবে যে, ইবনে আব্বাস (রা) উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে নামায না পড়ে তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তার কাছ থেকেই ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে সেখানে নামায পড়েছেন।

তার কাছ থেকে বর্ণনা দু'টি পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে বাদ পড়ে যায়। অতঃপর ইবনে উমার, বিলাল, জাবের, শাইবা ইবনে উসমান ও উসমান ইবনে তালহা (রা)-এর বর্ণনা উসামা (রা) থেকে ইবনে উমার (রা)-এর বর্ণনার অনুকূল। ইবনে আব্বাস (রা) উসামা (রা) থেকে একক যে বর্ণনা করেছেন তা তার চেয়ে অগ্রগণ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে তার কতক উক্তি বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে যে, কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়া জায়েয।

www.pathagar.com

١٥٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أُمِّ مَنْصُوْرٍ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِي امْرَاَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَدَتْ عَامَّةَ اَهْلِ دَارِنَا قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ اِنِّي كُنْتُ رَاَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيْتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَاِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُوْنَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ مُصَلِّيًا .

১৫৫৮। ইউনুস (র)... মানসূর-জননী সাফিয়া বিনতে শাইবা (র) বলেন, বনু সুলাইমের জনৈক মহিলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের বাড়ির অনেকের প্রসবে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইবনে তালহা (রা)-কে ডেকে এনে বললেন ঃ আমি বাইতুল্লায় প্রবেশ করে ভেড়ার দু'টি শিং দেখেছি। আমি তোমাকে সেগুলো সরিয়ে ফেলার আদেশ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এমন জিনিস বাইতুল্লাহতে থাকা উচিৎ নয় যা নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে আরও বর্ণিত আছে ঃ

١٥٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ فَاُصَلِّيْ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ فَاَدْخَلَنِي الْحِجْرَ وَقَالَ اِنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا فِي بِنَائِهَا فَاَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ فَاِذَا اَرَدْتِ اَنْ تُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ فَصَلِّيْ فِي الْحِجْرِ فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ .

১৫৫৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাইতুল্লায় প্রবেশ করে নামায পড়তে আগ্রহী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাতে ধরে আমাকে হিজরে (হাতীমে) প্রবেশ করিয়ে বললেনঃ তোমার জাতি কা'বাঘর নির্মাণকালে তার ভিত্তি সংকুচিত করে হিজরকে বাইতুল্লাহর বাইরে রেখে দিয়েছে। অতএব তুমি বাইতুল্লায় নামায পড়তে চাইলে হিজরে নামায পড়ো। কারণ তাও তার অংশ।

এই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরের অভ্যন্তরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন যা বাইতুল্লারই অংশ। আমরা যা উল্লেখ করলাম তার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হলো যারা বাইতুল্লার অভ্যন্তরে নামায জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

হাদীসের সঠিক মমার্থের ভিত্তিতে এ হচ্ছে অত্র অনুচ্ছেদের হুকুম। আর যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে এর হুকুম হচ্ছে ঃ যারা বাইতুল্লার অভ্যন্তরে নামায পড়তে নিষেধ করেন তারা এজন্য নিষেধ করেন যে, তাদের দৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ সবটাই কিবলা। তারা বলে থাকেন, যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

তার অভ্যন্তরে নামায পড়ে সে তার কিছু অংশ পিছনে রাখে। এটা কিবলারই কিছু অংশ পিছে রাখার শামিল। সুতরাং তার নামায জায়েয হবে না।

এক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে দলীল হচ্ছে ঃ আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি কিবলা পিছনে রেখে ডান কিংবা বাম পাশ দিয়ে তার দিকে মুখ ফিরায়, একই কথা যে তার নামায হবে না। আর যে ব্যক্তি বাইতুল্লার কোন একটি দিক সামনে রেখে নামায পড়ে সর্বসম্মতভাবে তার নামায বৈধ হবে। এক্ষেত্রে তো সে বাইতুল্লার সকল দিকে মুখ ফিরায় না। কেননা যা ডান দিকে আছে তা বাইতুল্লার সম্মুখ নয়। আবার বাম পাশে যা আছে তার দিকেও সে মুখ ফিরায় না। একইভাবে সে নামাযের মধ্যে বাইতুল্লার সব দিকে ফিরে ইবাদত করে না, বরং এক দিকে ফিরে ইবাদত করে। ফলে ঐদিক ব্যতীত অন্যান্য দিক পরিত্যাগ করাতে কোন ক্ষতি হয় না। এখানে যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরভাগে নামায পড়ে সে তার একটিমাত্র দিক সামনে রাখে, অন্যান্য দিক পিছনে রাখে। তা তার সামনে রাখা দিকের ডান ও বাম পাশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যদি সে কা'বার বাইরে অবস্থান করে। এর দ্বারাও তাদের কথাই সাব্যস্ত হলো যারা বাইতুল্লার অভ্যন্তরে নামায পড়া বৈধ মনে করেন। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّىْ فِى الْحِجْرِ .

১৫৬০। ইবনে আবু দাউদ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে হিজরে (হাতীমে) নামায পড়তে দেখেছি।

## ٥٧-بَابُ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

## ৫৭-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে।

١٥٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ فِىْ خَلْفِ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلٰوةَ .

১৫৬১। আবু বাকরা (র)... ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

١٥٦٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ زِيَادُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ فَاَقَامَنِىْ عَلٰى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ بِالرَّقَّةِ فَقَالَ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اَنَّ رَجُلاً صَلّٰى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلٰوةَ .

১৫৬২। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। যিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ (র) আর-রাক্কায় আমার হাত ধরে ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা)-র সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

١٥٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ السُّحَيْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ السُّحَيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى صَلاَتَهُ وَرَجُلٌ فَرْدٌ يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلٰوةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ .

১৫৬৩। ইবনে মারযূক (র)... আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে শাইবান আস-সুহাইমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আলী) ছিলেন প্রতিনিধি দলের একজন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর নামায শেষ করে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ছে। তিনি তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি পুনরায় নামায পড়ো, কারণ কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে তা হয় না।

**পর্যালোচনা**

একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে তার নামায বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এ বিষয়ে অন্যরা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কাজ করলো সে ভুল করলো, তবে তার নামায হয়ে যাবে। তারা আরও বলেন, আমরা যা বললাম, উপরোক্ত হাদীসে তার বিপরীত কিছু নেই। তা এভাবে যে, আপনারা বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীকে পুনরায় নামায পড়তে বলেছেন, এমনও হতে পারে যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে নামায পড়ার কারণে এ নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য কোন কারণে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

যেমন রিফাআ ও আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লে পর নবী ﷺ তাকে নামায পুনরায় পড়তে বললেন, তিনি আবারো তাকে নামায পড়তে বললেন, এভাবে কয়েকবার করলেন। তা এজন্য নয় যে, সে মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়েছিলো, বরং অন্য কারণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা হলো নামাযের ফরয পরিত্যাগ। এও হতে পারে যে, কাতারের পিছনে নামায আদায়কারীকে পুনরায় নামায পড়ার বিষয়ে নবী ﷺ-এর নির্দেশ সম্পর্কে আপনারা যা বর্ণনা করেছেন তা এজন্য নয় যে, সে কাতারের পিছনে নামায পড়েছে, বরং অন্য একটি কারণে যা নামাযে সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াবিসা (রা)-এর হাদীসে যে কারণ বর্ণিত আছে শাইবান (র)-এর হাদীসে তার অতিরিক্ত একটি কারণ বর্ণিত আছে। তা হলো, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামায পড়লাম, তিনি তাঁর নামায শেষ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ছিলো। নবী ﷺ তার পাশে দাঁড়ালেন যতক্ষণ না তার নামায শেষ হলো, অতঃপর বললেন ঃ সামনে যাও, অবশ্যই কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হয় না।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, অত্র হাদীসে নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় নামায পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, কাতারের পিছনে একাকী ব্যক্তির নামায হয় না। এও হতে পারে যে, ওয়াবিসা (রা)-এর হাদীসে আমরা যে কারণ বর্ণনা করেছি সেজন্যই তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আর কাতারের পিছনে ব্যক্তির নামায হয় না নবী ﷺ-এর কথা তাঁর সে উক্তির অনুরূপ হতে পারে "যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয় না।" অন্য একটি হাদীস "মসজিদের সংলগ্নে বসবাসকারীর জন্য মসজিদ ব্যতীত কোন নামায নেই"-এর অনুরূপও হতে পারে। এমনটা নয়, যে ব্যক্তি এরূপ নামায পড়লো তার হুকুম নামায না পড়ুয়া ব্যক্তির ন্যায়। বরং যে নামায সে পড়েছে তা যথেষ্ট কিন্তু ফরয ও সুন্নাতের দিক থেকে পরিপূর্ণ নয়। কারণ ফাঁকা জায়গা পূরণ করা ও কাতারবদ্ধ হওয়া ইমামের সাথে নামাযের একটি সুন্নাত। ইমামের পিছনে নামাযীর এমনটিই করা উচিৎ। এর কিছু কম করলে সে ভুল করলো কিন্তু তার নামায হয়ে যাবে। তবে ফরয ও সুন্নাতবিশিষ্ট নামাযের ন্যায় পরিপূর্ণ নামায হবে না। এজন্য বলা হয়েছে, তার নামায হয়নি। অর্থাৎ তাঁর নামায পরিপূর্ণ হয়নি। যেমন নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে তুমি একটি কিংবা দু'টি খেজুর দান করো। বরং মিসকীন সে যাকে চেনা যায় না, তাই তাকে দান করা হয় না এবং সে মানুষের কাছে ভিক্ষাও চায় না'। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি "ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে তুমি একটি বা দু'টি খেজুর দান করো" এর অর্থ ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মিসকীন নয় যে ভিক্ষা করে, অতঃপর তাকে খাদ্য ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দেয়া হয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে মানুষের কাছে চায় না, ফলে তারা তাকে চিনে না এবং দানও করে না। এ হাদীসে ঐ ব্যক্তির মিসকীন হওয়া নাকচ করা হয়েছে, যার মাঝে দীনতার কারণসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান নেই। সুতরাং এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, নবী ﷺ-এর বাণী "যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে তাঁর নামায হয় না" এর দ্বারা ঐ

www.pathagar.com

ব্যক্তির নামাযী হওয়ার বিষয়টি নাকচ করা হয়েছে যে কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে। কারণ সে নামাযের সবগুলো অনুষ্ঠান পূর্ণ করেনি। তবে সে যে নামায পড়েছে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে তোমরা কি নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এমন কিছু পেয়েছো যা তোমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হতে পারে, তাকে বলা হবে, হাঁ!

١٥٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ زِيَادَ الْاَعْلَمَ اَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاكِعٌ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَيْتُ اِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِىْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ قَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اَنَا قَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .

১৫৬৪। আবু বাকরা (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকূ অবস্থায় এলাম। তাড়াহুড়ায় আমার শ্বাস গরম হয়ে গেলো এবং আমি কাতারের পিছনে রুকূ করার পর হেঁটে গিয়ে কাতারে শামিল হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাতারের পিছনে রুকূ করেছে? আবু বাকরা (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, তবে পুনরায় এরূপ করো না।

١٥٦٤(١)- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِيزِىُّ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৫৬৪(১)। আল-হাসান ইবনুল হাকাম আল-জীযী (র)... হাম্মাদ ইবনে সালমা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٦٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ زِيَادِ الْاَعْلَمِ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .

১৫৬৫। ফাহদ (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাকরা (রা) কাতারের পিছনে রুকূ করলে নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, তবে পুনরায় এমনটি করো না।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, আবু বাকরা (রা) কাতারের বাইরে রুকূ করলেও নবী ﷺ তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি কাতারের পিছনে নামায পড়ে, যদি তার নামায না হতো তবে কাতারের পিছনে তার রুকূ করা তার নামাযে প্রবেশ হিসাবে গণ্য হতো না। তুমি কি দেখছে না, যে ব্যক্তি অপবিত্র স্থানে নামায পড়ে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর যে অপবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে পবিত্র স্থানে চলে যায় তার নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন স্থানে নামায শুরু করলো যেখানে নামায পড়া উচিৎ নয় তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মতই যে নামায শুরুই করেনি। যেহেতু কাতারের পিছনে আবু বাকরা (রা)-এর নামাযে প্রবেশ শুদ্ধ হয়েছে, সেহেতু কাতারের পিছনে নামাযীর পুরো নামাযই শুদ্ধ হবে। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "তুমি পুনরায় এরূপ করো না", এর অর্থ কি, তাকে বলা হবে, আমাদের দৃষ্টিতে তা দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। একটি সম্ভাবনা এরূপ হতে পারে, তুমি কাতারে না দাঁড়িয়ে বা কাতারে না গিয়ে পুনরায় কখনো রুকূ করো না। যেমন এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন—

١٥٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فَلاَ يَرْكَعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتّٰى يَاْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ .

১৫৬৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামায পড়তে এসে কাতারের বাইরে রুকূ করবে না যতক্ষণ না কাতারে পৌঁছে তার স্থানে দাঁড়ায়।

তাঁর কথা "তুমি পুনরায় এমনটি করো না" এর আরো একটি সম্ভাব্য অর্থ- তুমি পুনরায় কখনো দৌড়ে নামায পড়তে এসো না যাতে তোমার সত্তা তোমাকে তাড়াহুড়ার দিকে ঠেলে দেয়। যেমন তাঁর কাছ থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

١٥٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

১৫৬৭। আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে নামাযের জন্য তোমরা দৌড়ে এসো না, বরং শান্তভাবে হেঁটে নামাযে আসো। অতঃপর যেটুকু পাও সেটুকু পড়ো আর যা ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করো।

www.pathagar.com

١٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاَقْضُوْا .

১৫৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (রা)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, অতঃপর তুমি তা পূর্ণ করো।

١٥٦٨(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৫৬৮(১)। আবু বাকরা (র)... আবু সালমা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٦٨(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫৬৮(২)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٦٨(٣)- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫৬৮(৩)। ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٦٨(٤)- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫৬৮(৪)। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٦٨(٥)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১৫৬৮(৫)। রবী' আল-মুয়ায্যিন (র)... মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَلاَ تَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعُوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

১৫৬৯। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা নামাযের জন্য দৌড়ে এসো না, বরং প্রশান্ত চিত্তে ধীরেসুস্থে আসো। অতঃপর নামাযের যেটুকু পাও তা পড়ো এবং যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ وَاِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَ يَعْمَدُ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৫৭০। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ এই বর্ণনায় আরো আছে, কারণ তোমাদের কেউ নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে (আসতে) থাকলে সে নামাযেই থাকে।

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَعْنِىْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلْيَمْشِ عَلٰى هَيْاَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَ بِهِ مِنْهَا .

১৫৭১। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের জন্য আসে সে যেন স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে আসে এবং যতটুকু নামায পায় তা পড়ে নেয়, আর যা ছুটে যায় তা যেন পূর্ণ করে নেয়।

### পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আমাদের মতে যুক্তিগতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাতারের পিছনে নামায পড়লে তার নামায বৈধ হবে। তা এজন্য যে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কাতারে সামিল হয়ে নামায পড়ে অথচ তার সম্মুখে একজন দাঁড়ানোর স্থান খালি আছে, তার ব্যাপারে আলেমদের এই যে, ঐ ব্যক্তির উচিৎ সামনের কাতারে গিয়ে (ফাঁকা জায়গায়) দাঁড়ানো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٥٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عُمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ الٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَرَاٰى فِى الصَّفِّ خَلَلاً فَجَعَلَ يَغْمِزُنِىْ اَنْ اَتَقَدَّمَ اِلَيْهِ وَجَعَلْتُ اِنَّمَا يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَتَقَدَّمَ الضِّيْقَ بِمَكَانِىْ اِذَا جَلَسَ اَنْ اَبْعُدَ مِنْهُ فَلَمَّا اَنْ رَاٰى ذٰلِكَ تَقَدَّمَ هُوَ .

১৫৭২। ইবনে মারযূক (র)... খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর পাশে নামায পড়ছিলাম। তিনি (সামনের) কাতারে খালি জায়গা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে খোচাঁ দিতে লাগলেন। আমি আমার স্থান ছেড়ে সামনে বাড়লাম না এজন্য যে, তা আমার জন্য সংকীর্ণ হবে এবং লোকজন বসলে আমি (কাতারের) বাইরে সরে যাবো। আমি সামনে এগিয়ে না যাওয়ায় শেষে তিনিই এগিয়ে গেলেন।

**পর্যালোচনা**

আর যে ব্যক্তি এক কাতার থেকে অন্য কাতারে আসে আমাদের মতে তা কাতার নয়, বরং দুই কাতারের মধ্যবর্তী স্থান, এতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং তা তাকে নামায থেকে খারিজ করে দেয় না। কাতারে দাঁড়ানো ব্যতীত যদি নামায বৈধ না হতো তবে তো এ অবস্থায় উপরোক্ত ব্যক্তির নামাযও নষ্ট হয়ে যেতো। কারণ সে কাতারের বাইরে ছিলো, যদিও তা অত্যন্ত কম সময়। একইভাবে যে ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্যও নাপাক স্থানে নামাযে দাঁড়ায় তাতে তাঁর নামায নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, তারা ঐ ব্যক্তিকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বলবেন যার সামনের কাতারে খালি জায়গা আছে। সে দুই কাতারের মাঝখানে কাতার বহির্ভূত থাকার কারণে তাঁর নামায নষ্ট হচ্ছে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাতারের বাইরে নামায পড়লে তার নামায বৈধ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কাতারের বাইরে রুকূ করে কাতারের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। কাতার ছাড়া যে রাক্আত তারা পড়েছেন তাকে রাক্আত হিসাবে গণ্য করেছেন। এরূপ বর্ণনার মধ্যে আছে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عِيْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ فَاَدْرَكْنَا الْاِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا حَتّٰى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ قُمْتُ لِاَقْضِىَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ .

১৫৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে ইউনুস (র)... যায়েদ ইবনে ওয়াহ্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইবনে মাসঊদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে রুকূ



www.pathagar.com

অবস্থায় পেলাম। অতএব আমরা (স্বস্থানে) রুকূ করার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কাতারে শামিল হলাম। ইমাম নামায শেষে করলে আমি নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াতে উদ্যত হলে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, তুমি নামায পেয়েছো।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَيَّارٌ اَبُو الْحَكَمِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ جُلُوْسًا فَجَاءَ اٰذِنُهٗ فَقَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ وَقُمْنَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاَى النَّاسَ رُكُوْعًا فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَرَكَعَ وَمَشٰى وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ .

১৫৭৪। ফাহদ (র)... তারেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম। তার লোক এসে বললো, নামায শুরু হয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরাও দাঁড়ালাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে লোকজনকে মসজিদের সম্মুখভাগে রুকূ অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বলে রুকূ করার পর সামনের কাতারে এগিয়ে গেলেন। আমরাও তার অনুরূপ করলাম।

কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, আবদুল্লাহ (রা) এজন্য এমনটি করেছেন যে, তিনি ও তার সাথীরা মিলে কাতার হয়ে গিয়েছিল। জবাবে তাকে বলা হবে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ رَاَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوْعٌ فَمَشٰى حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَهٗ اَنْ يَّصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتّٰى وَصَلَ الصَّفَّ .

১৫৭৫। ইউনুস (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলাম। লোকজন তখন রুকূ অবস্থায় ছিল। তিনি হেঁটে কাতারের কাছাকাছি পৌছে তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন এবং রুকূ অবস্থায় সন্তর্পণে হেঁটে গিয়ে কাতারে মিলিত হলেন।

١٥٧٥(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ .

১৫৭৫(১)। ইউনুস (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَرْكَعُ عَلٰى

www.pathagar.com

عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجْهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِىْ مُعْتَرِضًا عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتَدُّ بِهَا اِنْ وَصَلَ اِلَى الصَّفِّ اَوْ لَمْ يَصِلْ .

১৫৭৬। ইবনে আবু দাঊদ (র)... খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) মসজিদের চৌকাঠের উপর রুকূ করতেন, তখন তার চেহারা কিবলামুখী থাকতো। অতঃপর ডানদিক দিয়ে হেঁটে সামনে যেতেন। তিনি কাতারে মিলিত হতে পারলেও রাক্আত গণনা করতেন, মিলিত হতে না পারলেও গণনা করতেন।

কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, আপনারা তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও যায়েদ (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তারই বিরোধিতা করেছেন। আপনারা বলেছেন, কাতার ব্যতীত রুকূ করা কারো জন্য উচিত নয়। এর জবাবে তাকে বলা হবে, আমরা অবশ্যই বলেছি, কিন্তু এর মাধ্যমে আপনার বিপক্ষে দলীল পেশ করছি। আপনি যেন বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সকলেই ঐ ব্যক্তির নামায বাতিল গণ্য করতেন না যে নামাযের কাতারে পৌঁছার পূর্বেই নামাযে প্রবেশ করেছে।

কোন প্রশ্নকারী হয়ত বলতে পারে, আপনারা কোন্ মাযহাবের অনুসারী যে, আবদুল্লাহ ও যায়েদ (রা)-এর বিরোধিতা করছেন, তা কোন দলীলের ভিত্তিতে? তাকে বলা হবে, আমরা অত্র অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছি, "কেউ যদি কাতারের মাঝে স্থান গ্রহণ করতে না পারে তাহলে কাতারের বাইরে রুকূ করবে না। হাসান বসরীও এমনটিই বলেছেন।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَّرْكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ .

১৫৭৭। ইবনে আবু দাঊদ (র)... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাতারের বাইরে রুকূ করা অপছন্দ করেছেন।

আমরা অত্র অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে এবং কাতারের পিছনে নামায বৈধ হওয়ার বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করেছি তা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٥٨- بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِىْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّى مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

## ৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাক্আত পড়ার পর সূর্য উদিত হলে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আতা ইবনে ইয়াসার (র) প্রমুখ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের

www.pathagar.com

নামাযের এক রাক্‌আত পেয়েছে সে নামায পেয়েছে" (৫৬১ ও ৫৬২ নং হাদীস)। আমরা নামাযের ওয়াক্ত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে বিষয়টি সনদসহ বর্ণনা করেছি।

**পর্যালোচনা**

একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায এক রাক্‌আত পড়ার পর সূর্য উদিত হলে সে যেন এর সাথে আরো এক রাক্‌আত পড়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে তারা অত্র হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ঐ ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় সূর্য উদিত হলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তারা বলেন, এ হাদীসে প্রথমোক্ত বক্তব্যের অনুসারীদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ নবী ﷺ-এর উক্তি "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামাযের এক রাক্‌আত পেলো, সে সম্পূর্ণ নামায পেলো"। প্রথমোক্ত বক্তাগণ যা বলেছেন (হাদীসের ভাবার্থ) তা হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেসব বালক যারা সূর্যোদয়ের পূর্বে বালেগ হয়েছে, সেসব নারী যারা (সূর্যোদয়ের পূর্বে) পবিত্র হয়েছে, সেসব খৃস্টান যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ যেহেতু তিনি অত্র হাদীসে 'নামায' উল্লেখ না করে 'ওয়াক্ত পাওয়া' উল্লেখ করেছেন সেহেতু আমরা যে সকল লোকের কথা বললাম তারা কিংবা তাদের অনুরূপ ব্যক্তিরাই উদ্দেশ্য হবে যারা ঐ নামায পায়। আর তাদের উপর সেই নামায কাযা করা ওয়াজিব যদিও তাদের জন্য এতটুকু সময় বাকী থাকে যা তাদের নামায পড়ার প্রয়োজনীয় সময় অপেক্ষা কম। দ্বিতীয় মতাবলম্বী আলেমগণ বলেছেন, আমরা অত্র হাদীসের ভিত্তিতে মত ব্যক্ত করেছি যে, যদি পাগল জ্ঞান ফিরে পায়, নাবালেগ বালেগ হয়, খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করে এবং ঋতুবতী নারী পবিত্র হয় এবং তখন ফজরের নামায এক রাক্‌আত পড়া যায় এ পরিমাণ সময় বাকী থাকে, তবে ধরে নেয়া হবে যে, তারা ঐ নামায পেয়েছে। আমরা (শেষোক্ত দল) হাদীসের বিরোধিতা করিনি, বরং প্রথমোক্ত মত অনুসারীদের ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত করেছি। শেষোক্ত দলের বিপক্ষে প্রথমোক্ত দলের আলেমদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

١٥٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى .

১৫৭৮। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পায় সে যেন এর সাথে আরো এক রাক্‌আত পড়ে নেয়।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ

www.pathagar.com

اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَاِذَا اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ .

১৫৭৯। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্‌আত পায় তার নামায পূর্ণ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি (সূর্যোদয়ের পূর্বে) ফজরের নামায এক রাক্‌আত পায় তার নামাযও পূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা যে হাদীস বর্ণনা করলাম তাতে উল্লেখ আছে যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে যে নামায পড়া হয়েছে তাকে ভিত্তি ধরেই সূর্যোদয়ের পরবর্তী নামায পড়তে হবে। সুতরাং এ বক্তব্যের অনুসারীদের বিপক্ষে দলীল এই যে, এও হতে পারে যে, সূর্যোদয়ের সময় নামায নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ বক্তব্য এসেছে। এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস (৫৬৩-৫৭০ নং হাদীস) তাঁর পক্ষ থেকে মুতাওয়াতির সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নামাযের ওয়াক্ত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আমরা সে সকল হাদীস বর্ণনা করেছি। সুতরাং হতে পারে যে, এ সময়ে নামায পড়ার বৈধতা সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

তারা (প্রথমোক্ত বক্তব্যের অনুসারীগণ) বলেন, নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে নফল নামাযের জন্য, ফরয নামায কাযার জন্য প্রযোজ্য নয়। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, নবী ﷺ ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আর আমাদের এবং আপনাদের দৃষ্টিতে এ দুই সময়ে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে নিষেধ নেই। একইভাবে আপনারা নবী ﷺ থেকে সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যা বর্ণনা করেছেন আমাদের মতে তা ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নয়। এই নিষেধাজ্ঞা তো বিশেষ করে নফল নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিপক্ষে দ্বিতীয় মতাদর্শীদের আরো দলীল হচ্ছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন বর্ণনা রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, ছুটে যাওয়া ফরয নামাযসমূহও রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়ার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন' তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সেটা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে।

١٥٨٠- اِنَّ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ اَوْ قَالَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ السَّحْرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتّٰى اَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا مِنْ مَسِيْرِنَا حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً

www.pathagar.com

فَاذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ نُقْضِيْهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الرِّبوا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ .

১৫৮০। আলী ইবনে শাইবা (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধে বা ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। রাতের শেষভাগে আমরা বিশ্রাম নিলাম। সূর্যের তাপ আমাদের না জাগিয়ে দেয়া পর্যন্ত আমরা জাগতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ভয়ে অস্থির হয়ে উঠাবসা করতে লাগলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠে আমাদেরকে নির্দেশ দিলে আমরা স্থান ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হলাম। সূর্য তখন উপরে উঠে গেছে। আমরা অবতরণ করলে লোকজন তাদের প্রয়োজন সেরে নিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। আমরা দুই রাক্'আত নামায (সুন্নাত) পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি ইকামত দিলে তিনি ফজরের নামায পড়লেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা কি আগামী কাল প্রভাতে তা সময়মত কাযা করতে পারতাম না? নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ কি তোমাদেরকে সূদ খেতে নিষেধ করেননি? তিনি কিভাবে তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করতে পারেন?

١٥٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَنَامَ عَنْ صَلوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ فَاَذَّنَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى اسْتَعَلَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ فَاَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১৫৮১। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক ভ্রমণে ছিলেন। তিনি ফজরের নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সূর্য ওঠে গেলো। তিনি নির্দেশ দিলে মুআযযিন আযান দিলেন। অতঃপর সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর নির্দেশ দিলে তিনি (বিলাল) ইকামত দিলেন এবং তিনি (ﷺ) ফজরের নামায পড়লেন।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ اَسْرٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَرَّسْنَا مَعَهُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَتْ صَلاَتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَذْهَبْ صَلاَتُكُمْ ارْتَحِلُوْا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ فَارْتَحَلَ قَرِيْبًا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى .

www.pathagar.com

১৫৮২। আবু বাকরা (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে রাতে ভ্রমণ করলেন। আমরা তাঁর সাথে শেষ রাতের দিকে ঘুমালাম। সূর্যের তাপই আমাদের জাগিয়ে তুললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলে তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের নামায চলে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের নামায চলে যায়নি, এ স্থান থেকে প্রস্থান করো। তিনি নিকটতর স্থানে গিয়ে অবতরণ করলেন এবং নামায পড়লেন।

١٥٨٢(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৫৮২(১)। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... ইমরান (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَسْرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتِهِ وَنَحْنُ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْعَرَّسْتَ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ بِلَالٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَاضْطَجَعُوْا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ وَاُلْقِىَ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ مَا قُلْتَ يَا بِلَالُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا اِلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ فَاَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلٰوةِ فَاَذَّنَهُمْ فَتَوَضَّؤُا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ .

১৫৮৩। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে পথ চলছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। দলের কেউ তাঁকে বললেন, যদি আপনি এই শেষ রাতে ঘুমাতেন। তিনি বলেন ঃ আমি আশংকা করছি তোমরা নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দিবো। তখন দলের লোকজন অবতরণ করে শুয়ে পড়লো। আর বিলাল (রা) তার বাহনের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে থাকলেন। আর লোকজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। দলের লোকেরা জাগ্রত হয়ে দেখলো সূর্যের আলো প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল! তুমি কি যেন বলেছিলে তা কোথায়? তিনি বললেন,

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন আপনাদের আত্মা নিয়ে নিলেন, আবার যখন ইচ্ছা করলেন ফিরিয়ে দিলেন। তুমি লোকজনকে নামাযের জন্য ডাকো। তিনি তাদেরকে ডাকলেন, তারাও উযু করলো। সূর্য উপরে উঠার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়লেন, তারপর ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

١٥٨٣(١)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ .

১৫৮৩(১)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهٖ عَنْ رَوْحٍ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ فِىْ اَوَّلِ هٰذَا الْفَصْلِ غَيْرَ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَهُمُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَمِعَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَاَنَا اُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ الْقَوْمُ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِهِمْ اُنْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَاِنِّىْ اَحَدُ السَّبْعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ اَحَدًا يَحْفَظُ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرِىْ .

১৫৮৪। আলী ইবনে আবু শাইবা (র)... আবু কাতাদা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর অধস্তন রাবী রাওহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা আমরা অত্র অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি। তবে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট তাদের প্রশ্নের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি জামে মসজিদে এ হাদীস বর্ণনাকালে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) তা শুনে বললেন, লোকটি কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ আল-আনসারী। তিনি বললেন, লোকেরা নিজেদের ঘটনার বিষয়ে ভালো জানে। খেয়াল রেখো কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছো। ঐ রাতের সাতজনের মধ্যে আমিও একজন। আমি অবসর হওয়ার পর তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিলো না যে, আমি ব্যতীত অপর কেউ এই হাদীস সংরক্ষণ করতে পেরেছে।

١٥٨٥- قَالَ حَمَّادُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ .

১৫৮৫। হাম্মাদ (র)... আবু কাতাদা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٥٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ مَنْ يَكْلَأُنَا اللَّيْلَةَ لاَ يَنَامُ حَتَّى الصُّبْحَ فَقَالَ بِلاَلٌ اَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلَى اٰذَانِهِمْ حَتَّى اَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّؤُا ثُمَّ قَعَدُوْا هُنَيْهَةً ثُمَّ صَلُّوْا رَكْعَتَى الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ .

১৫৮৬। ইবনে মারযূক (র)... নাফে ইবনে জুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ রাতে আমাদেরকে কে জাগিয়ে দিবে যে প্রভাত পর্যন্ত ঘুমাবে না? বিলাল (রা) বললেন, আমি। তিনি সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে বসলেন। তাদের কানে পর্দা দেয়া হলো। অতঃপর সূর্যের তাপ তাদেরকে জাগিয়ে দিলো। নবী ﷺ উঠে গিয়ে উযু করলেন এবং তারাও উযু করলেন। এরপর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তারা ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

## ٥٩-بَابُ صَلٰوةِ الصَّحِيْحِ خَلْفَ الْمَرِيْضِ

## ৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির পিছনে (ইমামতিতে) সুস্থ ব্যক্তির নামায পড়া।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْىٰ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ لِيُسْمِعُنَا فَبَصُرَ بِنَا قِيَامًا فَقَالَ اجْلِسُوْا اَوْمَى بِذٰلِكَ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ كِدْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ بِعُظَمَائِهِمْ اِئْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ فَاِنْ صَلُّوْا قِيَامًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلُّوْا جُلُوْسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

১৫৮৭। আলী ইবনে শাইবা (র)...জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তাঁর পিছনে ছিলেন আবু বাকর (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললে আবু বাকর (রা)-ও আমাদেরকে শোনানোর জন্য তাকবীর বললেন। তিনি আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে (ইশারায়) বললেন ঃ তোমরা বসো। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ পারস্যবাসীরা ও রোমবাসীরা তাদের নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে যা করে তোমরা তো প্রায় তাই করছিলে। তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো। যদি তারা দাঁড়িয়ে নামায

www.pathagar.com

পড়ে তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। আর যদি তারা বসে নামায পড়ে তবে তোমরাও বসে নামায পড়ো।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعِيْنَ .

১৫৮৮। ইউনুস (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে তাঁর দেহের ডান পাশে আঘাত পেলেন। ফলে তিনি কয়েক ওয়াক্তের নামায বসা অবস্থায় পড়লেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে বসা অবস্থায় নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং সে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও সকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। সে বসে নামায পড়লে তোমরাও সবাই বসে নামায পড়বে।

١٥٨٨(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৫৮৮(১)। ইউনুস (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٥٨٨(٢)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৫৮৮(২)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٨٨(٣)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلّٰى جَالِسًا فَصَلّٰى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৫৮৮(৩)। ইউনুস (র)... হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে অসুস্থ অবস্থায় বসে নামায পড়লেন।

www.pathagar.com

একদল লোক তাঁর পিছনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ে। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন ঃ তোমরা বসো ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٥٨٨(٤)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৫৮৮(৪)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

১৫৮৯। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। অতএব যখন সে (আমীর) দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। যখন সে বসে নামায পড়ে তোমরাও তখন বসে নামায পড়ো।

١٥٩٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ .

১৫৯০। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় তার সাথে (নামায) পূর্ণ করার জন্য। অতএব সে বসে নামায পড়লে তোমরাও সকলে বসে নামায পড়ো।

١٥٩٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১৫৯০(১)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالاَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِى الصَّهْبَاءِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَوْمًا مِنَ الْاَيَّامِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ لَهُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَقَالُوْا بَلٰى نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ فِىْ كِتَابِهٖ اَنَّ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ قَالُوْا بَلٰى نَشْهَدُ اَنَّهُ مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ قَالَ فَاِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ اَنْ تُطِيْعُوْنِىْ وَاِنَّ مِنْ طَاعَتِىْ اَنْ تُطِيْعُوْا اَئِمَّتَكُمْ فَاِنْ صَلُّوْا قُعُوْدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ .

১৫৯১। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একদল সাহাবীও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি জানো না যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি? তারা বললেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে? তারা বললেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে ব্যক্তি আপনার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমার আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের ইমামদের আনুগত্য করবে। যদি তারা বসে নামায পড়ে তবে তোমরাও বসে নামায পড়ো।

### পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ বিষয়ে মত প্রকাশ করে বলেছেন, কোন ব্যক্তি ওজরবশত লোকজনকে নিয়ে বসা অবস্থায় নামায পড়লে তার সাথের লোকজনও তার পিছনে বসা অবস্থায় নামায পড়বে, যদিও তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বরং তার সাথের লোকজন তার পিছনে দাঁড়িয়েই নামায পড়বে। তাদের ইমামের দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ফরয পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা রহিত হলেও তাদের থেকে দাঁড়ানোর বাধ্যবাধকতা রহিত হবে না। এ বিষয়ে তারা দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

www.pathagar.com

١٥٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالاَ ثَنَا اسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ سْحَاقَ عَنْ اَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ الَى الشَّامِ فَقَالَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ كَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ ادْعُوْا لِىْ عَلِيًّا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ اَبَا بَكْرٍ قَالَ اُدْعُوْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ عُمَرَ قَالَ اُدْعُوْهُ فَقَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ الْعَبَّاسَ عَمَّكَ قَالَ اُدْعُوْهُ فَلَمَّا حَضَرُوْا رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ وَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا اَحَسَّهُ اَبُوْ بَكْرٍ سَبَّحُوْا فَذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَاَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مَكَانَكَ فَاسْتَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حَيْثُ انْتَهٰى اَبُوْ بَكْرٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَاَبُوْ بَكْرٍ قَائِمٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَائْتَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَائْتَمَّ النَّاسُ بِاَبِىْ بَكْرٍ فَمَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ حَتّٰى ثَقُلَ فَخَرَجَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَاِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ بِالْاَرْضِ فَمَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُوْصِ .

১৫৯২। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আরকাম ইবনে শুরাহবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে মদীনা থেকে সিরিয়ায় সফর করেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যার ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে আলীকে ডেকে আনো। আয়েশা (রা) বললেন, আমরা কি আবু বাক্‌র (রা)-কে আপনার কাছে ডেকে আনবো না? তিনি বললেন ঃ তাকেও ডেকে আনো। হাফসা (রা) বললেন, আমরা কি আপনার কাছে উমারকেও ডেকে আনবো না? তিনি বললেন ঃ তাকেও ডেকে আনো। উম্মুল ফাদল (রা) বললেন, আমরা কি আপনার কাছে আপনার চাচা আল-আব্বাস (রা)-কে ডেকে আনবো না? তিনি বললেন ঃ তাকেও ডেকে আনো। তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ আবু বাকর যেন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ে। অতএব আবু বাক্‌র (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মধ্যে কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দু'জন লোকের উপর ভর করে বেরিয়ে পড়লেন। যখন আবু বাকর (রা) তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন, লোকজন তাসবীহ পড়তে লাগলো, তখন তিনি পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন।

www.pathagar.com

নবী ﷺ তাকে ইঙ্গিতে বললেন ঃ তোমার জায়গায় স্থির থাকো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরাআত পড়তে শুরু করলেন যেখানে এসে আবু বাকর (রা) থেমেছিলেন। আবু বাক্র (রা) তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় ছিলেন। আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ করতে থাকলেন এবং লোকজন আবু বাকর (রা)-এর অনুসরণ করতে থাকলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করতে না করতেই তাঁর শরীর আবার ভারী হয়ে গেলো। তিনি দু'জন লোকের উপর ভর করে (মসজিদ থেকে) বের হলেন। তখন তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন এবং কোনরূপ ওসিয়াত করে যাননি।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়, আবু বাকর (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করেছেন, আর নবী ﷺ ছিলেন বসা অবস্থায়। এটা হচ্ছে অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত নবী ﷺ-এর বিবৃতিমূলক হাদীসসমূহের পর তাঁর কর্মমূলক হাদীস।

١٥٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ بَلٰى كَانَ النَّاسُ عُكُوْفًا فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَلاَّ يَتَاَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا اَجْلِسَانِىْ اِلٰى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَرَضْتُ حَدِيْثَهَا عَلَيْهِ فَمَا اَنْكَرَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا .

১৫৯৩। ইবনে আবী দাউদ (রা)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন, নিশ্চয়। লোকজন মসজিদে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এশার শেষ নামাযের অপেক্ষা করছিল।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-কে ডেকে পাঠালেন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ার জন্য। অতএব তিনি তাদেরকে নিয়ে সে দিনগুলোতে নামায পড়ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মধ্যে কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে দু'জন লোকের উপর ভর করে যুহরের নামায পড়ার জন্য বেরিয়ে এলেন। আবু বাকর (রা) তখন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আবু বাকর (রা) তাকে দেখে পিছিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি তাকে পিছিয়ে না আসতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন ঃ তোমরা আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও। অতএব তারা তাঁকে আবু বাকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। আবু বাকর (রা) দাঁড়িয়ে নবী ﷺ-এর ইকতিদা করে নামায পড়তে লাগলেন এবং লোকজন আবু বাকর (রা)-এর সাথে নামায পড়তে লাগলেন। নবী ﷺ তখন বসা অবস্থায় ছিলেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি এর কিছুই অস্বীকার করেননি।

١٥٩٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ ائْتُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ اَنْ يُّصَلِّيَ بِهِمْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَمَتٰى يَقُوْمُ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاَمَرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ كَمَا اَنْتَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَّسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَقْتَدِىْ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ .

১৫৯৪। ফাহ্দ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (অসুস্থতার কারণে) ভারী হয়ে গেলেন, নামাযের কথা অবহিত করার জন্য বিলাল (রা) তাঁর নিকট আসলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা আবু বাকর-কে নিয়ে এসো এবং সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি উমার (রা)-কে তাদের নিয়ে নামায পড়তে বলতেন! কারণ আবু বাকর (রা) নরম দিলের মানুষ। যখন তিনি আপনার দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড়াবেন তখন (আবেগ তাড়িত হয়ে) লোকদেরকে আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ তোমরা আবু বাকরকেই

www.pathagar.com

বলো, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ে। অতএব লোকেরা আবু বাকর (রা)-কে বললে তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি নামায শুরু করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়িয়ে চললেন। আবু বাকর (রা) তাঁর আগমন টের পেয়ে পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। তিনি তাকে ইঙ্গিতে বললেন ঃ তুমি যেভাবে ছিলে সেভাবে নামায পড়ো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-এর বাম পাশে এসে বসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লেন। আবু বাকর (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় নবী ﷺ-এর ইকতেদা করলেন। আর লোকজন আবু বাকর (রা)-এর নামাযের ইকতেদা করলো।

ভিন্নমত পোষণকারীগণ বলেন, এ হাদীসের মধ্যে আপনাদের অনুকূলে কোন দলীল নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত নামাযে মোক্তাদী ছিলেন। তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ قَاعِدًا .

১৫৯৫। ফাহদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় বসে বসে আবু বাকর (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছেন।

١٥٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِىُّ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بُرْدٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَكَانَتْ اٰخِرُ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا .

১৫৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ ইবনে হিশাম আর-রুআয়নী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-এর পিছনে একটি কাপড় তথা দুই প্রান্ত বিপরীত দিক থেকে (কাঁধের উপর) রাখা চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়েছেন। এটিই ছিল তাঁর সর্বশেষ নামায।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْاَزْدِىُّ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ

www.pathagar.com

فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ قَالَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৯৭। আলী ইবনে শাইবা (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ অবস্থায় বললেন ঃ তোমরা আবু বাকরকে বলো, সে যেন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ে। আয়েশা (রা) বললেন, আবু বাকর (রা) তো কোমলচিত্তের লোক! তিনি বললেন ঃ তোমরা আবু বাকরকে বলো সে যেন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ে। তোমরা দেখছি ইউসুফ (আ)-এর সময়কার নারীদের মত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবু বাকর (রা) (ইমামতিতে) দাঁড়িয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে দলীল হচ্ছে, যে হাদীসটি তারা উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই বর্ণিত আছে; কিন্তু নামাযের ভিতরে নবী ﷺ-এর কাজ প্রমাণ করে যে, তিনিই ইমাম ছিলেন। আর এটা এভাবে যে, আল-আসওয়াদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-এর বাম পাশে বসেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে ইমামের অবস্থান। কারণ যদি আবু বাকর (রা) নবী ﷺ-এর ইমাম হতেন তাহলে তিনি তাঁর ডান পাশে অবস্থান করতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বাম পাশে, আবু বাকর (রা) ছিলেন ডান পাশে, সেহেতু এটা প্রমাণ করছে যে, নবী ﷺ-ই ইমাম ছিলেন। আর আবু বাকর (রা) মোক্তাদী ছিলেন।

অপর একটি দলীল হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে কিরাআত আরম্ভ করেছেন যেখানে আবু বাকর (রা) কিরাআত শেষ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবু বাকর (রা) কিরাআত বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং নবী ﷺ কিরাআত চালিয়ে গেছেন। নবী ﷺ যে ইমাম ছিলেন এটাই তার প্রমাণ। যদি এমনটা না হতো তাহলে তিনি কিরাআত শুরু করতেন না। কেননা সে নামাযটি ছিল প্রকাশ্য কিরাআতবিশিষ্ট নামায। যদি তা না হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারতেন না আবু বাকর (রা) কোথায় কিরাআত শেষ করেছেন। আর আবু বাকর (রা)-এর পিছনে যারা ছিলেন তারাও তা বুঝতে পারতেন না।

আমরা যা বর্ণনা করলাম এর দ্বারা যেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, সে নামাযটি প্রকাশ্য কিরাআত বিশিষ্ট ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে কিরাআত পড়েছেন, ইমাম যে কিরাআত পড়েন মোক্তাদী তা পড়বে না এ বিষয়ে কোন মানুষই (ইমাম) মতানৈক্য করেন না, সেহেতু এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ নামাযে ইমাম ছিলেন। হাদীসের ভিত্তিতে এ অনুচ্ছেদের আলোচ্য দিক হচ্ছে এটাই।

আর যুক্তি ভিত্তিক দিকগুলো হচ্ছে এই, আমরা জানি যে, সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম হলো– মোক্তাদী ইমামের নামাযে প্রবেশ করার কারণে তার উপর কোন কোন ফরয আবশ্যক

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে যা প্রবেশের পূর্বে আবশ্যক ছিলো না। আবার তার থেকে কোন ফরযই রহিত হয় না যা প্রবেশের পূর্বে ছিলো। এ বিষয়ে আমরা মুসাফিরের ব্যাপারটি জানি। সে মুকীমের নামাযে প্রবেশ করার পর তার উপর মুকীমের চার রাকআত নামায ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ নামাযে প্রবেশের পূর্বে তার উপর তা ওয়াজিব ছিলো না। মুকীমের সাথে প্রবেশ করার কারণেই তা ওয়াজিব হয়েছে।

মুকীমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সে মুসাফিরের নামাযে প্রবেশ করলেও তাকে নিজের নামাযই পড়তে হয়, ফলে সে (মুসাফির ইমাম) নামায থেকে পৃথক হওয়ার পর মুকীম নিজের নামায পরিপূর্ণ করতে থাকে। মুসাফিরের সাথে নামাযে প্রবেশের কারণে মুকিমের ফরয রহিত হয়নি, বরং ফরয তার উপর অক্ষুণ্ন রয়েছে।

একই যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায়, সুস্থ ব্যক্তির উপর দাঁড়ানো (অবস্থায় নামায পড়া) ফরয, যদি সে রুগ্ন ব্যক্তির নামাযে প্রবেশ করে যার থেকে দাঁড়ানোর ফরযিয়াত রহিত হয়ে গেছে, তাহলে এ প্রবেশের কারণে তার থেকে ফরয রহিত হবে না যা নামাযে প্রবেশের পূর্বে ছিলো। কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, আমরা দেখতে পাই গোলামের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়, সে যদি জুমুআর নামাযে প্রবেশ করে তাহলে যুহরের নামাযের পরিবর্তে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হয়। তার উপর ইমামের সাথে নামাযে প্রবেশের পূর্বে যা ফরয ছিল তা রহিত হয়ে যায়।

জবাবে তাকে বলা হবে, এটা তো আমাদের বক্তব্যকেই শক্তি যোগাচ্ছে। তা এভাবে যে, নামাযে প্রবেশের পূর্বে গোলামের উপর জুমুআ ফরয ছিলো না। যার উপর তা ফরয ছিল তার সাথে সে (নামাযে) প্রবেশ করার ফলেই তার উপর ওয়াজিব হয়েছে যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব ছিলো। সুতরাং তার ইমামের উপর যা ওয়াজিব তাই তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। মুসাফিরের ক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়, কিন্তু জুমুআর নামাযে প্রবেশ করলে ইমামের উপর ওয়াজিব হওয়ার কারণে তার উপরও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যুহরের নামাযের পরিবর্তে তা যথেষ্ট হয় এজন্য যে, এটা তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

অনুরূপভাবে গোলাম জুমুআর নামাযে প্রবেশের কারণে জুমুআ তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সেটা যুহরের বিকল্প হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যায়। আর নামাযে প্রবেশের পূর্বে তার উপর যা ওয়াজিব ছিল তা তার থেকে রহিত হয় না।

সুতরাং এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো, যে সুস্থ ব্যক্তির উপর দাঁড়ানো ওয়াজিব, সে যদি এমন ব্যক্তির নামাযে প্রবেশ করে যার উপর থেকে নামাযে দাঁড়ানোর ফরযিয়াত রহিত হয়ে গেছে, তাহলে ঐ ব্যক্তির (সুস্থ) উপর থেকে নামাযে প্রবেশের কারণে তা রহিত হবে না যা ইতোপূর্বে ওয়াজিব ছিলো। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) বলতেন, যে রুগ্ন ব্যক্তি বসা অবস্থায় নামায পড়ে তার পিছনে সুস্থ ব্যক্তির ইক্তেদা করা বৈধ নয়, যদিও সে রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম হয়। তিনি মত ব্যক্ত করে বলেছেন, দাঁড়ানো অবস্থার লোকজনকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় যে নামায পড়েছেন তা বিশেষভাবে তাঁর জন্য খাছ। কারণ নামাযের মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে

www.pathagar.com

এমন কাজ করতেন যা তার পরবর্তী কারো জন্য করা বৈধ নয়। যেমন আবু বাকর (রা) যেখানে কিরাআত শেষ করেছেন সেখান থেকে তিনি কিরাআত শুরু করেছেন। একই নামাযের মধ্যে আবু বাকর (রা) ইমাম হতে মোক্তাদী হওয়ার দিকে বেরিয়ে এসেছেন। অথচ মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য অনুসারে তাঁর পরবর্তী কারো জন্য এমনটা বৈধ নয়।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন বিশেষ কিছু করতেন যেগুলো করতে অন্যদের নিষেধ করেছেন।

## ٦٠-بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الْفَرِيْضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا

## ৬০-অনুচ্ছেদ ঃ নফল (নামায) আদায়কারীর পিছনে (ইমামতিতে) ফরয আদায়কারীর নামায।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী ﷺ -এর সাথে এশার নামায পড়লেন, অতঃপর তার সম্প্রদায় বনু সালিমার নিকট ফিরে গিয়ে তাদের নিয়ে পুনরায় ঐ নামায পড়লেন। মাগরিবের নামাযে কিরাআত বিষয়ক অনুচ্ছেদে আমরা তার (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ-র) সূত্রমতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছি (৮৩০ ও ৮৩২ নং হাদীস)। একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ে ফরয নামায আদায়কারী তার ইক্তেদা করতে পারবে। তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

এ বিষয়ে অন্যান্য আলেমগণ তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ে তার পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তেদা বৈধ নয়। তারা বলেন, মুআয (রা)-এর হাদীসে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই যে, তিনি নফল আদায়কারী ছিলেন নাকি ফরয আদায়কারী?

এমনও হতে পারে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে নফল নামায আদায় করেছেন, অতঃপর তার সম্প্রদায়ে ফিরে এসে তাদের নিয়ে ফরয নামায পড়েছেন। যদি ব্যাপারটি এমনই হয় তাহলে তো এ হাদীসের মধ্যে আপনাদের পক্ষে কোন দলীল নেই।

এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে ফরয নামায পড়েছেন, অতঃপর তার গোত্রের লোকদের নিয়ে নফল নামায পড়েছেন, যেমনটা আপনারা উল্লেখ করলেন। যেহেতু এ হাদীসে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা আছে, একটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্যও নয়, তাই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া একটি অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়া কারো জন্য বৈধ নয়।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ বলেন, আমরা কোন কোন হাদীসে পেয়েছি যে, মুআয (রা) তার গোত্রের লোকদের নিয়ে যে নামায পড়েছেন তা ছিলো নফল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে নামায পড়েছেন তা ছিলো ফরয। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرٌ اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْهَا بِهِمْ هِىَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ .

১৫৯৮। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুআয (রা) নবী ﷺ -এর সাথে এশার নামায পড়ার পর তার গোত্রে ফিরে এসে তাদের নিয়ে সেই নামাযই পুনরায় আদায় করেন। আর সেটি ছিল তার জন্য নফল এবং তাদের জন্য ফরয।

তাদের বিপরীত মত পোষণকারীদের দলীল এই যে, ইবনে উয়াইনা (র) এ হাদীস আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনিভাবে তা ইবনে জুরাইজ (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি তা বর্ণনা করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে এবং ইবনে জুরাইজ (র) অপেক্ষা উত্তমভাবে। তবে ইবনে জুরাইজ তার বর্ণনায় বলেছেন, 'সেটি তার জন্য নফল এবং তাদের জন্য ফরয' এ কথাটি তিনি (ইবনে উয়াইনা) তার বর্ণনায় বলেননি। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, সেটি ছিলো ইবনে জুরাইজ (র)-এর উক্তি। আবার এও হতে পারে যে, সেটি আমর ইবনে দীনার (র) কিংবা জাবের (রা)-এর উক্তি। উক্তিটি ঐ তিনজনের মধ্যে যারই হোক না কেন, এতে কোন প্রমাণ নেই যে, মুআয (রা)-এর কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে এমন ছিলো কি না। কারণ তারা মুআয (রা) থেকে তা বর্ণনা করেননি, বরং তাদের মন্তব্যে বলেছেন যে, তাদের মতে এমনটি হতে পারে। তবে প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীতও হতে পারে।

আর যদি এটা মুআয (রা) থেকে সাব্যস্ত হয়েও থাকে, তথাপি তাতে কোন প্রমাণ নেই যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে হয়েছে। এমনও নয় যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে অবহিত করা হতো তাহলে তিনি তার স্বীকৃতি দিতেন কিংবা তা পরিবর্তন করে দিতেন। তা এজন্য যে, রিফাআ ইবনে রাফে' (রা) যখন উমার (রা)-কে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তারা স্ত্রীসহবাস করতেন এবং বীর্যপাত না হলে গোসল করতেন না। তখন উমার (রা) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি নবী ﷺ -কে এ বিষয়ে অবহিত করেছো এবং তিনি কি তোমাদের কাজে সম্মতি জানিয়েছেন? রিফায়া (রা) বললেন, উমার (রা) এটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে যদিও সাব্যস্ত হয় যে, এ কাজটি মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশক্রমে করেছেন। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছি তা তার বিপরীত দলীল দিচ্ছে।

www.pathagar.com

١٥٩٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ الْوَحَّاظِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالاَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىَ الْمَازِنِىُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّا نَظَلُّ فِىْ اَعْمَالِنَا فَنَاْتِىْ حِيْنَ نُمْسِىْ فَنُصَلِّىْ فَيَاْتِىْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَيُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ فَنَاْتِيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا اِمَّا اَنْ تُصَلِّىَ مَعِىْ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ .

১৫৯৯। ফাহদ (র)... মুআয ইবনে রিফাআ আয্-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। বনু সালিমা গোত্রের সুলায়েম নামক এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন, আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যায় (বাড়িতে) এসে নামায পড়ি। অতঃপর মুআয ইবনে জাবাল (রা) এসে নামাযের ঘোষণা দিলে আমরা তার কাছে এলাম। তিনি আমাদের উপর (নামায) দীর্ঘ করে ফেললেন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ হে মুআয! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। তুমি হয় আমার সাথে নামায পড়ো অথবা তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে নামায সংক্ষেপ করো।

মুআয (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতে দু'টি কাজ করতে পারতেন, হয় তাঁর সাথে অথবা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে নামায পড়া। উভয়টিকে তিনি একত্র করতে পারতেন না। কেননা তিনি বলেছেন ঃ 'হয় তুমি আমার সাথে নামায পড়ো, অর্থাৎ তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে নামায পড়ো না অথবা তোমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সংক্ষেপ নামায পড়ো। অর্থাৎ আমার সাথে নামায পড়ো না। যেহেতু প্রথম দিককার হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন উক্তি নেই; বরং আমাদের বর্ণনাকৃত হাদীসে রয়েছে, সেহেতু এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, মুআয (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন পূর্ববর্তী নির্দেশ ছিলো না। আর পরবর্তী কোন নির্দেশ ছিলো বলেও আমরা জানি না, যার দ্বারা আমাদের বিপক্ষে দলীল দেয়া যায়। যদি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন নির্দেশ থাকতো যেমনটি প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ বলেছেন, তাহলে এমন সম্ভাবনা ছিলো যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন সময় হয়েছে যখন একই ফরয নামায দু'বার পড়া যেতো। আর সেটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে হতে পারে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা ভয়কালীন নামাযের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে সনদসহ বর্ণনা করেছি।

মুআয (রা)-এর যে কার্যক্রম আমরা উল্লেখ করেছি সম্ভবত তা এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ছিলো। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা এসে সেই সুযোগ রহিত করে দিয়েছে। এমনও হতে পারে যে, তা নিষেধাজ্ঞার পরে ছিলো। এমতাবস্থায় কারো জন্য এটাকে দুই সময়ের কোন একটির

www.pathagar.com

সাথে যুক্ত করার সুযোগ নেই। কারণ এটা তখন তার প্রতিপক্ষের জন্য অন্য সময়ের সাথে যুক্ত করার সুযোগ এনে দিবে। হাদীসের আলোকে এ হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের আইনগত বিধান।

যুক্তির নিরিখে এর হুকুম হচ্ছে, আমরা দেখতে পাই, ইমামের নামায সঠিক হওয়া না হওয়ার উপর মোক্তাদীদের নামায নির্ভর করে, আর এটা সঠিক যুক্তির অপরিহার্য দাবি। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, ইমামের ভুলের কারণে তার উপর যা ওয়াজিব হয় মোক্তাদীদের উপরও তা ওয়াজিব হয়। কিন্তু মোক্তাদীগণ ভুল করলে এবং ইমাম ভুল না করলে তাদের উপর তা ওয়াজিব হয় না, যা ইমামের ভুলের কারণে ওয়াজিব হয়।

যখন সাব্যস্ত হলো যে, ইমামের ভুলের জন্য মোক্তাদীদের উপর ভুলের হুকুম ওয়াজিব হয়, আর ইমামের উপর থেকে ভুলের হুকুম নাকচ হওয়ার কারণে তাদের উপর থেকেও নাকচ হয়ে যায়, তখন এটিই সাব্যস্ত হলো যে, নামাযের মধ্যে তাদের হুকুম ইমামের নামাযের হুকুমের অনুরূপ। আর তাদের নামায ইমামের নামাযের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু তাদের নামায ইমামের নামাযের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু ইমামের নামাযের বিপরীত কোন নামায তাদের জন্য বৈধ নয়।

কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে, আমরা দেখতে পাই যে, ফরয নামায আদায়কারীর পিছনে নফল নামায আদায়কারীর ইক্তেদা করার বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য করেননি। সুতরাং যেমনিভাবে নামাযী নফল আদায়কারী হলে ফরয আদায়কারীর ইক্তেদা করতে পারে তেমনিভাবে নামাযী ফরয আদায়কারী হলে তার জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করা বৈধ হওয়া উচিৎ। জবাবে তাকে বলা হবে, অবশ্যই নফল নামাযের কারণ (সাবাব) ফরয নামাযের কারণের অংশবিশেষ। সেটা এভাবে যে, কোন ব্যক্তি নামাযে প্রবেশ করতে চায় এবং তার উদ্দিষ্ট নামায ব্যতীত অন্য কোন ফরয বা নফলের ইচ্ছা না করে তাহলে এর মাধ্যমে সে নফল নামাযে প্রবেশকারী হয়। আর যদি নামাযে প্রবেশের নিয়াত করার সাথে সাথে ফরযের নিয়াত করে তাহলে সে ফরয নামাযে প্রবেশকারী হয়।

অতএব নফলে প্রবেশ করার কারণ (সাবাব) এবং অন্য একটি (সাবাবের) কারণে সে ফরযে প্রবেশকারী হলো। ব্যাপারটি যখন এমনই যে, কোন ব্যক্তি নফল নামায পড়ে এবং ফরয নামায আদায়কারীর ইক্তেদা করে তখন সে তার পরিপূর্ণ নামাযের ইমাম হয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি ফরয নামায পড়ে এবং নফল নামায আদায়কারীর ইক্তেদা করে সে তখন নামাযের আংশিক কারণ (সাবাব) নিয়ে নামাযের মধ্যে থাকে যা নিয়ে ইমাম নামাযে প্রবেশ করেছিলো। তার অবশিষ্ট্য (সাবাব) অংশের কোন ইমাম থাকে না। তাই এটি বৈধ নয়।

কেউ হয়ত বলতে পারে, আমরা দেখতে পাই যে, উমার (রা) নাপাক অবস্থায় লোকদের নিয়ে নামায পড়েছেন, অতঃপর নিজে পুনরায় নামায পড়েছেন কিন্তু লোকজন পুনরায় পড়েনি। এটা প্রমাণ করে যে, তাদের নামায তার নামাযের উপর নির্ভরশীল ছিলো না।

www.pathagar.com

এর জবাবে প্রতিপক্ষ আলেমগণ বলেছেন, তিনি এ কাজ এজন্য করেছেন যে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তার এ নাপাকী নামাযের পূর্বে ছিলো কি না। তাই সতর্কতার জন্য নিজেকে বেছে নিয়েছেন এবং পুনরায় নামায পড়েছেন, অন্যদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বলেননি।

١٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أُرَانِيْ قَدْ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ ثُمَّ قَالَ اَغْتَسِلُ مَا رَاَيْتُ وَاَنْضَحُ مَا لَمْ اَرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى مُتَمَكِّنًا وَقَدْ ارْتَفَعَ الضُّحٰى .

১৬০০। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... যুবাইদ ইবনুস সালত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, আমার মনে হলো যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারিনি। তাই গোসল না করেই নামায পড়ে ফেলেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি যা দেখতে পেলাম তা ধুয়ে ফেললাম, আর যা দেখিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি ইকামত দিয়ে ধীরস্থীরতার সাথে নামায পড়লেন, তখন সূর্য উপরে উঠে গেছে।

١٦٠١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَظَرْنَا فَاذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرَانِيْ الاَّ وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَاٰى فِيْ ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَاَذَّنَ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحٰى مُتَمَكِّنًا .

১৬০১। ইউনুস (র)... যুবাইদ ইবনুস সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁর স্বপ্নদোষ হয়েছে। তিনি গোসল না করেই নামায পড়লেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এবং গোসল না করেই নামায পড়েছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি গোসল করলেন, কাপড়ের যেখানে নাপাকী দেখলেন তা ধুয়ে ফেললেন এবং যা দেখতে পাননি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিলেন, ধীরস্থীরভাবে নামায পড়লেন, তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছিলো।

এটা প্রমাণ করে যে, উমার (রা) নামাযের পূর্বে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে। ইমামের নামায নষ্ট হওয়ার কারণে মোক্তাদীর নামায নষ্ট হয়ে যাবে, উমার (রা) এমনটিই মনে করতেন। এর দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস।

www.pathagar.com

١٦٠٢- انَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ نَسِىَ الْقِرَاءَةَ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَاَعَادَ بِهِمُ الصَّلٰوةَ .

১৬০২। মুহাম্মদ ইবনুন নো'মান (র)... হাম্মাম ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) মাগরিবের নামাযে কিরাআত পড়তে ভুলে গেলেন। তাই তিনি লোকদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায পড়ালেন।

যেহেতু উমার (রা) কিরাআত পরিত্যাগের কারণে লোকদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায পড়েছেন, অথচ কিরাআত পরিত্যাগের কারণে নামায নষ্ট হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তাহলে অপবিত্র অবস্থায় লোকজনকে নিয়ে তার নামায পড়ার ঘটনার ক্ষেত্রে বলা যায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই তাদের নিয়ে পুনরায় তার নামায পড়া একান্ত কাম্য। কেউ হয়তো বলতে পারেন, উমার (রা) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনি নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন–

١٦٠٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنِّىْ صَلَّيْتُ صَلٰوةً لَمْ اَقْرَاْ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَيْسَ قَدْ اَتْمَمْتَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ بَلٰى قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُكَ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ .

১৬০৩। আবু বাকর ইবনে ইদরীস (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। এক লোক উমার (রা)-কে বললেন, আমি নামায পড়েছি কিন্তু তাতে কিরাআত পড়িনি। উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি কি রুকূ-সিজদা পরিপূর্ণ করোনি? তিনি বললেন, হাঁ, করেছি। উমার (রা) বলেন, তোমার নামায পূর্ণ হয়েছে। শো'বা (র) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারী (র) বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র)-কে বললাম, আপনি কার কাছে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, আবু সালামা (র) থেকে উমার (রা) সূত্রে।

জবাবে তাকে বলা হবে, আপনারা যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবে উমার (রা) থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে পূর্বে যা বর্ণনা করেছি তা উমার (রা)-এর সাথে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। হাম্মাদ (র) সে সময় তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে যা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত তা গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় তার বিপরীত বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য।

www.pathagar.com

আর যুক্তিগত দিক থেকেও এটিই প্রমাণিত হয়। তা এজন্য যে, যদি কোন লোক জ্ঞাতসারে অপবিত্র ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ে তবে তার নামায বাতিল হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ একমত এবং ঐ ব্যক্তির নামাযকে ইমামের নামাযের অধীন গণ্য করেছেন। ইমামের নামায নষ্ট হওয়ার বিষয়ে ঐ ব্যক্তি অবগত থাকা অবস্থায় যদি তার নামাযও নষ্ট হয় তাহলে যুক্তির বিচারে এ বিষয়ে সে অজ্ঞাত থাকলেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

তুমি কি দেখছো না যে, মোক্তাদী যদি অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ে সে বিষয়ে তার জানা থাকুক বা না থাকুক তার নামায বাতিল হয়ে যায়। অতএব জ্ঞাত অবস্থায় যে কারণে নামায নষ্ট হয় অজ্ঞাত অবস্থায়ও সে কারণে নামায নষ্ট হবে। তাই ইমামের নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অবগত হওয়ার কারণে তার নামাযও নষ্ট হবে। সুতরাং এখানে যুক্তি হচ্ছে, ইমামের নামায নষ্ট হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটিই সঠিক, এটিই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমত। তাঊস এবং মুজাহিদ (র)-ও এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِىِّ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ فِىْ اِمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ قَالاَ يُعِيْدُوْنَ الصَّلٰوةَ جَمِيْعًا .

১৬০৪। ইবনে আবু দাঊদ (র)... তাঊস ও মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। ইমাম উযু ছাড়া লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লে সেই বিষয়ে তারা উভয়ে বলেন, তাদের সবাইকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

পূর্ববর্তী যুগের একদল আলেম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ ইমাম ও মোক্তাদীর নামায ভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবের অনুকূল। তন্মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীস।

١٦٠٥-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّىْ بِقَوْمٍ هِىَ لَهُ الظُّهْرُ وَلَهُمُ الْعَصْرُ قَالَ يُعِيْدُوْنَ وَلاَ يُعِيْدُ .

১৬০৫। ইবনে মারযূক (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি লোকজনকে নিয়ে নামায পড়লো যা ছিল তার জন্য যুহরের নামায এবং অন্যদের জন্য আসরের নামায। তিনি বলেন, লোকজন নামায পুনরায় পড়বে, তবে সে (ইমাম) পুনরায় পড়বে না।

١٦٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ جَاءَ عَبَّادُ النَّجِىُّ اِلَى الْمَسْجِدِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ فَصَلَّى مَعَهُمْ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهَا الظُّهْرُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا صَلُّوْا فَاِذَا هِىَ الْعَصْرُ فَاَتَى الْحَسَنَ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا .

www.pathagar.com

১৬০৬। ইবনে মারযূক (র)... সাঈদ ইবনে আমের (র) বলেন, আমি ইউনুস ইবনে উবাইদ (র)-কে বলতে শুনেছি, এক বৃষ্টির দিনে আব্বাদ আন-নাজী (র) মসজিদে আসলেন। তিনি লোকজনকে নামায পড়তে দেখে তাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি ধারণা করেছিলেন তা যুহরের নামায, ইতিপূর্বে তিনি যুহরের নামায পড়েননি। নামাযশেষে বুঝা গেলো সেটা আসরের নামায। তিনি হাসান বসরী (র)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে (যুহর ও আসর) উভয় নামায পুনরায় পড়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

١٦٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يَقُوْلاَنِ يُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا . قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنِ النَّخْعِىِّ قَالَ يُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا .

১৬০৭। ইবনে মারযূক (র)... সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) বলেন, হাসান বসরী (র) ও ইবনে সীরীন বলতেন, সে উভয় নামায পড়বে। আবু মা'শার (র) আন-নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন, সে (যুহর আসর) উভয় নামায পড়ে নিবে।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يُصَلِّى الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ .

১৬০৮। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে প্রথমে যুহর ও পড়ে আসর নামায পড়বে।

## ٦١-بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ

### ৬১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য কিরাআত নির্দিষ্ট করা।

١٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১৬০৯। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন।

www.pathagar.com

١٦١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَاِذَا اجْتَمَعَ يَوْمُ عِيْدٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ قَرَاَ بِهِمَا جَمِيْعًا .

১৬১০। ইবনে মারযূক (র)... আন-নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুই ঈদের নামাযে সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। আর দুই ঈদ ও জুমুআর দিন একই সাথে হলে তাতেও উভয় সূরা পড়তেন।

١٦١٠(١)- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحُمَيْدِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬১০(১)। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦١٠(٢)- حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ مِثْلَهُ .

১৬১০(২)। রাওহ (র)... আন-নো'মান (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦١٠(٣)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْعِيْدَيْنِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ .

১৬১০(৩)। ফাহদ (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে দুই ঈদের নামাযের ব্যাপারে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি জুমুআর নামাযের বিষয় উল্লেখ করেননি।

١٦١٠(٤)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬১০(৪)। ইবনে আবূ দাঊদ (র)... আল-মাসউদী (র) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٦١٠ (٥) - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬১০(৫)। আবু বাকরা (র)... যায়েদ ইবনে উকবা আল-ফাযারী (র) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম অভিমত দিয়েছেন যে, দুই ঈদ ও জুমুআর নামাযে ইমামের উচিৎ সূরা ফাতিহার সাথে এ দু'টি সূরা পড়া। এগুলো বাদ দিয়ে অন্য (কোন সূরার) দিকে যাবে না। তারা উল্লেখিত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

অন্য একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, এখানে নির্দিষ্ট করার মত এমন কিছু নেই যে, অন্য সূরা পড়া যাবে না। বরং ইমামের এখতিয়ার আছে, এ দু'টি সূরা পড়ার কিংবা অন্য সূরা পড়ার। এক্ষেত্রে তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

١٦١١ - انَّ اَبَا بَكْرَةَ وَابْنَ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ قَالَ سَاَلَنِىْ عُمَرُ بِمَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعِيْدَيْنِ قُلْتُ ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

১৬১১। আবু বাকরা ও ইবনে মারযূক (র)... আবু ওয়াকেদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামাযে কি পড়েছেন? আমি বললাম, সূরা কাফ এবং আল-কামার।

١٦١١ (١) - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ ح قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬১১(১)। ইউনুস (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) আবু ওয়াকেদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের আনুরূপ উল্লেখ করেন।

এই আবু ওয়াকেদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রথমোক্ত হাদীসে বর্ণিত সূরা ভিন্ন অন্য সূরা দুই ঈদের নামাযে পড়েছেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমুআর নামাযে প্রথমোক্ত হাদীসে বর্ণিত সূরা ভিন্ন অন্য সূরা পড়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٦١٢- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১৬১২। ইউনুস (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। দাহ্হাক ইবনে কায়েস (র) আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জুমুআর দিন সূরা জুমুআর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, তিনি সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন।

١٦١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ الْجُمُعَةَ وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১৬১৩। আবু বাকরা (র) ... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। দাহ্হাক ইবনে কায়েস (র) আন-নো'মান ইবনে বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে কি পড়তেন? তিনি বললেন, সূরা আল-জুমুআ ও সূরা আল-গাশিয়া।

١٦١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ .

১৬১৪। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে সূরা আল-জুমুআ এবং সূরা আল-মুনাফিকূন পড়তেন।

١٦١٤(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬১৪(১)। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা)- রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ সকল হাদীসে দুই ঈদের নামায ও জুমুআর নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে উল্লেখিত সূরাসমূহ ছাড়া অন্য সূরাও পড়েছেন। অতএব ঐসব হাদীসকে পরস্পর সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। বরং আমরা এগুলোকে পরস্পর পরিপূরক ও সত্যায়নকারী হিসাবে ধরে নিবো। সুতরাং সবগুলোর ব্যাপারে আমরা বলবো যে, তিনি কখনো এই সূরা পড়েছেন, কখনো ঐ সূরা পড়েছেন। আর প্রত্যেক দল তাঁর কাছ থেকে তাই বর্ণনা করেছেন যা তারা তাঁর থেকে নিজেদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছেন। এতে প্রমাণ মিলে যে, নামাযের জন্য কোন নির্দিষ্ট কিরাআত নেই, বরং ইমামের জন্য সূরা ফাতিহার সাথে কুরআনের যে কোন অংশ পড়ার এখতিয়ার আছে। অনুরূপভাবে জুমুআর দিন (ফজর) নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা পড়তেন সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যা বর্ণিত তা নিম্নরূপ ঃ

١٦١٥-حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَشُرَيْكٌ عَنْ مخْوَلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

১৬১৫। ফাহদ (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন ফজর নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং সূরা আদ-দাহ্র পড়তেন।

١٦١٥(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬১৫(১)। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এতে কোন দলীল নেই যে, এ সূরাগুলো বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে এ দু'টি সূরা ব্যতীত অন্য সূরা পড়া যাবে না, যার কারণে অন্য সূরা অবৈধ হতে পারে। বরং যারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে সূরার বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি এ দুই নামাযে এ দু'টি সূরা পড়েছেন তারা শুধু সংবাদ দিয়েছেন মাত্র। যেমন নো'মান ও ইবনে আব্বাস (রা) সংবাদ দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামাযে তাই পড়তেন যা আমরা বর্ণনা করেছি। অতঃপর তাদের ভিন্ন অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি অন্য সূরাও পড়েছেন। কারণ তিনি একবার এটা পড়েছেন আবার অন্যবার অন্যটা পড়েছেন।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে ধরে নেয়া যায় যে, তিনি তা এক বা একাধিকবার পড়েছেন, অতঃপর অন্য সূরাও পড়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে যিনি যেই কিরাআত শুনেছে তাই বর্ণনা করেছেন। এতে নামাযের জন্য সূরা নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত কোন দলীল নেই। এ অনুচ্ছেদে আমরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছি তা ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর বক্তব্য।

## ٦٢-بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

### ৬২-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামায

١٦١٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَافِيُّ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَاَتَمَّ .

১৬১৬। ফাহদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় নামায কসর পড়েছেন এবং পুরা নামাযও পড়েছেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, মুসাফির ব্যক্তি তার নামায কসর পড়া কিংবা পূর্ণ পড়ার বিষয়ে স্বাধীন। তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। আরো দলীল নিম্নোক্ত হাদীস।

١٦١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا . فَقَالَ اِنِّيْ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

১৬১৭। আবূ বাকরা (র)... ইয়া'লা ইবনে মুনায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, মহান আল্লাহ তো বলেছেন ঃ "যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের বিপর্যস্ত করতে পারে তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নাই" (সূরা নিসা ঃ ১০১)। লোকেরা তো নিরাপদ হয়ে গেছে। তিনি

www.pathagar.com

বললেন, তুমি যে বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছো আমিও সে বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর দান, তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করো।

অন্যান্য আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, সফররত অবস্থায় দুই রাক্'আতের অতিরিক্ত পড়া উচিৎ নয়। যদি পুরা নামায পড়ে এবং যুহর, আসর ও এশার নামাযে দুই রাক্'আতশেষে তাশাহহুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসে থাকে তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আর তাশাহহুদ পরিমাণ সময় না বসে থাকলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। এ অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রথমোক্ত মতের অনুসারীগণ যে দু'টি হাদীস তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন তার বিপক্ষে শেষোক্ত মত পোষণকারীদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

١٦١٨- انَّ ابْنَ ابِىْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا ابُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا مُرَجًّا بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَلّٰى اِلٰى كُلِّ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَانَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلٰوةُ الصُّبْحِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ اِذَا سَافَرَ عَادَ اِلٰى صَلَاتِهِ الْاُوْلٰى .

১৬১৮। ইবনে আবূ দাঊদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে দুই রাক্'আত করে নামায ফরয করা হয়। মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযে আরো দুই রাক্'আত যুক্ত করেন মাগরিব ব্যতীত। কারণ তা দিবসের বেতের এবং ফজরের নামায ব্যতীত। কেননা তাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তে হয়। তিনি সফরে গেলে তাঁর প্রথম (ফরযকৃত দুই দুই রাক্'আত) নামাযের দিকে ফিরে যেতেন।

আয়েশা (রা)-ই বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন। তিনি মদীনায় এসে প্রত্যেক নামাযের সাথে সমপরিমাণ নামায পড়লেন। তিনি সফরে গেলে তাঁর প্রথম দিককার নামাযের প্রতি ফিরে আসতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সফর অবস্থায় সেরূপ নামায পড়তেন যেরূপ পড়তেন পূর্ণভাবে নামায আদায়ের আদেশ আসার পূর্বে। আর তা হচ্ছে দুই রাক্'আত।

আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে যে হাদীস উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে পুরা নামায পড়তেন, কসরও পড়তেন, তা ফাহ্দ (র)-এর হাদীসের পরিপন্থী। আর ইয়া'লা ইবনে মুনায়্যা (র)-এর হাদীসের পক্ষে প্রথমোক্ত মতের অনুসারীগণ নিম্নোক্ত আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহ বাণী وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ "যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো"। তারা বলেন, এটি হচ্ছে কসরের মাধ্যমে তাদের জন্য মহান আল্লাহর

দেয়া সুযোগ, তার অনুসরণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এটা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মতই فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا "তারা দু'জন পুনরায় মিলিত হলে কোন অপরাধ নেই" (সূরা বাকারা ঃ ২৩০)। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য পুনর্মিলনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য এটা বাধ্যকর করা হয়নি।

উপরোক্ত মত পোষণকারীদের বিপক্ষে আমাদের দলীল হচ্ছে, فَلَا جُنَاحَ বাক্যাংশের তারা যে অর্থ করেছেন তা সেই অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا .

"সুতরাং যে কেউ এই ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে—এই দু'টির মধ্যে তাওয়াফ করলে তার কোন অন্যায় হবে না" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)।

সকল আলেমের মতে এখানে فَلَا جُنَاحَ বাক্যাংশ বাধ্যতামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হজ্জ অথবা ওমরা পালনকারী কারো জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফ বর্জন করার সুযোগ নেই। সুতরাং 'অপরাধ নয়' কথাটি যেহেতু কখনো 'ইচ্ছাধীন' অর্থে কখনো 'আবশ্যক' অর্থে ব্যবহৃত হয় সেহেতু কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমার দলীল ছাড়া একটি অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। আর মুতাওয়াতির হাদীসে সকল সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায কসর করার বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

١٦١٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১৬১৯। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনুস সাম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যুল-হুলায়ফায় দুই রাক্‌আত নামায পড়তে দেখেছি।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اَوْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১৬২০। ইবনে মারযূক (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মিনায় দুই রাক্আত, আবু বাকর (রা)-এর সাথে দুই রাক্আত এবং উমার (রা)-এর সাথে দুই রাক্আত নামায পড়েছি। আমার জন্য কতই সৌভাগ্যের বিষয়—যদি চার রাকআতের স্থলে দুই রাক্আত কবুল হয়ে যায়।

١٦٢٠(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا حَفْصُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَيْتَ حَظِّىْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

১৬২০(১)। ফাহ্দ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে অধস্তন রাবী فَلَيْتَ حَظِّىْ থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত, আবদুল্লাহ (রা)-এর এ উক্তি উল্লেখ করেননি।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ لاَ يَدَعُهُمَا يَعْنِىْ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِمَا .

১৬২১। আবু বাকরা (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় রোযা রাখতেন, রোযাহীনও থাকতেন এবং নামায দুই রাক্আত পড়তেন, তা ত্যাগ করতেন না অর্থাৎ দুই রাকআতের অতিরিক্ত পড়তেন না।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ .

১৬২২। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে গিয়ে উনিশ দিন অবস্থান করেছেন। তখন তিনি দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

١٦٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ شَفِىٍّ قَالَ جَعَلَ النَّاسُ

www.pathagar.com

يَسْأَلُوْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنْ اَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ .

১৬২৩। ইবনে মারযূক (র) ও ফাহদ (র)... সাঈদ ইবনে শাফিয়্যি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন ইবনে আব্বাস (রা)-কে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার-পরিজন থেকে বের হলে (সফরে গেলে) তাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাকআতের বেশি নামায পড়তেন না।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُقْصِرُ الصَّلٰوةَ .

১৬২৪। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় তথায় পনের দিন অবস্থান করেছেন এবং নামায কসর পড়েছেন।

١٦٢٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ اَنَّ عُثْمَانَ صَلاَّهَا بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৬২৫। ফাহদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আত, আবু বাকর (রা) দুই রাক্আত, উমার (রা) দুই রাক্আত এবং উসমান (রা) তার খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাক্আত নামায পড়েছেন। অতঃপর উসমান (রা) পরবর্তীতে চার রাক্আত নামায পড়েছেন। তাই ইবনে উমার (রা) ইমামের সাথে নামায পড়লে চার রাক্আত পড়তেন এবং একাকী হলে দুই রাক্আত পড়তেন।

١٦٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سِتَّ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ ثُمَّ اَتَمَّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ .

www.pathagar.com

১৬২৬। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই রাক্‌আত, আবু বাকর (রা)-এর সাথে দুই রাক্‌আত, উমার (রা)-এর সাথে দুই রাক্‌আত এবং উসমান (রা)-এর সাথে ছয় অথবা আট বছর দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি। তিনি পরবর্তীতে তা পূর্ণ পড়েছেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ اَنَّ فَتًى سَاَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَعَدَلَ اِلٰى مَوْضِعِ الْعَوْقَةِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْفَتٰى سَاَلَنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَاحْفَظُوْهَا عَنِّىْ مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَفَرًا اِلاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ وَاِنَّهُ اَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ اُخْرَاوَيْنِ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ غَزَا حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْجِعِرَّانَةِ فَاعْتَمَرَ مِنْهَا فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ ثُمَّ غَزَوْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاعْتَمَرْتُ مَعَ عُمَرَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ صَلّٰى اَرْبَعًا بِمِنًى .

১৬২৭। আবু বাকরা (র)... আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। এক যুবক ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সফরকালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি আল-আওকা নামক স্থানে গিয়ে বললেন, এ যুবক আমাকে সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তোমরা আমার কাছ থেকে তা আয়ত্ত করে নাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন সফর করেননি যা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাক্‌আত নামায পড়েননি। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে আঠার দিন অবস্থানকালে দুই রাক্‌আত করে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা দাঁড়িয়ে আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়ো, কারণ আমরা সফররত আছি। এরপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে গিয়েছেন এবং দুই দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। অতঃপর জিইররানায় ফিরে সেখান থেকে যুলকা'দা মাসে উমরা করেছেন। তারপর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছি, উমার (রা)-এর সাথে উমরা করেছি, তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন, উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকে তিনি দুই দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। পরবর্তীতে উসমান (রা) মিনায় চার রাক্‌আত নামায পড়েছেন।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১৬২৮। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় যুহরের নামায পড়েছেন চার রাক্‌আত এবং যুলহুলায়ফায় আসরের নামায পড়েছেন দুই রাক্‌আত।

١٦٢٨(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬২৮(১)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আনাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٢٨(٢)- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬২৮(২)। আলী ইবনে শাইবা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ اَقَمْتُمْ قَالَ عَشْرًا .

১৬২৯। মুবাশ্‌শির ইবনুল হাসান (র)... ইয়াহইয়া ইবনে আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে সফরে বের হলাম। তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত দুই দুই রাক্‌আত নামায পড়তে থাকলেন। আমি (অধস্তন রাবী) বললাম, আপনারা কতদিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, দশদিন।

١٦٢٩(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَهُ لِاَنَسٍ .

www.pathagar.com

১৬২৯(১)। ফাহদ (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু ইসহাক (র) একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আনাস (রা)-কে তার প্রশ্নের বিষয়ে উল্লেখ করেননি।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৬৩০। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দুই রাক্আত, আবু বাকর (রা)-এর সাথে দুই রাক্আত, উমার (রা)-এর সাথে দুই রাক্আত নামায পড়েছি এবং উসমান (রা)-এর সাথে তার খিলাফতের প্রথমভাগে দুই রাক্আত পড়েছি। অতঃপর পরবর্তীতে তিনি পুরো নামায পড়তেন।

١٦٣١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْعَوْفِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَىْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هِىَ وِتْرُ النَّهَارِ وَلاَ تَنْقُصُ فِىْ سَفَرٍ وَّلاَ حَضَرٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اَرْبَعًا وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَصَلَّى فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَىْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

১৬৩১। ফাহদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সেই চার রাক্আত নামায পড়েছি যার পরে কোন (সুন্নাত) নামায নাই। তিনি মাগরিবের নামায তিন রাক্আত পড়েছেন, এরপর দুই রাক্আত। তিনি বলেছেন ঃ এটা দিবসের বেতের নামায, আবাসে বা ভ্রমণে তা কমবে না। তিনি এশার নামায চার রাক্আত পড়েছেন, এরপর দুই রাক্আত। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী ﷺ সফরে যুহরের নামায দুই রাক্আত পড়েছেন, এরপর দুই রাক্আত, আসরের নামায দুই রাক্আত পড়েছেন, এরপর কিছু নয়, মাগরিবের নামায তিন রাক্আত এবং এরপর দুই রাক্আত পড়েছেন। তিনি এশার নামাযও দুই রাক্আত এবং এরপর দুই রাক্আত পড়েছেন।

www.pathagar.com

١٦٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَوْنُ بنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ .

১৬৩২। আবু বাকরা (র)... আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ তাদের সাথে আল-বাত্‌হা উপত্যকায় যুহর ও আসরের নামায দুই দুই রাক্‌আত পড়েছেন, তাঁর সম্মুখে একটি লাঠি বা বর্শা পোতা ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সম্মুখ দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল করেছে।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مُسَافِراً فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ .

১৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে দাঊদ (র)... আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুসাফির অবস্থায় বের হওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাক্‌আত করে নামায পড়তে থেকেছেন।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنٰى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَا كُنَّا وَاٰمَنُهُ .

১৬৩৪। ইবনে মারযূক (র)... হারিসা ইব্‌নে ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দুই রাক্‌আত করে নামায পড়েন, অথচ আমরা ছিলাম তখন সর্বাপেক্ষা বেশি নিরাপদ।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ সকল সাহাবী তাঁর থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি সফর থেকে পরিবার পরিজনের মাঝে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ে নামায কসর করতেন। অতঃপর তাঁর পরবর্তীতে সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত আছে যে, তারা তাদের সফরেও সেরূপই করতেন। তাদের মধ্য থেকে এ পরিচ্ছেদে আমরা আবু বাকর ও উমার (রা) সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করেছি। আরো কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

١٦٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ صَلّٰى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ .

www.pathagar.com

১৬৩৫। আবু বাকরা (র)... হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) মক্কায় দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর বললেন, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ করো, আমরা সফররত লোক।

١٦٣٥(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اسْحَاقَ وَرَوْحٌ وَوَهْبٌ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِه .

১৬৩৫(১)। আবু বাকরা (র)... আল-আসওয়াদ (র) কর্তৃক উমার (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٣٥(٢)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مَوْلٰى عُمَرَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৩৫(২)। ইউনুস (র)... উমার (রা)-এর মুক্তদাস কর্তৃক বর্ণিত। তিনি যখন মক্কায় এলেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٣٥(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৬৩৫(৩)। আবু বাকরা (র)... উমার (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ اِلٰى صِفِّيْنَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْجِسْرِ وَالْقَنْطَرَةِ .

১৬৩৬। ইবনে মারযূক (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-এর সাথে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে আল-জাসর ও আল-কানতারার মাঝে সফরকালে দুই রাক্‌আত করে নামায পড়লেন।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى الْكِنْدِىِّ قَالَ خَرَجَ سَلْمَانُ فِىْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ وَكَانَ سَلْمَانُ اَسَنَّهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالُوْا تَقَدَّمْ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ مَا اَنَا بِالَّذِىْ اَتَقَدَّمُ

www.pathagar.com

اَنْتُمُ الْعَرَبُ وَمِنْكُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ سَلْمَانُ مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ اِنَّمَا يَكْفِيْنَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ .

১৬৩৭। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... আবু লাইলা আল-কিন্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তেরজন সাহাবীর সাথে এক যুদ্ধাভিযানে বের হলেন। সালমান (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে অধিক বয়স্ক। নামাযের সময় হলে ইকামত দেয়া হলো। লোকজন বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি সামনে যান (ইমামতি করুন)। তিনি বললেন, আমি সামনে যাবো না। তোমরা হলে আরব এবং তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ আগমন করেছেন। সুতরাং তোমাদের একজন সামনে যাও। তখন দলের একজন সামনে এগিয়ে গেলো এবং চার রাক্‌আত নামায পড়লো। নামায শেষ হলে সালমান (রা) বললেন, আমাদের কি হলো যে, চার রাক্‌আত পড়লাম? আমাদের জন্য তো চারের অর্ধেকই যথেষ্ট ছিল।

١٦٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْمِسْوَرِ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الشَّامِ فَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فَنُصَلِّىْ نَحْنُ اَرْبَعًا فَنَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ سَعْدٌ نَحْنُ اَعْلَمُ .

১৬৩৮। ইবনে মারযূক (র)... আবদুর রহমান ইবনুল মিসওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ার কোন এক জনপদে আমরা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর সাথে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, আমরা চার রাক্‌আত নামায পড়লাম। আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সা'দ (রা) জবাব দিলেন, আমরা এ বিষয়ে অধিক ভালো জানি।

١٦٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ يَغُوْثَ كَانُوْا جَمِيْعًا فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ سَعْدٌ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَيُفْطِرُ وَكَانَا يُتِمَّانِ الصَّلٰوةَ وَيَصُوْمَانِ فَقِيْلَ لِسَعْدٍ نَرَاكَ تَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَتُفْطِرُ وَيُتِمَّانِ فَقَالَ سَعْدٌ نَحْنُ اَعْلَمُ .

www.pathagar.com

১৬৩৯। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবদুর রহমান ইবনুল মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (র) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আবদে ইয়াগূস (রা) একসাথে সফরে ছিলেন। সা'দ (রা) নামায কসর করলেন এবং রোযা ভংগ করলেন, আর অন্য দু'জন পূর্ণ নামায পড়লেন এবং রোযা রাখলেন। সা'দ (রা)-কে বলা হলো, আমরা আপনাকে দেখছি নামায কসর করছেন, রোযা রাখছেন না, আর তারা দু'জন তা পূর্ণ করছেন? সা'দ (রা) বললেন, আমরা ভালো জানি।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتْمَمْنَا لِاَنْفُسِنَا اَرْبَعًا .

১৬৪০। ইউনুস (র)... সাফ্ওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র)-কে দেখতে এসে আমদের নিয়ে দুই রাক্আত নামায পড়লেন এবং আমরা স্বতন্ত্রভাবে চার রাক্আত পূর্ণ করলাম।

١٦٤١- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّيْ وَرَاءَ الْاِمَامِ بِمِنٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১৬৪১। ইউনুস (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) মিনায় ইমামের পিছনে চার রাক্আত নামায পড়তেন কিন্তু একাকী পড়লে দুই রাক্আত পড়তেন।

١٦٤٢- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُصَلِّيْ صَلٰوةَ سَفَرٍ مَالَمْ اُجْمِعْ اِقَامَةً وَاِنْ مَكَثْتُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً .

১৬৪২। ইউনুস (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোথাও অবস্থানের সংকল্প না করা পর্যন্ত সফরের নামায পড়ি, যদিও আমি বারো রাত অবস্থান করি।

١٦٤٣- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ قَالَ اَتَيْتُ سَالِمًا اَسْاَلُهُ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ اِذَا صَدَرَ الظُّهْرَ وَقَالَ نَحْنُ مَاكِثُوْنَ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَاِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا اٰخَرَ قَصَرَ وَاِنْ مَكَثَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً .

১৬৪৩। ইউনুস (র)... ইবনে আবু নাজীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালেম (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে এলাম। তখন তিনি মসজিদের দরজায় ছিলেন। আমি তাকে

www.pathagar.com

বললাম, আপনার পিতা (সফরকালে কসর) কিভাবে করতেন? তিনি বললেন, তিনি যুহরের ওয়াক্ত শুরু হলে বলতেন, আমরা এখানে অবস্থান করবো, তিনি নামায পূর্ণ করতেন। আর যখন তিনি বলতেন, আজ কিংবা আগামী কাল (চলে যাবো) তখন নামায কসর করতেন, যদিও বিশ রাত অবস্থান করতেন।

١٦٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يُصَلِّى الْفَرِيْضَةَ رَكْعَتَيْنِ .

১৬৪৪। আবু বাকরা (র)... ইবনে আবু মুলাইকা (র) বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সহচর হয়েছিলাম। এই সফরে তিনি ফরয নামায দুই রাক্‌আত পড়তেন।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اِلَى شَقِّ سِيْرِيْنَ فَاَمَّنَا فِى السَّفِيْنَةِ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

১৬৪৫। আবু বাকরা (র)... আনাস ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে শাক্কে সীরীন নামক এলাকায় রওয়ানা হলাম। তিনি নৌযানে নামাযে বিছানার উপর আমাদের ইমামতি করলেন এবং যুহরের নামায দুই রাক্‌আত পড়লেন, এরপর তিনি আরো দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়লেন।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْاَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىَّ بِالْاَهْوَازِ صَلَّى الْعَصْرَ قُلْتُ فَكَمْ صَلَّى قَالَ رَكْعَتَيْنِ .

১৬৪৬। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমি আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-কে আল-আহওয়ায নামক এলাকায় আসরের নামায পড়তে দেখলাম। আমি বললাম, তিনি কয় রাক্‌আত পড়লেন? তিনি বললেন, দুই রাক্‌আত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ সকল সাহাবী সফরে নামায কসর করতেন এবং যারা পূর্ণ করতো তাদের প্রতিবাদ করতেন। তুমি কি দেখছো না, যখন সা'দ (রা)-কে বলা হলো, মিসওয়ার ও আবদুর রহমান ইবনে আবদে ইয়াগূস (রা) নামায পূর্ণ করেছেন, তখন তিনি বললেন, "আমরা অধিক অবগত" এবং তিনি পূর্ণ করার বিষয়ে তাদের কোন ওযর গ্রহণ করেননি। যে লোকটিকে সালমান (রা) ইমামতির জন্য সামনে

www.pathagar.com

পাঠালেন, তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তেরজন সাহাবী ছিলেন। সে চার রাক্আত নামায পড়লে সালমান (রা) তাকে বললেন, আমাদের কি হলো যে, চার রাক্আত পড়লাম? আমাদের জন্য তো চারের অর্ধেকই যথেষ্ট ছিলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই তার কথার প্রতিবাদ করেননি। তা প্রমাণ করে যে, সফরের সময় নামায পূর্ণ করা তাদের মাযহাব ছিলো না।

কেউ হয়ত বলতে পারে, সালমান (রা) যাকে সামনে পাঠিয়েছিলেন তিনি ও মিসওয়ার (রা) তো নামায পূর্ণ করেছেন এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। সফরে পূর্ণ নামায না পড়ার বিষয়ে সালমান (রা) ও তার অনুসারীদের বর্ণনার বিপরীতে এ বর্ণনা এলো। জবাবে তাকে বলা হবে, আপনারা যা উল্লেখ করেছেন তাতে এ বিষয়ে কোন দলীল নেই। কারণ এমনও হতে পারে যে, মিসওয়ার ও ঐ লোক যারা নামায পূর্ণ করেছেন তারা মনে করেননি যে, এ সফরে কসর আছে। কেননা তাদের মাযহাব হচ্ছে–হজ্জ, উমরা অথবা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন সফরে নামায কসর হয় না। এ দু'জন ব্যতীত অন্যরাও ঐ মাযহাব গ্রহণ করেছেন। তাদের দু'জন থেকে বর্ণিত হাদীস যা আমরা উল্লেখ করেছি তা যেহেতু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবীর কাছ থেকে কসরের নামায প্রমাণিত, সেহেতু একে তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী বলা যাবে না। তবে ঐটির ব্যতিক্রম (মাযহাব বা বর্ণনা) থাকতে পারে। এই যে উসমান (রা) মিনায় চার রাক্আত নামায পড়তেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সকল সাহাবী ছিলেন তারা তার প্রতিবাদ করেছেন। তবে উসমান (রা) এমন একটি কারণে তা করেছেন যাতে তিনি মনে করেছেন যে, নামায পূর্ণ করা যায়। এ বিষয়ে আমরা অনুচ্ছেদের যথাস্থানে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সফর অবস্থায় নামায কসর করতে হবে, পূর্ণ পড়তে হবে না, সেহেতু এর বিরোধিতা করে অন্যদিকে যাওয়া আমদের জন্য বৈধ নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কোন বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রমাণ করে যে, সফরে নামায দুই রাক্আত যা আপনাদের প্রতিপক্ষের মতবাদকে খণ্ডন করতে পারে? আমরা বলবো, অবশ্যই।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الضَّرِيْرُ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .

www.pathagar.com

১৬৪৭। রবী' আল-মুয়াযযিন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে আবাসে চার রাক্‌আত এবং সফরে দুই রাক্‌আত নামায ফরয করেছেন।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمَطَرِّفِ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

১৬৪৮। আবু বাকরা (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর যবানীতে ঈদুল আযহার নামায দুই রাক্‌আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক্‌আত, জুমুআর নামায দুই রাক্‌আত এবং সফরের নামায দুই রাক্‌আত, এটাই পূর্ণ নামায, কসর নয়।

١٦٤٨(١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৪৮(১)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন, অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٤٨(٢)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৪৮(২)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٤٨(٣)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الضَّرِيْرُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৬৪৮(৩)। ইবনে মারযূক (র)... যুবাইদ (র) একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٦٤٨(٤)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৬৪৮(৪)। ইবনে আবু দাউদ (র)... উমার (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٦٤٨(٥)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَنِ الثِّقَةِ .

১৬৪৮(৫)। ফাহ্‌দ (র)... যুবাইদ (র) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি এই সূত্রে 'নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ اُقِيْمُ بِمَكَّةَ فَكَمْ اُصَلِّىْ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ .

১৬৪৯। ইবনে মারযূক (র)... মূসা ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করে বললাম, আমি মক্কায় অবস্থান করছি, কতো রাক্‌আত নামায পড়বো? তিনি বললেন, দুই রাক্‌আত, আবুল কাসেম ﷺ-এর সুন্নাত।

١٦٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِىَ تَمَامٌ .

১৬৫০। আল-হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের নামায দুই রাক্‌আত বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এটাই পূর্ণ নামায।

١٦٥٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৫০(১)। আবু বাকরা (র)... জাবের (রা) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٦٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّهُ سَاَلَ عُمَرَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اَخْشٰى اَنْ تُكَذَّبَ عَلَىَّ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ .

১৬৫১। আবূ বাকরা (র)... সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-কে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি আশংকা করছি দুই রাকআতের ব্যাপারে তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো কিনা। যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিপরীত করে সে কুফরী করে।

١٦٥١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ سَاَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫১(১)। আবূ বাকরা (র)... মুআররিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) উমার (রা)-কে প্রশ্ন করলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٥٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ طَاوُسًا عَنِ التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَا اُحَدِّثُكَ اَنَا سَاَلْتُ طَاوُسًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فُرِضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةُ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَكَمَا يَتَطَوَّعُ هٰهُنَا قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا فَكَذٰلِكَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا .

১৬৫২। রবী' আল-মুয়ায্যিন (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (র)-কে সফরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞস করলাম। তিনি বলেন, তোমাকে কে নিষেধ করেছে? আল-হাসান ইবনে মুসলিম (র) বললেন, আমি আপনাকে বর্ণনা করছি, আমি তাউস (র)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মুকিম অবস্থায় চার রাক্‌আত এবং সফর অবস্থায় দুই রাক্‌আত নামায ফরয করা হয়েছে। সুতরাং যেমনিভাবে মুকিম অবস্থায় তার পূর্বে ও পরে নফল নামায পড়া হয় তেমনিভাবে সফরেও (ফরযের) পূর্বে ও পরে তা পড়া যায়।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ اَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ .

www.pathagar.com

১৬৫৩। ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে নামায ফরয হয়েছে দুই রাক্‌আত করে। পরে সফরের নামায ঠিক রাখা হয়েছে এবং মুকীম অবস্থার নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।

١٦٥٣(١)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৫৩(১)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... মালেক (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাবী তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَكُلْ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اُدْنُ حَتّٰى اُخْبِرَكَ عَنِ الصَّوْمِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلٰوةِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ .

১৬৫৪। ইবনে মারযূক (র)... বনূ আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন, তিনি তখন আহার করছিলেন। তিনি বললেন ঃ নিকটে এসো, খাও! তিনি বললেন, আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ কাছে এসো, আমি তোমাকে রোযা সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসাফির থেকে নামাযের অর্ধেক রহিত করেছেন এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী নারী থেকে রোযা স্থগিত করেছেন।

١٦٥٤(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫৪(১)। ইবনে মারযূক (র).... আবুল আলা (র) থেকে নিজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٥٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَاِذَا هُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ .

www.pathagar.com

১৬৫৫। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন প্রয়োজনে আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ খাবার গ্রহণে এগিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ মুসাফির থেকে অর্ধেক নামায এবং রোযা (আপাতত) স্থগিত করেছেন।

١٦٥٥(١)- حَدَّثَنَا نَصْرٌ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِىْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَّ لَقِيْنَاهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدِّثْهُ يَعْنِىْ اَيُّوْبَ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ اَنَّهُ ذَهَبَ فِىْ اِبِلٍ لَهُ فَانْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ .

১৬৫৫(১)। নাসর (র)... বনূ কুশাইরের এক শায়েখ কর্তৃক তার চাচা থেকে বর্ণিত। অতঃপর আমরা একদিন তার সাথে সাক্ষাত করলাম। আবু কিলাবা তাকে বললেন, আপনি তাকে হাদীস বর্ণনা করুন অর্থাৎ আইউবকে। শায়েখ বললেন, আমার চাচা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার একটি উটের ব্যাপারে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ পর্যন্ত (সনদের ধারাবাহিকতায়) পৌঁছে গেছেন। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী" কথাটিও বর্ণনা করেছেন।

١٦٥٥(٢)- حَدَّثَنَا نَصْرٌ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫৫(২)। নাসর (র)... বনূ আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক গোত্রের আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করলো... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلْحَرِيْشِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ اُحَدِّثُكَ عَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلٰوةِ.

www.pathagar.com

১৬৫৬। আবু বাকরা (র)... বালহারীশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে পৌছলাম, তখন তিনি খাবার গ্রহণ করছিলেন। তিনি বললেন ঃ এসা, খাবার গ্রহণ করো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বললেন ঃ এসো, আমি রোযা সম্পর্কে তোমাকে বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসাফির থেকে রোযা স্থগিত ও নামাযের অর্ধেক রহিত করে দিয়েছেন।

١٦٥٦(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَيَّةَ اَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ اَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةَ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫৬(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন (র).... আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফর থেকে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু উমাইয়া! তুমি কি সকালের খাবারের অপেক্ষা করবে না? আমি বললাম, আমি রোযাদার... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের বর্ণনাকৃত এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসাফিরের ফরয নামায দুই রাক্‌আত। আর তার দুই রাক্‌আতই মুকীমের চার রাকআতের সমান। সুতরাং মুকীমের জন্য যেমন চার রাকআতের উপর বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই, তেমনিভাবে মুসাফিরের জন্য তার দুই রাক্‌আত নামাযের উপর বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইজমার ভিত্তিতে ফরয হচ্ছে এমন বিষয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর পালন করা অত্যাবশ্যক। এর কোন অংশ পালন না করার এখতিয়ার তার নেই। আর যে বিষয়ে ইজমা হয়েছে তা হচ্ছে– কোন ব্যক্তির জন্য যদি এমন হয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা পালন করবে অথবা ইচ্ছা করলে পালন করবে না, একে বলা হয় নফল। ইচ্ছানুযায়ী সে যা করতে পারে বা পরিত্যাগও করতে পারে তা হচ্ছে নফলের বৈশিষ্ট্য। যা পালন করা আবশ্যক তা হচ্ছে ফরয। দুই রাক্‌আত পড়া আবশ্যক কিন্তু পরবর্তী দুই রাকআতের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

একদল আলেম বলছেন, তা (পরবর্তী দুই রাক্‌আত) পড়া উচিৎ নয়। অন্য একদল আলেম বলেছেন, মুসাফিরের জন্য তা পড়া এবং না করার স্বাধীনতা আছে। সুতরাং দুই রাক্‌আত ফরযের বৈশিষ্ট্য ধারণকারী যা হলো ফরয, আর পরবর্তী দুই রাক্‌আত নফলের বৈশিষ্ট্য ধারী যা হলো নফল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের ফরয হচ্ছে দুই রাক্‌আত,আর মুকীমের ফরয চার রাক্‌আত, যেখানে সফরে তার ফরয দুই রাক্‌আত। সুতরাং মুকীমের জন্য

www.pathagar.com

সালাম ফিরানো ব্যতীত চার রাক্আতের বেশি নামায পড়া উচিৎ নয়, তেমনিভাবে মুসাফিরের জন্যও সালাম ফিরানো ব্যতীত দুই রাকআতের অতিরিক্ত নামায পড়া উচিৎ নয়।

এ অনুচ্ছেদে আমাদের যুক্তি হচ্ছে এটাই যা ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মাযহাব। কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা পূর্ণ নামায পড়তেন এবং উসমান (রা) এ বিষয়ে মিনায় যা করেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। আরো হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٦٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اُكْمِلَتْ اَرْبَعًا وَاُثْبِتَتْ لِلْمُسَافِرِ قَالَ صَالِحٌ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ عُرْوَةُ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ اَرْبَعًا .

১৬৫৭। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে ফরয হয়েছে দুই রাক্আত নামায, অতঃপর চার রাক্আত পূর্ণ করা হয়েছে। আর তা মুসাফিরের জন্য ঠিক রাখা হয়েছে। সালেহ (র) বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সফরে চার রাক্আত নামায পড়তেন।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ حُذَيْفَةَ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْمَدَائِنِ اَوْ مِنَ الْمَدَائِنِ اِلَى الْكُوْفَةِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اٰذِنُ لَكَ عَلٰى اَنْ لاَّ تُفْطِرَ وَلاَ تَقْصُرَ قَالَ قُلْتُ وَاَنَا اَكْفُلُ لَكَ اَنْ لاَّ اَقْصُرَ وَلاَ اُفْطِرَ .

১৬৫৮। আবু বাকরা (র).... ইবরাহীম আত-তায়মী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে কুফা থেকে মাদাইন অথবা মাদাইন থেকে কুফা যাওয়ার জন্য হুযায়ফা (রা)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এশর্তে অনুমতি দিচ্ছি যে, তুমি রোযা ভাঙ্গবে না এবং নামায কসর করবে না। তিনি (রাবী) বলেন, আমি আপনার কথায় দায়িত্ব নিলাম যে, আমি নামায কসর করবো না এবং রোযা ভাঙ্গবো না।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِّنَ الْعِشَاءِ فَصَنَعْتُ شَيْئًا بِرَاْيِىْ فَسَاَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ

www.pathagar.com

اَكُنْتَ تَرٰى اَنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُكَ لَوْ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا كَانَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ تُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَتَقُوْلُ لِلْمُسْلِمُوْنَ يُصَلُّوْنَ اَرْبَعًا .

১৬৫৯। আবূ বাকরা (র)... ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম এবং এশার নামায এক রাক্আত পেলাম এবং নিজের মতমতো কিছু করলাম। অতঃপর কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো, তুমি যদি চার রাক্আত নামায পড়তে তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দিতেন? উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) চার রাক্আত নামায পড়তেন এবং বলতেন, মুসলিমগণের চার রাক্আত নামায পড়া উচিৎ।

টীকা ঃ মূল পাণ্ডুলিপিতে 'লিলমুসলিমূন' আছে, যদিও 'লিলমুসলিমীন' হওয়া উচিৎ (অনুবাদক)।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَىُّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوَفِّى الصَّلٰوةَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ عَائِشَةَ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ .

১৬৬০। আবূ বাকরা (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন সাহাবী সফরে পূর্ণ নামায পড়তেন? তিনি বললেন, আমি আয়েশা (রা) ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ব্যতীত এ ব্যাপারে কারো বিষয়ে জানি না।

আতা (র)-ই সা'দ (রা) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। অথচ যুহরী (র)-এর হাদীসে আমরা তাঁর (সা'দ) থেকে ও হাবীব ইবনে আবু সাবেত (র) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা উল্লেখ করেছি।

١٦٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حِبَّانَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قُلْتُ لِاِبْنِ عُمَرَ اِنِّىْ مِنْ بَعْثِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَيْفَ اُصَلِّىْ قَالَ اِنْ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا فَاَنْتَ فِىْ مِصْرٍ وَاِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاَنْتَ مُسَافِرٌ .

১৬৬১। আবূ বাকরা (র).... হিব্বান আল-বারিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আমি ইরাকে সেনাসদস্যদের একজন। সুতরাং আমি কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বললেন, তুমি চার রাক্আত নামায পড়লে (নিজ) শহরে পড়ো, আর দুই রাক্আত নামায পড়লে মুসাফির অবস্থায় পড়ো।

উসমান ইবনে আফ্ফান (রা), হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আয়েশা (রা) ও ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে সফর অবস্থায় তাদের নামায পূর্ণ করার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছি। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মতের পক্ষে যে যুক্তি আছে, এ অনুচ্ছেদেই আমরা তা বিস্তারিত বর্ণনা করবো। এর সাথে সাথে যুক্তিগত দিক থেকেও তাদের বক্তব্যের মূল্যায়ন করবো যে, তা কতোটা সঠিক এবং কার উপর ওয়াজিব ইনশাআল্লাহ।

উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে এ ব্যাপারে আমরা যা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ মিনায় পূর্ণ নামায পড়া। মূলত বিষয়টি এমন ছিলো না যে, তিনি সফর অবস্থায় নামায কসর করাকে অস্বীকার করেছেন। আর তার ব্যাপারে কিভাবে এমনটি ধারণা করা যায়, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, اذا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ "যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো"... আয়াত। এ আয়াতে যদিও আল্লাহ তাদের জন্য কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা থাকা অবস্থায় কসর নামায পড়া বৈধ করেছেন তথাপি নিরাপদ অবস্থায়ও কসর করা আবশ্যকীয়, যেমন অনুচ্ছেদের শুরুতে উক্ত ইয়া'লা ইবনে মুনাব্বেহ-এর হাদীসে উক্ত আছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন সে অবস্থায় তারা ছিলেন অধিক সংখ্যক ও অধিক নিরাপদ। উসমান (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। মিনায় তো নামায পূর্ণ হয়নি যার কারণে তিনি সফর অবস্থায় ফরযকে অস্বীকার করতে পারেন, বরং অন্য কারণে (অস্বীকার করেছেন) যা নিয়ে মতানৈক রয়েছে।

١٦٦٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٌّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اَزْمَعَ عَلَى الْمَقَامِ بَعْدَ الْحَجِّ .

১৬৬২। আবু বাকরা (র)... আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় চার রাক্‌আত নামায পড়েছেন এজন্য যে, তিনি হজ্জের পর সেখানে মুকিম হওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

যুহরী (র) এ হাদীসে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান (রা) নামায পূর্ণ করেছেন এখানে অবস্থান করার নিয়াতের কারণে। অতএব তিনি মুকীম অবস্থায়ই নামায পূর্ণ করেছেন। তিনি যে সফরের হুকুমে ছিলেন তা থেকে বের হয়ে গিয়েছেন এবং মুকীমের হুকুমে প্রবেশ করেছেন। সফরের নামায কিরূপ, পুরা পড়বে না কসর করবে এবং উসমান (রা)-এর অভিমত কি ছিল সে সম্পর্কে তার উপরোক্ত কার্যক্রমের মধ্যে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। এছাড়া ইমাম যুহরী (র) অন্য একটি কারণও বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٣- فَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّ الْاَعْرَابَ كَانُوْا اَكْثَرَ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَاَحَبَّ اَنْ يُّخْبِرَهُمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ اَرْبَعٌ .

www.pathagar.com

১৬৬৩। আবু বাকরা (র)... আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় চার রাক্আত নামায এজন্য পড়েছেন যে, সেই বছর বেদুইনরা সংখ্যায় অনেক ছিল। তাই তিনি তাদেরকে চার রাক্আত নামায (উত্তমরূপে) অবহিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

সুতরাং তার কার্যক্রম থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বেদুইনদেরকে চার রাক্আত নামাযের বিষয়ে অবগত করানোর জন্যই এরূপ করেছেন যে, আসলে নামায চার রাক্আত। তাই হয়ত তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে জানানোর জন্য অবস্থানের নিয়াত করেছেন এবং মুকীম হয়ে গিয়েছেন। তার ফরয নামায ছিল চার রাক্আত এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে চার রাক্আতই আদায় করেছেন। যেমন মা'মার (র)-এর বর্ণনায় উক্ত হয়েছে। আবার এ সম্ভবনাও আছে যে, তিনি মুসাফির অবস্থায় বেদুইনদের কারণেই এরূপ করেছেন। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি আমাদের নিকট অধিক যথার্থ। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। কারণ নবী ﷺ -এর যমানায় বেদুইনরা সদ্য জাহিলী যুগ ত্যাগের কারণে নামাযের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে উসমান (রা)-এর যামানা অপেক্ষা অধিক অজ্ঞ ছিল। সুতরাং উসমান (রা)-এর যমানা অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় নামাযের ফরযসমূহ জানার ক্ষেত্রে তাদের (আরবদের) চেয়ে তারা (বেদুইনরা) বেশি প্রয়োজনবোধ করেছে। যেহেতু ঐ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পূর্ণ করেননি, বরং নামাযের হুকুমগুলো আদায় করার মাধ্যমে তারা যেন তাঁর সাথে সফরের নামায পড়তে পারে সেজন্য কসর করেছেন এবং তাদেরকে সফর অবস্থায় আবাসের নামাযও শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সেহেতু উসমান (রা)-ও সে কারণে তাদেরকে নিয়ে পূর্ণ নামায না পড়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে নিয়ে সফর অবস্থায় নামাযের নিয়ম-কানুনসহ সেটা আদায় করেছেন, মুকিম অবস্থায় তাদের নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়ার জন্য।

অতএব যুহরী (র) থেকে আইউব (র) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা অপেক্ষা যুহরী (র) থেকে মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হলো। অপর একদল আলেম বলেছেন, তিনি তো এজন্য পূর্ণ নামায আদায় করেছেন যে, কোন ব্যক্তি হেরেম শরীফের সীমার বাইরে সফর করলে তার নামায কসর করা উচিৎ। এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَمَّادٌ وَاَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ اِنَّمَا يُقْصِرُ الصَّلٰوةَ مَنْ حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ وَحَلَّ وَارْتَحَلَ .

১৬৬৪। আবু বাকরা (র)... উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, সেই ব্যক্তিই শুধু কসর করবে যে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নিয়ে সফর করে এবং হেরেমের সীমার বাইরে সফর করে।

١٦٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اَنْ لاَ

www.pathagar.com

يُصَلِّيَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ جَابٍ وَلاَ نَائِيْ وَلاَ تَاجِرٌ وَانَّمَا يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ .

১৬৬৫। আবু বাকরা (র)... আইয়াশ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) তার কর্মকর্তাদের নিকট নির্দেশনামা পাঠালেন যে, ভূমিকর আদায়কারী, চারণভূমিতে যাতায়াতকারী ও ব্যবসায়ী যেন দুই রাক্আত নামায না পড়ে। শুধু ঐ ব্যক্তি দুই রাক্আত পড়বে যার সাথে পাথেয় ও পানির মশক রাখতে হয়।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ وَاَبُوْ عُمَرَ قَالاَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيَّ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْمُهَلَّبِ قَالَ كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ اَنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ امَّا لِتِجَارَةٍ وَامَّا لِجِبَايَةٍ وَامَّا لِحَشَرَ ثُمَّ يَقْصُرُوْنَ الصَّلٰوةَ وَانَّمَا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا اَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ قَالَ وَكَانَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ اَنْ لاَّ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ الاَّ مَنْ كَانَ يَحْتَاجُ الٰى حَمْلِ الزَّادِ وَالْمَزَادِ وَمَنْ كَانَ شَاخِصًا فَاَمَّا مَنْ كَانَ فِىْ مِصْرٍ مُسْتَغْنِيًا بِهِ عَنْ حَمْلِ الزَّادِ وَالْمَزَادِ فَانَّهُ يَتِمُّ الصَّلٰوةَ .

১৬৬৬। আবু বাকরা (র)... আবুল মুহাল্লাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) ফরমান পাঠালেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, একদল লোক ব্যবসায়ের জন্য, ভূমিকর আদায়ের জন্য কিংবা দূরবর্তী চারণ ভূমির উদ্দেশ্যে বের হয়ে নামায কসর করে। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি নামায কসর করবে যে সফরে বেরিয়েছে কিংবা শত্রুর সম্মুখে অবস্থান করছে। রাবী বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর অভিমত হলো, যে ব্যক্তি পাথেয় ও পানির মশক বহনের প্রয়োজনবোধ করে কিংবা সফরে যাত্রা করে সে ব্যতীত কেউ নামায কসর করবে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ সফরে থাকে যেখানে পাথেয় ও পানীয় বহন করার প্রয়োজন হয় না সে নামায পূর্ণ করবে।

আলেমগণ বলেছেন, এজন্যই তিনি মিনায় নামায পূর্ণ করেছেন, কারণ সে সময় মিনা জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছিল। ফলে সেখানে প্রবেশ করার জন্য পাথেয় ও পানীয় বহন করার প্রয়োজন ছিলো না।

আমাদের মতে এ মত ত্রুটিযুক্ত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের চেয়ে উসমান ইবনে আফফান ও উমার (র)-এর যুগে মিনা মক্কা অপেক্ষা বেশি জনবহুল ছিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো সেখানে (মক্কায়) দুই রাক্আত নামায পড়তেন। এরপর ওখানে আবু বাকর (রা)-ও দুই রাক্আত নামায পড়েছেন। অতঃপর উমার (রা)-ও আবু বাকর (রা)-এর পরে

www.pathagar.com

সেখানে একইরূপ নামায পড়েছেন। যেহেতু মক্কায় প্রবেশের জন্য পাথেয় ও পানির মশক বহনের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেখানে নামায কসর করা হয়েছে, সেহেতু যে স্থান তা (মক্কা) অপেক্ষা জনবহুল সেখানে এমনটি হওয়া (কসর করা) অধিক বাঞ্ছনীয়।

উসমান (রা) সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে অর্থাৎ বিশেষ কারণে তিনি নামায কসর করেছেন এই মতসহ তার থেকে বর্ণিত সকল মত বাতিল হয়ে গেলো, সেই মত ব্যতীত যা যুহরী থেকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। কেননা এমন হতে পারে যে, তিনি (উসমান) উক্ত কারণে নামায পূর্ণ করেছেন। আর হাদীসে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি তথায় অবস্থানের নিয়াতের কারণে নামায পূর্ণ করেছেন এবং এর কিছু ব্যাখ্যাও আমরা পেশ করেছি।

আমরা হুযায়ফা (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছি তাতেও কোন দলীল নেই যে, সফরে পূর্ণ নামায পড়া হবে। সে সফর কি ইবাদতের উদ্দেশ্য ছিলো নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিলো। কারণ এমনও হতে পারে যে, তা তার ব্যক্তিগত অভিমত যে, হজ্জকারী, উমরা পালনকারী কিংবা জিহাদে গমনকারী ব্যতীত কেউ নামায কসর করবে না, যেমনটা ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

١٦٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَرَى التَّقْصِيْرَ اِلاَّ لِحَاجٍّ اَوْ مُعْتَمِرٍ اَوْ مُجَاهِدٍ .

১৬৬৭। আবু বাকরা (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হজ্জ, উমরা ও জিহাদকারী ব্যতীত কারো জন্য কসর আছে বলে মনে করতেন না।

সম্ভবত হুযায়ফা (রা)-এর মাযহাবও এরূপ ছিল। তাই তিনি ইবরাহীম আত-তাইমীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যদি হজ্জ ও জিহাদ ছাড়া অন্য কারণে সফর করেন তাহলে যেন নামায কসর না করেন। সুতরাং তার এ হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য দলীল হওয়া থেকে বাদ পড়ে গেলো যিনি মনে করেন সফরে মুসাফির পূর্ণ নামায পড়বে।

এ বিষয়ে আমরা ইবনে উমার (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছি যেহেতু হায়্যান (র)-এর হাদীসে আছে যে, তিনি ইবনে উমার (রা)-কে কোন এক শহরে থাকাকালীন প্রশ্ন করে বললেন, আমি ইরাকী সেনাদলের সদস্য, সুতরাং কিভাবে নামায পড়বো? ইবনে উমার (রা) তাকে উত্তরে বলেছেন, তুমি যদি শহরে স্থায়ীভাবে থাকো তবে চার রাক্‌আত পড়বে, আর যদি মুসাফির হও তবে দুই রাক্‌আত পড়বে। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, শহরে থাকাবস্থায় মুসাফিরের নামায এরূপ হওয়াই তার মাযহাব।

সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাকে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তার জবাবে তিনি বললেন, তা হচ্ছে দুই রাক্‌আত। আর যে

www.pathagar.com

সুন্নাতের বিরোধিতা করে সে কুফরী করে। এ হলো শহর ব্যতীত অন্যত্র নামাযের বিষয়ে। তাই একে হায়্যান (র)-এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বলা যায় না। অতএব হায়্যান-এর হাদীস শহরে মুসাফিরের নামায বিষয়ক এবং সাফওয়ান (র)-এর হাদীস শহর ভিন্ন অন্যত্র মুসাফিরের নামায বিষয়ক। এ অনুচ্ছেদের শেষে আমরা দলীল বর্ণনা করবো ইনশায়াল্লাহ। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে যা বর্ণিত আছে তা নিম্নরূপ ঃ

١٦٦٨- فَانَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةُ عَلى اَنْ تُصَلّىَ فِى السَّفَرِ اَرْبَعًا فَقَالَ تَاَوَّلَتْ مَا تَاَوَّلَ عُثْمَانُ فِىْ اِتْمَامِ الصَّلوةِ بِمِنى .

১৬৬৮। আবু বাকরা (র)... ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-কে বললাম, কিসের ভিত্তিতে আয়েশা (রা) সফরে চার রাক্আত নামায পড়ার কথা বলতেন? তিনি বললেন, উসমান (রা) মিনায় পরিপূর্ণ নামাযের বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনিও সেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

উসমান (রা) মিনায় নামায পূর্ণ করার অনুকূলে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা তা উল্লেখ করেছি। সে বিষয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, ঐ স্থানে অবস্থানের (ইকামতের) নিয়াতের কারণে তিনি এমনটি করেছেন। যদি একই কারণে আয়েশা (রা) নামায পূর্ণ করে থাকেন তাহলে এমন হতে পারে যে, যেখানেই তার কাছে নামায উপস্থিত হতো সেখানেই তিনি ইকামতের নিয়াত করে ফেলতেন। ফলে তার উপর পরিপূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব হয়ে যেতো, সেজন্যই তিনি পরিপূর্ণ নামায পড়তেন।

অতএব তিনি নামায পূর্ণ করতেন মুকীমের নামাযের বিধান অনুসারে, মুসাফিরের নামাযের বিধান অনুসারে নয়। একদল আলেম বলেছেন, আয়েশা (রা)-এর মত অবলম্বনের কারণ হচ্ছে অন্য কিছু। তা হলো, আমি আবু বাকরা (র)-কে বলতে শুনেছি, আবু উমার (র) বলেছেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলতেন, যে স্থানেই আমি অবস্থান করি না কেন তা আমার কোন না কোন সন্তানের বাড়ি। তিনি সংশ্লিষ্ট স্থানকে নিজের বাড়ি বলে গণ্য করতেন এবং সেজন্যই নামায পূর্ণ করতেন।

আমার মতে এ বক্তব্য ভুল। কারণ আয়েশা (রা) যদি মুমিনদের মাতাসম, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুমিনদের পিতাসম। আর তিনি তো মুমিনদের কাছে আয়েশা (রা) অপেক্ষা অগ্রগণ্য। তিনি তাদের বাসস্থানে অবস্থান করতেন, তিনি তো এজন্য কসর পড়তে হয় এরূপ সফরের হুকুম থেকে বের হয়ে ইকামতের হুকুমে প্রবেশ করতেন না যাতে পূর্ণ নামায পড়তে হয়।

একদল আলেম বলেছেন, নামায কসর পড়ার ক্ষেত্রে আয়েশা (রা)-এর মাযহাব ছিল, যে ব্যক্তিকে সাথে খাদ্যদ্রব্যের বোঝা বহন করতে হয় তার জন্য কসর, যেমনটা উসমান (রা) সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করেছি। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এ

www.pathagar.com

ধরনের (পাথেয়সহ) সফর করতেন। যাই হোক উসমান ও আয়েশা (রা) সফরে পূর্ণ নামায পড়তেন। এখন আমরা বলতে চাই, এক্ষত্রে মূলনীতি কি এবং কিরূপ আমল করা উচিৎ? এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে–কোন লোক তার পরিবার-পরিজনের মাঝে নিজ এলাকায় থাকলে তার নামাযের ক্ষেত্রে আবাসে উপস্থিত ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য হয়, চাই তার আবাসে উপস্থিতি ভালো কাজ নিয়ে হোক অথবা মন্দ কাজ নিয়ে, এতে কিছু যায় আসে না। নির্দিষ্টভাবেই ইকামতের কারণে তার জন্য ওয়াজিব হবে নামায পূর্ণ করা, ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজের নিয়াতে উপস্থিতির কারণে নয়। অতঃপর সফর করলে সে ইকামতের হুকুম থেকে বেরিয়ে যাবে। এ বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। একদল আলেম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য কসরের হুকুম ভাল কাজের সফর ব্যতীত ওয়াজিব নয়। অন্যরা বলেছেন, উভয় অবস্থায় ব্যক্তির উপর কসরের হুকুম ওয়াজিব। যেহেতু ইকামতের অবস্থায় শুধু ইকামতের কারণেই ব্যক্তির উপর নামায পূর্ণ করা ওয়াজিব, ইবাদত বা অন্য কোন কারণে নয়, সেহেতু একইভাবে যুক্তিতে আসে যে, সফর অবস্থায় শুধু সফরের কারণেই কসরের হুকুম ওয়াজিব হবে, ইবাদত কিংবা অন্য কোন কারণে নয়। কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে আমরা এই ব্যাখ্যা করেছি।

যেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, শুধু সফরের কারণে কসর ওয়াজিব হয় অন্য কারণে নয়, সেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, ব্যক্তি শহর কিংবা অন্য কোথাও মুসাফির থাকাকালীন কসর করবে। কেননা সফরে রত অবস্থায় যে কারণে নামায কসর করা হয় শহরে প্রবেশের কারণে তা (সফরের হুকুম) থেকে বের হয় না। এ অনুচ্ছেদে আমরা যা বর্ণনা করলাম ও সঠিক বলে গণ্য করলাম তা ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٦٣-بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلَّى فِى السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَمْ لاَ

## ৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যানবাহনের উপর বেতের নামায পড়া যাবে কিনা?

١٦٦٩- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ .

১৬৬৯। ইউনুস (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্তুযান যে দিকে ফিরে থাকতো সেদিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং বাহনের উপর বেতেরের নামায পড়তেন, তবে বাহনের উপর ফরয নামায পড়তেন না।

١٦٧٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ

www.pathagar.com

أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَ لَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ .

১৬৭০। ইউনুস (র)... সাঈদ ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। আমি ভোর হওয়ার আশংকা করে বাহন থেকে নিচে নেমে বেতের নামায পড়লাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, প্রভাতের আশংকায় নিচে নেমে বেতের পড়লাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে তোমার জন্য কি অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় বেতের নামায পড়তেন।

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَبِى الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ . قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৭১। আবু বাকরা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যানবাহনের উপর বেতের নামায পড়তেন। ইবরাহীম ইবনে আবুল ওয়াযীর (র) বলেন, অপর সনদসূত্রে আবু মা'শার (র)... ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল লোক এ মাযহাব অবলম্বন করে বলেছেন, যানবাহনের উপর বেতের নামায পড়া মুসাফিরের জন্য দূষণীয় নয়, যেমনিভাবে অন্যসব নফল নামায পড়া যায়। তারা এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত এ সকল হাদীস এবং পরে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন। অন্যান্য আলেমগণ এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, কারো জন্য যানবাহনের উপর বেতের নামায পড়া জায়েয নয়, বরং ফরয নামাযের মত যমিনের উপর বেতের নামায পড়বে। এক্ষেত্রে তারা দলীল পেশ করেছেন নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা।

١٦٧٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ بِالْاَرْضِ وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ كَذٰلِكَ .

www.pathagar.com

১৬৭২। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বাহনের উপর নামায পড়তেন এবং যমিনে বেতের নামায পড়তেন এবং তার মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

প্রথমোক্ত বক্তব্যের অনুসারী আলেমগণ তাদের মতের স্বপক্ষে যে দলীল পেশ করেছেন এই হচ্ছে তার বিপরীত দলীল, যেমনটা আমরা ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি। ইবনে উমার (রা) থেকেও অন্য পন্থায় তার আমল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যা তার (দ্বিতীয় মতের) অনুকূল।

١٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلٰى بَعِيْرِهٖ اَيْنَ مَا تَوَجَّهَ بِهٖ فَاِذَا كَانَ فِى السَّحَرِ نَزَلَ فَاَوْتَرَ .

১৬৭৩। আবু বাকরা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) সফরে তার উটের পিঠে নামায পড়তেন যেদিকে তা যেতো সেদিকে ফিরে। যখন শেষ রাত হতো তখন অবতরণ করে বেতের নামায পড়তেন।

١٦٧٣(١)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৬৭৩(১)। আবু বাকরা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মধ্যে ইবনে উমার (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম ...অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٣(٢)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .

১৬৭৩(২)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

আলেমগণ বলেছেন, আমরা ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছি, ইবনে উমার (রা)-এর আমল সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছি তা প্রথমোক্ত মাযহাব অনুসারীদের মতের বিপরীত। প্রথমোক্ত মত প্রদানকারী আলেমদের দলীল এই যে, তারা যুহরী (র) বর্ণিত হাদীস-কে হানযালা (র) বর্ণিত হাদীস-এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। যমিনের উপর বেতের নামায পড়ার বিষয়ে (আলেমগণ) ইবনে উমার (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, যে আমলটি এমন হতে পারে যে, বাহনের উপর বেতের পড়া বৈধ যেমনিভাবে যমিনের উপর নফল পড়া বৈধ। আবার তার জন্য বাহনের উপর নফল নামায পড়া বৈধ। তাই বাহনের উপর তার নামায আদায় প্রমাণ করে যে, তার জন্য বাহনের উপর বেতের নামায পড়াও বৈধ। আর যমিনে তার নামায আদায় বাহনের উপর নামায আদায়কে নিষিদ্ধ করে না।

www.pathagar.com

١٦٧٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَرُبَّمَا نَزَلَ فَاَوْتَرَ عَلَى الْاَرْضِ .

১৬৭৪। ফাহদ (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বাহনের উপর বেতের পড়তেন, মাঝে মাঝে যমিনে নেমেও বেতের পড়তেন।

এমনও হতে পারে যে, মুজাহিদ (র) তাকে যমিনে বেতের পড়তে দেখেছেন, কিন্তু তিনি জানেন না বাহনে বেতের পড়ার বিষয়ে তার মাযহাব কি? ফলে তিনি যমিনে তাকে বেতের পড়তে দেখে সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। যমিনে তার বেতের আদায় মাঝেমধ্যে বাহনের উপর তার বেতের আদায়ের পরিপন্থী নয়। অতঃপর সালেম, নাফে ও আবুল হুবাব (র) তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বাহনের উপর বেতের পড়তেন। এক্ষেত্রে আমাদের নিকট লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, এমনও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতেরের বিধান কঠোর হওয়ার পূর্বে বাহনের উপর তা আদায় করতেন। পরবর্তীতে হুকুমটি স্থায়ী হয়ে গেলো এবং তা পরিত্যাগের অবকাশ থাকলো না। এ বিষয়ে তাঁর বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

١٦٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ الْغَافِقِىُّ عَنْ عَمِّهِ اَيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَوْمٰى اِلَيْهَا اَنْ تَنَحِّىْ وَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةٌ زِدْتُمُوْهَا .

১৬৭৫। আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নামায পড়তেন, আর আয়েশা (রা) তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন। তিনি বেতের নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তাকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করতেন এবং বলতেন ঃ এ নামায তোমাদেরকে অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে।

١٦٧٥(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৭৫(১)। আবদুর রহমান ইবনুল জারূদ (র)... মূসা ইবনে আইউব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٧٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ خَارِجَةَ

www.pathagar.com

بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الْوِتْرُ الْوِتْرُ .

১৬৭৬। ইউনুস (র)... খারিজা ইবনে হুযাফা আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের উট অপেক্ষাও উত্তম। তা হচ্ছে এশার নামায থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেতের নামায, বেতের নামায।

١٦٧٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৭৬(১)। ইবনে মারযূক (র)... ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর একই সনদে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ اَبَا تَمِيْمٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ الْجَيْشَانِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلٰوةً فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ الْوِتْرَ الْوِتْرَ اَلاَ وَاِنَّهُ اَبُوْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ قَالَ اَبُوْ تَمِيْمٍ فَكُنْتُ اَنَا وَاَبُوْ ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ فَاَخَذَ اَبُوْ ذَرٍّ بِيَدِيْ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى اَبِيْ بَصْرَةَ فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِيْ يَلِيْ دَارَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا اَبَا بَصْرَةَ اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الْوِتْرَ الْوِتْرَ فَقَالَ اَبُوْ بَصْرَةَ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ تَقُوْلُ سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ نَعَمْ .

১৬৭৭। আলী ইবনে শাইবা (র)... আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যকার একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায দিয়েছেন। তোমরা সে নামায পড়ো এশার নামায ও ভোরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে। তা হচ্ছে বেতের, বেতের। তিনি ছিলেন আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)। আবু তামীম (র) বলেন, আমি ও আবু যার (রা) বসা ছিলাম। আবু যার (রা) আমার হাত ধরলেন এবং আমরা

www.pathagar.com

আবু বাসরা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে আমর ইবনুল আস (রা) -এর ঘরের নিকটবর্তী দরজার পাশে পেলাম। আবু যার (রা) বললেন, হে আবু বাসরা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন। অতএব তোমরা তা এশার নামায ও সুবহে সাদিক প্রকাশ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পড়ো এবং সেটা হচ্ছে বেতের নামায, বেতের নামায। আবু বাসরা (রা) বললেন, হাঁ। আবু যার (রা) বললেন, আপনি কি তা শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনি কি বলছেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি? তিনি বললেন, হাঁ।

এ হাদীসগুলোতে বেতেরের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কাউকে তা পরিত্যাগের সুযোগ দেয়া হয়নি। ইতিপূর্বে এরূপ তাকিদ ছিলো না। সুতরাং এমন হতে পারে যে, বাহনের উপর বেতের নামায পড়ার ব্যাপারে ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন—তার থেকে সেটা বর্ণিত হয়েছে এ বিষয়ে তাকিদ আসার পূর্বে, অতঃপর তাকিদের মাধ্যমে তা রহিত করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত হচ্ছে—দাঁড়াতে সক্ষম হলে কোন ব্যক্তির জন্য বসে ফরয নামায পড়া বৈধ নয় এবং সফরে বাহনের উপর সে নামায পড়া বৈধ নয় যদি দাঁড়ানোর ও অবতরণের সুযোগ থাকে।

আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, যে ব্যক্তি যমিনে বসে নফল নামায পড়তে পারে সে সফরে বাহনের উপর সেই নামায পড়তে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে এ (নফল) নামায বসে পড়তে পারে সে সফরে বাহনের উপর এ নামায পড়ার বৈধতা পায়। আর যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার কারণে কোন নামায বসে পড়ার বৈধতা পায় না সে সফর অবস্থায় সেই নামায বাহনের উপর আদায় করার অধিকার রাখে না। নামাযের বিষয়ে এ হচ্ছে সর্বসম্মত মূলনীতি।

আলেমদের ঐকমত্য অনুসারে কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হলে যমিনে বসা অবস্থায় তার জন্য বেতের নামায পড়া বৈধ নয়। সেই যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায়, সফরে যে ব্যক্তি অবতরণ করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম সে বাহনের উপর নামায পড়বে না। এসব দিক বিবেচনায় আমার মতে, বাহনের উপর বেতের নামায পড়ার বিষয়টি রহিত বলে সাব্যস্ত হলো। তবে এখানে এমন কোন দলীল পেশ করা হয়নি যার দ্বারা বুঝা যেতে পারে, তা (বেতের) ফরয নাকি নফল। আর এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٦٤-بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِىْ صَلٰوتِه فَلاَ يَدْرِىْ اَثَلاَثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا

## ৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার নামায নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে এবং বুঝতে পারছে না যে, তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত?

١٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

www.pathagar.com

اذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الشَّيْطَانُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ فَلاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহ্‌রিয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে তার নামাযে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। ফলে সে বুঝতে পারে না কয় রাক্‌আত নামায পড়েছে? তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٦٧٨(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৭৮(১)। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٧٨(٢)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৭৮(২)। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٦٧٨(٣)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىٰ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلاَثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৭৮(৩)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ে বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাক্‌আত পড়েছে না চার রাক্‌আত ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨(٤)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৭৮(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨(٥)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১৬৭৮(৫)। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨(٦)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১৬৭৮(৬)। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ অতঃপর সালাম ফিরাবে।

١٦٧٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ وَلّٰى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يَلْتَمِسُ الْخِلَاطَ فَاِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ مَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৭৯। ফাহদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছু হটে। নামায শুরু হলে সে তালগোল পাকানোর চেষ্টা করে। অতঃপর সে তোমাদের কারো কাছে এসে আকাঙ্ক্ষা জাগায় এবং তার প্রয়োজনীয় এমন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয় যা সে স্মরণ করতে পারছিলো না। ফলে বুঝতে পারে না সে কত রাক্‌আত নামায পড়েছে। তাই তোমাদের কেউ এমনটা অনুভব করলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِلاَلُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلاَثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৮০। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামায পড়ার সময় বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাক্‌আত পড়েছে না চার রাক্‌আত, তবে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

www.pathagar.com

## পর্যালোচনা

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এই মত অবলম্বন করে বলেছেন, এ হুকুম তার জন্য যে নামাযরত অবস্থায় সন্দেহে পতিত হয় এবং বেশি পড়েছে না কম পড়েছে তা বুঝতে না পারে। তাহলে সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে, এর বেশি কিছু তার উপর ওয়াজিব নয়।

অপর একদল আলেম এক্ষেত্রে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, সে বরং কম সংখ্যাকে ভিত্তি বানাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানতে না পারবে সে কতো রাক্‌আত পড়েছে? যেসব আলেম বলেছেন, ঐ দু'টি সিজদা ব্যতীত নামাযীর উপর কিছুই ওয়াজিব নয় এ বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এক্ষত্রে আরো কথা আছে। তিনি নামাযীর উপর দুই সিজদার পূর্বে নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করাকে আবশ্যকীয় করেছেন। সে চিন্তা করে দেখবে কতো রাক্‌আত পড়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করবে। এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

١٦٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْمَكِّيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُذَاكِرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمْرَ الصَّلٰوةِ فَاَتٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِى النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِى الزِّيَادَةِ.

১৬৮১। আলী ইবনে শাইবা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে নামাযের ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে বলেন, আমি কি আপনাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ে যদি কম হওয়ার সন্দেহ করে তাহলে সে যেন বেশি পড়ার সন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকে।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّجُلِ اِذَا

www.pathagar.com

نَسِىَ صَلٰوتَهُ فَلَمْ يَدْرِ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ مَا اَمَرَ فِيْهِ قَالَ قُلْتُ مَا سَمِعْتَ اَنْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ فِيْهِ شَيْئًا وَلاَ سَاَلْتُ عَنْهُ اِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ فِيْمَا اَنْتُمَا فَاَخْبَرَهُ عُمَرُ فَقَالَ سَاَلْتُ هٰذَا الْفَتٰى عَنْ كَذَا فَلَمْ اَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ لٰكِنَّ عِنْدِىْ لَقَدْ سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرِّضٰى فَمَاذَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَشَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا شَكَّ فِى الثَّلاَثِ اَوِ الْاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ .

১৬৮২। ইবনে আবু দাঊদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট বসলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু শুনেছো যে নামায পড়ে ভুলে যায় এবং জানে না যে, সে কম পড়েছে না বেশি পড়েছে? তার ব্যাপারে তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আপনি কি শুনেছেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আমি এ বিষয়ে তাঁর থেকে কিছু শুনিনি, জিজ্ঞাসাও করিনি। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এলেন এবং বললেন,আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন? উমার (রা) তাকে বিষয়টি জানিয়ে বললেন, এ যুবককে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তার কাছে কোন তথ্য পাইনি। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, কিন্তু আমার কাছে আছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা শুনেছি। উমার (রা) বললেন, আপনি আমাদের কাছে ন্যায়পরায়ণ ও মান্যবর, আপনি কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি তার নামায নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়, এক রাক্আত বা দুই রাক্আতের মধ্যে সন্দেহ করে, তবে যেন এক রাক্আত ধরে নেয়। যদি সে তিন অথবা চার রাক্আতের মধ্যে সন্দেহ করে তবে যেন তিন রাক্আত ধরে নেয়, যতক্ষণ না বেশির ব্যাপারে প্রবল ধারণা জন্মে, অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে।

١٦٨٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهْبُ اللّٰهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلاَثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَيَدَعُ الشَّكَّ فَاِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ نَقَصَتْ فَقَدْ اَتَمَّهَا

وكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغُمَانِ لِلشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَ مَا زَادَ وَسَجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ .

১৬৮৩। রবী‘ আল-জীযী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামায পড়ে বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাক্‌আত পড়লো না চার রাক্‌আত, তবে যেন দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সন্দেহ পরিত্যাগ করে। যদি নামায কম হয়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে এবং দুইটি সিজদা হবে শয়তানকে অপমানের জন্য। যদি নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত নামায ও দুই সিজদা তার জন্য নফল হয়ে গেলো।

١٦٨٣(١)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ .

১৬৮৩(১)। ইউনুস (র)... যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

١٦٨٣(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا الْمَاجِشُوْنُ عَنْ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ .

১৬৮৩(২)। ইবনে আবু দাউদ (র)... যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'সালাম ফিরানোর পূর্বে' কথাটি বলেননি।

١٦٨٣(٣)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيْدٍ .

১৬৮৩(৩)। ইউনুস (র)... যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আবু সাঈদ (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ সকল হাদীসে প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অতিরিক্ত বক্তব্য আছে। কারণ এ হাদীসগুলো কম সংখ্যক (রাক্‌আত)-এর উপর ভিত্তি করা ও এরপর দুই সিজদা ওয়াজিব করে দেয়। তাই এসব হাদীস অনুযায়ী আমল করা পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য। কারণ এগুলো সেগুলোর চেয়ে বাড়তি (বিধান) পেশ করেছে।

www.pathagar.com

অপর একদল আলেম বলেছেন, এক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে নামাযী তার প্রবল ধারণার প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুসারে আমল করবে এবং সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা করবে। যদি এক্ষেত্রে তার প্রবল ধারণা না জাগে এবং দোদুল্যমান থাকে তবে কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাকি নামায পড়ে নিবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

١٦٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاِنْ كَانَتِ التَّطَوُّعُ اسْتَقْبَلْتُ وَاِنْ كَانَتْ فَرِيْضَةٌ سَلَّمْتُ وَسَجَدْتُ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১৬৮৪। আবু বাকরা (র)... মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-কে নামাযের মধ্যকার সন্দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমার ব্যাপারটি হলো এই, যদি নফল নামায হয় তবে সামনে অগ্রসর হই। আর যদি ফরয নামায হয় তাহলে সালাম ফিরিয়ে (সাহু) সিজদা করি। রাবী বলেন, আমি বিষয়টি ইবরাহীম (র)-কে বললাম। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে যুবাইর (র)-এর অভিমত দিয়ে তুমি কি করবে? আমাকে তো আলকামা (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন নামাযে ভুল হয়ে যায় তবে সে যেন চিন্তা-ভাবনা করে এবং দু'টি সিজদা করে।

١٦٨٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ .

১৬৮৫। রবী' আল-মুআযযিন (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে যদি বুঝতে না পারে যে, তিন রাক্‌আত পড়েছে নাকি চার রাক্‌আত, তাহলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য চিন্তাভাবনা করে। অতঃপর সে নামায পূর্ণ করবে, সালাম ফিরাবে, ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

www.pathagar.com

١٦٨٥(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَيَتَشَهَّدُ .

১৬৮৫(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেননি 'এবং তাশাহ্হুদ পড়বে'।

١٦٨٥(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৮৫(২)। আবু বাকরা (র)... মানসূর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এসব হাদীসে চিন্তা-ভাবনা করে আমল করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসসমূহের সঠিক তাৎপর্যের বিচারে এরূপ আমলই ওয়াজিব করে দেয়। কারণ চিন্তা-ভাবনা করে আমল না হলে এ হাদীসের বক্তব্য অর্থহীন এবং হাদীসটিও নাকচ হয়ে যায়। আর যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করা অবধারিত হয় এবং কোন একদিকে প্রবল ধারণা না হওয়ার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক রাক্আতের উপর ভিত্তি করা হয় তাহলে এই অবস্থায় আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), আবু সাঈদ (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীসের অর্থ ঠিক থাকে। এই অবস্থায় প্রতিটি হাদীস একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে, যা অন্যটি বহন করে না। আরো এই যে, ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য বহনকারী হাদীসসমূহের একটি অভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা উত্তম বিপরীত অর্থ গ্রহণ করার তুলনায়। যদি সমন্বয় সাধন করা না যায় সে হাদীস স্ব-অবস্থায় রেখে দিতে হবে। হাদীসের সঠিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে এই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের হুকুম। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। যে সকল হাদীস তাদের (তৃতীয় মতাবলম্বী আলেমদের) মাযহাবকে সঠিক প্রমাণিত করে তন্মধ্যে এ অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করেছি। অতঃপর তিনি (আবু হুরায়রা) নিজের ধারণা মতো বলেছেন যে, সে (নামাযী) চিন্তা-ভাবনা করবে।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شَيْخٌ اَحْسِبُهُ اَبَا زَيْدٍ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اِدْرِيْسُ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِى الْوَهْمِ يَتَحَرَّى.

১৬৮৬। ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে (নামাযী) চিন্তা-ভাবনা করবে।

আবু সাঈদ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٦٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى اَثَلاَثًا اَمْ اَرْبَعًا فَقَالاَ يَتَحَرَّى اَصْوَبَ ذٰلِكَ فَيُتِمُّهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৮৭। আবু বাকরা (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, ইবনে উমার ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে ভুলে যায় এবং নামায তিন রাক্‌আত নাকি চার রাক্‌আত পড়েছে তা বুঝতে পারে না। তারা বলেন, ঐ ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা-ভাবনা করে নামায পূর্ণ করবে, অতঃপর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ فِي الْوَهْمِ يَتَحَرَّى قَالَ قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৮৮। আবু উমায়্যা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে (নামাযী) চিন্তা-ভাবনা করবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ থেকে।

নবী ﷺ থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বরাতে আমরা যা বর্ণনা করলাম তা প্রমাণ করে যে, এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন নামাযী বুঝতে না পারে সে তিন রাক্‌আত পড়লো না কি চার রাক্‌আত? যদি তার অন্তরে একটির চেয়ে অপরটির ব্যাপারে ধারণা প্রবল হয়, তাহলে সে তদনুসারে আমল করবে। আবু সাঈদ (রা) থেকে যা বর্ণিত আছে, তিনি নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন এবং নবী ﷺ-এর পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি যে জবাব দিয়েছেন এ দু'টির মাঝে সমন্বয় সাধন শেষোক্ত মত পোষণকারীদের অনুকূলে, তাদের বিরোধীদের বক্তব্যের অনুকূলে নয়। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও চিন্তা-ভাবনার বিষয়ে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٦٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَهُ .

১৬৮৯। আবু বাকরা (র)... আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ

www.pathagar.com

فِىْ صَلاَتِه فَلْيَتَوَخَّ الَّذِىْ يَظُنُّ اَنَّهُ نَسِىَ مِنْ صَلاَتِه فَلْيُصَلِّه وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৯০। ইউনুস (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, তোমাদের কেউ যখন তার নামায নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়, সে যেন চিন্তাভাবনা করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার নামাযের কিছু অংশ সে ভুলে গেছে তাহলে বাকি নামায পড়ে নিবে এবং বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

١٦٩٠(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৯০(১)। ইউনুস (র)... সালেম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِى الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لِيَتَوَخَّ اَحَدُكُمُ الَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ نَسِىَ مِنْ صَلاَتِه فَلْيُصَلِّه .

১৬৯১। ইউনুস (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে নামাযের মধ্যে ভুলে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, তোমাদের যে কেউ চিন্তাভাবনা করে যদি ধারণা করে যে, তার নামাযের কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিলো। তাহলে সে যেন তা পড়ে নেয়।

١٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى التَّحَرِّىْ فِى الشَّكِّ فِى الصَّلٰوةِ بِمِثْلِ مَا فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ نَفْسَهُ .

১৬৯২। মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে নামাযের রাক্আত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার বিষয়ে ইবনে ওয়াহ্ব (র) কর্তৃক মালেক (র)-এর সূত্রে উমার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীস এবং ইবনে ওয়াহ্ব (র) কর্তৃক স্বয়ং উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।

যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে বলা যায়, আমরা এক্ষেত্রে সর্বসম্মত মূলনীতি লক্ষ্য করেছি যে, নামাযী ব্যক্তি নামাযে প্রবেশের পূর্বে তার উপর চার রাকআতের দায়িত্ব ছিল। যখন সন্দেহ হলো যে, সে তার কিছু অংশ পড়েছে তখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক হলো, যেন সে

বুঝতে পারে তার হুকুম কি হবে? এমতাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, সে যদি সন্দেহ করে যে, সে পুরা নামায পড়েছে কিনা, তাহলে তার কর্তব্য হবে পুরা নামায পড়ে নেয়া, যাতে নিশ্চিত হয় যে, সে পুরা নামায পড়েছে। এক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করে তদনুযায়ী আমল করার অবকাশ নাই। নামাযের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের যুক্তি প্রযোজ্য। যেগুলো তার উপর ফরয ছিল, আর তা সম্পাদন করা তার কর্তব্য যেন সে নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, সে তা সম্পাদন করেছে।

কোন প্রশ্নকারী হয়ত বলতে পারে, কারো উপর তখনই ফরয আরোপিত হয় যখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, কাজটি তার জন্য ফরয। জবাবে তাকে বলা হবে, সকল ইবাদতের অবস্থা এরূপ নয়। কারণ আমাদের দ্বারা ইবাদত হওয়া কর্তব্য। যেমন শা'বান মাসের ত্রিশ তারিখ যদি আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে, তাহলে সেটা রমযান মাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফলে রোযা রাখা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার তা শা'বান মাস হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, ফলে ঐ রোযা আমাদের উপর আবশ্যক হয় না। আমাদের উপর কোন রোযা ওয়াজিব হয় না যতক্ষণ আমরা নিশ্চিতভাবে না জানি যে, তা রমযান মাস যাতে আমাদের রোযা রাখতে হয়। অনুরূপভাবে আমরা রমযানের শেষে দেখতে পাই যে, ত্রিশ তারিখ যদি আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন রমযান মাস হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই আমাদের উপর সে দিনের রোযা ওয়াজিব হয়। আবার সে দিনটি শাওয়াল মাস হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। তখন আমাদের উপর সে দিনের রোযা ওয়াজিব থাকে না। কেননা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখা ফরয হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে কোন কিছুতে প্রবেশ করে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত তা থেকে বের হতে পারে না। অতএব এখানে যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে নামাযে প্রবেশ করলো তার জন্য এমন নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া সেই নামায থেকে বের হওয়া বৈধ নয় যে জ্ঞান তার বের হওয়াকে বৈধ করতে পারে।

শা'বান ও রমযান মাসের মেঘলা অবস্থার হুকুম সম্পর্কে আমরা যে দলীল পেশ করেছি সেগুলো নবী ﷺ থেকে মুতাওয়াতির পন্থায় বর্ণিত হয়ে এসেছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়ে আরো যা বর্ণিত আছে তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

١٦٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَعْجَبُ مِنَ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ قَبْلَ رَمَضَانَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ .

১৬৯৩। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি নিশ্চয় আশ্চর্য হচ্ছি তাদের ব্যাপারে যারা রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন ঃ তোমরা নতুন চাঁদ

www.pathagar.com

দেখে রোযা রাখো এবং নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি তোমাদের কাছে (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ (দিন) পূর্ণ করো।

١٦٩٣(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৯৩(১)। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٦٩٣(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৯৩(২)। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٣(٣)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عِكْرِمَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৯৩(৩)। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ رَاَيْنَا هِلاَلَ رَمَضَانَ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِذَا اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ .

১৬৯৪। আবু বাকরা (র)... আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রমযানের চাঁদ দেখে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট একজন লোক পাঠালাম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার মেয়াদ (এক চন্দ্রোদয় থেকে পরবর্তী চন্দ্রোদয় পর্যন্ত) নির্দিষ্ট করেছেন। যদি তোমাদের কাছে (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তোমরা সংখ্যা (ত্রিশ) পূর্ণ করো।

www.pathagar.com

١٦٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ فَاَقْدِرُوْا لَهُ .

১৬৯৫। নাসর ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি তোমাদের কাছে (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন থাকে (চাঁদ দেখায় অন্তরাল থাকে) তাহলে তা (ত্রিশ) পূর্ণ করো।

١٦٩٥(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬৯৫(১)। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٥(٢)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৯৫(২)। ইউনুস (র)... ইবনে উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٥(٣)- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৯৫(৩)। হুসাইন ইবনে নাসর (র).. ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٥(٤)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৯৫(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (র)... সালেম (র)-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٥(٥)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ .

১৬৯৫(৫)। ইবনে মা'বাদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, "তাহলে তোমরা ত্রিশ পূর্ণ করো।"

١٦٩٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ مُجَاهِد بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيْ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَصُمْ ثَلاَثِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَرَى الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ .

১৬৯৬। ফাহদ (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ রমযান মাস আসলে তুমি ত্রিশটি রোযা রাখো। তবে (শাওয়ালের) চাঁদ যদি এর (ত্রিশ তারিখের) পূর্বে দেখো তাহলে ভিন্ন কথা।

١٦٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ .

১৬৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ আবু কুররা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি তোমাদের কাছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশটি গণনা করো।

١٦٩٧(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

১৬৯৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা (র).. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন ঃ ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٩٧(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৬৯৭(২)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٦٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ

www.pathagar.com

قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُخْتَلَفُ فِيْهِ يَقُوْلُ فِرْقَةٌ مِّنْ شَعْبَانَ وَيَقُوْلُ فِرْقَةٌ مِّنْ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৬৯৮। ইবনে আবু দাউদ (র)... কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে দিনটি নিয়ে মানুষ মতভেদ করে, যেমন একদল বলে শা'বান, অন্যদল বলে রমযান, সেদিন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ...অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ اَوْ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَقَدَّمُوْا هٰذَا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ .

১৬৯৯। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... নবী ﷺ-এর কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা এ (রমযান) মাসকে চাঁদ দেখা কিংবা সংখ্যা পূর্ণ করা ব্যতীত এগিয়ে নিয়ে এসো না এবং চাঁদ না দেখে কিংবা সংখ্যা পূর্ণ না করে রোযা সমাপ্ত করো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত রোযাহীন অবস্থা থেকে বের হওয়ার (রোযা রাখার) নির্দেশ দেননি যার মধ্যে তারা নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি তাদেরকে রোযা থেকে বের হওয়ার নির্দেশও দেননি নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত, যাতে তারা প্রবেশ করেছিলো নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে। যুক্তিতেও এমনটিই আসে যে, যে ব্যক্তি নিশ্চিত বাধ্যতামূলক জেনে নামাযে প্রবেশ করলো, সে নিশ্চিতভাবে এ কথা না জেনে তা থেকে বের হতে পারবে না যে, তা তার উপর বাধ্যতামূলক নয়।

## ٦٥-بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ فِى الصَّلٰوةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ اَوْ بَعْدَهُ

## ৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পূর্বে না পরে?

١٧٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَنَسِىَ اَنْ يَّقْعُدَ فَمَضٰى فِىْ قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ .

www.pathagar.com

১৭০০। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি বসতে ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় রাক্আত শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায অব্যাহত রাখলেন। অতঃপর নামাযশেষে তিনি দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧٠٠(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭০০(১)। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীসে 'নামাযশেষে' কথাটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তাই এমনও হতে পারে যে, তার অর্থ হচ্ছে সালাম। আবার এমনও হতে পারে যে, তার অর্থ 'তাশাহ্হুদ থেকে সালামের পূর্ব পর্যন্ত সময়'। এ ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত হাদীস পেলাম।

١٧٠١- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ بِهِمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ .

১৭০১। ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি (নবী ﷺ) নামাযশেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিলেন এবং প্রত্যেক সিজদায় তাকবীর বললেন। তাঁর সাথের লোকজনও দু'টি সিজদা দিলো বসতে ভুলে যাওয়ার কারণে।

١٧٠١(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَعَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ .

১৭০১(১)। ইউনুস (র)... ইবনে বুহাইনা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٧٠١(٢)- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭০১(২)। রবী' আল-জীযী (র)...আয-যুহরী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٧٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً نَظُنُّ اَنَّهَا الْعَصْرُ فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭০২। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আমাদের মতে সেটা ছিলো আসরের নামায। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতশেষে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাম ফিরানোর পূর্ববর্তী সময়ে বসা অবস্থায় তিনি দু'টি সিজদা দিলেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ সকল হাদীসে আমরা যা বর্ণনা করলাম তার দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, এ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসগুলোতে উল্লেখিত 'নামাযশেষে' অর্থ হচ্ছে সালাম ফিরানোর পূর্বে।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ مَوْلٰى فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا كَانَ فِيْ اٰخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১৭০৩। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... উসমান (রা)-এর মুক্তদাস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ হয়ে এলে সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি দু'টি সিজদা দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

www.pathagar.com

١٧٠٣(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭০৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আজলান (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ হাদীসগুলোর ভিত্তিতে বলেন, এভাবেই নামাযে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করতে হয়। অপর একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, নামাযে কমতির কারণে যে সাহু সিজদা দিতে হয় তা সালাম ফিরানোর পূর্বে। যেমনটা ইবনে বুহাইনা ও মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসে আছে। আর নামাযের মধ্যে বেশী কিছু করার কারণে যে সাহু সিজদা দিতে হয় তা সালাম ফিরানোর পরে। এক্ষেত্রে তারা যুলইয়াদাইনের সংবাদ সংশ্লিষ্ট আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস, খিরবাক ও ইবনে উমার (রা)-এর হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন, যাতে সালাম ফিরানোর পরে নবী ﷺ-এর সিজদা করা সম্পর্কে বর্ণনা আছে। এতদসংক্রান্ত আরো হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٧٠٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَجَدَ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ يَعْنِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ .

১৭০৪। রবী' আল-মুআযযিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুল-ইয়াদাইনের (সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার) দিন সিজদা দিয়েছেন সালাম ফিরানোর পর অর্থাৎ দু'টি সাহু সিজদা।

যুল-ইয়াদাইনের হাদীস ও তার অবস্থা, নামাযরত অবস্থায় কথা বলা সংক্রান্ত (৬৬ নং) অনুচ্ছেদে (হাদীস নং ১৭২০-১৭২৩) আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অপর একদল আলেম এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, নামাযে কম-বেশী হওয়ার কারণে যে সিজদা ওয়াজিব হয় তা সালাম ফিরানোর পরেই আদায় করতে হয়। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

١٧ ٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَهَا فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ .

www.pathagar.com

১৭০৫। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং ভুল করে দুই রাকআতের পর দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা সুবহানাল্লাহ বললাম, কিন্তু তিনি নামায পড়তে থাকলেন। নামাযশেষে তিনি সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧٠٥(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭০৫(১)। আলী ইবনে শাইবা (র)... ইয়াযীদ (র) একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٥(٢)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ اَنَا الْمُغِيْرَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৭০৫(২)। আবু বাকরা (র)... আল-মুগীরা (রা) থেকে রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَالِكٍ الرُّوَاسِيُّ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يُحَدِّثُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ سَهَا فِى السَّجْدَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فَسُبِّحَ بِهِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا حَتّٰى صَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭০৬। আবু বাকরা (র)... আমের (র) থেকে বর্ণিত। আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) প্রথম দুই রাক্আত পড়ার পর (বসতে) ভুল করলে তাতে সুবহানাল্লাহ বলা হলো। তিনি সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চার রাক্আত নামায পূর্ণ করলেন। অতঃপর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিয়ে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।

١٧٠٦(١)- حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ مِثْلَهُ .

১৭০৬(১)। মুবাশশির (র)... আল-মুগীরা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٧٠٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ قُوْمُوْا فَلَمَّا قَضٰى

صَلاَتَهُ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَتَمَّ اَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ .

১৭০৭। হুসাইন ইবনে নাসর (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (ভুল করে) দুই রাক্‌আত শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার পিছনের লোকজন সুবহানাল্লাহ্ বললো। তিনি তাদেরকে দাঁড়িয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। নামায শেষ করে তিনি ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিলেন, অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলে সে যেন নামায পড়ে ফেলে এবং ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দেয়। আর সে যদি পরিপূর্ণভাবে না দাঁড়ায় তাহলে যেন বসে পড়ে, তার উপর কোন সাহু সিজদা নেই।

١٧٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَائِمًا فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاَوْمٰى وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَوٰى قَائِمًا مِنْ جُلُوْسِهِ فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ فَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلْيَمْضِ فِىْ صَلاَتِهِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭০৮। ইবনে মারযূক (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং দুই রাক্‌আতশেষে (না বসে) পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা সুবহানাল্লাহ্ বললাম, তিনি তখন ইঙ্গিত করলেন ও সুবহানাল্লাহ্ বললেন এবং তার নামায পড়তে থাকলেন। নামাযশেষে তিনি সালাম ফিরিয়ে (ভুলের জন্য) বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিলেন, এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়তে গিয়ে বসা থেকে (না বসে) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর নামায পড়তে থাকলেন। নামায শেষ হলে বসা অবস্থায় তিনি দু'টি সিজদা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে গিয়ে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং সোজা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে বসে পড়বে এবং তাকে দু'টি সিজদা দিতে হবে না। আর সে যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার নামায পড়তে থাকবে এবং বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিবে।

www.pathagar.com

**পর্যালোচনা**

এই মুগীরা (রা)-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নামাযে কমতির কারণে তিনি (ﷺ) সালামের পর সাহু সিজদা দিয়েছেন। আর এ সকল হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। এমন হতে পারে যে, ইবনে বুহাইনা ও মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা দেয়ার বিষয়ে যা আমরা উল্লেখ করেছি তা সকল ভুলের জন্যই প্রযোজ্য, যেগুলো নামাযে ঘটতে পারে, চাই কমের কারণে হোক কিংবা বেশির কারণে। আবার এমনও হতে পারে যে, মুগীরা (রা)-এর হাদীসে সালামের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিজদার বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তা এমন সকল ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কম-বেশি হওয়ার কারণে নামাযীর উপর ওয়াজিব হয়।

আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, ইমরান, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমার (রা)-এর হাদীসে সালামের পর নবী ﷺ-এর সিজদার বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তা ভুলক্রমে নামাযে বেশি করার কারণে ওয়াজিব হয়। এমনও হতে পারে যে, ভুলের জন্য যেখানেই সিজদা ওয়াজিব হয় সেখানেই সিজদা দিবে। এখানে কম-বেশির জন্য সিজদা দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা উদ্দেশ্য নয়।

আবার এটাও হতে পারে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যুল-ইয়াদাইনের (ঘটনার) দিন নবী ﷺ-এর সাহু সিজদায় শরীক ছিলেন। সেটি ছিলো নামাযের মধ্যে বেশি করার কারণে। তাই তিনি সেই সিজদা সালাম ফিরানোর পর করেছেন। আমরা নবী ﷺ-এর পরেও উমার (রা)-কে দেখতে পাই যে, তিনি নামাযে কমতির কারণে সালাম ফিরানোর পর সিজদা দিয়েছেন।

١٧٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأْ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى شَيْئًا فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَةُ قَرَأَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةٍ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

১৭০৯। সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আবদুর রহমান ইবনে হানযালা ইবনুর রাহেব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মাগরিবের নামায পড়লেন এবং প্রথম রাকআতে কিছুই পড়লেন না। দ্বিতীয় রাকআতে এসে তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা দুইবার পড়লেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিলেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহু সিজদা, নামায অতিরিক্ত করার কারণে যে আমল তিনি করেছেন এবং ভুলের কারণে সালাম ফিরানোর পর করেছেন তা এই বিষয়ের দলীল

www.pathagar.com

যে, সকল সাহু সিজদার বিধান একইরূপ। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা)-ও এমনটিই করেছেন।

١٧١٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيَانٍ اَبِىْ بِشْرٍ الْاَحْمَسِىِّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فَقَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَضٰى فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ .

১৭১০। সুলায়মান (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে মালেক (রা) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি প্রথম দুই রাক্আতশেষে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলে লোকজন সুবহানাল্লাহ্ বললো তিনিও সুবহানাল্লাহ্ বললেন। অতঃপর তিনি তার নামায পড়তে থাকলেন এবং সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনুয যুবাইর ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তারাও সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করেছেন।

١٧١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ السَّهْوُ اَنْ يَقُوْمَ فِىْ قُعُوْدٍ اَوْ يَقْعُدَ فِىْ قِيَامٍ اَوْ يُسَلِّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنَّهُ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ .

১৭১১। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহু (ভুল) হলো বসার স্থলে দাঁড়িয়ে যাওয়ায়, দাঁড়ানোর স্থলে বসে পড়ায় অথবা দুই রাক্আত শেষে (তিন বা চার রাক্আতবিশিষ্ট নামাযে) সালাম ফিরানোয়। এমন হলে নামাযী (শেষ রাকআতে) সালাম ফিরাবে, এরপর সাহু সিজদা করবে এবং তাশাহহুদ পড়বে ও পুনরায় সালাম ফিরাবে।

١٧١٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

১৭১২। রাওহ্ ইবনুল ফারাজ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করবে।

١٧١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ

www.pathagar.com

فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَقَامَ فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ قَالَ عَطَاءٌ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا فَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اَحْسَنَ وَاَصَابَ .

১৭১৩। ফাহদ (র)... আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি দুই রাকআতে সালাম ফিরালে লোকজন সুবহানাল্লাহ বললো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায শেষ করলেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা দিলেন। আতা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে ইবনুয যুবাইর (রা) যা করেছেন তা তাকে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তিনি চমৎকার করেছেন, ঠিকই করেছেন।

١٧١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِمْ فَقَضٰى مَا عَلَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

১৭১৪। আবু বাকরা (র)... ইউসুফ ইবনে মাহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তিনি প্রথম দুই রাক্আত শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা তার উদ্দেশ্যে সুবহানাল্লাহ পড়লাম। তিনিও সুবহানাল্লাহ বললেন, তবে লোকজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧١٤(١)- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭১৪(১)। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু বিশর (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَهِمُ فِىْ صَلَاتِهِ لَا يَدْرِىْ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১৭১৫। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার নামাযের ব্যাপারে সন্দিহান, কম পড়েছে নাকি বেশি পড়েছে তা বুঝতে পারে না, তার সম্পর্কে তিনি বলেন, সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা দিবে।

www.pathagar.com

١٧١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاَوْهَمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ .

১৭১৬। ইবনে মারযূক (র)... দামরা ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর পিছনে নামায পড়লেন। তার সন্দেহ হলে তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَاسْتَتَمَّ اَرْبَعًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِذَا وَهَمْتُمْ فَافْعَلُوْا هٰكَذَا .

১৭১৭। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতশেষে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরা তাতে সুবহানাল্লাহ বললো। তিনি চার রাক্‌আত পূর্ণ করে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা দিলেন, অতঃপর বললেন, কেউ সন্দিহান হল যেন এরূপ করে।

এই ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) খিরবাক (রা)-এর ঘটনার দিন সালামের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায বেশি হওয়ার কারণে যে সিজদা দিয়েছিলেন তাতে শরীক ছিলেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর পরে বলেছেন, ভুলের কারণে সালাম ফিরানোর পর সিজদা দিতে হবে। তিনি কম হওয়া বা বেশি হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। তিনি (ইমরান) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সাহু সিজদায় শরীক ছিলেন, নামাযে ভুলের জন্য যা তিনি করেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার মতে নামাযের প্রতিটি ভুলের জন্য সিজদা এরূপই (সালামের পরে) হবে।

١٧١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ خَالِدًا الْحَذَّاءَ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১৭১৮। আবু বাকরা (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দু'টি সাহু সিজদা সম্পর্কে বলেন, সালাম ফিরানোর পর সহু সিজদা দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে। ইমাম যুহরী (র) উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদার বিষয় উল্লেখ করলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

١٧١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ السُّجُوْدَ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلَمْ يَاْخُذْ بِهِ .

www.pathagar.com

১৭১৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে বললাম, সিজদা সালামের পূর্বে। তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না।

হাদীসের আলোকে এ হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ। আর যুক্তির ভিত্তিতে এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, আমরা দেখতে পাই যে, কোন লোক নামাযে ভুল করলে সাথে সাথে তাকে সাহু সিজদা দিতে বলা হয় না, বরং তা বিলম্বে আদায়ের আদেশ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে একদল আলেম বলেছেন, সালামের পরের কথা। অন্যরা বলেছেন, সালামের পূর্বে নামায শেষ করে। আবার দেখা যায়, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে সাথে সাথে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। অথবা তার কোন সিজদা বাদ পড়ে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামাযের মধ্যে তা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। নামায ব্যতীত অন্যত্র বিলম্বে আদায় করতে বলা হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে যে সিজদা ওয়াজিব হয় তা ঐ অবস্থায় আদায় করা কর্তব্য, বিলম্ব করে আদায় করা ঠিক নয়। তবে সাহু সিজদার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, ভুলের স্থান থেকে বিলম্ব করে তা আদায় করা হবে। তাই সালাম ব্যতীত পুরা নামায সমাপন করা হবে। তবে সালাম সাহু সিজদার আগে হবে না সাহু সিজদা সালামের আগে হবে এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আমরা যে আলোচনা করলাম তার ভিত্তিতে বলা যায়, সালামের হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে, আর সালামের পূর্বে নামায নিয়ে ঐকমত্য হয়েছে। তাই যেভাবে সালাম সাহু সিজদার আগে হতে পারে সেভাবে সাহু সিজদা সালামের আগে হতে পারে। আমাদের আলোচনামতে কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে এমনটিই হয়। আর এটিই হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٦٦-بَابُ الْكَلاَمِ فِى الصَّلٰوةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيْهَا مِنَ السَّهْوِ

## ৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভুল হওয়ার কারণে নামাযের মধ্যে কথা বলা।

١٧٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شَيْخٌ اَحْسِبُهُ اَبَا زَيْدٍ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قِلاَبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاَثًا قَالَ فَجَاءَ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৭২০। ইবনে মারযূক (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে যুহরের নামায তিন রাক্আত পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে চলে গেলেন। খিরবাক (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তিন রাক্আত পড়েছেন। রাবী বলেন, তিনি ফিরে এসে এক রাক্আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাহু সিজদা দেয়ার পর পুনরায় সালাম ফিরালেন।

www.pathagar.com

١٧٢٠(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ فَقَامَ الَيْهِ الْخِرْبَاقُ وَزَعَمَ اَنَّهَا صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

১৭২০(১)। নাসর ইবনে মারযূক (র)... খালিদ আল-হাযযা (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, খিরবাক (রা) তাঁর পাশে দাঁড়ালেন এবং তিনি ধারণা করেছেন সেটা আসরের নামায।

١٧٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ مُغْضَبًا فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِىْ كَانَ تَرَكَ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৭২১। ইবনে খুযায়মা (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্‌আতশেষে সালাম ফিরিয়ে অসন্তুষ্ট অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন দীর্ঘ হাতবিশিষ্ট খিরবাক (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি চাদর টানতে টানতে বের হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন। তাকে জানানো হলে তিনি ছুটে যাওয়া এক রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ وَهِشَامٍ وَحَدِيْثُهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৭২২। ফাহদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং ভুল করে সালাম ফিরালেন। তাঁকে যুলইয়াদাইন বললেন... অতঃপর ইবনে আওন ও হিশাম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের হাদীস হচ্ছে, তিনি (রাবী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি কমিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, না। অতঃপর তিনি আরও দুই রাক্‌আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দিলেন, অতঃপর পুনরায় সালাম ফিরালেন।

١٧٢٣- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْدٰى صَلٰوتَىِ الْعَشِىِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ وَاَكْبَرُ ظَنِّىْ اَنَّهُ ذَكَرَ الظُّهْرَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا احْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ وَجْهِهِ الْغَضَبُ قَالَ وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسُ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلُ طَوِيْلُ الْيَدَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمَّاهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلّٰى بِنَا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ .

১৭২৩। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে অপরাহ্নের এক নামায যুহর কিংবা আসরের নামায পড়লেন। (রাবী বলেন) আমার প্রবল ধারণা যে, তিনি যুহরের নামাযের কথা বলেছেন। তিনি (ﷺ) দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর মসজিদের সম্মুখভাগে একটি খুঁটিতে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব ছিল। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, দ্রুত লোকজন বের হয়ে যেতে যেতে বললো, নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকজনের মাঝে আবু বাকর ও উমার (রা)-ও ছিলেন। তারা তাঁর সাথে কথা বলতে সমীহ করছিলেন। লম্বা হাতবিশিষ্ট এক লোক দাঁড়িয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যুলইয়াদাইন নামে ডাকতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভুলে গেছেন নাকি নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি, নামাযও কমানো হয়নি। তিনি বলেন, সম্ভবত আপনি ভুলে গেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি লোকজনের কাছে এসে বললেন ঃ যুলইয়াদাইন কি ঠিক বলেছে? তারা বললেন, হাঁ। তখন তিনি এসে আমাদের নিয়ে অবশিষ্ট দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে অন্যান্য সিজদার মত কিংবা আরো দীর্ঘ একটি সিজদা দিলেন, অতঃপর মাথা উঠিয়ে তাকরীব বলে অন্যান্য সিজদার ন্যায় বা আরো দীর্ঘ একটি সিজদা দিলেন, এরপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

www.pathagar.com

١٧٢٣(١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوْبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৭২৩(১)। নাসর ইবনে মারযূক (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٧٢٣(٢)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ مَا بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ حَمَّادٌ فِىْ حَدِيْثِهِ مِنْ قَوْلِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭২৩(২)। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্‌আত শেষে চলে এলেন। তাকে যুল ইয়াদাইন বললেন, নামায কি সংক্ষেপ করা হয়েছে? অতঃপর রাবী পরের অংশ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ হাদীসে আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেননি।

١٧٢٣(٣)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৭২৩(৩)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٣(٤)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ إِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعَشِىِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ بَكْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ صَلّٰى بِنَا .

১৭২৩(৪)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ অপরাহ্নের দুই নামাযের কোন এক নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু বাকরা (র) এ হাদীসে 'আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন' কথাটি উল্লেখ করেননি।

www.pathagar.com

١٧٢٣(٥)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৭২৩(৫)। মুহাম্মাদ ইবনুন নো'মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٢٣(٦)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৭২৩(৬)। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٣(٧)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৭২৩(৭)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَاُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৪। আবু বাকরা (রা)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আত নামায পড়ে সালাম ফিরালে তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বলেন ঃ সেটা আবার কি? তাঁকে বলা হলো তিনি যা

করেছেন। তাই তিনি আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ لَمْ تُنْقَصْ وَلَمْ اَنْسَ فَقَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ .

১৭২৫। রবী' আল-মুআযযিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নামায পড়লেন এবং দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে চলে গেলেন। যুশ-শিমালাইন (রা) তার সাক্ষাতে বললেন, নামায কি কমিয়ে দেয়া হলো নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন ঃ কমিয়ে দেয়া হয়নি আর আমি ভুলেও যাইনি। তিনি বললেন, হাঁ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যুলইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা জবাব দিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতএব তিনি লোকদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

١٧٢٥(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا اِدْرِيْسُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

১৭২৫(১)। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিলেন।

١٧٢٥(٢)- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّلَامَ الَّذِىْ قَبْلَ السُّجُوْدِ .

১৭২৫(২)। রবী' আল-মুআয্‌যিন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুই রাক্‌আতশেষে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি (রাবী) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে সিজদার পূর্বে সালামের কথা উল্লেখ করেননি।

www.pathagar.com

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইমামের ভুলের কারণে মোক্তাদীরা যদি নামাযের মধ্যে তার সাথে কথা বলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। এসকল আলেম তাদের অভিমতের পক্ষে ইমামের উদ্দেশ্যে মোক্তাদীর কথা বলার বিষয়ে আমাদের বর্ণিত এ সকল হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের অংশবিশেষ বাদ দেয়ার কারণে যুল-ইয়াদাইন তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং যুল-ইয়াদাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নামায কমিয়ে দেয়া হয়নি, আমি ভুলেও যাইনি।" তারা বলেছেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পূর্বের আদায়কৃত নামাযের উপর ভিত্তি করেছেন এবং তাঁর নামায নষ্ট হয়নি, আবার যুল-ইয়াদাইনের নামাযও নষ্ট হয়নি, সেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, নামাযে সংশোধনের জন্য কথা বলা বৈধ। আর ভুলবশত কথা বললেও নামায নষ্ট হয় না।

অপর একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, নামাযের মধ্যে তাকবীর, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও কুরআন পড়া ব্যতীত অন্য কোন কথা বলা বৈধ নয়। আর নামাযের মধ্যে ইমামের কোন ভুল সংশোধনের জন্যও কথা বলা বৈধ নয়। এই বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةٍ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمَّاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاتِهٖ دَعَانِيْ فَبِاَبِيْ وَاُمِّيْ مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِّنْهُ وَاللّٰهِ مَا ضَرَبَنِيْ وَلَا كَهَرَنِيْ وَلَا سَبَّنِيْ وَلٰكِنْ قَالَ لِيْ اِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهٖ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ .

১৭২৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূন (র)... মুয়াবিআ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি বললাম, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। লোকজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। আমি মনে মনে বললাম, তোমার মা তোমার জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হোক। তোমাদের কি হলো? আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন? তিনি বলেন,

www.pathagar.com

অতঃপর লোকজন (আমাকে চুপ করানোর জন্য) তাদের উরুর উপর হাত মারতে লাগলো। যখন আমি তাদের দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায়, আমি চুপ হয়ে গেলাম। নবী ﷺ নামাযশেষে আমাকে ডাকলেন। আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক! শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে চমৎকার শিক্ষক আমি আগেও দেখিনি পরেও না। তিনি আমাকে মারলেন না, ধমকালেন না, মন্দ বললেন না, শুধু বললেন ঃ আমাদের এ নামাযে মানুষের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে শুধু তাকবীর, তাসবীহ ও কুরআন পড়া গ্রহণযোগ্য।

١٧٢٦(١)- حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭২৬(১)। ইউনুস ও সুলায়মান ইবনে শুআইব (র)... আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর একই সনদে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٦(٢)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . وَزَادَ فَاذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَانُكَ .

১৭২৬(২)। ইবনে মারযূক (র)... মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে, "তুমি যখন নামাযে থাকো তখন তোমার অবস্থা যেন এমন হয়।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা)-কে নামাযের মধ্যে কথা বলতে দেখে বলেছিলেন ঃ "আমাদের এ নামাযে মানুষের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু তাকবীর, তাসবীহ ও কুরআন পড়াই গ্রহণযোগ্য"। যেহেতু তিনি একথা বলেননি, তোমার ইমাম যা পরিত্যাগ করে তা তোমাদের কথা যদি তার পরিপূরক হয় তবে কথা বলো," সেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পড়া ব্যতীত অন্য কোন কথা নামাযকে নষ্ট করে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে শিখিয়ে দিয়েছেন নামাযে এমন কিছু ঘটলে তাদের করণীয় কি।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَابَهُ شَيْئٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ .

১৭২৭। ইউনুস (রা)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কারো নামাযের মধ্যে কোন ভুল হলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। মহিলাদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ পাঠ।

www.pathagar.com

١٧٢٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا الْمُقْرِىُّ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَجَاءَ حِيْنُ الصَّلٰوةِ وَلَيْسَ بِحَاضِرٍ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَفَّحَ الْقَوْمُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّثْبُتَ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى نَكَصَ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ كَمَا اَمَرْتُكَ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَنْتُمْ مَا لَكُمْ صَفَّحْتُمْ قَالُوْا لِنُؤْذِنَ اَبَا بَكْرٍ قَالَ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ .

১৭২৮। ইবরাহীম ইবনে মুনকিয (র)... সাহল ইবনে সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার গোত্রের লোকদের মাঝে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য গেলেন। তখন নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, ফলে আবু বাকর (রা) সামনে গেলেন। তিনি নামাযে থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে পড়লে লোকজন হাততালি দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু আবু বাকর (রা) অস্বীকার করে পিছনে সরে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখে গিয়ে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আবু বাক্র (রা)-কে বললেন ঃ আমি তোমাকে যেভাবে থাকতে বললাম সেভাবে থাকতে কিসে তোমাকে বারণ করলো। তিনি বললেন, আবু কুহাফার ছেলের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকা মানায় না। তিনি (লোকজনের উদ্দেশ্য) বললেন ঃ তোমাদের কি হলো, তোমরা হাততালি দিলে কেন? তারা বললো, আবু বাক্র (রা)-কে জানানোর জন্য। তিনি বলেন ঃ মহিলাদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ।

١٧٢٨(١)- حَدَّثَنَا نَصْرٌ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭২৮(১)। নাসর (র)... আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। অতঃপর তিনি একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٧٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَابَهُ فِىْ صَلَاتِهِ شَىْءٌ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ .

www.pathagar.com

১৭২৯। আবু উমায়্যা (রা)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে (ইমামের) কোন ভুল সংশোধন করতে চায় সে যেন তাসবীহ্ পড়ে। কারণ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٧٣٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১৭৩০। ইউনুস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٧٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ قَالَ الْاَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ كَانَتْ اُمِّىْ تَفْعَلُهُ .

১৭৩১। আবু উমাইয়্যা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি। আ'মাশ (র) বলেন, আমি বিষয়টি ইবরাহীম (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমার মা এরূপ করতেন।

١٧٣١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৩১(১)। আবু বাকরা (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٧٣١(٢)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৩১(১)। ফাহ্দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, নামাযের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয় সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসকল হাদীসের মাধ্যমে তাদেরকে তাসবীহ বলতে শিখিয়েছেন, তাদের জন্য অন্য কিছু বৈধ করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমরান, ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্যে যুলইয়াদাইনের যে কথা বলার

www.pathagar.com

বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেকার। এ বিষয়ে আরও যে সকল হাদীস প্রমাণ পেশ করে তা নিম্নরূপ ঃ

١٧٣٢ - انَّ الرَّبِيْعَ الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْث قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمًا وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَرَجَعَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِىْ فَقُلْتُ هُوَ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

১৭৩২। আর-রবী' আল-মুআযযিন (র)... মুআবিয়া ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা নামায পড়ে চলে গেলেন, অথচ নামাযের এক রাক্‌আত বাকি ছিল। তখন এক লোক তাঁকে পেয়ে বললেন, নামাযের এক রাক্‌আত বাকি আছে। তিনি মসজিদে ফিরে গিয়ে বিলাল (রা)-কে নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়লেন। আমি লোকদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তারা বললো, আপনি কি লোকটিকে চিনেন? আমি বললাম, না, তবে তাকে আমি দেখলে চিনবো। লোকটি আমার পাশ দিয়ে যেতে থাকলে আমি বললাম, এই তো তিনি। তারা বললো, ইনি হলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলে তিনি নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেন। অতঃপর তিনি নামাযের যা পরিত্যাগ করেছিলেন তা আদায় করেন। আযান ও ইকামতের জন্য বিলাল (রা)-কে নির্দেশ প্রদান তাঁর নামায নষ্টকারী হয়নি। বিলাল (রা)-এর আযান এবং ইকামতও তার নিজস্ব নামাযও নষ্ট করেনি। অথচ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বর্তমানে নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এটা প্রমাণ করে যে, মুআবিয়া ইবনে খাদীজ, ইবনে উমার, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা ছিল তখনকার ঘটনা যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিলো। অতঃপর নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত করা হয়েছে। এরপর মুআবিয়া ইবনুল হাকাম, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে সা'দ (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি লোকজনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নামাযে ভুল হলে কি করতে হবে।

এ বিষয়ে আরও যা প্রমাণ মিলে তা হচ্ছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামাযে শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে উমার (রা)-এর নামাযেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের বিপরীত আমল করেছেন।

www.pathagar.com

١٧٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاَصْحَابِهٖ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقِيْلَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّيْ جَهَّزْتُ عِيْرًا مِّنَ الْعِرَاقِ بِاَحْمَالِهَا وَاَحْقَابِهَا حَتّٰى وَرَدَتِ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ .

১৭৩৩। ইবনে মারযূক (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) তার সাথীদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং দুই রাক্আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে চলে গেলেন। তাকে এ বিষয়ে বলা হলে তিনি বললেন, আমি ইরাকের একটি সেনাবাহিনীকে সামানপত্র ও মালামাল দিয়ে প্রস্তুত করেছি, যারা মদীনায় উপনীত হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে চার রাক্আত নামায পড়লেন।

উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে আমল শিখেছিলেন তা পরিত্যাগ এবং এর বিপরীত আমল প্রমাণ করে যে, তার দৃষ্টিতে সেটা (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল) রহিত করা হয়েছে এবং যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার দিন যা ঘটেছিলো তার হুকুম তার নিজের সময়ে সংঘটিত ঘটনার হুকুমের বিপরীত।

উমার (রা)-এর এ আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবীর উপস্থিতিতে হয়েছিলো, যাদের অনেকে যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার দিন নবী ﷺ-এর নামাযে শরীক ছিলেন। তারা এ বিষয়ে তার বিরোধিতা করেননি এবং তাকে তারা একথাও বলেননি যে, আপনি যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার দিনকার আপনার আমলের পরিপন্থী আমল করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা এ (হাদীস) রহিত হওয়ার বিষয়ে জানতেন যেমনটা উমার (রা) জানতেন।

ঐ হাদীসটি রহিত হওয়ার এবং পরবর্তী আমল তার পরিপন্থী হওয়ার দলীল হচ্ছে, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, যদি কোন লোকের ইমাম নামাযের কোন কিছু পরিত্যাগ করেন তবে মোক্তাদী তাসবীহ পড়বে, যেন ইমাম বুঝতে পারে যে, সে কিছু ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে সে তা আদায় করবে।

কিন্তু যুল-ইয়াদাইন (রা) সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্যে তাসবীহ পড়েননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তার কথা বলায় আপত্তি করেননি। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে তাদের নামাযে ঘটে যাওয়া ভুলের জন্য সুবহানাল্লাহ বলতে শিখিয়েছেন যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার পরে। আবু হুরায়রা ও ইমরান (রা)-এর হাদীস দ্বারাও যুল-ইয়াদাইনের হাদীস রহিত হওয়া প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্আতশেষে সালাম ফিরিয়ে মসজিদের একটি খুঁটি পর্যন্ত গেলেন। ইমরান (রা) বলেন, অতঃপর তিনি তার কক্ষ পর্যন্ত গেলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

www.pathagar.com

তিনি কিবলার দিক থেকে তাঁর চেহারা ফিরিয়েছিলেন এবং নামাযের মধ্যে এমন কাজ করেছেন যা তার অংশ নয়, যেমন হাঁটা ইত্যাদি।

আজকের দিনেও কোন লোকের নামায বাকী থাকা অবস্থায় এমনটি ঘটলে কি তা তাকে তার নামায থেকে বের করে দিবে না? হয়ত কেউ বলতে পারে, হাঁ, এ ধরনের কাজ তাকে তার নামায থেকে বের করে দিবে না। কেননা সে এ কাজ করার সময় মনে করেনি যে, সে নামাযে আছে। তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হবে, যদি ঐ ব্যক্তি এ অবস্থায় খায়, পান করে, তবুও কি তা তাকে নামায থেকে বের করবে না? অনুরূপভাবে যদি সে বেচাকেনা করে কিংবা স্ত্রীসহবাস করে? আমরা যে সকল বিষয় উল্লেখ করলাম তার কোন একটি ঘটনা যদি নামাযীকে নামায থেকে বের করে দেয়, যদিও এ ধারণায় সে কাজটি করে যে, সে নামাযের মধ্যে নেই, তাহলে একইভাবে কথা বলার কারণেও সে নামায থেকে বেরিয়ে যাবে, কারণ তা নামাযের অংশ নয়। যদিও সে ভুলবশত এ ধারণা করে কথা বলে যে, সে নামাযের মধ্যে নেই।

প্রশ্নকারী যুলইয়াদাইনের হাদীসের বিষয়ে ধারণা করেছে যে, খবরে ওয়াহেদ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং তদনুসারে আমল করা ওয়াজিব। (জবাবে বলা যায়) যুল-ইয়াদাইন (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যা সংবাদ দেয়ার তাই দিয়েছেন, তিনি তো তাঁর বিশ্বস্ত একজন সাহাবী। তাঁর সংবাদের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নামায কি কম হয়েছে? তিনি নামাযের মধ্যে আছেন বুঝেও কথা বলেছেন। এটা তো বিরোধিতাকারীর বিপক্ষে এবং আমাদের পক্ষের দলীল। তা (নামাযে জ্ঞাতসারে কথা বলা) তো তাকে নামায থেকে বের করে দেয়নি। সুতরাং এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির নীতিই সাব্যস্ত হয় যিনি বলেন, নামাযে কথা বলার বিধান রহিত হওয়ার পূর্বে ঐ কথা সংঘটিত হয়েছিলো।

আরো একটি দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা বললেন, হাঁ। তাদের জন্য তো এ বিষয়ে তাঁর সাথে ইঙ্গিতে কথা বলা সম্ভব ছিলো, তাতেই তিনি বুঝতে পারতেন। অথচ তারা তাঁকে যা বলার বলেই ফেলেছেন, তারা তো জানতেন যে, তারা নামাযে আছেন, তিনিও তাদের এ কাজে আপত্তি করেননি এবং নামায পুনরায় পড়তে বলেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুল ইয়াদাইনের হাদীস থেকে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা ছিলো কথা বলার হুকুম রহিত হওয়ার পূর্বেকার। কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, তা কিভাবে নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হওয়ার পূর্বে হতে পারে? অথচ সেই সময় আবু হুরায়রা (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিলো নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের মাত্র তিন বছর পূর্বে। এ বিষয়ে তিনি নিম্নরূপ দলীল পেশ করেন।

١٧٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِىَّ ﷺ ثَلاَثَ سِنِيْنَ .

www.pathagar.com

১৭৩৪। ইবনে আবু দাউদ (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করুন? তিনি বললেন, আমি তো নবী ﷺ-এর সাথী ছিলাম মাত্র তিন বছর।

তারা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী ছিলেন তিন বছর এবং তিনি যুলইয়াদাইন সংশ্লিষ্ট সেই নামাযে উপস্থিত ছিলেন। আর নামাযে কথা বলার বিধান রহিত হওয়ার সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীতে নামাযে কথা বলা রহিত হওয়ার ঘটনা দ্বারা যুল ইয়াদাইন কর্তৃক নামাযে কথা বলা সংক্রান্ত হাদীস রহিত হয়নি।

জবাবে তাকে বলা যায়, আবু হুরায়রা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে আপনি যা উল্লেখ করার করেছেন। কিন্তু নামাযে কথা বলার বিধান রহিত হওয়ার সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন, এ কথা কে আপনাকে বর্ণনা করেছে। আপনি তো সনদবিহীন কথা দ্বারা দলীল পেশ করতে পারেন না, যেমনিভাবে আপনার প্রতিপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে এরূপ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতে পারে না। আপনাকে কে তা বর্ণনা করেছে, আপনিই বা কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আর এই তো যায়েদ ইবনে আরকাম আল-আনসারী (রা) বলেন, আমরা নামাযে কথা বলতাম, তখন নাযিল হলো وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ "তোমরা বিনয়ের সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)।

আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা এ হাদীসটি তার কাছ থেকে এ কিতাবের অন্য স্থানে বর্ণনা করেছি। আর যায়েদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে আসেন মদীনায়। সুতরাং তার এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের পরে নামাযে কথা বলার হুকুম রহিত হয়েছে। তখন আবু হুরায়রা (রা) মূলতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেই নামাযে উপস্থিত ছিলেন না। কারণ যুল ইয়াদাইন (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, তিনি শহীদদের একজন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এর অনুকূলে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে আরো যা বর্ণিত আছে ঃ

١٧٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيْثُ ذِى الْيَدَيْنِ فَقَالَ كَانَ اِسْلَامُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بَعْدَ مَا قُتِلَ ذُو الْيَدَيْنِ.

১৭৩৫। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে যুল ইয়াদাইন (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, যুল য়যাদাইন (রা) শহীদ হওয়ার পর আবু হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়েছেন" আমাদের মতে-এর অর্থ "মুসলমানদের নিয়ে"। আর আরবী বাকরীতিতে এভাবে বলা বৈধ। নাযযাল ইবনে সাবরা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَأَبُوْ زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَإِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعٰى بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ لِقَوْمِ النَّزَّالِ .

১৭৩৫। ফাহদ (র)... নাযযাল ইবনে সাবরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন ঃ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে আবদে মানাফের বংশধর ডাকা হতো। বর্তমানে তোমরা আবদুল্লাহর বংশধর, আমরাও আবদুল্লাহর বংশধর। অর্থাৎ নাযযালের গোত্রের লোকজন।

এ নাযযালই বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন,' অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেননি। একথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি আমাদের গোত্রের লোকজনকে বললেন।

তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) আমাদের নিকট এসে শাকসব্জি থেকে কোন কিছু (উশর) গ্রহণ করেননি। তাউস (র) তো ঐ ঘটনা দেখেননি, কারণ মুআয (রা) ইয়ামানে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে। তাউস তখন জন্মগ্রহণই করেননি। সুতরাং তার উক্তি 'আমাদের নিকট এসেছেন' এর অর্থ 'আমাদের দেশে এসেছেন'।

হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার বসরার ভাষণ। হাসান (র) তখন বসরায় ছিলেন না। কারণ সেখানে তার আগমন ঘটেছিলো সিফফীন যুদ্ধের এক বছর পূর্বে।

١٧٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَتٰى قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ فَقَالَ قَبْلَ صِفِّيْنَ بِعَامٍ .

১৭৩৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখন বসরায় আগমন করেছেন? তিনি বলেন, সিফফীন যুদ্ধের এক বছর পূর্বে।

সুতরাং নাযযাল (র)-এর উক্তি, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন', তাউস (র)-এর উক্তি 'মুআয (রা) আমাদের মাঝে আসলেন', হাসান (র)-এর উক্তি 'উতবা (রা) আমাদের

www.pathagar.com

মাঝে ভাষণ দিলেন' এসবের দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন নিজ নিজ গোত্র ও দেশ। কারণ তারা তথায় উপস্থিত থাকলেও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি।

অনুরূপভাবে যুলইয়াদাইন (রা)-এর হাদীস সংক্রান্ত আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি, "আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি মুসলমানদের নিয়ে নামায পড়েছেন, অর্থ এ নয় যে, তিনি সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন কিংবা তখন উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং যুলইয়াদাইন (রা)-এর হাদীস বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন" থেকে এ (নামাযে কথা বলার) বিষয়ে যা বুঝা যায় যে, তা নামাযে কথা বলা রহিত হওয়ার পরের ঘটনা, তা আমাদের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা নাকচ হয়ে গেলো। নামাযে কথা বলা মদীনায়ও রহিত হয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের বর্ণনামতে যে সকল প্রমাণ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

١٧٣٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَرُدُّ السَّلاَمَ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ .

১৭৩৭। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে সালামের জবাব দিতাম, অতঃপর তা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হলো।

আবু সাঈদ (রা) সম্ভবত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অপেক্ষা বয়সে অনেক কনিষ্ঠ, তিনি তো একইভাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নামাযে কথা বলার বৈধ অবস্থা পেয়েছেন। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ وَنَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَاَخَذَنِىْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَزَلَ فِىْ شَىْءٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا شَاءَ .

১৭৩৮। আবু বাকরা (র)...আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা নামাযে কথা বলতাম, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতাম। অতঃপর আমরা হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। তখন কোন নতুন বিধান কিংবা কোন ঘটনা ঘটলো কিনা তা নিয়ে আমি ভাবতে

www.pathagar.com

লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে কি কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে আল্লাহ তার মর্জিমাফিক নতুন নির্দেশ প্রদান করেন।

١٧٣٨(١)- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَ الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادْرِيْسَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَانَّ مِمَّا اَحْدَثَ قَضَى اَنْ لاَّ تَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ .

১৭৩৮(১)। ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মুযামী (র)... আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, আল্লাহ তায়ালা নতুন যে বিধান দিয়েছেন তা হলো—তিনি নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত করেছেন যে, মহামহিম আল্লাহ নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ রহিত করে দিয়েছেন এবং কোন প্রকারের কথাবার্তাকে এই হুকুম থেকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আগে লোকজন নামাযরত অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতো। অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসের সঠিক তাৎপর্যের আলোকে এই আলোচনা পেশ করা হলো।

যৌক্তিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আমরা কতিপয় ইবাদতে দেখতে পাই যে, লোকে যখন তা শুরু করে তখন অনেক বিষয় থেকে তাকে বিরত থাকতে হয়। যেমন নামায, তাতে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ এবং এমন কাজ করাও নিষিদ্ধ যা নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে রোযা অবস্থায় স্ত্রীসহবাস ও পানাহার নিষিদ্ধ। একইভাবে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা পোশাক পরিধান, স্ত্রীসহবাস ও খোশবু ব্যবহার নিষিদ্ধ। ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসহবাস ও মসজিদের বাইরে যাতায়াত নিষিদ্ধ। অবশ্য কেউ ভুলবশত রোযা অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে বা পানাহার করলে তার অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। একদলের মতে তাতে রোযা নষ্ট হবে না এবং তারা হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল পেশ করেন। অপর দলের মতে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে হজ্জ, উমরা বা ই'তিকাফের বেলায় স্বেচ্ছায় অথবা ভুলে সহবাস করা হলে উক্ত ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব এসব কাজ স্বেচ্ছায় হোক অথবা ভুলবশত, তাতে সংশ্লিষ্ট ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। তাই নামাযরত অবস্থায় সজ্ঞানে অথবা ভুলবশত কথা বললে তাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিও এই যে, হজ্জ, উমরা ও ই'তিকাফরত অবস্থায় ভুলবশত অথবা সজ্ঞানে স্ত্রীসহবাস করলে যেমন উক্ত ইবাদতসমূহ নষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ নামাযরত অবস্থায় ভুলবশত অথবা সজ্ঞানে কথা বললে এই ইবাদতও নষ্ট হয়ে যাবে। এটাই হলো অত্র অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসসমূহের আমাদের বিশ্লেষণের আলোকে এই বিষয়ের হুকুম। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমতও তাই।

www.pathagar.com

কেউ হয়ত বলতে পারে, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা)-কে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দেননি কেন? অথচ তিনি নামাযরত অবস্থায় কথা বলেছেন। এর জবাবে বলা যায়, তখনও পর্যন্ত নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলার সুযোগ রহিত হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। অবশ্য উক্ত বিধান প্রমাণিত হওয়ার পর কেউ নামাযরত অবস্থায় কথা বললে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় ঐ নামায পড়তে হবে। এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তা পুনর্বার পড়েছেন কিন্তু তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীসে তা উল্লেখ করেননি। অবশ্য একদল বিশেষজ্ঞ আলেম দাবি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর দিন সাহু সিজদা করেননি। যেমন ঃ

١٧٣٩- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَنَّهٗ صَلاَّهُمَا يَعْنِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ .

১৭৩৯। রবী' আল-মুআযযিন (র)... আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার বিশেষজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাদের কেউই আমাকে অবহিত করেননি যে, মহানবী ﷺ যুল-ইয়াদাইনের দিন দুইটি সাহু সিজদা করেছেন।

আমাদের মতে উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ অধিক অবগত, নামাযের মধ্যে অনুচিৎ কিছু করা হলে, যেমন (তাশাহহুদের জন্য) বসার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে গেলে অথবা দাঁড়ানোর স্থানে বসে গেলে (যেমন প্রথম ও তৃতীয় রাক্‌আতে) ইত্যাদি কাজ স্বেচ্ছায় করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ত্রুটিকারী হিসাবে গণ্য হয় এবং তার জন্য সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হয়। তবে অনুচিৎ বা মাকরূহ নয় এরূপ কিছু নামাযের মধ্যে ঘটলে তাতে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হয় না। আর যুল-ইয়াদাইন (রা)-র ঘটনার সময়ে নামাযরত অবস্থায় কাথাবার্তা বলা বা হাঁটাচলা করা দূষণীয় ছিলো না। কেউ স্বেচ্ছায় এরূপ করলেও সে ত্রুটিকারী গণ্য হতো না। তাই কোন ব্যক্তি ভুলবশত তা করলে তাতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হতো না। যারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-ইয়াদাইনের দিন সাহু সিজদা করেননি তারা হাদীসের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আর যেসব আলেমের মতে, যুল-ইয়াদাইনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহু সিজদা করেছেন, তাদের বক্তব্য হলো ঃ যদিও তখন নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা বা অন্য কোন আচরণ করা নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু সালাম ফিরানোর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সালাম ফিরানো বৈধ ছিলো না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায পূর্ণ হয়েছে বলে ধারণা করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সালাম ফিরিয়েছেন (তাই তিনি সাহু সিজদা করেছেন)। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এরূপ করে তবে সে ত্রুটিকারী গণ্য হবে। এ হচ্ছে যুল-ইয়াদাইন (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত মত পোষণকারীদের মাযহাব।

www.pathagar.com

## ٦٧- بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الصَّلٰوةِ

### ৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা প্রসঙ্গে।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ وَمَنْ اَشَارَ فِىْ صَلَاتِهِ اِشَارَةً تُفْهَمُ مِنْهُ فَلْيُعِدْهَا .

১৭৪০। ফাহদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (নামাযরত অবস্থায়) পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ পাঠ করা এবং মহিলাদের জন্য হাততালি দেয়া নির্দ্ধারিত। কেউ যদি তার নামায পড়া অবস্থায় এরূপ ইশারা করে যাতে উদ্দেশ্য বুঝায় যায়, তাহলে সে যেন তা পুনরায় আদায় করে।

**পর্যালোচনা**

একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় ইশারা করলে এবং তার অর্থ বুঝা গেলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়টিকে তারা নামাযরত অবস্থায় কথা বলার বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে তারা দলীল হিসাবে উক্ত হাদীস পেশ করেন। অপর একদল আলেম এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ইশারা দ্বারা নামায নষ্ট হয় না। তারা নিম্নোক্ত হাদীস তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

١٧٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى قُبَاءَ فَسَمِعَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ فَجَاءَ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ بَاسِطًا كَفَّهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ .

১৭৪১। ইউনুস (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুবায় এলেন। আনাসারগণ তা জানতে পেরে সেখান উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করতে লাগলেন, তখন তিনি নামাযে রত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় তার হাতের তালু প্রসারিত করে তাদের ইশারা করলেন।

١٧٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ اَوْ صُهَيْبٍ كَيْفَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ .

১৭৪২। ইউনুস (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (এ বর্ণনায়) বলেছেন, আমি বিলাল (রা) অথবা সুহায়ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযরত অবস্থায় কিভাবে তাদের (সালামের) উত্তর দিতে দেখেছেন? তিনি বলেন, তিনি হাতের ইশারায় উত্তর দিয়েছেন।

١٧٤٢(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ أَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ .

১৭৪২(১)। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন, আমি বিলাল (র)-কে বললাম, কিভাবে তিনি তাদের সালামের উত্তর দিতেন?

١٧٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً قَالَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ لَيْثٌ أَحْسِبُهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ .

১৭৪৩। ইবনে মারযূক (র)... সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে তাঁর হাতের আঙ্গুলের ইশারায় উত্তর দিলেন।

١٧٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً وَقَالَ كُنَّا نَرُدُّ السَّلاَمَ فِى الصَّلٰوةِ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ .

১৭৪৪। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে সালাম দিলো। তিনি ইশারায় তার উত্তর দেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালামের উত্তর দিতাম। তারপর আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, উল্লেখিত এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইশারা নামাযকে নষ্ট করে না। বস্তুত এসব হাদীস মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

এসব হাদীসের বিরোধী হাদীসটি এরূপ নয়। সুতরাং এগুলো ঐ হাদীস থেকে উত্তম। তাছাড়া যুক্তির নিরিখে ইশারা (নামাযে) কোনোভাবেই কথা বলার সমতুল্য নয়। যেহেতু ইশারা হলো একটি অঙ্গের নড়াচড়া, অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নামাযে হাত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গের নড়াচড়া নামাযকে নষ্ট করে না, অনুরূপভাবে হাতের নড়াচড়াও নামাযকে নষ্ট করে না।

হয়ত কেউ বলতে পারে, আপনাদের মতে নামাযে ইশারা করা কথা বলার সমতুল্য নয় এবং তা নামাযকে নষ্ট করে না। অর্থাৎ কথা বললে যেরূপ নামায নষ্ট হয়, নামাযে ইশারা করলে সেরূপ নষ্ট হবে না। আর এই মতের স্বপক্ষে আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত এসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তাহলে আপনারা নামাযে ইশারার দ্বারা সালামের জওয়াব দেয়াকে কেন মাকরূহ বলো? অথচ আপনাদের পেশকৃত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। যদি নামাযে ইশারা করলে তা নষ্ট হয় না বলে এটি আপনাদের স্বপক্ষে দলীল হয়ে থাকে, তাহলে নামাযে ইশারা করা দূষণীয় না হওয়ার ব্যাপারে এটি আপনাদের বিপক্ষে দলীল সাব্যস্ত হবে।

জবাবে তাকে বলা যায়, এসব হাদীস পেশ করে আমরা প্রমাণ করেছি যে, নামাযে ইশারা করলে তা নষ্ট হয় না। আর এসব হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিতও হয়েছে। আর সালামের উত্তর দেয়ার ব্যাপারে নামাযে ইশারা করার বৈধতা নিয়ে আপনি যা উল্লেখ করেছেন, তাতে কিন্তু এই বিষয়টির প্রমাণ বহন করে না, কেননা যে জিনিসটি তাতে এসেছে তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে ইশারা করেছেন। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলতেন, যে ব্যক্তি আমাকে সালাম দিয়েছে, আমি ইশারায় তার সালামের উত্তর দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, তাহলে এতে প্রমাণিত হতো যে, অনুরূপভাবে নামাযে মুসল্লীকে সালাম দেয়া হলে সে ইশারায় তার জবাব দিবে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি। অতএব এতে সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত ইশারায় তিনি সালামের উত্তর দিয়েছেন, যা আপনারা উল্লেখ করেছেন। আবার এতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নামাযে তাঁকে সালাম না দেয়ার জন্য ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। যখন এসব হাদীসে এর কিছুই উল্লেখ নেই এবং উভয় দলের মতের স্বপক্ষে হাদীসের ব্যাখ্যার অবকাশ বিদ্যমান, আর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দলীল বিরোধীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া এক দলের ব্যাখ্যা অপর দলের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে পারে না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, নামাযে ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের দলীল কী? তার উত্তরে বলা হবে ঃ

١٧٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ وَنَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَنَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَكُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ يُعْلَمُ اِسْمُهُ

www.pathagar.com

فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَاَخَذَنِىْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُنْزِلَ فِىَّ شَىْءٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ .

১৭৪৫। আবু বাক্‌রা (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, আমরা নামাযে কথাবার্তা বলতাম এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতাম। আমরা বলতাম, শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্, জিবরাঈল (আ), মীকাঈল (আ) ও এমন প্রত্যেক নেক বান্দার প্রতি যার নাম আসমান ও যমীনে অবহিত। তারপর আমি যখন আবিসিনিয়া থেকে নবী ﷺ-এর কাছে এসে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। এতে আমাকে ভাবনায় ফেলে দিলো যে, নামাযে কি ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুন কোনো বিধান আরোপিত হয়েছে। তাঁর নামায শেষ হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে কোন কিছু নাযিল হয়েছে কি? তিনি বললেন ঃ না; কিন্তু আল্লাহ্ যখন যা ইচ্ছা করেন নতুন বিধান নাযিল করেন।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ فِىْ حَاجَةٍ وَنَحْنُ يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلاً .

১৭৪৬। আলী ইবনে শায়বা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। আর তখন আমরা নামাযে একে অপরকে সালাম দিতাম। অতঃপর আমি ফিরে এসে তাঁকে (ﷺ) সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি বললেন ঃ নামাযে অবশ্যই ব্যস্ততা রয়েছে।

١٧٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَدِمْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَعَهْدِىْ بِهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ وَيَقْضُوْنَ الْحَاجَةَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ لِلنَّبِىِّ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ اَحْدَثَ لَكُمْ اَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ وَاَمَّا اَنْتَ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ فَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

www.pathagar.com

১৭৪৭। আবু বাক্‌রা (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলাম। লোকজনের অবস্থা এই ছিল যে, তারা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতেন এবং নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা নবীর জন্য যখন ইচ্ছা করেন নতুন বিধান সৃষ্টি করেন। আর তোমাদের জন্য নতুন বিধান সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা নামাযরত অবস্থায় কথা বলবে না। সুতরাং হে মুসলমান! তোমার উপর সালাম ও আল্লাহ্র রহমত (বর্ষিত হোক)।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الرَّضْرَاضِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ .

১৭৪৮। ফাহদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি আমার সালামের উত্তর দিতেন। অতঃপর একদিন আমি তাঁকে সালাম দিলাম; কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। এতে আমি আন্তরিকভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি তাঁর কাছে তা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন নতুন বিধান সৃষ্টি করেন।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, আবু দাঊদ (র) থেকে আবু বাক্‌রা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় যে ব্যক্তি সালাম দিয়েছিল, তিনি নামায শেষ করে তার সালামের উত্তর দিয়েছেন। বস্তুত এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি নামাযরত অবস্থায় তার উত্তর দেননি। তিনি যদি নামাযে থাকতে উত্তর দিতেন তাহলে তাঁকে নামায থেকে অবসর হওয়ার পর উত্তর দিতে হতো না। যেমন একদল নামাযে ইশারায় উত্তর প্রদানের অভিমত ব্যক্ত করেন। কোন মুসল্লীকে যদি নামাযে সালাম দেয়া হয় আর তিনি সে অবস্থায় তার উত্তর দেন, তাহলে নামায থেকে অবসর হওয়ার পর আবার তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব থাকে না।

অনুরূপভাবে মুআম্মাল (র) থেকে বর্ণিত আবু বাক্‌রা (র)-এর হাদীসেও ব্যক্ত হয়েছে যে, 'তখন তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি। এতে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, কি ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুনভাবে কি বিধান নাযিল হয়েছে'?

এতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর পক্ষ থেকে কোনরূপ উত্তর ছিলো না, না ইশারায় না অন্য কিছু দ্বারা। যেহেতু তিনি যদি ইশারায় তাঁর উত্তর দিতেন তাহলে রাবী একথা বলতেন না যে, তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি; বরং তিনি বলতেন, তিনি ইশারায় আমার

www.pathagar.com

সালামের উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া রাবী চিন্তিতও হয়ে পড়তেন না, যা বর্ণিত হয়েছে যে, কি ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুনভাবে কি বিধান নাযিল হয়েছে।

আর আলী ইবনে শায়বা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় নামাযে রয়েছে বিশেষ ব্যস্ততা। বস্তুত এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসল্লী উক্ত ব্যস্ততার কারণে কোন সালামদাতার সালামের উত্তর দিতে অপারগ এবং অন্যকেও সালাম দেয়া থেকে নিষেধ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবদুল্লাহ (রা)-র নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণনা করা হয় ঃ

١٧٤٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ .

১৭৪৯। ফাহদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকজনের নামাযরত অবস্থায় তাদের সালাম দেয়া মাকরূহ মনে করতেন।

নবী ﷺ থেকে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যা আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

١٧٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَبَعَثَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهَا ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَرَاَيْتُهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَلَمَّا سَلَّمَ رَدَّ عَلَىَّ .

১৭৫০। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি সেখানে চলে গেলাম। তারপর আমি ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর বাহনের উপর অবস্থান করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে রুকূ-সিজদা করতে দেখলাম। অতঃপর যখন তিনি নামায শেষে সালাম ফিরালেন তখন আমার সালামের উত্তর দিলেন।

١٧٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلَّا اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ .

১৭৫১। আবু বাক্‌রা (র)... হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "আমার সালামের উত্তর দেননি" কথাটি উল্লেখ

www.pathagar.com

করেননি। আর তিনি বলেছেন, নামায শেষ করে নবী ﷺ বললেন ঃ আমি নামাযরত থাকার কারণে তোমার সালামের উত্তর দিতে পারিনি।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দেননি। তিনি নামায শেষ করে তার উত্তর দিয়েছেন। এখানে সে বক্তব্যই প্রযোজ্য হবে যা ইতোপূর্বে আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছি। আর জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নামাযরত থাকার কারণে তোমার সালামের উত্তর দিতে পারিনি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বক্তব্য দিয়েছেন যে, তিনি তাকে কোনভাবেই উত্তর দেননি। তাঁর এ বক্তব্যে ইশারায় কিংবা অন্য কোনভাবে সালামের উত্তর দানের সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেলো।

١٧٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَجَاءَ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَوْمٰى بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ثَلاَثًا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَمَّا اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ .

১৭৫২। ইবনে আবু দাউদ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক প্রয়োজনে তাকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তিনি তাঁর বাহনের উপর নামায পড়ছেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি চুপ থেকে হাতে ইশারা করলেন। পুনরায় তিনি তাকে সালাম দিলে তিনি চুপ থাকলেন, এভাবে তিনবার। অতঃপর নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ আমি নামাযরত থাকার কারণে তোমার সালামের উত্তর দিতে পারিনি।

জাবির (রা) তো এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিয়েছেন তখন তিনি তাকে হাতে ইশারা করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে তাকে বললেন ঃ আমি নামাযরত থাকার কারণে তোমার সালামের উত্তর দিতে পারিনি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য হলো যে, তিনি নামাযরত অবস্থায় তার সালামের উত্তর দেননি। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে তাঁর উক্ত ইশারা উত্তর হিসেবে ছিলো না, বরং তা ছিল নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ; আর এটা জায়েয। জাবির (রা) তো নবী ﷺ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যেরূপ আমরা উল্লেখ করেছি। তার থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

١٧٥٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنْ اُسَلِّمَ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

১৭৫৩। ফাহ্দ (র)... জাবির (রা) বলেন, আমি নামাযরত অবস্থায় কাউকে সালাম দিতে পছন্দ করি না। তবে কেউ আমাকে সালাম দিলে আমি অবশ্যই তার উত্তর দেই।

www.pathagar.com

١٧٥٣(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭৫৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

এই জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) যিনি নামাযরত কাউকে সালাম দেয়া অপছন্দ করতেন। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিয়েছিলেন, তিনি তাকে ইশারা করেন। যদি নবী ﷺ তার সালামের উত্তরস্বরূপ ইশারা করতেন তাহলে তিনি এটিকে মাকরূহ বা অপছন্দ করতেন না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। কিন্তু তিনি এটিকে মাকরূহ বলেছেন এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইশারা তার কাছে মনে হয়েছে যে, নামাযরত অবস্থায় কাউকে সালাম দেয়া নিষেধ।

হয়ত কেউ বলতে পারে, জাবির (রা) এই হাদীসে বলেছেন, কেউ যদি আমাকে সালাম দেয় তাহলে অবশ্যই আমি তার উত্তর দিবো (তাহলে আপনারা কিভাবে বলেন যে, তিনি তা মাকরূহ বলেছেন)। উত্তরে তাকে বলা যায়, জাবির (রা) কি একথা বলেছেন, আমি নামাযে থাকা অবস্থায় তার উত্তর দিবো? হতে পারে তার এ বক্তব্য (আমি অবশ্যই উত্তর দিবো) দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো, আমি নামায শেষ করেই তার উত্তর দিবো। তার এ বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ বহন করে।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى عَطَاءً اَسَأَلْتَ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ فَقَالَ لاَ تَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْضِىَ صَلاَتَكَ فَقَالَ نَعَمْ .

১৭৫৪। আলী ইবনে যায়েদ (র)... হাম্মাম (র) বলেন, সুলায়মান (র) আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি জাবির (রা)-কে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনার নামাযরত অবস্থায় আপনাকে সালাম করেন এবং তিনি বলেন, তুমি নামায শেষ না করা পর্যন্ত তার উত্তর দিবে না? তিনি বললেন, হাঁ।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হাদীসে জাবির (রা) সালামের যে উত্তরের কথা বুঝিয়েছেন তা হচ্ছে, নামায থেকে অবসর হওয়ার পর উত্তর দেয়া। সুতরাং এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে হয়েছে এবং এর মর্মার্থ আমাদের উল্লেখিত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ বিষয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

www.pathagar.com

١٧٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ .

১৭৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খুশাইশ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তার নামাযরত অবস্থায় সালাম করলো। তিনি তার কোন উত্তর দিলেন না, বরং তাকে নিজ হাতে খোঁচা মারলেন।

ইবনে আব্বাস (রা)-ও নামাযরত অবস্থায় সালামদাতার উত্তর দেননি; বরং তিনি তার একাজ মাকরূহ হওয়ার প্রতি নিজ হাতে ইশারা করে বুঝিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, তারা নবী ﷺ-এর যে ইশারা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন সেটি সালামের উত্তরস্বরূপ ছিলো না, বরং তা ছিল নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ। কেননা নামায আদৌ কোন সালামের স্থান নয়। যেহেতু সালাম হচ্ছে কথা বলার অনুরূপ, তাই এর উত্তর দেয়াও তদনুরূপ। সুতরাং নামায যেহেতু কথা বলার স্থান নয়, সেহেতু সালামের উত্তর দেয়ারও স্থান নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত অবস্থায় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত ও স্থির রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٧٥٦- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ وَقَدْ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ فَقَالَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ تَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ .

১৭৫৬। ফাহ্‌দ (র)... জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, একদল লোক নামায পড়ছে এবং তারা তাদের হাত উপরে তুলছে। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাদের হাত পাগলা ঘোড়ার লেজের ন্যায় উপরে উঠাতে দেখছি! তোমরা নামাযে স্থির থাকবে।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইশারার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া হলে স্থিরতায় বিঘ্ন ঘটে। কারণ এতে হাত উঠাতে এবং আঙ্গুল সঞ্চালন করতে হয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থিরতা ও ভাবগাম্ভির্য বজায় রাখার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা নামাযের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ অনুচ্ছেদে যে মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছি তা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

www.pathagar.com

## ٦٨- بَابُ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ صَلاَتَهُ اَمْ لاَ

## ৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত, তা তার নামাযকে নষ্ট করে কিনা?

١٧٥٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاٰخِرَةِ الرَّحْلِ وَقَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ وَالْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَاَلْتَنِىْ عَمَّا سَاَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْكَلْبَ الْاَسْوَدَ شَيْطَانٌ .

১৭৫৭। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে যদি শিবিকার খুঁটির ন্যায় কিছু স্থাপিত থাকে তাহলে নামাযকে কোন কিছু নষ্ট করবে না। তিনি আরো বলেন ঃ স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর নামায নষ্ট করে। আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু যার! লাল ও সাদা কুকুর বাদ দিয়ে কালো কুকুরের কি অপরাধ? তিনি বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছো, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ কালো কুকুর হলো একটা শয়তান।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ .

১৭৫৮। ইউনুস (র)... সাহ্‌ল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ সুতরা স্থাপন করে নামায পড়লে সে যেনো এর নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়। শয়তান তার নামায নষ্ট করতে পারবে না।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ .

www.pathagar.com

১৭৫৯। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও কুকুর নামাযকে নষ্ট করে।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ يَحْىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَحْسِبُهُ قَدْ اَسْنَدَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالنَّصْرَانِىُّ وَالْخِنْزِيْرُ وَيَكْفِيْكَ اِذَا كَانُوْا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ لَمْ يَقْطَعُوْا عَلَيْكَ صَلاَتَكَ .

১৭৬০। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোক, কুকুর, গাধা, ইহুদী, খৃস্টান ও শূকর নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে সেগুলো নামায নষ্ট করে দেয়। তবে তোমার সামনে তীর সদৃশ কিছু থাকলে এগুলো তোমার নামায নষ্ট করবে না।

١٧٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ .

১৭৬১। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এসব হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেন যে, কালো কুকুর, স্ত্রীলোক ও গাধা যদি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যান্য আলেমগণ এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এসবের কোনো কিছুতে নামায নষ্ট হবে না। এ বিষয়ে তারা নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

١٧٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلٰى اَتَانٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا .

১৭৬২। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ফাদল একটি গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে আরাফাতে এলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের

www.pathagar.com

নিয়ে আরাফাতে নামায আদায় করছিলেন। আমরা একটি কাতার পেরিয়ে গর্দভীর পিঠ থেকে নেমে এটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিছুই বলেননি।

١٧٦٢(١)- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًا.

১৭৬২(১)। ইউনুস (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন 'মিনা'য় লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেছিলেন।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَرَوْحٌ وَوَهْبٌ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَاَنَا عَلَى حِمَارٍ وَمَعِيْ غُلاَمٌ مِّنْ بَنِيْ هَاشِمٍ فَلَمْ يَنْصَرِفْ .

১৭৬৩। আবু বাক্‌রা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ছিলেন, আমি এবং বনূ হাশিম গোত্রের এক তরুণ গাধায় চড়ে তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তাতে তিনি নামায ছেড়ে দেননি।

যেহেতু উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা উভয়ে কোন কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেছেন, সম্ভবত তারা ইমামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেননি, বরং মোক্তাদীদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছেন। আর এটি মোক্তাদীদের নামায নষ্টকারী নয়। এ বর্ণনায় ইমামের সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করার বিধান সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। তবে ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত সুহাইব (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে গাধাসহ যাতায়াত করেছেন, তাতে তিনি নামায ছেড়ে দেননি। এতে বুঝা যায় যে, ইমামের সামনে দিয়ে গাধা যাতায়াত করলেও নামায নষ্ট হয় না।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যা আমরা তার সূত্রে অনুচ্ছেদের প্রথমদিকে ইবনে আবু দাউদের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি যে, "গাধা নামায নষ্ট করে দেয়", এর সাথে সেই হাদীসে আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। শো'বা (র) তাতে বলেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি হাদীসটির সূত্র পরম্পরা রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

অতএব এই হাদীস যা আমরা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র) এবং সুহাইব (র) থেকে বর্ণনা করেছি, এটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। অতএব আমরা জানতে চাচ্ছি যে, এ দু'টির কোন্‌টি অপরটিকে রহিত করেছে? এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি পেয়েছি ঃ

www.pathagar.com

١٧٦٤- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالُوا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَمَا يَقْطَعُ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ يُكْرَهُ .

১৭৬৪। আবু বাক্‌রা (র)... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট আলোচনা হলো যে, কোন্ জিনিস নামাযকে নষ্ট করে? উপস্থিত লোকজন বললো, কুকুর ও গাধা। তখন ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন, "তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালাম" (সূরা ফাতির ঃ ১০)। এটা নষ্ট করতে পারে না, তবে তা মাকরূহ।

তিনিই তো ইবনে আব্বাস (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর বলেছেন, গাধা নামায নষ্ট করে না। এতে প্রমাণিত যে, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ (র) ও সুহাইব (র)-এর হাদীস তাঁরই সূত্রে উক্ত বিষয়ে বর্ণিত ইকরিমা (রা)-এর হাদীস থেকে পরবর্তী সময়ের। ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে যে, গাধা নামায নষ্ট করে না।

١٧٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ تَرْعَيَانِ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا .

১৭৬৫। ইবনে মারযূক (র)... আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বনভূমিতে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। আমাদের ছোট একটি কুকুর এবং একটি গাধা সেখানে চরে বেড়াচ্ছিল। তিনি সে দু'টি জন্তু সামনে রেখেই আসরের নামায পড়লেন। তিনি এগুলোকে তাড়িয়েও দিলেন না এবং পিছনেও সরিয়ে দিলেন না।

١٧٦٥(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১৭৬৫(১)। ইবনে মারযূক (র)... মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٧٦٥(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ

www.pathagar.com

بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৬৫(২)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে উমার (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষাত করেন'।

সুতরাং এ হাদীস অনুচ্ছেদের প্রথমদিকে উল্লেখিত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত সুহাইব (র) ও উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসের অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর আমরা ফিরে আসি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে কুকুর যাতায়াতের বিধানের দিকে। এ ব্যাপারে কি বিধান? এটা নামাযকে নষ্ট করে দেয় কি না?

এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস আমরা অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লেখ করেছি যে, কুকুর নামাযকে নষ্ট করে দেয়। অতঃপর আমরা এ মতের পরিপন্থী ফাদলের (র) হাদীসটি উল্লেখ করেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার নিজস্ব অভিমত তুলে ধরেছি, যা তারই সূত্রে ইকরিমা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নিশ্চয় কুকুর নামাযকে নষ্ট করে না।

এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি তার মতে রহিত হয়ে গেছে। আর ফাদল (রা) এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কালো কুকুরকে অন্যান্য রঙের কুকুর থেকে পার্থক্য করেছেন এবং কালো কুকুরকে নামায নষ্টকারী সাব্যস্ত করেছেন, আর অন্যগুলোকে করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ কালো কুকুর তো শয়তান।

এতে প্রমাণিত হচ্ছে, নামায নষ্ট হওয়ার জন্য যে জিনিসটি জরুরী তা হলো কুকুরটি কালো হওয়া যা কিনা শয়তান। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, এর বিপরীতে কিছু আছে কিনা? নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো এর বিপরীত হিসাবে বিবেচিত ঃ

١٧٦٦- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعَنَّ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَاْهُ مَا اَسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبِى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

১৭৬৬। ইউনুস (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন তার সামনে দিয়ে কাউকে যেন

www.pathagar.com

অতিক্রম করতে না দেয় এবং যথাসম্ভব সে যেন তাকে প্রতিরোধ করে। অতিক্রমকারী যদি তার বাধা মানতে অস্বীকার করে তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে তো একটি শয়তান।

١٧٦٦(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفَرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৬৬(১)। ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٦(٢)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৬৬(২)। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আবু সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যে-ই যাতায়াত করবে সে-ই শয়তান। আর এতে মানুষ ও কালো কুকুর সমান। তারা ইবনে উমার (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعَنَّ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنُ شَيْطَانٌ .

১৭৬৭। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে না দেয়। যদি সে বাধা মানতে অস্বীকার করে তাহলে তার সাথে যেন সে লড়াই করে; কারণ তার সেই সঙ্গীটি শয়তান।

আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীসের অর্থ আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ। আর মানুষ তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার অর্থ হলো তার সামনে দিয়ে তার সঙ্গীটিরও যাতায়াত করা, সে হচ্ছে শয়তান। তারপর এ বিষয়ে

www.pathagar.com

ঐকমত্য রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে কেউ কারো নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٧٦٨- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ يَقُولُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِمَّا يَلِيْ بَابَ بَنِيْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ .

১৭৬৮। ইউনুস (র)... আল-মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বাইতুল্লাহ্ শরীফে বনূ সাহম গোত্রের দিককার ফটকে নামায পড়তে দেখেছি। এ সময় তাঁর সামনে দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, অথচ তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে কোন কিছু (আড়াল) ছিলো না।

١٧٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَحَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ مَا سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ اَبِيْ .

১৭৬৯। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তাঁর ও তাওয়াফকারীদের মাঝখানে কোন আড়াল (সুতরা) ছিলো না। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি ইবনে জুরাইজ (র) থেকে শোনার পর আমাকে কাছীর ইবনে কাছীর তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার কাছে আমার পরিবারের কেউ একজন বর্ণনা করেছেন, তবে আমি তা আমার পিতার নিকট শুনিনি।

١٧٦٩(١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا هِشَامٌ اُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَمِّ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

১৭৬৯(১)। ইয়াযীদ ইবনে সিনান (র)... আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٧٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ قَالَ تَذَاكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ مَا يَقْطَعُ

www.pathagar.com

الصَّلٰوةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكِلاَبِ وَالْحَمِيْرِ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اِلٰى وَسَطَ السَّرِيْرِ وَاَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ وَالسَّرِيْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَبْدُوَ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاُوْذِيْهِ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىْ اِنْسِلاَلاً .

১৭৭০। আবু বিশ্‌র আর-রাক্কী (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন লোক আয়েশা (রা)-এর নিকট আলোচনা করলো যে, কোন্ জিনিস নামাযকে নষ্ট করে দেয়। তাদের কয়েকজন বললেন, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তখন আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা তো আমাদের মহিলাদেরকে কুকুর ও গাধার সমতুল্য করে দিলে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাটের মাঝখানের দিকে নামায পড়তেন আর আমি তাতে শুয়ে থাকতাম। খাট থাকতো তার ও কিবলার মাঝখানে। অতঃপর আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমি তাঁর সামনে বসা এবং তাঁকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করতাম না। তাই আমি নিজের পায়ের দিক থেকে জড়োসড়ো হয়ে সরে পড়তাম।

١٧٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْمَ كَرِهْتُ اَنْ اَقُوْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَنْسَلُّ اِنْسِلاَلاً .

১৭৭১। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে (শুয়ে) থাকতাম। এ সময় কোন প্রয়োজনে আমি উঠতে চাইলেও তাঁর সামনে দিয়ে উঠা পছন্দ করতাম না, বরং পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে সরে পড়তাম।

١٧٧٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَاَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلَىَّ قِبْلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَرَفَعْتُهُمَا فَاذَا اَقَامَ مَدَدْتُهُمَا .

১৭৭২। সালেহ্ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর কিবলার দিকে পা প্রসারিত করে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে খোঁচা মারতেই আমি পা দু'টি গুটিয়ে ফেলতাম। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমি পা দু'টি আবার প্রসারিত করতাম।

www.pathagar.com

١٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ اَمَامَهُ فِى الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ غَمَزَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحِّىْ .

১৭৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তেন, আর তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে কিবলার দিকে প্রস্থে শুয়ে থাকতেন। তিনি বেতের আদায়ের ইচ্ছা করলে নিজ পা দিয়ে তাকে খোঁচা মেরে বলতেন ঃ একপাশে সরে যাও।

١٧٧٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ الْبَصَرِىُّ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اَيَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ .

১৭৭৪। ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা নফল নামায পড়তেন এবং আয়েশা (রা) তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতেন।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَاَهْلُهُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

১৭৭৫। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে ইউনুস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর ও কিব্লার মাঝখানে প্রস্থে ঐ বিছানায় শুয়ে থাকতাম, যাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী শয়ন করতেন। তিনি বেতের নামায পড়ার ইচ্ছা করলে আমাকে জাগিয়ে দিতেন। তখন আমিও বেতের পড়তাম।

١٧٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَاَهْلُهُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

www.pathagar.com

১৭৭৬। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (রাতে) নফল নামায পড়তেন। আর তিনি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বিছানার উপর শুয়ে থাকতেন, যাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঘুমাতেন। তিনি বেতের নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তখন আমাকেও জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বেতের পড়তাম।

١٧٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَأَنِّي حِيَالَهُ .

১৭৭৭। ইবনে মারযূক (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসাল্লার (নামাযের জায়গা) সামনে (কখনো) আমার জন্য বিছানা পাতা হতো। তিনি তাতে নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর সামনে শুয়ে থাকতাম।

١٧٧٨- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَهُوَ يُصَلِّي .

১৭৭৮। সালেহ (র)... মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুসাল্লার সামনে আমার বিছানা পাতা থাকতো। তাঁর নামাযরত অবস্থায় কখনো তাঁর কাপড় আমার উপর এসে পড়তো।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এসব হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের যাতায়াতে নামায নষ্ট হয় না। আর নবী ﷺ থেকে ইবনে উমার (রা) ও আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী হলো শয়তান। আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ননা করেছেন যে, কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়, কেননা এটি একটি শয়তান।

অতএব যে কারণে নামায নষ্ট হয় সেটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এদের (মানুষের) যাতায়াতে নামায নষ্ট হয় না। এতে বুঝা যাচ্ছে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে মানুষ ছাড়া অন্যান্য যাতায়াতকারীর কারণেও নামায নষ্ট হয় না। আমাদের উল্লেখিত দাবির বিশুদ্ধতার পক্ষে এটিও প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত যে, ইবনে উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াত সত্ত্বেও নবীজীর ইন্তেকালের পরে ইবনে উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হলো ঃ

www.pathagar.com

١٧٧٩- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْئٌ .

১৭৭৯। ইউনুস (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আ (র) বলেছেন, কুকুর ও গাধা নামায নষ্ট করে দেয়। একথা শুনে ইবনে উমার (রা) বললেন, মুসলমানের নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করে না।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ .

১৭৮০। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী) কোন কিছুই নামাযকে নষ্ট করবে না। তোমরা যথাসম্ভব (সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে) প্রতিহত করো।

١٧٨٠(١)- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৭৮০(১)। সালেহ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে একথা বলেছেন এবং তিনি তা নবী ﷺ-এর নিকট শুনেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পূর্বে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন তা রহিত হয়ে গেছে এবং সেটি অপেক্ষা তার এই নিজস্ব অভিমত উত্তম বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে ইবনে উমার (রা) ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নামাযরত ব্যক্তি কর্তৃক তার সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যথাসাধ্য বাধা দেয়ার যে বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন নামাযে আমলে কাছীরসহ কথাবার্তা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে নামাযে কাজকর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার সাথে তা রহিত হয়ে গেছে। মূলত এটিই হচ্ছে বর্ণনার দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নামাযীর সামনে দিয়ে কালো ব্যতীত অন্যান্য রঙের কুকুর যাতায়াত করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না.

www.pathagar.com

এ বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ নেই। তাই আমরা কালো কুকুরের বিধানের দিকে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করবো যে, অন্যান্য বর্ণের কুকুরের বিধান একইরূপ কিনা? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কালো ও অন্য রঙের কুকুরের গোশত আহার করা হারাম। এর গোশত আহারের হারাম হওয়া রঙের পার্থক্যের কারণে নয়, বরং এর সত্তাগত দোষের কারণে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক হিংস্র পশু ও হিংস্র পাখির গোশত এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে রঙের পার্থক্যের কারণে বিধানগত কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। আর এসব জন্তুর উচ্ছিষ্টের বিধানও অনুরূপ।

অতএব উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের ব্যাপারে সব রঙের কুকুরের বিধান অভিন্ন হওয়া উচিৎ। কালো রঙের কুকুর ছাড়া অন্য রঙের কুকুর যেমন নামায নষ্ট করে না, অনুরূপভাবে কালো কুকুরও নামায নষ্ট করে না। যুক্তির ভিত্তিতে যখন কুকুরসমূহের বিষয়ে তা প্রমাণিত হলো, যা আমরা উল্লেখ করলাম; অতএব গাধার ব্যাপারেও অনুরূপ বিধান হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল আলেম বলেন, এর গোশত খাওয়া মাকরূহ।

মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যেসব জন্তুর গোশত আহার করা হয় না নামাযীর সামনে দিয়ে তার যাতায়াতে নামায নষ্ট হয় না। তাহলে গোশত আহারে বিরোধপূর্ণ জন্তুর যাতায়াতে উত্তমরূপেই নামায নষ্ট হবে না। আর এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-র অভিমত।

এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক সাহাবী থেকেও তাদের অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছি। তাদের থেকে এই বিষয়ে আরো কিছু হাদীস ঃ

١٧٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوبَةَ وَهِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ قَالاَ لاَ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ وَادْرَؤُا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ .

১৭৮১। আবু বাক্‌রা (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) ও উসমান (রা) বলেছেন, কোন কিছুই মুসলমানদের নামাযকে নষ্ট করতে পারে না। তবে তোমরা যথাসম্ভব নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত প্রতিহত করো।

١٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ وَلاَ الْحِمَارُ وَلاَ الْمَرْاَةُ وَلاَ مَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الدَّوَابِّ وَادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ .

www.pathagar.com

১৭৮২। আবু বাক্‌রা (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তু মুসলমানের নামাযকে নষ্ট করে না, আর তোমরা যথাসম্ভব যাতায়াত প্রতিহত করো।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ قَالَ فَمَنَعْتُهُ فَغَلَبَنِىْ الاَّ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَىَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ وَكَانَ خَالُ اَبِيْهِ فَقَالَ لاَ يَضُرُّكَ .

১৭৮৩। ইবনে মারযূক (র)... সাঈদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নামায আদায়কালে জনৈক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিলাম। কিন্তু সে আমার বাধায় ভ্রূক্ষেপ না করে সামনে দিয়ে চলে গেলো। বিষয়টি আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি ছিলেন তার পিতা ইবরাহীমের মামা। তিনি বললেন, এতে তোমার নামাযের কোন ক্ষতি হয়নি।

١٧٨٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ ابْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُمَا اَنَّهُ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ فَمَرَّ بِهِ سَلِيْطُ بْنُ اَبِىْ سَلِيْطٍ فَجَذَبَهُ ابْرَاهِيْمُ فَخَرَّ فَشُجَّ فَذَهَبَ الٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَاَرْسَلَ الَىَّ فَقَالَ لِىْ مَا هٰذَا فَقُلْتُ مَرَّ بَيْنَ يَدَىَّ فَرَدَدْتُهُ لِئَلاَّ يَقْطَعَ صَلاَتِىْ قَالَ وَيَقْطَعُ صَلاَتَكَ قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ انَّهُ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَكَ .

১৭৮৪। আলী ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত থাকা অবস্থায় তার সামনে দিয়ে সালীত ইবনে আবু সালীত অতিক্রম করলো। ইবরাহীম (র) তাকে টেনে ধরলেন। তিনি পড়ে গেলে তার মাথা ফেটে গেলো। সালীত উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আমি বললাম, সে আমার নামাযরত অবস্থায় আমার সামনে দিয়ে যেতে চাইলে আমি তাকে বাধা দিয়েছি, যাতে আমার নামায নষ্ট করে না দেয়। তিনি বললেন, সে তোমার নামায নষ্ট করে দিতো? আমি বললাম, আপনি ভালো জানেন। তিনি বললেন, সে তোমার নামায নষ্ট করতে পারে না।

١٧٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا اسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْرُ قَالَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ.

www.pathagar.com

১৭৮৫। আবু বাক্রা (র)... কা'ব ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি, কোন কিছুই নামাযকে নষ্ট করে না।

## ٦٩- بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيْهَا

## ৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ভুলে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে অথবা নামায পড়তে ভুলে গেলে সে তা কিভাবে কাযা করবে?

١٧٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرِ ابْنِ اَخِى النَّجَاشِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنِمْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَتَنَحَّيْنَا مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ بَزَغَ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الصَّلٰوةَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ هٰذِهِ صَلاَتُنَا بِالْاَمْسِ .

১৭৮৬। আবু উমায়্যা (র)... নাজাশীর ভাতিজা যুমিখবার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্যের তাপে আমরা জাগ্রত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলাম। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। পরদিন সূর্য উদিত হলে তিনি বিলাল (রা)-কে প্রথমে আযান ও ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। তখন তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায সমাপনান্তে তিনি বললেন ঃ এটি হচ্ছে আমাদের গতকালের নামায।

١٧٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ .

১৭৮৭। আহমাদ ইবনে দাউদ (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায় তবে যখনই স্মরণ হবে, পরদিন উক্ত সময়ে তা আদায় করবে।

١٧٨٧(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

www.pathagar.com

১৭৮৭(১)। আবু উমায়্যা (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ...তারপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এই মত পোষণ করেন যে, কেউ যদি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা তা পড়তে ভুলে যায়, সে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তা পড়বে। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে এই দুই হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। অপর একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তা পরবর্তী ওয়াক্তের ফরয নামাযের সাথে পড়বে। এছাড়া অন্য কিছু তার জন্য জরুরী নয়। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

١٧٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ السَّمُرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى بَنِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُهُمْ اِذَا شَغَلَ اَحَدُهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا حَتّٰى يَذْهَبَ حِيْنُهَا الَّذِىْ تُصَلّٰى فِيْهِ اَنْ يُّصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِىْ تَلِيْهَا مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

১৭৮৮। ইবনে আবু দাউদ (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদের লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আদেশ করেছেন ঃ তাদের কেউ যদি নামায পড়া থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যায় কিংবা ভুলে যায় এবং সেই নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে সে যেন উক্ত নামায তার পরবর্তী ফরয নামাযের সাথে আদায় করে।

অপর একদল আলেম এ বিষয়ে তাদের উভয় দলের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, বরং যখনই স্মরণ হবে তা পড়ে নিবে, যদিও তা পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বে হয়। এছাড়া তার উপরে অন্য কিছু জরুরী নয়। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু কাতাদা (রা), ইমরান (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। নবী ﷺ যখন ফজরের নামায ঘুমের কারণে পড়তে পারেননি এবং এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হয়ে যায়, তারপর তিনি সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করেছেন। তিনি সে জন্য যুহরের ওয়াক্ত আসার অপেক্ষা করেননি। আমরা এ হাদীসটি সনদসহ ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

١٧٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

www.pathagar.com

وَاَصْحَابُهُ عَنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِهِمُ الْمَكْتُوْبَةَ .

১৭৮৯। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইয়াযীদ ইবনে আবু মারয়াম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে থাকার কারণে ফজরের নামায পড়তে পারেননি, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান দিলেন। তিনি দুই রাক্‌আত সুন্নাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি তাকে ইকামত দিতে বললে তিনি ইকামত দিলেন এবং তাদের নিয়ে ফরয নামায পড়লেন।

١٧٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَلَمَّا كُنَّا بِدَهَاسٍ مِّنَ الْاَرْضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْلَاُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا قَالَ اِذًا تَنَامُ فَنَامَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالُوْا تَكَلَّمُوْا حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلُوْا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُ مَنْ نَامَ اَوْ نَسِيَ .

১৭৯০। আবু উমায়্যা (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা নরম ও সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? বিলাল (রা) বললেন, আমি। রাবী বলেন, প্রত্যেকে ঘুমিয়ে পড়লে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে সূর্যোদয় হলো। পরে অমুক অমুক জাগ্রত হন। তারা বললেন, তোমরা কথা বলতে থাকো যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হয়ে বললেন ঃ তোমরা যা করতে তাই করো (তোমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নাও)। আর সেই ব্যক্তি অনুরূপ করবে যে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় কিংবা নামায পড়তে ভুলে যায়।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আরো হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٧٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا قَالَ هَمَّامٌ ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَقَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ .

১৭৯১। আহমাদ ইবনে দাঊদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, যখনই তা স্মরণ হবে সে তখনই পড়ে নিবে। হাম্মাম (র)

www.pathagar.com

বলেন, এর পরে উক্ত হাদীসের সাথে আমি কাতাদা (র)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি ঃ "আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো" (২০ ঃ ১৪)।

١٧٩٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

১৭৯২। ফাহ্দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে।

١٧٩٢(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৯২(১)। আলী ইবনে শায়বা (র)... আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, তার উপর এর কাযা ব্যতীত অন্য কিছু জরুরী নয়। যেহেতু তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গেলে। অতঃপর তিনি জরুরী বিষয় সম্পর্কে খবর পরিবেশন করেছেন (অর্থাৎ যখনই তার স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে)। এই বিষয়ে তাঁর থেকে অন্য হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে ঃ

١٧٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ .

১৭৯৩। ফাহ্দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে যখন তা স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নিবে। এ ছাড়া এর অন্য কোন কাফ্ফারা নেই। রাবী বলেন, তারপর আমি তাকে এ আয়াতও বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ "আমরা স্মরণার্থে নামায কায়েম করো" (২০ ঃ ১৪)।

١٧٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَاِنَّ كَفَّارَتَهَا اَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

www.pathagar.com

১৭৯৪। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে যায় তাহলে এর কাফফারা হচ্ছে—যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাযের কাযা ব্যতীত এর অন্য কোন কাফফারা নেই, তাই তার অতিরিক্ত কিছু এর সাথে যোগ হওয়া অসম্ভব। কেননা এর সাথে তার উপর যদি কাফ্ফারা যোগ হয় তাহলে শুধু নামাযের কাযা করা যথেষ্ট হতো না। তাছাড়া হাসান বসরী (র) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে নামায না পড়ে ভুলে ঘুমিয়ে থাকা সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, সূর্য উপরে উঠার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আগামী কাল এটি এর ওয়াক্তে কাযা পড়বো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্য বর্ধিত বস্তু (সুদ) থেকে নিষিদ্ধ করেননি? আর তিনি কি তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন? বস্তুত আমরা সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ের উপর সনদসহ অনত্র উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছি।

অতএব এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইতিপূর্বে তা করতে না দেখে নিজেরা তা পরবর্তী দিন কাযা করবেন কিংবা তাদেরকে তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, যু-মিখবার (রা) ও সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত রহিত এবং এটি বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা পরবর্তী কালের। সুতরাং এটি উত্তম বিবেচিত হবে, যেহেতু এটি তার জন্য রহিতকারী হিসাবে সাব্যস্ত। রিওয়ায়াতের দিক থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের বিশ্লেষণের যথার্থ পন্থাও এটি।

## ইমাম তাহাবীর (র) যুক্তিভিত্তিক দলীল

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মহান আল্লাহ নামাযসমূহকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পড়া ফরয করেছেন, সিয়াম পালনের জন্য রমযান মাসকে নির্ধারিত করেছেন। কোন ব্যক্তি রমযান মাসে সিয়াম পালন করতে না পারলে তার জন্য অন্য মাসে ততো দিনের সিয়াম পালনকে জরুরী করেছেন এবং এর কাযা করাকে এর বিপরীতে অন্য মাসে জরুরী করেছেন। একবার কাযা করার পর পরবর্তীতে পুনরায় ততো দিনের কাযা করাকে জরুরী করেননি।

অতএব আমাদের উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে, নামাযও অনুরূপ হবে। কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা তার নামায ছুটে যায় তাহলে পরবর্তীতে যখনই তা স্মরণ হবে এর কাযা করা ওয়াজিব, যদিও অনুরূপ ওয়াক্ত না আসে এবং একবার এটি কাযা করার পর দ্বিতীয়বার কাযা ওয়াজিব নয়। এটিই হচ্ছে সিয়ামের ব্যাপারেও কিয়াস ও যুক্তির দাবি, যার বর্ণনা আমরা ইতোপূর্বে করে এসেছি। আর এটিই হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। পূর্ববর্তী একদল আলিম থেকে এটি বর্ণিত আছে ঃ

www.pathagar.com

١٧٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَذَكَرَهَا مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِيْ نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْاُخْرٰى بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৭৯৫। ইবনে মারযূক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, অতঃপর তা যদি ইমামের সাথে আদায়কালে স্মরণ হয়, তাহলে সে ইমামের সাথের নামায পড়বে, তারপর ভুলে যাওয়া নামায পড়বে, অতঃপর ইমামের সাথে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়বে।

١٧٩٥(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৭৯৫(১)। ইবনে আবু ইমরান (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٧٩٥(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَذٰلِكَ مُحْتَمَلٌ عِنْدَنَا اَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّهَا لَهُ تَطَوُّعٌ .

১৭৯৫(২)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়েদ (র)... সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। রাবী এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তা মারফু হিসেবে বর্ণনা করেননি। ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি 'তার (ইমামের) সাথে তা আদায় করে নিবে', আমাদের মতে এতে এই অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি সে নফল হিসাবে আদায় করে নিবে।

١٧٩٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ .

১৭৯৬। সালেহ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবরাহীম (র) থেকে সেই ব্যক্তির বিষয়ে বর্ণিত যে যুহরের নামায পড়তে ভুলে গিয়েছে, তারপর আসরের নামায আদায়কালে তা স্মরণ হয়েছে। তাহলে সে জামায়াতের নামায ছেড়ে দিয়ে আগে যুহরের নামায পড়বে, তারপর আসরের নামায পড়বে।

www.pathagar.com

١٧٩٧-حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مَنْصُوْرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ يُتِمُّ الْعَصْرَ الَّتِىْ دَخَلَ فِيْهَا ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهْرَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৭৯৭। সালেহ (র)... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সে আসর পূর্ণভাবে আদায় করে নিবে যা সে শুরু করেছে, তারপর যুহরের নামায পড়বে।

## ٧٠- بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ هَلْ يُطَهِّرُهَا اَمْ لاَ

### ৭০-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয় কিনা ?

١٧٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِاَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ اَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ .

১৭৯৮। আবু বাকরা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না গোত্রে অবস্থানকালে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পত্র পাঠ করে শুনানো হলো। তখন আমি তরুণ যুবক। পত্রে উল্লেখ ছিল ঃ তোমারা মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে এবং তার শিরা-উপশিরা কোন উপকারী কাজে ব্যবহার করো না।

١٧٩٨(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ غُنْيَةَ عَنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৯৮(১)। আবু বিশর আর-রাক্কী (র)... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে এই বাক্যটি বলেছেন, "আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র এসেছে।"

١٧٩٨(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৯৮(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে ইউনুস (র)... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাতে "আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ পত্র লিখেছেন" বাক্য উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

١٧٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَشْيَاخُ جُهَيْنَةَ قَالُوْا اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَىْءٍ .

১৭৯৯। আবদুর রহমান ইবনে আমর আদ-দিমাশকী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জুহায়না গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান এসেছে অথবা তারা বলেছেন, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান পাঠ করা হয়েছে ঃ তোমরা মৃত পশু থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ করো না।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মৃত পশুর চামড়া পাকা করলেও পাক হয় না এবং এর উপর নামায পড়া জায়েয নয়। এই বিষয়ে তারা উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

অপর একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, মৃত পশুর চামড়া অথবা শিরা পাকা করা হলে অবশ্যই পাক হয়ে যায় এবং এটি বিক্রি করতে, তা কোন উপকারী কাজে লাগাতে এবং তাতে নামায পড়তে অসুবিধা নেই। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিপরীতে তাদের দলীল হচ্ছে আমাদের উল্লেখিত ইবনে আবু লায়লা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যা তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তি ব্যক্ত হয়েছে ঃ "তোমারা মৃত পশুর চামড়া ও শিরা থেকে উপকার গ্রহণ করো না"। এ বক্তব্যে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি মৃত পশুর এমন চামড়ার কথা বুঝিয়েছেন যা পাকা করা হয়নি। কারণ তাঁকে মৃত পশুর চর্বি উপকারী কাজে ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে এরূপ উত্তর দিয়েছিলেন।

١٨٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَفِيْنَةً لَنَا انْكَسَرَتْ وَاِنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِيْنَةً مَيْتَةً فَاَرَدْنَا اَنْ نَدْهَنَ بِهَا سَفِيْنَتَنَا وَاِنَّمَا هِىَ عُوْدٌ وَهِىَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنْتَفِعُوْا بِشَىْءٍ مِّنَ الْمَيْتَةِ .

www.pathagar.com

১৮০০। ইউনুস (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত থাকতে তাঁর নিকট কিছু লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নৌকাটি ভেঙ্গে গিয়েছে, আমরা একটি চর্বিযুক্ত মৃত উটনী পেয়েছি, এর চর্বি দ্বারা আমরা নৌকাটি মেরামত করতে চাচ্ছি। আর সেটি কাঠের তৈরী এবং পানিতে ভাসমান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা মৃত পশুর কোন কিছু কোনরূপ উপকারী কাজে ব্যবহার করো না।

١٨٠٠(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৮০০(১)। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুস (র).. যামআ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) সেই প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত করেছেন যার উত্তর রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উক্তিতে, "তোমরা মৃত পশু থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ করো না"। আর এটি ছিল তার চর্বি থেকে উপকার গ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা। পক্ষান্তরে মৃত পশুর চামড়া পাকা করার মাধ্যমে পাক হয়ে যায় এবং মৃতের বিধান থেকে বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ এবং মুতাওয়াতির সনদ দ্বারা অনেক হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণসহ এসেছে। তাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, পাকা করার দ্বারা চামড়া পাক হয়ে যায়। সেসব হাদীস থেকে কিছু হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

١٨٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ لَوْ اَخَذُوْا اِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهٖ .

১৮০১। আবু বাকরা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-র মৃত বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তারা যদি এর চামড়া পাকা করতো এবং তা উপকারী কাজে ব্যবহার করতো।

١٨٠٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا اُسَامَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ اَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ .

১৮০২। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত বকরীর মালিককে বললেন ঃ কেন তোমরা এর চামড়া খুলে নিয়ে পাকা করলে না? তাহলে তোমরা তা উপকারী কাজে খাটাতে পারতে।

www.pathagar.com

١٨٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ مُنْذُ حِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ دَبَغْتُمْ اِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ .

১৮০৩। আবু বিশ্‌র আর-রাক্কী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মায়মূনা (রা)-র একটি মৃত বকরী সম্পর্কে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কেন এর চামড়া পাকা করলে না? এর দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারতে।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَاَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِهَا اَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ .

১৮০৪। রবী‘ আল-মুআয্‌যিন (র)... আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একটি বকরী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মালিকদের বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া অপসারিত করে পাকা করলে না কেন? তাহলে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّ دِبَاغَ الْاَدِيْمِ طَهُوْرُهُ .

১৮০৫। ইবনে মারযূক (র) ... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা)-র একটি বকরী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া উপকারী কাজে লাগালে না কেন? তারা বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ চামড়া পাকা করলে তা পাক হয়ে যায়।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

www.pathagar.com

১৮০৬। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন চামড়া পাকা করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

١٨٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُبِغَ الْاَدِيْمُ فَقَدْ طَهُرَ .

১৮০৭। ইবনে মারযুক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ চামড়া পাকা করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّا نَغْزُوْ اَرْضَ الْمَغْرِبِ وَاِنَّمَا اَسْقِيَتُنَا جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا مَسْكٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

১৮০৮। রবী' আল-জীযী (র)... আবদুর রহমান ইবনে ওয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমরা মাগরিব (পশ্চিম আফ্রিকায়) জিহাদ করে থাকি এবং সেখানে আমাদের পানপাত্রগুলো মৃত পশুর চামড়ার তৈরী। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন চামড়া পাকা করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

١٨٠٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْخَيْرِ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنَّا نَغْزُوْ هٰذَا الْمَغْرِبَ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ وَهُمْ اَهْلُ وَثَنٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدِّبَاغُ طَهُوْرٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَاْيِكَ اَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮০৯। রবী' আল-জীযী (র)... ইবনে ওয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আমরা এই মাগরিব দেশে (আফ্রিকা) জিহাদ করি। তাদের পানি রাখার পানপাত্র আছে, আর তারা হলো পৌত্তলিক। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, চামড়া পাকা করা মানেই পবিত্র। ইবনে ওয়া'লা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, বরং আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

www.pathagar.com

١٨١٠- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى الْعَبْسِيُّ قَالاَ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا .

১৮১০। রবী' আল-মুআযযিন (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা এর চামড়া পাকা করলাম এবং এতে নবীয (খেজুর ভেজানো পানীয়) প্রস্তুত করতে থাকলাম। অবশেষে তা মশকে পরিণত হলো।

١٨١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا . هٰذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ وَاَمَّا فَهْدٌ فَقَالَ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا .

১৮১১। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত পশুর চামড়া পাকা করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

١٨١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا .

১৮১২। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত পশুর চামড়া পাকা করা মানেই এর পবিত্র হওয়া।

١٨١٢(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ثَنَا اَصْحَابُنَا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৮১২(১)। ফাহ্দ (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

١٨١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَتْ لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُوْنُ طُهُوْرُهَا .

১৮১৩। ফাহ্‌দ (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আশা করি তা পাকা করাই তার পাক হওয়া।

١٨١٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ .

১৮১৪। ফাহ্‌দ (র)... নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে গাধার ন্যায় বিরাটকায় তাদের একটি মৃত বকরী টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়া (ছিলে) নিয়ে নিতে। তারা বললো, এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ এটিকে পানি ও কারায (এক প্রকার লতাগুল্ম) পবিত্র করবে।

١٨١٤(١)- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৮১৪(১)। ইউনুস (র)... কাসীর ইবনে ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِّنْ عِنْدِ امْرَاَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَقَالَتْ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَدَبَغْتِيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا .

১৮১৫। ইবনে আবু দাউদ (র).. সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈকা নারীর কাছে একটি মশক চাইলেন, তাতে পানি ছিল। সে বললো, এটি মৃত

www.pathagar.com

পশুর চামড়ার তৈরী। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কি এটি পাকা করোনি? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটি পাকা করা মানেই পবিত্র হওয়া।

মৃত পশুর চামড়া পাকা করলেই পবিত্র হয়ে যায় এই সম্পর্কে মুতাওয়াতির সনদে হাদীস এসেছে এবং এগুলোর অর্থও সুস্পষ্ট। অতএব আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইম (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা এসব হাদীস উত্তম বিবেচিত হবে, যেগুলো এসব হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, মৃত পশুর চামড়া পাকা করার বৈধতা এবং পাকা করলেই পবিত্র হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি মৃত পশু আহার করা হারাম হওয়ার আগেকার। উত্তরে বলা যায়, এটি মৃত জন্তু আহার করা হারাম হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা এবং এটি মৃত জন্তুর যেসব অংশ হারাম করা হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٨١٦- انَّ ابْنَ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ تَعْنِى الشَّاةَ قَالَ فَلَوْلَا اَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ نَاْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الاٰيَةَ فَاِنَّهُ لَا بَاْسَ بِاَنْ تَدْبَغُوْهُ فَتَنْتَفِعُوْا بِهٖ قَالَتْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتّٰى تَخَرَّقَتْ .

১৮১৬। ইবনে আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনত যাম'আ (রা)-এর বকরীটি মারা গেলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক বকরীটি মারা গেছে। তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়াটি অপসারণ করে নিতে। তিনি বলেন, আমরা কি মৃত বকরীর চামড়া খুলে রাখবো? নবী ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, "বলো, আমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না..." (৬ ঃ ১৪৫)। তোমরা তা পাকা করে উপকারী কাজে লাগালে তাতে কোন অসুবিধা নাই। তিনি বলেন, আমি ওটার কাছে লোক পাঠিয়ে চামড়া খুলে আনলাম, অতঃপর পাকা করলাম এবং তা দিয়ে একটি মশক (পানপাত্র) বানালাম। অবশেষে এটি ফেটে যায়।

এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি যখন নবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি তাকে সেই আয়াত পড়ে শুনালেন যাতে মৃত জন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কথা রয়েছে। এর

www.pathagar.com

দ্বারা তিনি তাকে অবহিত করলেন যে, উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে তাদের উপর মৃত বকরীর যা হারাম হয়েছে তা হচ্ছে সেসব অংশ যা যবেহ করার পর আহার করা হয়, অন্য কিছু নয়। আর পাকা করার পর তার চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করা সেই নিষিদ্ধ অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র)-ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٨١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا .

১৮১৭। ইউনুস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-র এক মুক্তদাসীকে যাকাত থেকে প্রদত্ত একটি বকরী মৃত অবস্থায় দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা এর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করলে না কেন? তারা বললো, এটি তো মৃত। তিনি বলেন ঃ হারাম হলো এর গোশত আহার করা।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বকরীর মৃত্যুর কারণে তার গোশত খাওয়া হারাম। তার চামড়া ও শিরার ব্যবহার হারাম নয়। এ হলো রিওয়ায়াতের দিক থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, সর্ববাদিসম্মত নিয়ম হলো–বস্তুর গুণাবলী পরিবর্তনের কারণে বিধানও পরিবর্তিত হয়। যেমন আঙ্গুরের রস পান করা বা এর দ্বারা উপকার গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে মদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। যখনই মদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে তখনই তা হারাম হবে। অতঃপর এটি হারাম অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ না এর মধ্যে সিরকার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। অতঃপর যখন এতে সিরকার গুণাবলী সৃষ্টি হবে তখন এটি হালাল হয়ে যাবে। অতএব বুঝা যাচ্ছে, একই বস্তু পরিবর্তিত গুণাবলীর কারণে হালাল বা হারাম হয়, যদিও তার আকৃতি থাকে অভিন্ন।

এ যুক্তির উপর ভিত্তি করে মৃত জন্তুর চামড়ার বিধানও অনুরূপ হবে। এতে মৃত্যুর গুণ সৃষ্টি দ্বারা তা হারাম হবে এবং পাকা করার দ্বারা তাতে কাপড় ইত্যাদি সামগ্রীর গুণ সৃষ্টির দ্বারা তা হালাল হয়ে যাবে। আর যখনই তা পাকা করা হবে তখনই তা চামড়া ও সামগ্রীর মত হয়ে যাবে। তাতে হালালের গুণ সৃষ্টি হবে। অতএব আমাদের উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তি হচ্ছে, উক্ত গুণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে এটিও হালাল হয়ে যাবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাদের জুতা, মোজা ও বিছানাসমূহ ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেননি, যা তারা জাহিলিয়াতের (পৌত্তলিক) যুগে বানিয়েছিলেন। আর তা অবশ্যই মৃত জন্তু কিংবা যবেহকৃত

www.pathagar.com

পশুর চামড়ার তৈরী ছিল। সেই পশু ছিল পৌত্তলিকদের যবেহকৃত। সেটি মুসলমানদের জন্য মৃতের মতই হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদের এসব বস্তু ফেলে দেয়ার কিংবা এর দ্বারা উপকার গ্রহণ না করার নির্দেশ দেননি, তাহলে এতে প্রমাণিত হয় যে, এসব বস্তু পাকা করার দ্বারা মৃত এবং নাপাকের বিধান থেকে বের হয়ে অপরাপর সামগ্রীর এবং এর পাক হওয়ার বিধানের আওতাভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন তারা (সাহাবীগণ) মুশরিকদের শহরসমূহ জয় করেছেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তিনি তাদের (পৌত্তলিকদের) মোজা, জুতা ও চামড়ার বিছানাসহ অন্যান্য চামড়ার তৈরী সামগ্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে এবং সেগুলো গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেননি। অর্থাৎ তিনি তাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। এটিও একটি প্রমাণ যে, চামড়া পাকা করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

এ বিষয়ে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে নিম্নবর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

١٨١٨ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصِيْبُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْأَسْقِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ فَنَنْتَفِعُ بِذٰلِكَ.

১৮১৮। ফাহ্দ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গিয়ে আমাদের গনীমতের মালের সাথে পৌত্তলিকদের মশক পেতাম, অতঃপর সেগুলো বণ্টন করতাম। সেসব মশক ছিল মৃত জন্তুর চামড়ার তৈরী। আমরা এসব দিয়ে উপকার গ্রহণ করতাম।

এ বর্ণনাটিও আমাদের উল্লেখিত বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। জাবের (রা) উপরোক্ত কথা বলেছেন, অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছন যে, তিনি বলেন ঃ "তোমরা মৃত (পশুর চামড়া) থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ করো না"। জাবের (রা)-র মতে এ দু'টি বর্ণনা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "তোমরা মৃত পশুর চামড়া থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ করো না", তাঁর এ হাদীসের অর্থ তাঁর অপর হাদীসের অর্থ থেকে ভিন্ন। সেই হাদীসে বর্ণিত মৃত হারাম বস্তু এই হাদীসে বৈধ হিসাবে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মৃত পশুর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেটি কিন্তু এসব হাদীসে বৈধ করা হয়নি অর্থাৎ এসব হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে পাকা করা চামড়া প্রসঙ্গে। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এসব হাদীস ঐকমত্য পর্যায়ে পৌঁছে পারস্পরিক সংঘর্ষমুক্ত হয়েছে। এটি সেই মর্মার্থ যা আমরা গ্রহণ করেছি যে, পাকা করার দ্বারা মৃত পশুর চামড়া পাক হয়ে যায়। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

www.pathagar.com

## ٧١- بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ اَمْ لاَ

### ৭১-অনুচ্ছেদ ঃ উরু সতরের (আবরণীয় অঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

١٨١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاسْتَاْذَنَ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى هَيْاَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ جَاءَ اُنَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَالنَّبِىُّ ﷺ عَلٰى هَيْاَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَهُ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ فَتَحَدَّثُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِىٌّ وَنَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ وَاَنْتَ عَلٰى هَيْاَتِكَ فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ تَجَلَّلْتَ ثَوْبَكَ فَقَالَ اَوَلاَ اَسْتَحْيِىْ مِمَّنْ يَسْتَحْيِىْ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ قَالَتْ وَسَمِعْتُ اَبِىْ وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُوْنَ نَحْوًا مِّنْ هٰذَا .

১৮১৯। ইবনে মারযূক (র)... হাফসা বিনতে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিধেয় বস্ত্র তাঁর উভয় উরুর মাঝখানে রাখলেন। তখন আবু বাকর (রা) ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী ﷺ তাঁকে উক্ত অবস্থায় অনুমতি দিলেন। তারপর উমার (রা) অনুরূপ অবস্থায় আসলেন। তাঁর সাহাবীগণের অনেকেই এলেন, আর নবী ﷺ আগের অবস্থায় রইলেন। তারপর উসমান (রা) এসে তাঁর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ কাপড় দিয়ে তাঁর উরুর খোলা অংশ ঢেকে দিলেন। এরপর তারা কথাবার্তা বলে বের হয়ে চলে গেলেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু বাকর (রা), উমার (রা), আলী (রা) ও আপনার সাহাবীদের অনেকেই এলেন, আর আপনি নিজ অবস্থায় বসে রইলেন। তারপর যখন উসমান (রা) এলেন তখন আপনি কাপড় দিয়ে আপনার উন্মুক্ত স্থান ঢেকে দিলেন, এর কারণ কি? তিনি বলেন ঃ আমি কি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করবো না, যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেন? বর্ণনাকারিণী বলেন, আমি আমার পিতা ও অন্যদেরকে প্রায় এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা এ বিষয়ে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

www.pathagar.com

অপর একদল আলেম এ বিষয়ে তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা বলেছেন যে, উক্ত হাদীস আহলে বায়তের একদল বর্ণনাকারী তাদের থেকে ভিন্নভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের রিওয়ায়াত দ্বারা আপনারা দলীল পেশ করেছেন। রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি অন্যতম।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِسٌ مِرْطَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَذِنَ لَهُ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ فَاسْتَوٰى جَالِسًا وَقَالَ لِعَائِشَةَ اَجْمِعِىْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لَمْ تَفْزَعْ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ كَثِيْرُ الْحَيَاءِ وَلَوْ اَذِنْتُ لَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ خَشِيْتُ اَنْ لاَّ يَبْلُغَ فِىْ حَاجَتِهِ .

১৮২০। ইবরাহীম ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীনের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তার কাছে নিজ প্রয়োজন সেরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর উমার (রা) তাঁর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন, আর তিনি পূর্বাবস্থায়ই থাকলেন। তারপর তিনি প্রয়োজন সেরে বেরিয়ে গেলেন। এরপর উসমান (রা) তাঁর কাছে অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ তুমিও তোমার কাপড়গুলো ঠিকঠাক করে নাও। অতঃপর তিনি যখন বেরিয়ে গেলেন আয়েশা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, উসমান (রা)-এর জন্য আপনি যেমন ব্যস্ততা দেখালেন, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর জন্য তেমন ব্যস্ততা দেখাননি? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় উসমান (রা) অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি যদি তাকে উক্ত অবস্থায় অনুমতি দিতাম তাহলে আমি আশংকা করছিলাম যে, তিনি তার প্রয়োজন সমাধা করতে পারতেন না।

١٨٢٠(١)- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৮২০(১)। ইবনে মারযূক (র)... আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

www.pathagar.com

١٨٢٠(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْاَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ ثَنَا عُقَيْلُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْيَ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৮২০(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আযীয আল-আয়লী (র)... সাঈদ ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٠(٣)- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৮২০(৩)। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) ও উসমান (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, এ হাদীসটি এসম্পর্কিত মূল হাদীস, যাতে উরুদ্বয় খোলা রাখার বিষয়ে মোটেও উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

١٨٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ .

১৮২১। ইবনে আবু ইমরান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَاى فَخِذَ رَجُلٍ فَقَالَ فَخِذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ .

www.pathagar.com

১৮২২। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বের হয়ে জনৈক ব্যক্তির উরু উন্মুক্ত দেখতে পেয়ে বললেন ঃ মানুষের উরু তার সতরের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٢٣- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ اِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .

১৮২৩। বাহর ইবনে নাসর (র)... মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের আঙ্গিনায় মা'মারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার উরুর একাংশ খোলা ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে মা'মার! তোমার উরু ঢেকে দাও। নিশ্চয় উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٢٣(١)- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৮২৩(১)। রাওহ ইবনুল ফারাজ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে জাহশ (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٨٢٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَمْشِىْ فِى السُّوْقِ فَمَرَّ بِمَعْمَرٍ جَالِسًا عَلٰى بَابِهِ مَكْشُوْفَةٌ فَخِذُهُ فَقَالَ خَمِّرْ فَخِذَكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ .

১৮২৪। ফাহ্‌দ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বাজারের মধ্যে হাঁটছিলাম। তিনি মা'মার (রা)-র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নিজ ঘরের দরজায় উরু খোলা অবস্থায় বসা ছিলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার উরু ঢেকে দাও। তুমি কি জানো না, এটা সতরের অন্তর্ভুক্ত?

www.pathagar.com

١٨٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَخِذُ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ اَوْ قَالَ مِنَ الْعَوْرَةِ .

১৮২৫। আলী ইবনে মা'বাদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম ইবনে জারহাদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তির উরু তার সতরের অন্তর্ভুক্ত; অথবা বলেছেন ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٢٥(١)- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَسَنٌ هُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৮২৫(১)। ফাহ্দ (র)... জারহাদ আল-আসলামী (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِيْ وَفَخِذِيْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ خَمِّرْ عَلَيْكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .

১৮২৬। ইউনুস (র)... জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সুফ্ফাবাসী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে বসলেন, তখন আমার উরু ছিল উম্মুক্ত। তিনি বললেন ঃ এটা ঢেকে নাও। তুমি কি জানো না, উরু অবশ্যই সতরের অন্তর্ভুক্ত?

١٨٢٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَمِّهِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ قَدْ كَشَفَتْ عَنْ فَخِذِيْ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

১৮২৭। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (র)... জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং আমার উরু উন্মুক্ত ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার উরু ঢেকে নাও। উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এসব হাদীস থেকে জানা যায়, নিশ্চয় উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং এ হাদীসগুলোর বিপরীতে কোন সহীহ হাদীস নেই।

www.pathagar.com

অতএব এগুলো প্রমাণ করে যে, উরু অবশ্যই সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি উন্মুক্ত হওয়ার কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে, যেমনিভাবে অন্যান্য সতর উন্মুক্ত হওয়ার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে রিওয়ায়াতের দিক থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের জন্য এটিই হচ্ছে যথার্থ পদ্ধতি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ এ বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি কোন বেগানা (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) নারীর মুখমণ্ডল এবং তার উভয় হাতের তালু দেখতে পারে (জায়েয), কিন্তু তার মাথা এবং নিচে তার পেট, পিঠ, দুই উরু ও দুই পায়ের নলা দেখা তার জন্য জায়েয নয়। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, কোন ব্যক্তি তার মাহ্‌রাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) নারীর বক্ষদেশ, চুল, মুখমণ্ডল, মাথা ও পায়ের নলার প্রতি দৃষ্টি দেয়াতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এছাড়া তার শরীরের অন্য স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্য বৈধ নয়। এমনিভাবে আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, কোন ব্যক্তির অন্যের দাসীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ, যে দাসীর মালিকানা তার জন্য সাব্যস্ত নয় এবং সে তার মাহ্‌রামও নয়। অতএব তার মাহরাম নারী ও অন্যের মালিকানাভুক্ত দাসী, যে তার মাহরামও নয় এবং তার মালিকানাভুক্তও নয়, এদের উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা তেমনি নিষিদ্ধ যেমন তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং নারীদের উরুর বিধান তাদের গুপ্তাঙ্গের বিধানের অনুরূপ, পায়ের নলার বিধানের অনুরূপ নয়। এরই ভিত্তিতে যুক্তি হচ্ছে, পুরুষের বিষয়টিও অনুরূপ হবে। অর্থাৎ দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে পুরুষের উরুর বিধান তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বিধানের অনুরূপ, তার পায়ের নলার বিধানের অনুরূপ নয়। অতএব যখন তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম, অনুরূপ তার উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য নিজের মাহরাম নারীর যেসব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম, ঠিক তেমনি অন্য পুরুষের জন্য পরস্পরের সেসব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম। আর মাহরাম নারীর যেসব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হালাল, অন্য পুরুষের জন্য পরস্পরের সেসব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়াতেও কোন দোষ নেই।

বস্তুত এটিই হচ্ছে আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রকৃত যুক্তি। আর এ যুক্তি সেসব হাদীসের অনুকূলে যা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। অতএব এটিই আমরা গ্রহণ করেছি এবং এটিই হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

## ٧٢- بَابُ الْأَفْضَلِ فِى الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ اَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

## ৭২-অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা (কিরাআত পড়া) উত্তম না কি বেশি রুকূ-সিজদা করা উত্তম?

١٨٢٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ وَحُدَيْجٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمُخَارِقِ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَمَرَرْنَا

www.pathagar.com

بِالرَّبَذَةِ فَوَجَدْنَا اَبَا ذَرٍّ قَائِمًا يُصَلِّىْ فَرَاَيْتُهُ لاَ يُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيُكْثِرُ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَقُلْتُ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا اَلُوْتُ اَنْ اُحْسِنَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

১৮২৮। ফাহ্দ (র)... আল-মুখারিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আর-রাবাযা নামক স্থান হয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমরা আবু যার (রা)-র সাক্ষাত পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি তাকে দেখলাম, তিনি কিয়াম দীর্ঘ না করে (দীর্ঘ কিরাআত না পড়ে) বেশি রুকূ-সিজদা করছেন। বিষয়টি আমি তার কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি উত্তমরূপে কাজ করতে ত্রুটি করি না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রুকূ ও একটি সিজদা করে, আল্লাহ্ এর দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

**পর্যালোচনা**

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, নফল নামাযে দীর্ঘ কিয়াম ও কিরাআত অপেক্ষা অধিক রুকূ-সিজদা করা উত্তম। এ বিষয়ে তারা উক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। অন্য একদল আলেম তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আলোচ্য নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম। আর এ বিষয়ে তাদের দলীল হলো, যা আমরা পূর্বে আমাদের গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি। আর তা এই যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের নামায উত্তম? তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা। আমরা দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি রুকূ-সিজদা করা অপেক্ষা দীর্ঘ কিয়াম করাকে শ্রেষ্ঠতর ঘোষণা করেছেন। আর আমরা আবু যার (রা) বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি আমাদের নিকট তার সাথে এর কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদা করে, এর দ্বারা হয়ত বুঝানো হয়েছে, কিয়ামকে রুকূ-সিজদার পূর্বে দীর্ঘ করা হয়েছে। আবার এও হতে পারে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদা করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।" যদি এর সাথে দীর্ঘ কিয়ামকে যুক্ত করা হয় তাহলে এটি আরো উত্তম হবে। আর আল্লাহ্ তাকে অধিক সওয়াব দান করবেন। উক্ত হাদীসের অর্থ এভাবে নেয়া উত্তম হবে যাতে তা অন্যান্য হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, যা আমরা উল্লেখ করেছি। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা রুকূ-সিজদা বেশি করার চাইতে উত্তম। এটি আমাকে ইবনে আবু ইমরান (র) মুহাম্মাদ ইবনে সিমাআ

www.pathagar.com

(র) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَاٰى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّىْ قَدْ اَطَالَ صَلَاتَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا قَالَ مَنْ يَعْرِفُ هٰذَا قَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتُ اَعْرِفُهُ لَاَمَرْتُهُ اَنْ يُطِيْلَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ الْعَبْدُ يُصَلِّىْ اُتِىَ بِذُنُوْبِهِ فَجُعِلَتْ عَلٰى رَاْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ اَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ .

১৮২৯। ফাহ্দ (র)... যুবায়ের ইবনে নুফায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) এক যুবককে দেখতে পেলেন যে, সে দীর্ঘ কিয়ামসহ নামায পড়ছে। সে নামায শেষ করলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একে চেনে? এক ব্যক্তি বললো, আমি চিনি। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমি যদি তাকে চিনতাম তাহলে তাকে রুকূ-সিজদা দীর্ঘ করতে নির্দেশ দিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বান্দা যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার গুনাহসমূহ তার মাথা ও দুই কাঁধের উপর রেখে দেয়া হয়। যখন সে রুকূ অথবা সিজদা করে তখন তার থেকে তার গুনাহ্ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়।

কেউ হয়ত বলতে পারে, এই হাদীসে তো বলা হয়েছে—দীর্ঘ কিয়াম অপেক্ষা অধিক রুকূ-সিজদা করা উত্তম। তাকে উত্তরে বলা যেতে পারে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা এই হাদীসে নেই। বরং এতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ রুকূ-সিজদা দ্বারা নামাযীর গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সম্ভবত দীর্ঘ কিয়াম দ্বারা নামাযীকে তার চাইতেও উত্তম প্রতিদান দেয়া হয়।

আরো এই যে, এই হাদীসে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দীর্ঘ রুকূ-সিজদা উত্তম। পক্ষান্তরে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে দীর্ঘ কিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, যা তার হাদীস থেকে উত্তম।

**দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত**

www.pathagar.com

www.pathagar.com